উৎপলা

হেমেন্দ্রলাল, সরমার সুখ প্রভৃতি প্রণেতা
শ্রীভবানীচরণ ঘোষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আষাঢ়—১৩৩১

মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা
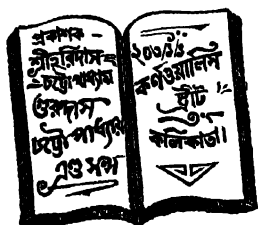
প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উপহার

উৎসর্গ

সুধী, সুহৃদ্‌-শ্রেষ্ঠ
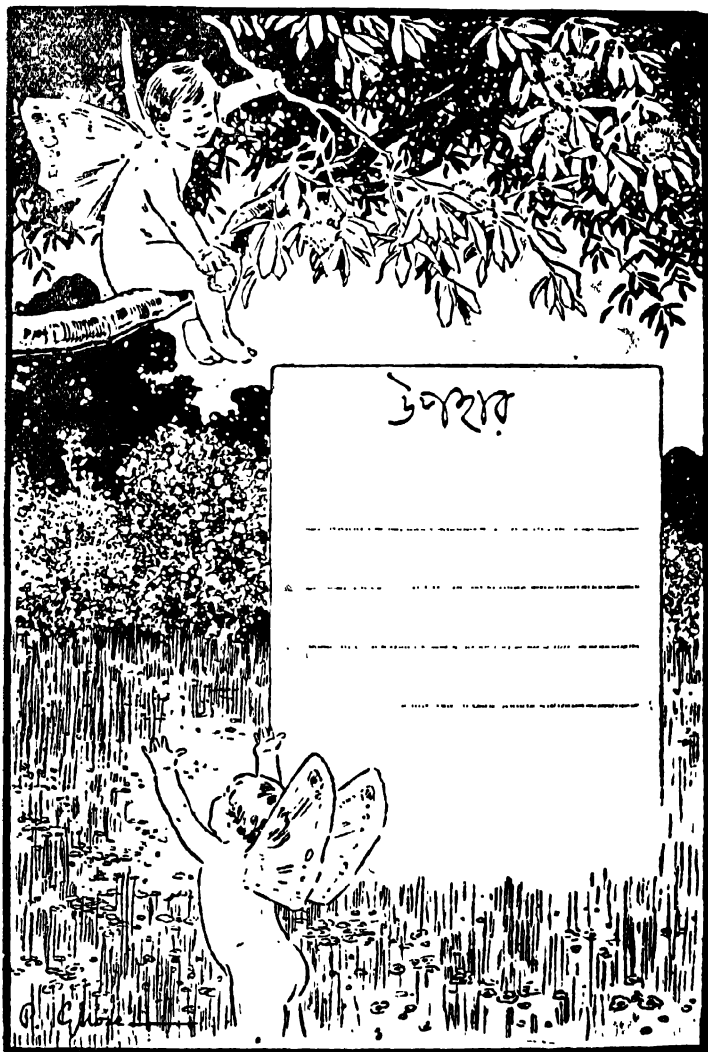
শ্রীযুক্ত মুকুন্দনাথ রায় মহাশয়ের

করকমলে

শ্রদ্ধা ও প্রীতির চিহ্নস্বরূপ

এই গ্রন্থ

সাদরে সমর্পিত হইল।

বিজ্ঞাপন

উৎপলার কিয়দংশ বঙ্গদর্শনে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবার পর বঙ্গদর্শন প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। আজ সম্পূর্ণ গ্রন্থ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

রাজাধিরাজ অশোকদেবের বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণ প্রাচীন ভারতের এক অতি প্রধান ঘটনা। আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক যে মহাবিপ্লবের সূচনা সেই ঘটনা হইতে আরম্ভ হয়, এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় তাহার সামান্য রেখাঙ্কন মাত্র করা হইয়াছে। বহু দিনের কথা; বাঙ্গালা ভাষায় সে যুগের ইতিহাস আলোচনা অল্প দিন হইল আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং এই আখ্যায়িকায় ভ্রম প্রমাদের অভাব নাই। তবে, সহৃদয় পাঠক অবশ্যই মনে রাখিবেন, উপন্যাস ইতিহাস নহে।

৫।৩, জরিপ লেন, বিডন ষ্ট্রীট্
কলিকাতা, ১৩৩১

বিনীত
গ্রন্থকার

উৎপলা

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রকৃতি-চঞ্চলা

প্রাচীন মহারাজ্য মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরের উপকণ্ঠে পাটলীগ্রাম। পাটলীগ্রাম পাটলীপুত্র অপেক্ষাও প্রাচীন। পূর্ব্বে যখন রাজগৃহ মগধের রাজধানী ছিল, তখন মহারাজা অজাতশত্রু দুর্দ্ধর্ষ বৃজিবংশীয়দিগকে দমন করিবার জন্য গঙ্গা এবং হিরণ্যবতীর সঙ্গমস্থল এই পাটলীগ্রামের সন্নিকটে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ভগবান তথাগত একবার আমন্ত্রিত হইয়া এই পাটলীগ্রামে আগমন করেন এবং এই ক্ষুদ্র গ্রামই কালে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ভূমির রাজধানী হইয়া মহা সমৃদ্ধি এবং প্রসিদ্ধি লাভ করিবে বলিয়া ভবিষ্যৎবাণী প্রচার করেন। এই ক্ষুদ্র দুর্গে মহারাজা অজাতশত্রু এক সেনানিবাস সংস্থাপন করেন। এই ক্ষুদ্র দুর্গ এবং সেনানিবাসই পরিশেষে মহানগর পাটলীপুত্র বলিয়া পরিচিত হইল। মহারাজা অজাতশত্রুর পুত্র মহারাজা উদয়েশ্বর রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানেই রাজধানী স্থাপন করেন।

ক্রমবর্দ্ধনশীল সেই বিশাল নগরের উপকণ্ঠে জনকোলাহলের অদূরে

তাল-তমাল আম্রকাননের অন্তরালে আপনার ক্ষুদ্র বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোঠাবাড়ী উদ্যান সরোবর লইয়া ক্ষুদ্র পাটলী সভয়ে সঙ্কোচে অবস্থিত ছিল। গঙ্গাতীর হইতে সেই গ্রামের মধ্য দিয়া নগরে যাইবার প্রশস্ত পথ।

ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে এক দিন অপরাহ্ণে একটী যুবক গ্রাম হইতে বাহির হইয়া সেই রাজপথ দিয়া অশ্বারোহণে নগরের দিকে যাইতেছিলেন। তাঁহার সুন্দর অথচ সহজ বেশভূষা। পরিধানে পট্টবাস; শুভ্র ওড়নির অর্দ্ধাংশ দ্বারা মস্তকে জড়ান উষ্ণীষ, অপরাংশ স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত। ললাটে চন্দন, কর্ণে মুক্তাশোভিত বলয়, গলায় ফুলের মালা, পায়ে পাদুকা। যুবকের বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, শরীর বলশালী। তেজস্বী বলবান অশ্ব পরিচিত আরোহীকে লইয়া নাচিতে নাচিতে চলিতেছিল। উচ্চ পথের উভয় পার্শ্বে গাছের সারি, নিম্নে স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র, স্থানে স্থানে উদ্যান সরোবরযুক্ত সুন্দর সুন্দর বাড়ী, আম জাম তাল তেঁতুলের উদ্যান।

সূর্য্য অস্তোন্মুখ, সন্ধ্যা আগত হইয়াছে। এমন সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, প্রবল ঝড় উপস্থিত হইল। চারিদিক অন্ধকার; পথের ধূলি, গাছের পাতা ঝড়ের বেগে তাড়িত হইয়া অশ্বারোহীর শরীর প্রহৃত হইতে লাগিল। পথপার্শ্বের একটী বৃহৎ গাছ ঝড়ে ভূমিতে পড়িয়া পথ প্রায় বন্ধ করিয়া ফেলিল। তখন মেঘ ডাকিয়া আসিল, প্রবলবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বেগে অশ্বচালনা বিপজ্জনক, অশ্বারোহী অতি সাবধানে চলিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সম্মুখে অনতিদূর হইতে স্ত্রীকণ্ঠের উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল। অশ্বারোহী অশ্ব থামাইলেন, বলিলেন;—"কে কাঁদিতেছ?"

পুনরায় ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল। অশ্বারোহী বেগে অশ্ব চালাইয়া

অগ্রসর হইলেন, তখন বিদ্যুদালোকে দেখিতে পাইলেন, পথের এক পার্শ্বে একটা গাছের তলায় একখানি শিবিকা, শিবিকার নিকট হইতেই কাতর স্ত্রীকণ্ঠ-ধ্বনি আসিতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া যুবক উচ্চস্বরে বলিলেন ;—"কে কাঁদিতেছ ? কেন কাঁদিতেছ ? আর ভয় নাই।"

আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া যুবক দেখিতে পাইলেন, একটী স্ত্রীলোক অসম্বৃত বেশে শিবিকা ধরিয়া দাঁড়াইল। সেই ক্ষণমাত্র দৃষ্টিতেই যুবক দেখিলেন, স্ত্রীলোকটী যুবতী এবং অসামান্য রূপবতী। আষাঢ়ের নবীন মেঘমালার ন্যায় তাহার নিবিড়কৃষ্ণ কেশরাশি বায়ুবেগে তাহার কপোল স্কন্ধ পৃষ্ঠ বক্ষে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। যুবক বলিলেন ;— "আমি অপরিচিত, কিন্তু বিপদ সময়ে তাহা মনে রাখিবেন না। নিকটে কাহাকেও দেখিতেছি না, আপনি একাকিনী কেন ? লোকজন কোথায় গিয়াছে ?—কি হইয়াছে ?"

স্ত্রীলোকটী শিবিকার আড়ালে সরিয়া উত্তর করিলেন ;—

"আমি বড় বিপন্ন।"

"কি বিপদ ?—কি হইয়াছে ?"

"গ্রাম হইতে নগরে যাইতেছিলাম। ঝড় বৃষ্টিতে এই গাছের তলায় আশ্রয় লই। এখানে দস্যুরা আমাদিগকে আক্রমণ করে। বাহকগণ কোথায় পলাইয়া গিয়াছে, জানি না। অশ্বারোহণে আপনাকে আসিতে দেখিয়া এবং আপনার স্বর শুনিয়া দস্যুরা সরিয়া পড়িয়াছে।"

"আপনার সঙ্গে আর কেহ ছিল না ?"

"এক ভৃত্য ছিল, তাহাকেও দেখিতেছি না।"

"তাহার কি নাম ?"

"বাহুক।"

যুবক তখন বাহকের নাম ধরিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, কোন সাড়া পাইলেন না ; তখন পুনরায় বলিলেন,—"এখনও বৃষ্টি থামে নাই। আপনি শিবিকার মধ্যে অপেক্ষা করুন।"

"আপনিও ত বৃষ্টিতে ভিজিতেছেন !"

যুবক হাসিয়া বলিলেন ;—"আমার কোন অসুখ করিবে না। আপনি শিবিকার মধ্যে প্রবেশ করুন।"

রমণী শিবিকায় প্রবেশ করিলেন। যুবক বলিলেন ;—"আমি একটুকু খুঁজিয়া দেখি, কাহাকেও পাই কি না।"

"আপনি খুঁজিতে যাইবেন না ; আপনি দূরে গেলে আমি পুনবায নিঃসহায় হইব।"

যুবক তখন চীৎকার কবিয়া বাহককে ডাকিতে লাগিলেন, কোন সাড়া নাই ! যুবক মহা বিপদে পড়িলেন। এই অন্ধকার ঝড়বৃষ্টিময রাত্রিকালে প্রায় জনশূন্য নগরপ্রবেশপথে একাকী এই অপরিচিতা রমণীর উদ্ধারের কি উপায় বিধান করিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। বাহক জুটিলে তিনি নিজে সঙ্গে যাইয়া রমণীকে তাঁহার বাটীতে পৌছাইযা দিতে পারিতেন, কিন্তু বাহকগণ পলাইয়াছে, রমণীর সঙ্গীয় ভৃত্যটীও নাই। ইহাঁকে এই জনশূন্য স্থানে রাখিয়া বাহক কি অন্য লোকের অনু-সন্ধানে যাইতে সাহস হয় না, রমণীও তাহা ইচ্ছা করেন না। কি বিপদ !

এমন সময় যুবক দেখিতে পাইলেন, পথের নীচের দিকে একটী ক্ষুদ্র ঝোপের আড়াল হইতে একটী লোক ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসব হইতেছে। যুবক ক্ষিপ্র হস্তে শিবিকার একটা বহনদণ্ড খুলিয়া লইযা অন্য কোনরূপ অস্ত্রাভাবে তাহাই বৃহৎ লগুড়বৎ ঘুরাইয়া বলিলেন ;— "কে আসিতেছ ? যদি চোর দস্যু হও, পালাও ; নতুবা এক আঘাতে মস্তক চূর্ণ করিব।"

লোকটা থামিল, বলিল ;—"আপনি কে ?"

"আমার পরিচয়ে আবশ্যক নাই,—তুমি কে ?"

"আমি বাহক ; ঐ শিবিকায় আমার কর্ত্রী আছেন, আমি তাঁহার ভৃত্য।"

রমণীও বলিলেন ;—"হাঁ, আমার ভৃত্যের স্বরই বটে।"

যুবক তখন বাহককে নিকটে ডাকিলেন। বাহক প্রথমে দস্যুহস্ত হইতে স্বীয় কর্ত্রীকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বাহুমূলে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" ইত্যাদি প্রাজ্ঞ প্রবচনের অনুসরণ করিয়া তথা হইতে পলায়ন করে। শেষে ঘটনাস্থল নিরাপদ দেখিয়া কর্ত্রীর নিকট ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তখনও তাহার হৃৎকম্প বিদূরিত হয় নাই, সুতরাং তাহাকে সেখানে রাখিয়া বাহকের অনুসন্ধানে যুবকের নগরপ্রবেশের প্রস্তাবে রমণী স্বীকার হইলেন না। তখন তিন জনে হাঁটিয়া নগরে প্রবেশ করার কথাই স্থির হইল। নগরে বাহক এবং শিবিকা সংগ্রহ করিয়া রমণীকে তাঁহার বাটীতে পাঠান হইবে।

অশ্বটী এতক্ষণ পথের একপার্শ্বে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, যুবক তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন এবং বলিলেন ;—"সুন্দর, ঘরে যা।"

শিক্ষিত অশ্ব প্রথমে মৃদু মৃদু পরে দ্রুত বেগে ছুটিয়া নগরাভিমুখে চলিয়া গেল।

যুবক তখন রমণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন ;—"আর বিলম্ব করা উচিত নহে, রাত্রি অধিক হইতেছে।"

যুবতী শিবিকা হইতে বাহির হইলেন। অস্পষ্টালোকে যুবক দেখিতে পাইলেন, রমণীর দেহে কোন ওড়নি নাই, তিনি শুধু পরিহিত সাটীর অঞ্চল দ্বারাই মস্তক বক্ষ পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়াছেন। এই

পরমাসুন্দরী রমণী অবশ্যই বিশেষ কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থা হইবেন, দস্যুকর্তৃক ইহাঁর গাত্রবস্ত্রও অপহৃত হইয়াছে। কিন্তু এ বেশে প্রকাশ্য রাজপথে রমণীর চলা বাঞ্ছনীয় নহে। যুবক বলিলেন ;—"দস্যুরা শুধু আপনার অলঙ্কারপত্র সরায় নাই। তাহারা আপনার ওঢ়নি পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে। এখনো বৃষ্টি-দুর্য্যোগ আছে, এ বেশে আপনার অত্যন্ত কষ্ট হইবে।"

যুবক আপনার গায়ের ওঢ়নি খুলিয়া লইয়া বলিলেন ;—"আপনি এই ওঢ়নি নিন্। এ বিপদ সময়ে ইতস্ততঃ করিবেন না।"

মুখ নত করিয়া রমণী বলিলেন ;—"আপনি আমার প্রাণ ও মান রক্ষা করিয়াছেন, আজীবন আপনার এ ঋণ অপরিশোধ থাকিবে। আমার একটী প্রার্থনা, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন—যদি কোন আপত্তির কারণ না থাকে, তবে আপনি কে, দয়া করিয়া তাহা ানা ইলে চিরকাল আপনার পুণ্য নাম স্মরণ করিয়া জীবন সার্থক করিব।"

"মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য সামান্য একটী কার্য্যকে আপনি অতি মহৎ বলিয়া মনে করিতেছেন। আমার নাম প্রমিত সেন।"

রমণী চমকিত হইলেন, এক পদ পশ্চাৎ সরিয়া একটুকু ইতস্ততঃ করিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিলেন ;—"কুমুদনিবাস ?"—

"আপনি কিরূপে জানিলেন ?"

"আপনার নাম নগরে কে না জানে !"

দুই হাত যোড় করিয়া অবনত মস্তকে রমণী প্রমিত সেনকে অভি-বাদন করিলেন এবং পুনরায় শিবিকার অন্তরালে যাইয়া, প্রমিতের দত্ত ওঢ়নি দ্বারা যথাযথ অঙ্গ আবরিত করিলেন।

তখন তিন জনে ধীরপদে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগরে

পৌঁছিয়া অদূরেই শিবিকা পাওয়া গেল। প্রমিত বলিলেন ;—"আপনাকে কোথায় পৌঁছাইতে হইবে ?"

"কমলপুরে।"

"আপনি শিবিকায় প্রবেশ করুন। আমি আপনাকে পৌঁছাইয়া দিয়া বাড়ীতে যাইব।"

"আপনি বিস্মিত হইবেন না। আমি পথ চিনি, আমার ভৃত্যও পথ ঘাট জানে। কমলপুর বেশী দূর নয়, কুমুদনিবাসের পথ পৃথক, আপনি এখন গৃহে গমন করুন।"

প্রমিত বিস্মিত হইলেন। নগরের পথঘাট রমণী কেমন করিয়া চিনিলেন ? পরিশেষে রমণীর নিতান্ত আগ্রহাতিশয্যে প্রমিত সেই স্থান হইতেই নিজগৃহে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। বোধ হয় রমণীর ইচ্ছা নহে যে, প্রমিত সঙ্গে যাইয়া তাঁহার ঘর বাড়ী এবং অন্যান্য পরিচয় জানিয়া আসেন, সুতরাং সেই স্থান হইতেই পৃথক্ পথ অবলম্বন করা প্রমিত শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। শিবিকায় প্রবেশ কালে রমণী পুনরায় প্রমিতকে অভিনন্দন করিয়া বলিলেন ;—"আপনি নিজ পরিচয় দিয়া আমাকে চির অনুগৃহীত করিয়াছেন, কিন্তু আমি নিজের পরিচয় আপনাকে দিতে পারিলাম না ! আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিবেন না। স্ত্রীলোকের সাহস কম ; আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। যদি আমার সে সৌভাগ্য থাকে, তবে এক দিন অপনার নিকট পরিচিত হইয়া জীবন ধন্য করিব।"

যুবতী আর বিলম্ব করিলেন না, শিবিকায় প্রবেশ করিলেন। বাহকগণ শিবিকা লইয়া কমলপুরের দিকে প্রস্থান করিল। প্রমিত সেন দেখিতে পাইলেন, বাহকগণ চলিতে আরম্ভ করিলে রমণী শিবিকার আবরণ একটুকু উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার দিকেই যেন সাগ্রহে চাহিলেন।

প্রমিত সেন সেইখানে দাঁড়াইয়া কিছুকাল অনন্যমনে সেই রমণীর কথা ভাবিতে লাগিলেন। রমণী যুবতী, অপূর্ব্ব সুন্দরী, লাবণ্যবতী, শিক্ষিতা, চতুরা, অবশ্যই কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থা হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু কেমন যেন প্রকৃতি-চঞ্চলা, প্রগল্‌ভা! বাক্যালাপে কেমন যেন যুবতী কুলস্ত্রীসুলভ সঙ্কোচশূন্যা!—কে এ রমণী?

তখন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, চন্দ্রোদয় হইয়াছে, প্রমিত সেন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্ষণবিদ্যুৎ-স্ফুরণদৃষ্ট কুন্তলজাল-পরিবৃত মনোমুগ্ধকর সেই সুন্দর মুখের উজ্জ্বল প্রতিকৃতি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল।

উৎপলা পরম রূপবতী, কিন্তু এ রমণী? না, উৎপলার অপেক্ষা সুন্দরী কি কেহ আছে? ভাবিতে ভাবিতে প্রমিত সেন নিজগৃহে পৌঁছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অবদ্ধ-কুন্তলা

রাজধানীর মধ্যে প্রমিত সেন একজন প্রসিদ্ধ এবং সঙ্গতিপন্ন লোক, রাজাধিরাজ অশোকদেবের বিশ্বাসভাজন পারিষদ। কুমুদনিবাসে তাঁহার বৃহৎ বাটী একটী রাজপুরী বিশেষ। অপূর্ব্ব ফল-ফুলের উদ্যান। বহির্ব্বাটী, অন্তঃপুর, পূজাগৃহ, বিলাসগৃহ, অশ্বশালা সমস্ত পাকা। সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ তাঁহার কুমুদ-সরোবর। বাটীর দক্ষিণ ভাগেই এই বৃহৎ পুষ্করিণী, প্রস্তরময় তাহার বাঁধা ঘাট। পুষ্করিণীর মধ্যভাগে মর্ম্মরনির্ম্মিত প্রমিতের বিলাস-ভবন। বিলাস-ভবনের চারিদিকে শতশত কমল কুমুদ কহ্লারের শোভা, সেই জন্যই ইহার নাম কুমুদ-সরোবর এবং পল্লীর নাম কুমুদনিবাস।

অপরাহ্লে উৎপলা অন্তঃপুরে দোতালার বিস্তৃত ছাদে বসিয়া ছিলেন। পরিচারিকা মাধবী তাঁহার কেশ বাঁধিয়া দিতেছিল। নিকটে নানা উপকরণ—সুগন্ধি তৈল, অলক্ত, মুকুর, মধুখ, চিরুণী, দড়ি, হরিদ্রা, অগুরু, চন্দন, গোরোচনা, অঞ্জন, মুক্তাজাল, সীমন্তমণি প্রভৃতি কেশ ও অঙ্গরাগের আয়োজন। মাধবী অতি নিপুণ হস্তে উৎপলার দীর্ঘ কোমল কেশরাশি বহুভাগে বিভক্ত করিয়া সরু সরু বেণী রচনা করিতেছিল।

উৎপলা জিজ্ঞাসা করিলেন;—"আজ এত বিলম্ব হইতেছে কেন রে?"

"বিলম্ব আর বেশি কি ? এখনো ত সন্ধ্যা হয় নাই।"

"কথা ছিল, বেলা থাকিতেই ফিরিবেন।"

"পুরুষ মানুষের কত কাজ; বোধ হয়, আর কোথাও গিয়া থাকিবেন।"

"ঘর বাড়ী ছাড়িয়া মানুষের বাহিরে অত কাজ কেন ?"

মাধবী হাসিল, বলিল ;—"আমরা কি তাহা বুঝি ?—আমরা ভাবি, আমাদের আঁচল ধরিয়া ঘরে বসিয়া থাকাই পুরুষের এক মাত্র কাজ !"

গুপ্ত শ্লেষের সূক্ষ্ম শরাভিঘাতে উৎপলারও হাসি পাইল; তিনি বলিলেন ;—"আমি কি অতই স্বার্থপর ?"

"তুমি না হইতে পার, কিন্তু অনেকের বিশ্বাস, ছাড়া হইয়া তিল মাত্র থাকিতে তোমার কষ্ট হয়।"

"তবে আমি অপরাধী।"

"অপরাধ শুধু তোমার নয়, উভয়েরই সমান !"

"দূর, অভাগী !—ও কিরে ?"

ছাদে মেঘের ছায়া পড়িল। আকাশে বড় মেঘের সাজ হইয়াছে। ধবল বলাকার দল সারি নিয়া নীলাকাশে ভাসিয়া উঠিল। দেখিয়া উৎপলার চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

"সন্ধ্যা হইয়া আসিল, এখন ত তাঁর ফিরিবার কথা। বড়ই যে মেঘ সাজিল !"

"ঘোড়ায় আসিবেন, কতক্ষণই বা লাগিবে ?—ভয় কি ?"

তখন ঝড় উঠিয়া আসিল। আম্রকানন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, কুমুদসরোবরের জল তরঙ্গময় হইল। স্ফুট অস্ফুট কমল কুমুদ কহ্লার বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া একবার একদিকে আরবার বিপরীত দিকে

জলস্পর্শ করিতে লাগিল। ধূলি, বালু, ছিন্ন গাছের পাতায় আকাশ ছাইয়া ফেলিল। অন্ধকার হইয়া আসিল।

উৎপলা উঠিলেন, মাধবী অঙ্গরাগের সামগ্রীগুলি তুলিয়া লইল। খোলা ছাদে আর তিষ্ঠান যায় না। আরও পরিচারিকা দৌড়িয়া সেখানে আসিল, ছাদের জিনিসপত্র সরাইতে লাগিল, ঘরের জানালা কপাট বন্ধ করিতে লাগিল। প্রমিত সেন তখনও বাড়ীতে ফিরেন নাই।

মেঘ ডাকিয়া আসিল। প্রথমে বড় বড় ফোঁটা ফোঁটা, শেষে অবিরল ধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। উৎপলা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

কিছুকাল পরে বহির্ব্বাটীতে ভারি গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রমিতের অশ্ব সুন্দর শূন্যপৃষ্ঠে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু প্রমিতের কোন সংবাদ নাই। সজ্জিত অশ্ব ফিরিয়া আসিল, কিন্তু আরোহী নাই, অবশ্যই তাঁহার কোন বিপদ হইয়াছে! ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারে পথ দুর্গম হইয়াছে, কোথায়ও তিনি অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া থাকিবেন। ভিতর বাড়ীতে সংবাদ আসিল, উৎপলা শুনিলেন। সকলে মহা ব্যস্ত-সমস্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। তখন লোকজন পরিচারকবর্গ অনু-সন্ধানে বাহির হইল। কেহ অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিল, কেহ কেহ আলো জ্বালিয়া চলিল। কতক লোক পাটলীর পথে, কতক রাজপুরী অভিমুখে চলিল।

উৎপলার কেশ বন্ধন শেষ হইল না। সেই বিপুল কেশরাশির কতক বেণীবদ্ধ, কতক আলুলায়িতই রহিল। কক্ষে প্রবেশ করিয়া মাধবী অনেক অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু উৎপলা স্বীকার হন নাই; উৎকণ্ঠিত চিত্তে একবার ঘরে, একবার ছাদে যাতায়াত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। বায়ুবেগে তাড়িত আলুলায়িত কেশজাল উৎপলার মুখ

এবং কপোল দেশ আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

ক্রমে ঝড় বৃষ্টি থামিল, চন্দ্রোদয় হইল। সিক্তবস্ত্র, লুপ্ত-চন্দন-লেপ প্রমিত সেন গৃহে পৌছিলেন। বহির্ব্বাটীতে বিলম্ব না করিয়া প্রমিত একেবারে উৎপলার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। উৎপলা দ্রুতবেগে স্বামীর সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—"কেন এত বিলম্ব হইল? ঝড় বৃষ্টির সময় কোথায় ছিলে? সুন্দর আগেই ফিরিয়া আসিয়াছে,—কি হইয়াছে?"

প্রমিত ক্ষণকাল কোন কথা বলিলেন না, উৎপলার উচ্ছ্বসিত মুখের দিকে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন—এ মুখও যে প্রায় সেইরূপ বিস্রস্ত কেশজাল পরিবৃত!

উৎপলা কহিলেন;—"কিগো, চিনিতে পারিতেছ কি?"

"চিনিতে পারি বটে, কিন্তু দিন দিন, মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্তই যে নূতন!"

উৎপলার মুখ স্মিত প্রভাসিত, দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

"তোমার ভিজে কাপড়!—মাধবী, কাপড় আন্।—ঝড় বৃষ্টিতে কোথায় ছিলে? ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিলে? সুন্দর ত আগেই ফিরিয়া আসিয়াছে!"

"সব বলিতেছি। আজ আকাশের চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিল, কিন্তু দেখিতেছি, মর্ত্ত্যলোকের চন্দ্রমাও যে মেঘে ঢাকা!"

প্রমিত উৎপলার ললাটকপোলে বিক্ষিপ্ত কুন্তল-রাশি মৃদু হস্তে সরাইয়া দিলেন। উৎপলা হাসিয়া বলিলেন;—"মাধবী চুল বাঁধিয়া দিতেছিল; এমন সময় ঝড় বৃষ্টি আসিল, চুল বাঁধা শেষ হইল না। সুন্দর ফিরিয়া আসিল, তুমি আসিলে না! চুল বাঁধা আর হইল না।"

"সাতরাজার ধন মাণিক ঘরে ফিরিয়াছে, এখন বাঁধ!"

প্রমিত সিক্ত বস্ত্র ছাড়িলেন, হাত পা মুখ ধুইয়া শয্যায় বসিলেন। তখন পাটলী হইতে যাত্রা করার পর হইতে গৃহে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা স্ত্রীর কাছে বলিলেন।

"স্ত্রীলোকটীর কোন পরিচয় পাইলে না?"

"না।"

"কত বয়স?"

"উনিশ কুড়ি হইবে।"

"দেখিতে কেমন?"

"রূপবতী;—চুলে ঢাকা মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই।"

"তবে কেমন করিয়া বুঝিলে রূপবতী?"

"রূপ কি চুলে ঢাকা পড়ে?"

প্রমিত আলুলায়িতকুন্তলা উৎপলার লাবণ্যময় মুখের দিকে অতৃপ্ত লোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এমন সময় কক্ষের বাহির হইতে মাধবী বলিল;—"রাজপুরী হইতে আবার লোক আসিয়াছে।"

তখন উৎপলা বলিলেন;—"আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সন্ধ্যাব পূর্ব্বে রাজাধিরাজ তোমাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন।"

প্রমিত ব্যস্ততার সহিত বলিলেন;—"এতক্ষণ আমাকে জানাও নাই! আমাকে এখনি যাইতে হইবে।"

"সে কি! এই মাত্র তুমি গৃহে আসিলে, বৃষ্টিতে ভিজিয়া এত কষ্ট পাইয়াছ; রাত্রি প্রভাতে গেলে হয না?"

"না; এখনি যাইতে হইবে। রাজ-বাড়ীতে অবশ্যই বিশেষ কোন প্রয়োজন পড়িয়াছে, নতুবা বার বার সংবাদ আসিবে কেন?"

প্রমিত শয্যা হইতে নামিলেন। উৎপলাও নামিলেন; আপনাব কোমল হস্তে স্বামীর বাহু জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন; "রাত্রেই ত ফিরিবে!"

"ফিরিব,—বিদায় পাইলেই ফিরিব।"

উৎপলা স্বামীর বক্ষে কপোল সংন্যস্ত করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন ;—"তুমি ফিরিয়া আসিলে আমি চুল বাঁধিব, বিলম্ব করিও না।"

প্রমিত মৃদুহস্তে উৎপলার গণ্ডদেশ হইতে কেশগুলিকে সরাইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন।

বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রমিত গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন। উৎপলার সুন্দর মুখ ক্ষীণ মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রবিম্বের ন্যায় মলিনাভ হইল।

অবদ্ধকুন্তলা উৎপলা ক্ষুণ্ণচিত্তে শয্যায় শুইয়া পড়িলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৃগয়া-বাহিনী

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দুই তিন দিন পরে এক দিন প্রভাতে নগর মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কুমুদ-নিবাসের নিকট দিয়া যে প্রশস্ত রাজপথ, নগরের লোকজন সেই পথের দিকে ছুটিয়াছে। বালক বালিকা, যুবক বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক পুরুষ, ধনী দরিদ্র সকলের মুখেই কৌতূহলের চিহ্ন। এত লোকের সমাগম যে, সে রাজপথের পাশে দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত নাই। উদ্যান, পুকুর-পার, নিকটবর্ত্তী বৃক্ষশাখা পর্য্যন্ত— যে কোন স্থান হইতে পথ দৃষ্ট হইতে পারে, সেখানেই লোক। গৃহের ছাদে, অলিন্দে, দ্বারে, গবাক্ষপাশে অসংখ্য স্ত্রীলোক উৎগ্রীব হইয়া পথের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিতেছে!

রাজাধিরাজ অশোকদেব মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। সেই পথ দিয়া সজ্জিত মৃগয়াবাহিনী নগর অতিক্রম করিয়া যাইবে। প্রথমতঃ বাদ্যকরের দল দেখা দিল। তুরি, ভেরী, শিঙ্গা, দামামা, জয়ঢাক,খরতাল বাজাইতে বাজাইতে বাদকদল অগ্রসর হইল। তাহার পর শকটশ্রেণী কোনটি দ্বিচক্র, কোনটির চারিচক্র, কোনটিতে দুই, কোনটিতে চারি অশ্ব সজ্জিত। প্রতিশকটে অস্ত্রধারী যোদ্ধা। তাহার পরে গজবাহিনী। প্রতিগজে চালক এবং দুই কি তিনজন ধনুর্ব্বাণ ভল্লধারী যোদ্ধা। তাহার পর অশ্বারোহীর দল, তাহার পর পদাতিকের দল, তাহার পর আবার হস্তিশ্রেণী, অশ্বের দল। শেষোক্ত এই সকল হস্তী এবং অশ্বারোহণে দৃঢ়গঠিত বলিষ্ঠকায় আরক্তনেত্র যুবতী যোদ্ধা। ইহাদের

পরেই পথের উভয় পার্শ্ব দিয়া দুই দল প্রহরী দীর্ঘ রজ্জু আবক্ষ উচ্চ করিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং দর্শকবৃন্দকে এই রজ্জু-সীমার দূরে সরাইয়া দিতে লাগিল। সেই রজ্জু সীমার ভিতরে প্রবেশ দূরে থাকুক, কেহ তাহা স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইত। এই সীমার ভিতর দিয়া তখন বহুসংখ্যক যুবতী প্রহরিণী পদব্রজে আগমন করিতে লাগিল। রাজাধিরাজ অশোক দেবের শরীররক্ষক এই সকল স্ত্রীপ্রহরীদিগের অপূর্ব্ব বেশ। কাহারও বদ্ধকুন্তলে দীর্ঘ কঙ্কতি, কাহারও বা পুষ্পগুচ্ছ; কাহারও বা দীর্ঘ কেশপাশ স্থূল একবেণীবদ্ধ, বেণীমূল বিচিত্র কৌশেয় বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ; কর্ণে কুণ্ডল অথবা বলয়; আরক্ত নয়নে কজ্জল-লেখা; বক্ষ স্কন্ধ পৃষ্ঠদেশ চর্ম্মে আচ্ছাদিত, হস্তে শাণিত বর্শা, ভল্ল; কটিতে অসি। কাহারও হস্তে ধনু, পৃষ্ঠে তূণপূর্ণ শর, কটিতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা।

এই রমণীদলের মধ্যভাগে হস্তী-আরোহণে রাজাধিরাজ অশোকদেব। তাঁহার রাজবেশ, মৃগয়াস্থলে উপস্থিত হইলে এ বেশের পরিবর্ত্তন হইবে। মস্তকে মণিমাণিক্য মুকুট; গাত্রে স্বর্ণখচিত বহুমূল্য অঙ্গরক্ষিণী, কর্ণে মুক্তাময় বলয়, ললাটে চন্দনলেখা, গলে মুক্তাহার, পদে শুভ্র পাদুকা। হস্তীরও অপূর্ব্ববেশ। তাহার বিশাল দন্তদ্বয়ের অগ্রভাগ স্বর্ণ-কোষে আবৃত, মধ্যভাগে স্বর্ণবলয়, পদচতুষ্টয়ে রৌপ্য নির্ম্মিত স্থূল ঘুণ্টিকাযুক্ত "খাড়ুয়া," ললাট হইতে শুণ্ডের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এবং দুই কর্ণে গোরোচনা-চর্চ্চা। পৃষ্ঠ হইতে উভয় পার্শ্বে জানু পর্য্যন্ত বিলম্বিত মণি-মুক্তার ঝালরযুক্ত বিচিত্র পুরু আস্তরণ। তদুপরি আসীন রাজাধিরাজের শিরে পার্শ্বস্থ পরিচারকধৃত বৃহৎ রাজছত্র; রবিরশ্মিপাতে ছত্রসংযুক্ত মণিমুক্তাজাল দীপ্তি পাইতেছিল।

সেই বিরাট বাহিনীর পদভরে এবং দর্শকবৃন্দের উচ্চ জয়ধ্বনিতে

ভূমিতল কম্পিত হইতেছিল। বাহিনী কুমুদ-নিবাসে প্রমিতসেনের গৃহদ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলে প্রমিতসেন সবন্ধুবান্ধবে পথপার্শ্বে অবনত মস্তকে রাজাধিরাজের অভিবন্দনা করিলেন। অশোকদেব স্মিতমুখে সকলের প্রতি সানুগ্রহ দৃষ্টিপাত করিলেন। বাহিনী পূর্ব্ববৎ অগ্রসর হইতে লাগিল।

এমন সময় আজানুলম্বিত পীতবাসপরিহিত মুণ্ডিতমস্তক স্থিরনেত্র শীর্ণদেহ এক দীর্ঘকায় পুরুষ প্রহরীধৃত সেই সূত্রসীমার অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া যুক্ত করে উচ্চ গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল ;—

"মহারাজ, নগরে গ্রামে লক্ষ লক্ষ প্রজা তোমার রাজ্যে নিরাপদে পরমসুখে বাস করিতেছে ; বনের পশুও তোমার প্রজা—"

তাহার বক্তব্য আর শেষ হইল না! অখণ্ড-প্রতাপশালী রাজাধিরাজ অশোকদেবকে কে এমন ভাবে সম্বোধন করিল, দেখিবার জন্য পার্শ্বস্থ লোক সমুৎসুক হইয়া অগ্রসর হইল। লোকের ঠেলাঠেলিতে বক্তার শরীর সেই রজ্জুর উপর হেলিয়া পড়িল। অমনি ভল্লধারিণী এক ভীমাঙ্গী যুবতী প্রহরিণী ছুটিয়া আসিল, ভল্লদ্বারা বক্তাকে বিদ্ধ করিবার জন্য আঘাত করিল। আঘাত তাহার শরীরে লাগিল না, কিন্তু তাহার পরিহিত পীতবাস ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। বোধ হয়, অতিরিক্ত মৈরেয় পানে প্রমত্তা প্রহরিণী লক্ষ্য স্থির করিতে পারে নাই ; সে পুনরায় ভল্ল উত্তোলন করিল। প্রমিত সেন ঘটনা দেখিয়া ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইলেন এবং বাহুবলে পশ্চাতে সরাইয়া নিজে প্রহরিণীর লক্ষ্য হইলেন।

অসম্ভব অতর্কিত সম্বোধনে রাজাধিরাজের দৃষ্টি সেই ভিক্ষুবেশধারীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি প্রহরিণীকে বিরত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, বলিলেন ;—"নগরে ফিরিয়া বিচার করিব।"

তখন সেই বিপুল জনবাহিনী পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রহরিণী রমণীদলের পশ্চাতে আবার পদাতিকের দল, অশ্বারোহীর দল, ভারবাহী অশ্ব শকট এবং গোযান এবং তাহার রক্ষীদল। পরিশেষে দর্শকের দল সেই বাহিনীর অনুসরণ করিয়া চলিল।

এদিকে নগরপালের লোক আসিয়া ভিক্ষুবেশধারীর হাত ধরিল। চারিদিকের লোক শিহরিয়া উঠিল। ভিক্ষু বন্দী হইলেন, তাঁহাকে ধর্ম্মপালের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। প্রমিত সেন প্রহরিণীর কার্য্যে বাধা দিয়াছিলেন, তাঁহাকেও যাইতে হইবে। তখন সেখানে বড় জনতা হইল।

আত্মীয় বন্ধুবান্ধব প্রমিতের প্রতিভূ হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু নগরপালের লোক স্বীকার হইল না। ধর্ম্মপালের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

দ্বিতলের গবাক্ষ হইতে উৎপলা এই অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া অতর্কিতে কাতর চীৎকার করিয়া উঠিলেন। উপস্থিত আত্মীয়া, বয়স্যা, পরিচারিকা, দাসীবর্গ কোলাহল করিয়া উঠিল। সে চীৎকারধ্বনি প্রমিতের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি মুখ ফিরাইয়া গবাক্ষের দিকে চাহিলেন না, কিন্তু হাত উঁচু করিয়া নিষেধ-সঙ্কেত করিলেন। ভিতর বাড়ী হইতে দাসদাসী অনুচর পরিজন ব্যাকুল-চিত্তে সেখানে ছুটিয়া আসিল।

প্রমিত সেন বলিলেন ;—"অসঙ্গ, উৎপলার কাছে যাও। উৎপলাকে বুঝাইয়া বল, চিন্তার কোন কারণ নাই। ধর্ম্মপাল মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় আছে, তাঁহাকে বলিয়া আমি এখনি গৃহে ফিরিব।"

অসঙ্গ বলিলেন ;—"আমি তোমার সঙ্গে যাইব, মৈত্রেয় ভিতরে যাইয়া দেবীকে শান্ত করুন।"

মৈত্রেয় উৎপলার নিকট গেলেন। এ দিকে অসঙ্গ প্রমিতকে বলিলেন ;—"এই ভিক্ষু কে, চিনিতে পার ?"

"না ইহাঁকে পূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

"আমার সন্দেহ হইতেছে ; না, ইনিই তিনি।"

"কে ?"

"ভিক্ষু-শ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ উপগুপ্ত দেব।"

ভিক্ষু উপগুপ্তের নাম অনেকের নিকট সুপরিচিত। প্রমিত, অসঙ্গ এবং আরও অনেকে তাঁহাকে অভিবন্দনা করিলেন। কিন্তু নগরপালের লোক আর বিলম্ব করিল না। তখন উপগুপ্ত, প্রমিত, অসঙ্গ এবং প্রমিতের আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবেরা অনেকে নগরপালের লোকের সঙ্গে ধর্ম্মপালের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আরও অনেক লোক তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই নগরে প্রচারিত হইল, ভিক্ষু উপগুপ্ত এবং কুমুদ-নিবাসের প্রমিত সেন ধৃত হইয়া ধর্ম্মপালের নিকট নীত হইয়াছেন। উপগুপ্ত যে বিষম অপরাধের কার্য্য করিয়াছেন, সদ্য প্রাণদণ্ডই তাহার নির্দ্দিষ্ট শাস্তি। প্রমিত সেন উপগুপ্তকে রক্ষা করিতে যাইয়া নিজেও অপরাধী হইয়াছেন।

রাজাধিরাজ অশোকদেবের নির্ম্মম শাসন। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নগরের লোক ভীত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঋণী না মুগ্ধা ?

পরদিন অপরাহ্নে রাজপুরীর অন্তঃপুর দ্বারে দুইটী যুবতীর সঙ্গে দ্বাররক্ষিণী প্রহরিণীগণের কথা হইতেছিল। যুবতীদ্বয়ের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা তাঁহার বয়স বিংশ বর্ষের অধিক হইবে না। দ্বিতীয়াও যুবতী, সম্ভবতঃ প্রথমার পরিচারিকা।

অন্তঃপুরের দ্বার খোলা, কিন্তু সেখানে তিন চারিটী ভীমাঙ্গী যুবতী প্রহরিণীর কার্য্য করিতেছিল। তাহাদের মদবিহ্বল আরক্ত চক্ষে কজ্জল, কর্ণে কুণ্ডল, বদ্ধ কুন্তলে পুষ্পগুচ্ছ; বক্ষ পৃষ্ঠ বাহুমূল পর্য্যন্ত অশিথিল আংরাখায় আচ্ছাদিত। পরিধানের সাড়ী জানুর নিম্নদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত, সাড়ীর অপর অংশ কটি হইতে অতি শিথিল রজ্জু আকারে বক্ষ বাম অংস এবং পৃষ্ঠদেশ ঘিরিয়া পুনরায় কটিতটে দৃঢ় বেষ্টিত। কটিবন্ধে কোষবদ্ধ অসি। নিকটে প্রাচীরগাত্রে লগ্ন শাণিত ভল্ল এবং বর্শা।

প্রহরিণীদিগের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল;—"কি প্রয়োজন, কাহার সঙ্গে দেখা করিবে?"

বয়ঃকনিষ্ঠা বলিলেন;—"মহাদেবী কারুবাকীর চরণদর্শন জন্য আসিয়াছি।"

"তাঁহার সঙ্গে এখন দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই, তিনি প্রমোদ-কক্ষে আছেন।"

"দেবী সংবাদ পাইলে সাক্ষাতের অনুমতি দিতে পারেন, তোমরা কেহ অনুগ্রহ করিয়া সংবাদ দাও।"

"আমাদের কাহারও অবসর নাই।"

পরিচারিকা কহিল ;—"রাজ্ঞীর কৃপায় সময় সময় আমরা তাঁহার চরণদর্শন লাভ করিয়া থাকি। তোমরা কেহ দয়া করিলেই আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হয়।"

"তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবে, আমাদের কি লাভ ?"

বয়ঃকনিষ্ঠা সুন্দরী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া মৃদুস্বরে তখন প্রহরিণীকে কি যেন বলিলেন। প্রহরিণী কিছু মৃদুভাব ধারণ করিল এবং রমণী-দ্বয়কে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রহরিণী ফিরিয়া আসিয়া রমণীদ্বয়কে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

রাজাধিরাজ অশোকের বহু স্ত্রী, বহু পুত্র-কন্যা। অন্তঃপুর মধ্যে রাজ্ঞীদিগের পৃথক্ পৃথক্ গৃহ, পরিচারিকা, দাসী ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রহরিণী রাজ্ঞী কারুবাকীর গৃহাভিমুখে যুবতীদ্বয়কে লইয়া চলিল, পথেই দেবীর প্রিয় পরিচারিকা লীলার সঙ্গে দেখা হইল। তখন প্রহরিণী রমণীদ্বয়কে তাহার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া গেল। পরিচারিকা যুবতীদিগকে চিনিত, বয়ঃকনিষ্ঠাকে বলিল ;—"অনেক দিন পরে যে !"

"অনেকদিন পরেই এসেছি। দ্বারে কয়েকটী অপরিচিতা প্রহরিণী, ভিতরে প্রবেশে বিলম্ব হইল। দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে ?"

"উজ্জয়িনী হইতে এক বীণাবাদিনী গায়িকা আসিয়াছে, দেবী প্রমোদকক্ষে তাহার গীত শুনিতেছেন। চল, তুমি আসিয়াছ, সোণায় সোহাগা !"

"গীত কখন আরম্ভ হইয়াছে ?"

"অনেকক্ষণ, এখন শেষ হইয়া আসিল।"

"শেষ হইলেই ভাল।"

"কেন ? তুমি আসিয়াছ, দেবী কি তোমাকে ছাড়িবেন ?"

"আজ চিত্তে সুখ নাই, গাহিতে না হইলেই বাঁচি।"

"কি হইয়াছে?—চল, তোমার প্রতি দেবীর অসীম দয়া।"

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সম্মুখের কক্ষ হইতে বীণার স্বরলয়যুক্ত মধুর গীতধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। পরিচারিকা যুবতীদ্বয়কে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

সুসজ্জিত বৃহৎ কক্ষ। তলদেশ শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে আচ্ছাদিত। প্রাচীরে নানা প্রস্তর-বিন্যাসে গ্রথিত বিচিত্র ফল-ফুল পত্র পল্লবের চিত্র, ময়ূর-ময়ূরী হংস কারণ্ডবের চিত্র, সশাবক মৃগমিথুনের চিত্র। স্থানে স্থানে প্রাচীরগাত্রে খোদিত ছোট ছোট ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ গহ্বরে ছোট ছোট হস্তী, অশ্ব, সবৎসা গাভীর প্রস্তরময় সুদৃশ্য প্রতিমূর্ত্তি। আর কীলকে কীলকে বিলম্বিত সুরভি ফুলের মালা। মেঝের একপার্শ্বে একখানি আসনে বসিয়া একটী যুবতী বীণার স্বর-লয়ে গান করিতেছিল। নিকটে পৃথক্ আসনে আরও কয়েকটী রমণী। কক্ষের প্রায় মধ্যস্থলে একখানি পালঙ্কের উপর সুকোমল শয্যায় বসিয়া রাজাধিরাজ অশোক-দেবের প্রিয়তমা রাজ্ঞী দেবী কারুবাকী গান শুনিতেছিলেন। রাজ্ঞী-সুলভ অলঙ্কার-সজ্জা তাঁহার কিছুই ছিল না। একমাত্র শিথিল বেণীবদ্ধ তাঁহার নিবিড় বিপুল কেশরাশি পার্শ্বস্থ উপাধানের উপর দিয়া শয্যায় বিলুণ্ঠিত হইতেছিল। শিরোদেশে সুগন্ধি পুষ্পমালা, কর্ণে মতিময় কুণ্ডল, কপোলে চন্দন-লেপ, আর গলদেশে মুক্তাহার। যৌবন-প্রৌঢ়ত্বের সন্ধিবয়স্কা রাজ্ঞী কারুবাকীর স্থির সৌম্যমূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব কোমলতা প্রতিভাত হইতেছিল। দেবীর উজ্জ্বল, কোমল নয়নদ্বয় আনত, আর্দ্রপক্ষ্ম—গায়িকা অবশ্যই কোন করুণ গাথা গাহিতেছিল।

গীত শেষ হইল। এমন সময় রমণীদ্বয় পরিচারিকা লীলার সঙ্গে সেই

কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেবী তাহাদিগকে দেখিয়াই বয়ঃকনিষ্ঠাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—"মঞ্জুলা !"

মঞ্জুলা সসম্ভ্রমে মৃদুপদে অগ্রসর হইয়া দেবীর চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিল এবং কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ সরিয়া নতমস্তকে বলিল ;— "দাসী শ্রীচরণে প্রণাম করিতে আসিয়াছে।"

"মঞ্জুলা, এবার অনেক দিন পরে তোমাকে দেখিলাম, ভাল আছ ত?"

"দেবীর আশীর্ব্বাদে ভালই আছি—" বলিয়া মঞ্জুলা থামিয়া গেল।

"কি বলিতেছিলে, থামিলে কেন ?"

দেবী চাহিয়া দেখিলেন, মঞ্জুলার পরিচিত প্রফুল্ল মুখ আজ যেন কেমন উদ্বেগময়, তাহার নিত্য হাসিময় চঞ্চল চক্ষু আজ যেন কেমন স্থির, কেমন যেন বিষণ্ণ। দেবী বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"কি হইয়াছে ? আজ তোমার এ ভাব কেন ?"

মঞ্জুলা মস্তক নত করিয়া রহিল। পরিচারিকার ইঙ্গিতে গায়িকা প্রণাম করিয়া বিদায় হইল ; অন্য রমণীরাও ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। দেবী বলিলেন ;—"কি বলিতে আসিয়াছ ? কাছে এস, বল।"

মঞ্জুলা দেবীর নিকটে আসিল। দেবী তাহাকে বসিতে বলিলেন। মঞ্জুলা আসন ছাড়িয়া দেবীর পদমূলে ভূমিতে বসিল।

"কি বলিতেছিলে, বল।"

"শ্রীচরণে এক প্রার্থনা আছে।"

"কি প্রার্থনা ?"

"রাজাধিরাজ কাল মৃগয়ায় গিয়াছেন—"

"তা :ত জানি। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তোমার কোন অশুভ ঘটিয়াছে ?"

"না।"

"তবে কি ?"

"মহাত্মা ভিক্ষু উপগুপ্ত দেব বন্দী হইয়াছেন।"

"তা ও জানি।"

"যদি জান, মা, তবে এখন তাঁহার রক্ষার উপায় কর।"

"ভিক্ষু অপরাধ করিয়াছেন, রাজাধিরাজ তাহার বিচার করিবেন। আমার কাছে কেন ?"

মঞ্জুলা ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। বড় আশা করিয়া মঞ্জুলা আসিয়াছে, দেবী অবশ্যই একটা উপায় করিবেন। কিন্তু সকল আশা মিছা হইতে চলিল !

মঞ্জুলা বলিল ;—"আমি শুনিয়াছি, ভিক্ষুদেবকে আপনি ভক্তি করেন।"

"তুমি তাঁহাকে চেন ?"

"তাঁহাকে কে না চেনে ? আমিও দু-একবার তাঁহাকে দেখিয়াছি।"

দেবীর আয়ত চক্ষু স্থির নিস্পন্দ হইল। মঞ্জুলা বলিতে লাগিল ;—"অভাগিনীর আমন্ত্রণে এক দিন ভিক্ষুদেব আমার পাপগৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন।"

দেবী গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন ;—"তোমার গৃহ পাপগৃহ নহে, মঞ্জুলা।"

মঞ্জুলা মুখ নত করিয়া রহিল।

দেবী বলিলেন—"দেবতার আশীর্ব্বাদে তোমার গৃহে পুণ্যাত্মার সমাগম হইয়াছিল।"

উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল, দুই হাতে দেবীর পাদপদ্ম ধারণ করিয়া তাহাতে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিল। দেবী তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন ;—"ভিক্ষুদেবের অপরাধ অতি

গুরুতর, বিশেষতঃ বৌদ্ধ অপরাধীরা কেহই সহজে রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পায় না। তথাপি আমার পিতৃদেবের উপদেষ্টাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা আমি করিব। কাজ বড় কঠিন, কিন্তু তুমি নিরাশ হইও না।"

মঞ্জুলা তখন দেবীর পাদমূলে ভূমিতলে পূর্ব্ববৎ উপবেশন করিল।

"মঞ্জু, ভিক্ষুদেবকে কি নগরে অনেকেই চিনে?"

"গৃহে গৃহে তাঁহার নাম, তাঁহার প্রসঙ্গ। সংসারত্যাগী মোহমুক্ত দয়ামায়ার মূর্ত্তি ভিক্ষুদেবকে ত সকলেই পূজা করে।"

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেবী ক্ষণকাল নীরব রহিলেন।

সন্ধ্যা হইল। গন্ধ-তৈলপূর্ণ স্বর্ণ প্রদীপের আলোকে কক্ষ আলোকিত হইল, গুগ্‌গুলের সুগন্ধে সমস্ত অন্তঃপুর সুরভিত হইল, পূজাগৃহে সান্ধ্য-বন্দনা-সূচক শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। দেবী বলিলেন ;—"মঞ্জু, একাকিনী আসিয়াছ? কেমন করিয়া যাইবে?"

"আমার সঙ্গে চঞ্চলা আসিয়াছে, বহির্দ্বারে শিবিকা সহ ভৃত্য বাহক অপেক্ষা করিতেছে।"

"উত্তম। ভিক্ষুদেবকে রক্ষার উপায় আমি করিব। সন্ধ্যা হইয়াছে, তুমি আর বিলম্ব করিও না।"

মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার আরও যেন কি বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু মুখে কথা ফুটিল না। দেবী বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন ;—"আর কি?"

মঞ্জুলা ইতস্ততঃ করিল, মুখ নত করিল, শেষে বলিল ;—"আরও এক জনকে নগরপালের লোক বন্দী করিয়াছে।"

"তাহাও জানি। প্রমিত সেনকে আবদ্ধ করিয়াছে।"

"তাঁহার কি উপায় হইবে?"

দেবী বিস্মিত হইলেন, প্রমিতের সঙ্গে মঞ্জুলার কি সম্বন্ধ? তিনি

বলিলেন ;—"প্রমিত সেনের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে? তিনি তোমার কে?"

মঞ্জুলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, দেবী এ কিরূপ প্রশ্ন করিতেছেন!

"তিনি আমার—আমার কেহ নহেন। এক দিন মাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছি।"

"অপরিচিত এক জনকে এক দিন মাত্র দেখিয়াছ, তাহার জন্য এত ব্যস্ততা কেন?"

মঞ্জুলা অতি মৃদুস্বরে বলিল ;—"তাঁহাকে একদিন মাত্র দেখিয়াছি, কিন্তু সেই এক দিন তিনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহাতে আমি চিরজীবন তাঁহার নিকট ঋণী।"

"কি হইয়াছিল?"

মঞ্জুলা তখন ধীরে ধীরে সেই ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগের সন্ধ্যাকালে নগরোপকণ্ঠে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রমণ এবং প্রমিত সেন কর্ত্তৃক নিজের উদ্ধার বিবরণ দেবীর নিকট বিবৃত করিল।

নগর যুড়িয়া প্রমিত সেনের প্রশংসা রাজাধিরাজের মুখে প্রমিত সেনের কথা দেবী ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। প্রমিত সেন মৃত অমাত্য সুর সেনের পুত্র, অতুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী; রূপগুণে মান মর্য্যাদায়, দয়া-দাক্ষিণ্যে নগরের মধ্যে এক জন প্রসিদ্ধ যুবক, রাজাধিরাজের প্রিয় সভাসদ।

দেবীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল—উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা, না—তরুণ হৃদয়ে অচিরজাত প্রচ্ছন্ন-প্রকৃতি কোন নবীন ভাবের মোহকর প্রভাব? চিরঋণী না প্রেম মুগ্ধা? হঠাৎ একদিনে, এক নিমেষে ত কত অজেয় দুর্গ বিজিত হইয়া থাকে! এ যদি তাহাই হয়! দেবীর অনুসন্ধায়ী দৃষ্টিতে মঞ্জুলা আরক্ত মুখ অবনত করিল।

"তাহার পর আর কোন দিন তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় নাই ?"

"না।"

"তিনিও সে রাত্রির পর আর তোমার কোন তত্ত্ব করেন নাই ?"

"না ; আমি যে কে, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। আমি নিজ পরিচয় তাঁহাকে দিই নাই।"

"তাঁহার পরিচয় কেমন করিয়া পাইলে ?"

"আমি—আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।"

দেবী কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"মঞ্জুলা, শুনিয়াছি, তোমার গৃহে সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পণ্ডিত লোকের সমাগম হইয়া থাকে, প্রমিত সেন কোন দিন সেখানে যান নাই ?"

"না।"

"যিনি তোমার এত উপকার করিয়াছেন, একটি দিন তুমি তাঁহাকে আমন্ত্রণ কর নাই !"

"সাহস পাই নাই ; তিনি কি আসিবেন ?"

"কেন সন্দেহ কর ?"

মঞ্জুলা নীরব হইয়া রহিল। মহারাজ্ঞী বলিলেন ;—"দেখ, রূপে গুণে ধনসম্পদে তুমি যে দুর্লভা, তাহা তুমি জান না।—রাজাধিরাজ বলিয়াছেন, তোমার বিবাহে স্বয়ং তিনি উপস্থিত থাকিবেন।"

মঞ্জুলার মুখ আকর্ণ রক্তাভ ; শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তাহার বক্ষ বিকম্পিত হইল। দেবী ত কোন দিন তাহার সঙ্গে এভাবের আলাপ করেন নাই !

রাজ্ঞী পুনরায় বলিলেন ;—"মঞ্জুলা, আজ অনেক কথা বলিলাম। তুমি এখন আর বালিকা নও, তুমি ভিক্ষুণীও নও ; সংসারে আছ, সংসারী হও। রাজাধিরাজেরও তাহাই ইচ্ছা। প্রমিত সেন কোন

অপরাধের কার্য্য করেন নাই, তাঁহার জন্য কোন আশঙ্কা করিও না; রাত্রি প্রভাতে তিনি মুক্ত হইয়া গৃহে যাইবেন। রাত্রি হইল, তুমি এখন গৃহে যাও।"

রাজ্ঞী মঞ্জুলাকে কাছে আনিয়া স্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিলেন। অবনমিত মস্তকে, থরকম্পিত হৃদয়ে দেবীকে প্রণাম করিয়া মঞ্জুলা বিদায় হইল। রাজ-পরিচারিকা লীলা অন্তঃপুরদ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বহির্দ্বারে তাহাকে শিবিকায় উঠাইয়া দিবার জন্য প্রহরিণীকে আদেশ জানাইয়া ফিরিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্দিগ্ধচিত্তা

রাজপুরী হইতে গৃহে ফিরিয়া সে রাত্রিতে মঞ্জুলা আর বিলম্ব করিল না, একেবারে শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। মাতা অলোকা আসিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"কোনরূপ অসুখ করিয়াছে ?"

মঞ্জুলা মাথা নাড়িয়া অসুখের কথা অস্বীকার করিল।

"তবে আসিয়াই কেন শুইয়া পড়িলে ?"

"বড় পরিশ্রম হইয়াছে।"

অলোকা বুঝিতে পারিলেন, মঞ্জুলা অধিক কথা বলিতে চাহে না ; তিনি কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন। বলিলেন ;—"মহাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে ?"

"হইয়াছে।"

"ভিক্ষু মুক্ত হইবেন ?"

"দেবী আশা দিয়াছেন।"

"কবে মুক্ত হইবেন ?"

"রাজাধিরাজ ফিরিয়া আসিলে দেবী তাঁহার নিকট ভিক্ষুদেবের জন্য অনুরোধ করিবেন। রাজাধিরাজ অবশ্যই দেবীর কথা রাখিবেন।"

মঞ্জুলা মুখ নত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

"চিত্রা আসিয়া তোমার গা টিপিয়া দিবে ?"

"না, মা ; একবার চঞ্চলাকে ডাকিয়া দিও।"

অলোকা উঠিলেন,—কি ভাবিয়া পুনরায় বসিলেন ; বলিলেন ;—

"তুমি চলিয়া গেলে সোমদত্ত আসিয়াছিলেন, তোমার দেখা না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।"

মঞ্জুলা কোন কথা বলিল না।

"তিনি তোমার জন্য মুক্তা-বসান একটী কেয়ূর রাখিয়া গিয়াছেন।"

মঞ্জুলা অতি বিরক্তির সহিত বলিল ;—"মা, আমি তোমাকে একদিন বলিয়াছি, কাহারও কোন উপহার গ্রহণ করিব না !"

অলোকা অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন ;—"তিনি কোন মতেই ছাড়িলেন না, রাখিয়া গিয়াছেন।"

"কালই তাহা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিও।"

"তিনি কি মনে করিবেন ? অসম্মান বোধ করিবেন না ?"

"কেয়ূর গ্রহণ করিলে আমাদের সম্মান বাড়িবে ?"

"হয়ত তিনি আর এখানে আসিবেন না।"

"মা, আমি বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি।"

অলোকা কন্যাকে চিনিতেন, সোমদত্তের কথা ছাড়িয়া দিলেন ; কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন ;—"তাহার পর অসঙ্গ সেন আসিয়াছিলেন।"

মঞ্জুলা মুখ উঁচু করিয়া চাহিল। মাতা বলিলেন ;—"প্রমিত সেনের বন্ধু অসঙ্গ সেন।"

"কেন আসিয়াছিলেন ? কিছু বলিলেন ?"

"তাঁহাদের ভারী বিপদ। প্রমিত সেন আজও ফিরিয়া আসেন নাই। শুনা যায়, তাঁহারও দণ্ড হইবে। তাঁহার স্ত্রী চিন্তায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। অসঙ্গ সেন আরও অনেক কথা বলিলেন।"

মঞ্জুলা শয্যায় উঠিয়া বসিল, একটুকু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল ;—"দেবীকে তাঁহার কথাও বলিয়াছি।"

"কোন ফল হয় নাই ?"

"দেবী অভয় দিয়াছেন, প্রমিত সেন মহাশয় রাত্রি প্রভাতে মুক্ত হইবেন। কিন্তু—"

"কি মঞ্জুলা ?"

মঞ্জুলার মুখ আরক্ত হইল। মঞ্জুলা বলিল ;—"কোন দিন তাঁহার সহিত পরিচয় নাই ; এক দিন মাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছি। তাঁহার জন্য অনুরোধ করাতে দেবী যেন কেমন বিস্মিত হইলেন।"

"বটে ? এক কথা, সে দিন তিনি অমন বিপদ হইতে তোমাকে রক্ষা করিলেন, কত কষ্টে শিবিকা সংগ্রহ করিয়া তোমাকে গৃহে পাঠাই-লেন ; কিন্তু তুমি একটী দিনও তাঁহাকে গৃহে আমন্ত্রণ কর নাই ! অমন উপকারীর সঙ্গে আর একটী দিনও দেখা কর নাই ! তিনি কি মনে করিতেছেন ?"

"সে দিনের কথা কি, মা, তুমি কাহাকেও বলিয়াছ ?"

"না। তুমি ত নিষেধ করিয়াছিলে।"

"সে ঘটনা কাহাকেও জানাইও না। কয়েকটা দিন যাক্, তাঁহাকে একবার সংবাদ দিব।—তিনি আসিবেন কি ?"

"কেন আসিবেন না ?"

"কি করিয়া বলিব ?"

"সংবাদ পাইলে তিনি অবশ্যই আসিবেন। আজ তোমার শরীর অসুস্থ ; আমি এখন যাই, তুমি বিশ্রাম কর।"

অলোকা সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

প্রমিত সেনের বন্ধু অসঙ্গ সেন কোন কোন দিন মঞ্জুলার গৃহে আসিয়া থাকেন। তিনি অবশ্যই মঞ্জুলার কথা তাঁহার নিকট বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু প্রমিত সেন ত কোন দিন মঞ্জুলার গৃহে আসেন

নাই। মঞ্জুলার নাম নগরে সম্ভ্রান্ত-সমাজে একেবারে অপরিচিত নহে। মঞ্জুলা প্রসিদ্ধ গায়িকা, ব্যবসায়ী গায়িকা নহে। পরিচিত সম্ভ্রান্ত পুরস্ত্রী-গৃহে সাদর আমন্ত্রণে মঞ্জুলা কখনো কখনো গীত শুনাইয়া থাকে। কোন কোন বিশেষ দিনে তাহার নিজগৃহে সমাগত আত্মীয় সুহৃদ্ বন্ধু-বান্ধবকে মঞ্জুলা গীতবাদ্যে আপ্যায়িত করিত। মঞ্জুলা ধনশালিনী, অপূর্ব্ব রূপবতী, বিদুষী যুবতী। তাহার সঙ্গে দেখা এবং বাক্যালাপের জন্য নগরের ধনী মানী বিদ্বান্ অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু প্রমিত সেন ত কোন দিন তার গৃহে যান নাই!

শয্যায় শুইয়া পড়িয়া মঞ্জুলা ভাবিতে লাগিল, আসিবেন কি? তাঁহার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? কিছু না!

চঞ্চলা কক্ষে প্রবেশ করিয়া মঞ্জুলার পায়ের কাছে বসিল এবং ধীরে ধীরে তাহার পা টিপিয়া দিতে লাগিল। মঞ্জুলাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া চঞ্চলা জিজ্ঞাসা করিল,—

"কেন, আজ তোমার কি হইয়াছে?"

"কিছুই ত হয় নাই!"

"রাজপুরী হইতে আসিবার সময় তুমি একটী কথাও বল নাই, ঘরে আসিয়াই শুইয়া পড়িয়াছ, তোমার সে স্ফূর্ত্তি নাই! ঠাকরুণ বলিলেন, তোমার অসুখ হইয়াছে।"

"অসুখ কিছুই না, পরিশ্রমে গা-টা অলস বোধ হইতেছে।"

"ভাল, তুমি বলিলে, দেবী ভরসা দিয়াছেন, ভিক্ষু মুক্তি পাইবেন। প্রমিত সেন মহাশয়ের কি হইবে?"

"তাঁহার জন্যও কি আমরা ভাবিব? তিনি আমাদের কে?"

"তোমার কেহ নহেন, কিন্তু তিনি দরিদ্রের বন্ধু, বিপন্নের আশ্রয়। তুমি কোন দিন তাঁহাকে দেখ নাই, কিন্তু নগরের দীন দরিদ্র, অন্ধ

আতুর সকলে তাঁহাকে চিনে। পরের জন্য প্রাণ দিতে যাইয়া এমন লোকের প্রাণদণ্ড হইবে?”

ক্ষণকালের জন্য মঞ্জুলা নীরব হইয়া রহিল, শেষে বলিল;—“এমন পুণ্যাত্মাকে দেবতা রক্ষা করিবেন! আচ্ছা, আজ দেবীর সঙ্গে যে যে কথা হইল, তুই কি তাহা শুনিতে পাস্ নাই?”

“আমি কেমন করিয়া শুনিব? আমি ত কক্ষের বাহিরে ছিলাম!”

“চঞ্চল, প্রমিত সেন মহাশয়ের গৃহ-সংসারের কথা তুই কিছু জানিস্? তাঁহার স্ত্রীকে তুই দেখিয়াছিস্?”

“প্রমিত সেন মহাশয়ের স্ত্রী উৎপলা দেবীর পিত্রালয় আমাদের গ্রামের নিকট। ছেলেবেলায় অনেকবার তাঁহাকে দেখিয়াছি! তাঁহার বিবাহের পরও তাঁহাকে দেখিয়াছি।”

“দেখিতে কেমন?”

“পরমা সুন্দরী; অমন সুন্দরী আমার চক্ষে—”

“কি রে?”

“অমন সুন্দরী আমি কমই দেখিয়াছি।”

“তবে অমন সুন্দরী আরও দেখিয়াছিস্!”

চঞ্চলা হাসিয়া বলিল,—“প্রতিদিনই দেখি।”

“প্রতিদিনই দেখিস্? তবে ত অমন সুন্দরী বড় দুর্লভ!—তোষামোদ রাখ্। কত বয়স?”

“তোমার চেয়ে দু এক বৎসর বড় হইতে পারেন।”

“ভালবাসা কেমন?”

“অতি বেশী।”

“অতি বেশী কি রে?”

“বন্ধন বড়ই দৃঢ়। গণ্ডীর বাহিরে এক পা বাড়াইবার সাধ্য প্রমিত

সেন মহাশয়ের নাই। এত লোক তোমার এখানে আসেন, তিনি ত কোন দিন আসেন নাই!"

"কেন আসেন না, কি করিয়া জানিব?"

"তুমি জান না, আমরা জানি।"

"কি জানিস্?"

"দৃঢ় বন্ধন। উৎপলা দেবীর অনুমতি না পাইলে তাঁহার এক পা চলা কঠিন।"

"এখানে আসিতে কিসের ভয়?"

"সন্দেহের নিকট কোন্ স্থান নিরাপদ?"

"কিসের সন্দেহ?"

"বলিব?—তোমার রূপগুণের খ্যাতি নগরময় রাষ্ট্র; বোধ করি, উৎপলা দেবীও তাহা শুনিয়াছেন; তাই তাঁহার ভয়—"

"দূর, অভাগী! তবে উৎপলা দেবী ভাল বাসে না। ভাল বাসিলে কি সন্দেহ আসিতে পারে?"

"তুমি তা কি করিয়া জানিবে? তুমি ত কোন দিন ভালবাস নাই!"

"বেশ আছি; পরের অধীন হইব?"

"উৎপলা দেবী কি পরের অধীন?"

"তাঁহার মত দিবারাত্রি সন্দেহে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিব?"

"তা উৎপলা দেবীর বাড়াবাড়ি বড় বেশী।"

"ছেলে মেয়ে ক'টি?"

"তাঁহার সন্তান হয় নাই।"

"সন্তান হয় নাই?"

"না। তাঁহার সুখের রাজ্যে সেই এক অভাব।"

"এ অভাবে কার দুঃখ অধিক?—স্বামীর, না স্ত্রীর?"

"আশা আছে, সুতরাং দুঃখের অবস্থা এখনো আসে নাই কিন্তু উৎপলা দেবীর চিত্তে চিন্তার ছায়া দেখা দিয়াছে!"

"তা বুঝিলি কিসে?"

"যাগ যজ্ঞ পূজা বলির বাহুল্য হইয়াছে। শুনিয়াছি, কাশী হইতে এক মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের সিদ্ধ মাদুলী গোপনে আনান হইয়াছে!"

"তুই এত কথা কেমন করিয়া জানিস্?"

"ও পাড়ায় আমার জানা শুনা লোক আছে, তাহাদের কাছে অনেক কথা শুনিয়াছি।"

"কি কি কথা?"

"সে অনেক কথা, আর এক দিন বলিব। অনেক রাত হইল, তুমি আহার করিবে না? আমি এখন যাই, তাহার ব্যবস্থা করি গিয়া।"

চঞ্চলা সে ঘর হইতে চলিয়া গেল। মঞ্জুলা পুনরায় শয্যায় শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, আসিবেন কি? আমি যে কে, তাহা ত তিনি জানেন না! উপকৃতার আমন্ত্রণ কি উপেক্ষা করিবেন? তখন সেই ঝড়-বৃষ্টি দুর্য্যোগময় রাত্রিকালে অস্পষ্টালোকে দৃষ্ট প্রমিত সেনের তেজোময় দীপ্ত চক্ষু, বিস্তৃত উন্নত ললাট, বলশালী শৌরলাবণ্যময় বাহু এবং বিশাল বক্ষের চিত্র বারংবার মঞ্জুলার চিত্তপটে উদিত হইতে লাগিল।

আর, দেবী আজ এ কি কথা বলিলেন?—বালিকা নও, ভিক্ষুণী নও, সংসারী হও!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রমিতের মুক্তি

ধর্ম্মপাল মহাশয় প্রমিত সেনকে চিনিতেন। সামান্য কোন অপ-রাধে অভিযুক্ত হইলে প্রমিত সেন অতি সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতেন। কিন্তু ভিক্ষুর অপরাধ অতি গুরুতর; প্রমিত সেনও তাহাতে সংস্পৃষ্ট। বিশেষতঃ রাজাধিরাজ স্বয়ং বিচার করিবেন, বলিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় অনেক ইতস্ততের পর প্রমিত সেনকে গৃহে ফিরিবার অনুমতি ধর্ম্মপাল দেন নাই। কিন্তু প্রমিত সেন রাজাধিরাজের অনুগৃহীত, ধর্ম্মপাল তাহা জানিতেন। সেই জন্যই তাঁহাকে রীতিমত কারারুদ্ধ হইতে হয় নাই। কারাগারের যে অংশে কারাধ্যক্ষের বাস, প্রমিত সেন দুই দিন সসম্মানে সেই স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন।

তৃতীয় দিন প্রভাতে কারাধ্যক্ষ প্রমিত সেনকে বলিলেন;—"আপনার মুক্তির আদেশ আসিয়াছে, আপনি যথাস্থানে যাইতে পারেন।"

প্রমিত সেন বিস্মিত হইলেন, বলিলেন;—"রাজাধিরাজ মৃগয়া হইতে ফিরিয়াছেন কি?"

"না।"

"তবে বিচারের পূর্ব্বে কেমন করিয়া আমার মুক্তিলাভ হইল?"

"তাহা আমি জানি না। আমি আদেশ পাইয়াছি, আপনি স্বচ্ছন্দে গৃহে যাইতে পারেন।"

"কাহার আদেশে মুক্তি পাইলাম?"

"ধর্ম্মপাল মহাশয়ের আদেশে।"

প্রমিত সেন আরও বিস্মিত হইলেন। অনেক অনুরোধেও প্রথম দিন ধর্ম্মপাল মহাশয় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন নাই; রাজাধিরাজও নগরে ফিরিয়া আসেন নাই; তবে কেমন করিয়া কাহার অনুরোধে এই অকস্মাৎ মুক্তি!

কারাধ্যক্ষ হাসিয়া বলিলেন—"গৃহে ফিরিয়া যাইতে আপনার আপত্তি আছে নাকি?"

"আপনার অনুগ্রহে এরূপ কারাবাসে আমার কোন কষ্ট হয় নাই; তবে গৃহে ফিরিয়া যাইতে কাহার সাধ না হয়? আমার মুক্তির আদেশ কখন আসিয়াছে?"

"রাত্রি-শেষে।"

"ধর্ম্মপাল মহাশয়ের আদেশ?"

"হাঁ।"

"রহস্য কিছু জানিতে পারিয়াছেন কি?"

"না।"

"ভিক্ষু মহাশয়ের মুক্তির আদেশ আসিয়াছে?"

"না, তেমন কোন আদেশ পাই নাই।"

"তিনি কি অবস্থায় আছেন?"

"নিভৃত কারাগারে।"

"তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করিতে পারি?"

"ক্ষমা করিবেন। সেখানে অন্য লোকের যাওয়া নিষেধ। নাস্তিক বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রমণগণের সম্বন্ধে রাজাধিরাজের নির্ম্মম শাসন। সহজে তাহাদের অব্যাহতি নাই,—আপনি তাহা জানেন।"

"তাঁহাকে রক্ষার কি উপায়?"

"দেবতার অনুগ্রহ।"

"দেবতা প্রসন্ন হউন ; ভিক্ষু নিরপরাধী। তিনি যেন মুক্তি লাভ করেন।"

প্রমিত সেন বিদায় হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। তখন বেলা হইয়াছে। রাজ-পথে লোক-চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। প্রমিত সেন কতকদূর অগ্রসর হইলে, ভিক্ষুকবেশধারী এক জন লোকের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। লোকটী ভিখারী বটে, সম্ভবতঃ অন্ধ,—যষ্টি অবলম্বনে ধীরে ধীরে পথ নির্ণয় করিয়া চলিতেছিল। প্রমিতের পদশব্দ পাইয়া বলিল ;—"মহাশয়, কুমুদনিবাস কতদূর ?"

প্রমিত বলিলেন—"অনেক দূর। তুমি সেখানে যাইবে ?"

"হাঁ।"

"তুমি কি অন্ধ ? চোখে দেখিতে পাওনা ?"

"দৃষ্টি প্রায় নাই।"

"সেখানে তোমার আত্মীয়, আপনার কেহ আছে ?"

"সংসারে এক ভগ্নী ব্যতীত আমার আর কেহ নাই ; কিন্তু দুই জনের অন্নের সংস্থান নাই। শুনিয়াছি, কুমুদনিবাসে প্রমিত সেন মহাশয় আছেন।"

"প্রমিত সেনের নিকট কেন যাইতেছ ?"

"আপনি এই নগরে বাস করেন ?"

"হাঁ, এই নগরেই আমার বাস।"

"তবে কি আপনি জানেন না যে, প্রমিত সেন দীন-দরিদ্রের বন্ধু। আমি ত বহুদূর হইতে তাঁহার নাম শুনিয়া তাঁহার নিকট যাইতেছি।"

প্রমিত সেনের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি অতি কোমল-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"তুমি এ নগরে এই নূতন আসিয়াছ ?"

"গত সন্ধ্যার সময় এখানে আসিয়াছি।"

"রাত্রিকালে কোথায় ছিলে ?"

"পথের নিকটেই এক গাছের তলায়।"

"প্রমিত সেনের নাম কোথায় শুনিলে ?"

"গ্রামে থাকিতেই শুনিয়াছি।"

"তোমার কি নাম ?"

"বাদল।"

"তোমাদের গ্রাম কতদূর ?"

"তিন দিনে আমি সেখান হইতে আসিয়াছি ; আমি চোখে ভাল দেখিতে পাই না।"

"আমার সঙ্গে চল, আমি সেই দিকেই যাইতেছি।"

প্রমিত ধীরে ধীরে চলিলেন। ভিখারী তাঁহার পদশব্দানুসরণ করিয়া চলিল।

কিছু দূর চলিতেই প্রমিত দেখিতে পাইলেন, অশ্বারোহণে সোমদত্ত সেই দিকেই আসিতেছেন। রাজধানীতে সোমদত্ত এক জন প্রসিদ্ধ লোক। ধনী মানী বিলাসী সমাজে তাঁহার বিশেষ নাম। অমন সৌখীন, অমন ব্যয়ী লোক নগরে আর ছিল না। কিন্তু অতিব্যয়ে পিতৃপিতামহ-সঞ্চিত প্রভূত সম্পত্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল ; তথাপি ব্যয়ের লাঘব ছিল না। কেহ কেহ বলিত, দ্যূতগৃহে উপার্জ্জিত অর্থসাহায্যে সোমদত্ত এখন ব্যয়-লালসা চরিতার্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রমিতের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। প্রমিত বলিলেন—"নমস্কার, মহাশয়, এত সকালে কোথায় যাইতেছেন ?"

"সে কি ! আপনি যে ! কখন মুক্ত হইলেন ?"

"এই কিছু কাল হইল।"

"রাজাধিরাজ ত এখনো নগরে ফিরেন নাই। কেমন করিয়া আপনার মুক্তিলাভ হইল ?"

"আমি তাহা জানিতে পারি নাই। অবশ্যই কেহ আমার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া থাকিবেন।"

"কে?"

"বলিতে পারি না।"

"আপনার মুক্তিতে নগরবাসী সকলেই আনন্দিত হইবে। ভিক্ষু উপগুপ্তও মুক্তিলাভ করিয়াছেন?"

"না, এখনো সেরূপ কোন আদেশ হয় নাই। আপনি কোথায় যাইতেছেন?"

"গ্রামে, বিশেষ প্রয়োজনে যাইতেছি। ক্ষমা করিবেন; আপনার সঙ্গে কুমুদনিবাসে যাইয়া আনন্দোৎসব করিতে পারিলাম না। শীঘ্রই দেখা হইবে।"

পরস্পর বিদায়সূচক অভিবাদন করিয়া যে যাঁহার গন্তব্য পথে চলিলেন। নগরে সকলেই প্রমিত সেনকে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার মুক্তিতে সোমদত্ত যে আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কে এমন অনুরোধ করিল! প্রথম দিনেই ত বহুলোকে ধর্ম্মপালকে ধরিয়াছিল, তিনি কাহারও কথা রাখেন নাই। তখন সোমদত্তের মনে পড়িল, গত পরশ্ব মৃগয়া-যাত্রার দিনেই ত ভিক্ষু উপগুপ্ত, এবং প্রমিত সেন কারাগারে নীত হইয়াছিলেন। তাহার পরদিন—গত কল্যই ত তিনি মঞ্জুলার সঙ্গে দেখা করবার জন্য কমলপুরে গিয়াছিলেন। দেখা হয় নাই, মঞ্জুলা রাজ্ঞী কারুবাকীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। মঞ্জুলাই কি দেবীকে অনুরোধ করিয়াছিল? যাহার তাহার কথায় ধর্ম্মপাল কখনই প্রমিত সেনকে ছাড়িয়া দেন নাই। সোমদত্ত পথ চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন, মঞ্জুলাই কি রাজ্ঞীকে ধরিয়াছিল? রাজ্ঞীই কি ধর্ম্মপালকে বলিয়া দিয়াছেন? মঞ্জুলা কি প্রমিত সেনকে চিনে? কবে, কোথায় দেখা হইল? প্রমিত ত কোন

দিন মঞ্জুলার গৃহে যান নাই। মঞ্জুলা কেয়ূর ফিরাইয়া দিয়াছে, উপহার গ্রহণ করে নাই। সোমদত্তের চিত্তে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি অশ্ব চালাইয়া গ্রামাভিমুখে দ্রুতবেগে চলিলেন।

এদিকে প্রমিত সেনও কুমুদনিবাসে স্বগৃহে উপস্থিত হইলেন। আত্মীয় কুটুম্ব দাস-দাসী পরিজনবর্গের আনন্দ-কোলাহলে, হুলুধ্বনি ও মঙ্গল শঙ্খরবে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। কি সুযোগে, কি উপায়ে, কাহার অনুরোধে তাঁহার মুক্তিলাভ হইল, তৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল, কিন্তু তাহার মীমাংসা হইল না। প্রমিত অন্তঃপুরে পৌঁছিলে উৎপলা সহর্ষ-গদগদ-নেত্রে স্বামীকে প্রণাম করিয়া এবং আলিঙ্গিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"কি উপায়ে আসিলে ?"

"তোমার পুণ্যবলে !"

"আমার পুণ্যবল ত আছেই, নতুবা তোমার দাসী হইতে পারিয়াছি কেমন করিয়া ?"

"দাসী ? আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গলময়ী দেবী তুমি ! আজ কারাগার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি, সে কি বড় বেশী কথা ?"

"তুমি কি বলিতেছ ?"

"বলিতেছি—সুকৃতিবলে যদি কোন দিন স্বর্গবাসের অনুমতি পাইয়া প্রবেশপথেও উপস্থিত হই, আর তোমার স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টি আমাকে ইঙ্গিত করে, আমি স্বর্গবাস তুচ্ছ করিয়া তোমার কাছে ফিরিয়া আসি ! তুমি যে শত স্বর্গ হইতেও আমার প্রিয় ; আর এমনই তোমার শক্তি !"

কম্পিত-কলেবরা উৎপলার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। একান্ত নির্ভরে স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিলেন ;—"মাধবী, জল আন্, পা ধুইয়া দিব। কাপড় আন্, পাখা আন্। মালতীকে ডাক্, পূজার ঘরে ষোড়শ উপচারের আয়োজন করিতে হইবে।"

অন্ধ বাদল প্রমিতের সঙ্গে সঙ্গেই সেই পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল। এই আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে সে কতকক্ষণ বিস্মিত হতবুদ্ধি হইয়া রহিল ; শেষে একজন দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিল ;—"এ কাহার বাড়ী ?"

"কাহার বাড়ী তুমি জান না ?"

"না। আমি আজ এই প্রথম নগরে আসিয়াছি।"

"তুমি কোন্ বাড়ী খুঁজিতেছ ?"

"প্রমিত সেন মহাশয়ের বাড়ী।"

"তুমি কি অন্ধ ?"

"প্রায় অন্ধই বটে, দৃষ্টি খুব কম।"

"বধির ?"

"না।"

"এই ত প্রমিত সেন মহাশয়ের বাড়ী !"

"এই বাড়ী ! তিনি কোথায় ?"

"এই মাত্র অন্তঃপুরে গেলেন।"

"অন্ধ আতুরে কি তাঁহার দেখা পায় ?"

"তোমাকে ত তাঁহার সঙ্গেই আসিতে দেখিয়াছি !"

"তিনি প্রমিত সেন ?"

"হাঁ, তিনিই ত হাত ধরিয়া তোমাকে এখানে আনিয়া বসাইয়াছেন !"

বাদলের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মস্তক নত করিয়া বাদল ভূমিতে প্রণাম করিল। যে প্রমিত সেনের নাম শুনিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর নগরে যাত্রা করিয়াছিল, তিনি স্বয়ং পথ দেখাইয়া হাতে ধরিয়া তাহাকে নিজ গৃহে আনিয়াছেন !

কিছুকাল পরেই ভৃত্য দারুক আসিয়া বাদলকে ভিতরে লইয়া গেল এবং তাহার স্নান পরিধান, আহার অবস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বসন্তোৎসবে

মধুমাস শুক্লা চতুর্দ্দশী। নগরোপকণ্ঠে পাটলীগ্রামে সুরক্ষিত সুন্দর রাজোদ্যান। সেই উদ্যানে আজ বড় ঘটা—বসন্তোৎসব, মদনদেবের অভিবন্দনা। মধ্যাহ্নের পর হইতেই নিকটবর্ত্তী গ্রাম, পল্লী, বসতি হইতে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সেখানে সমাগত হইতেছিল। সম্পন্ন পরিবারের যুবতী বালক-বালিকারা গোযানে, অশ্বযানে অথবা শিবিকায়; পুরুষগণ সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহণে অথবা পদব্রজে আসিয়াছেন। আর, যাঁহাদের তেমন সঙ্গতি ছিল না, তাঁহারা স্ত্রীলোক বালক বালিকা-দিগকে সঙ্গে করিয়া মহোৎসাহে পদব্রজেই আসিয়াছেন। সকলেরই প্রফুল্ল মুখ, বিচিত্র বেশ।

পথের উভয় পার্শ্বে প্রতিগৃহ-দ্বারে মঙ্গলঘট, আম্রপল্লব; গৃহের দেয়ালে হংস কারণ্ডব অথবা ময়ূর ময়ূরীর বিচিত্র চিত্র, দেহলীতে পুষ্প-মালা, গৃহচূড়ে পতাকা।

উদ্যানে বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। অশোক, তমাল, কিংশুক, কাঞ্চন, চূতবৃক্ষমূলে রক্তিমগন্ধ-চূর্ণোৎক্ষেপে রঞ্জিতকায় দলে দলে স্ত্রীলোক পুরুষ বালক-বালিকা হাস্য কৌতুকোৎসবে উন্মত্ত। উদ্যানের এক অংশে বিপণীশ্রেণী বসিয়াছে। মৃন্ময় কাষ্ঠময় প্রস্তরময় নানাপ্রকার খেলানা, নানাবিধ মিষ্টান্ন, কর্পূরপূগ সুবাসিত সজ্জিত তাম্বূল ক্রয়ের জন্য বালক-

বালিকা যুবতীরা পর্য্যন্ত মাতিয়া উঠিয়াছেন। বসন্তোৎসবে ধনী-মানী, দীন-দরিদ্র, যুবক-যুবতী সকলেরই মুক্তপ্রাণ, স্মিতমুখ। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অনেকে গৃহাভিমুখে ফিরিতে লাগিল।

উদ্যানের মধ্যস্থলে অতিবৃহৎ পট্টাবাস। সেখানেই অত্যন্ত জনতা। শত শত পত্রপল্লবে, পুষ্প গুচ্ছে, মহাসুরভি পুষ্পমালায়, চিত্র বিচিত্র চীনাংশুকে পট্টমণ্ডপ সজ্জিত হইয়াছে। সুগন্ধি তৈলযুক্ত শত শত প্রদীপের স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মিতে গৃহ আলোকিত হইয়াছে। রাজাধিরাজ মৃগয়ায় গিয়াছেন, আজিও রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন নাই, সুতরাং সু-উচ্চ সুশোভন রাজসিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। চারিদিকে কাষ্ঠাসন, বেত্রাসন, ভূমিতলে বিন্যস্ত বৃহৎ কম্বলাসন, পট্টাসনে বহু লোক সমাসীন।

এক প্রান্তে শুধু বালকবালিকা যুবতীগণেরই সমাবেশ। নানাবিধ স্বর্ণরৌপ্য মণিমুক্তার অলঙ্কার, মূল্যবান্ বিচিত্র কৌশেয় সাড়ী, ওড়নি, চন্দন ও গোরোচনা চর্চ্চা, কজ্জললেপ, চিত্রলেখা এবং অলক্তকরাগে সজ্জিতা রঞ্জিতা যুবতীগণ স্মিত-প্রভাসিত মুখে মণ্ডপ জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত অল্পসঙ্গতিসম্পন্না যুবতীরা কিঞ্চিৎ দূরে তাম্র, কাংস্য অথবা পুষ্পালঙ্কারে, হরিদ্রা কুঙ্কুম রঞ্জিত অথবা কাষায় বিচিত্র বস্ত্রে বিভূষিতা হইয়া মণ্ডপগৃহ সুশোভিত করিয়াছেন। অনেকেরই গলে পুষ্পমালা, কুন্তলে পুষ্পস্তবক, কর্ণে পুষ্প-কুণ্ডল ; সকলের মুখেই হাসি, নয়নে স্ফুরৎবিদ্যুৎ।

এমন সময় প্রমিত সেন সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মস্তকে স্ফীত বাউরী চুল ঘিরিয়া ফুলের মালা, গৌর ললাট কপোলে চন্দনচর্চ্চা, কর্ণে মুক্তাবলয়, গলায় ফুলের মালা, পরিধানে শুভ্র কৌশেয় ধুতি, দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে বাম বাহুমূল-বেষ্টিত সূক্ষ্ম কৌশেয় ওড়নি, পায়ে শ্বেত চর্ম্ম-

পাদুকা। প্রমিতের আগমনে বন্ধুবান্ধবগণ হর্ষধ্বনি করিলেন। অসঙ্গ সেন বলিলেন ;—"কি হে, প্রমিত সেন নাকি ? এস, এস। উৎসবে, আনন্দ-ঘটায় তোমার সমাগম ?"

প্রমিত হাসিয়া বলিলেন ;—"বসন্তে শুষ্ক শাখায়ও যে নূতন মঞ্জরী দেখা দেয়, আমি ত মানুষ।"

অসঙ্গ প্রমিতকে নিজের পার্শ্বে বসাইলেন, বলিলেন,—"তুমি মানুষ, দেবতা, কি পাষাণমূর্ত্তিবিশেষ, তা কে বলিতে পারে ?"—অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিলেন ;—"উৎপলা দেবী জানিতে পারেন।"

"তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।"

"এক দিন জিজ্ঞাসা করিব।—তোমার এত বিলম্ব হইল কেন ? তিনি আসেন নাই ?"

"আসিবার কথা ছিল, সেই জন্যই বিলম্ব ; শেষে আসা হইল না। আমাকে শীঘ্রই ফিরিতে হইবে।"

"কেন, ফিরিবার সময়, দণ্ড প্রহর নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন নাকি ? না—নবীন বসন্তাগমে অরক্ষিত অসতর্ক তুমি, এই উৎসব-ঘটায় চিত্তটা হারাইয়া ফেলিবে বলিয়া ?"

প্রমিত সেন যেন কি উত্তর দিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না।

পটমণ্ডপের যে অংশে প্রমিত এবং তাঁহার বন্ধুগণ আসীন ছিলেন, তাহার সম্মুখে অদূরেই ভদ্র সম্ভ্রান্ত গায়ক গায়িকাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট কতকটা স্থান ছিল। ইতিপূর্ব্বে সেখানে বসিয়া তাঁহাদের কেহ কেহ গীত গাহিয়াছেন।

এমন সময়ে মৃদুগমনে একটী যুবতী সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার রূপলাবণ্যে বহু সুন্দরী-সুন্দর-সমাবৃত সেই সভাস্থল যেন অধিক-

তর শোভাযুক্ত হইল। যুবতীর বয়স বিংশবর্ষের অধিক হইবে না, কিন্তু অসামান্য রূপ। পরিহিত স্বর্ণসূত্রগ্রথিত উজ্জ্বল অঞ্চলযুক্ত সূক্ষ্ম নীল কৌশেয় সাড়ীর অন্তরাল হইতেও স্থানে স্থানে তাঁহার গৌরদেহের স্ফুরৎ লাবণ্য বিকিরিত হইতেছিল। এক-বেণীবদ্ধ মুক্তাজাল-পরিবৃত দীর্ঘ কেশরাশি নিবিড় নিতম্ববিম্ব পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। অঙ্গে অনতি-বিস্রস্ত সূক্ষ্ম রঙ্গিন ক্ষৌম ওড়নি, বক্ষে রত্নখচিত কঞ্চুলিকা, শিরোবেষ্টিত পুষ্পমালা, সীমন্তে মণি, আর সেই মণির সহিত সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রে সংসক্ত উজ্জ্বল বৈদূর্য্যখণ্ড তাঁহার ললাটদেশে বিলম্বিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছিল।

হঠাৎ এই রমণীর দিকে দৃষ্টি পড়াতে অসঙ্গের তীব্র পরিহাসোক্তির প্রত্যুত্তর আর প্রমিত সেনের মুখ হইতে বাহির হইল না। তিনি মুগ্ধ-নেত্রে রমণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কখনো কি ইহাঁকে দেখিয়াছি? না, মনে পড়ে না।

অসঙ্গ বলিলেন ;—"কিহে, সত্য সত্যই কি চিত্ত হারাইলে নাকি!"

প্রমিত জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"কে এ রমণী?"

"ইহাঁর কথা ত অনেক দিন তোমাকে বলিয়াছি।"

"কে ইনি?"

"মঞ্জুলা ; রূপসী বিদুষী গায়িকা মঞ্জুলা!"

"রূপসীই বটে, অপূর্ব্ব রূপসী!"

প্রমিত নিস্পন্দনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। মঞ্জুলা নতমস্তকে সমাগত জনমণ্ডলীর অভিবন্দনা করিয়া সেইখানে বসিল। এক জন পরিচারিকা একটী বীণা আনিয়া দিল। মঞ্জুলা তাহাতে মৃদু মৃদু ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করিল। সমাগত সমস্ত নরনারী তাহার গীত শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠ হইল। প্রমিত স্থির দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মঞ্জুলা গীত আরম্ভ করিল।

আগত মধুঋতু নিকুঞ্জে।
(প্রিয় হে, প্রিয় হে, প্রিয় হে !)
পুষ্পিত, সুরভিত, পল্লবিত তরু কুঞ্জে কুঞ্জে।
বো'ল না বেদনাময় জীবন,
বো'ল না বিয়োগভরা মিলন।
সজ্জিত ধরণী রূপ-রস-গন্ধ-পরশ পুঞ্জে।
পরাণভরা কত বাসনা,
অঙ্গে অঙ্গে কত কামনা !
ভ্রমর ভ্রমরী মুখে মুখ রাখি গুঞ্জে।

ঘাটে ঘাটে দ্রুত মধ্য বিলম্বিত সঞ্চরমাণ মঞ্জুলার অঙ্গুলিদামের কি অপূর্ব্ব শোভা ! গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অধিরোহণ অথবা অবরোহণ জনিত সুবলিত ললিত বাহুর কি মধুর মন্থর অথবা চকিত ক্ষিপ্রগতি ! ক্ষুদ্র মস্তকের মৃদু সঞ্চালনে ললাটবিলম্বী বৈদূর্য্যখণ্ডের কি ঝলমলায়মান কম্পন !

গীত শেষ হইল। তখন সেই সুবৃহৎ পটমণ্ডপের চারিদিক্ হইতে গায়িকার প্রশংসাধ্বনি সমুত্থিত হইল। মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল, মস্তক নত করিয়া শ্রোতৃবর্গের অভিবন্দনা করিল। ফুল্লনেত্রে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে শেষে যেখানে প্রমিত এবং তাঁহার বন্ধুগণ বসিয়াছিলেন, সে দিকে চাহিয়াই যেন চমকিত হইয়া থামিল। তাহার মুখমণ্ডল অকস্মাৎ আরক্তিম হইয়া উঠিল। উৎসবের শেষ ব্যাপার মঞ্জুলার গীত শেষ হইলে পুরুষগণের উচ্চারিত মদন দেবের জয়শব্দে এবং যুবতীগণের মঙ্গল হুলুধ্বনিতে বিরাট পটমণ্ডপ কম্পিত হইয়া উঠিল।

মঞ্জুলা তখন পুনরায় সেই দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া নতমস্তকে

মৃদুপদে মণ্ডপ হইতে বাহির হইল। বাহিরে শিবিকা প্রস্তুত ছিল। প্রহরী পরিজন পরিরক্ষিত মঞ্জুলা নগরে নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

উৎসবসভা ভঙ্গ হইলে প্রমিত এবং অসঙ্গ সেনও আসন পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রমিত বলিলেন ;—"ইনি যে এত রূপবতী, এমন সুগায়িকা, তাহা ত তুমি কোন দিন আমাকে বল নাই !"

"আমি অনেক দিন বলিয়াছি ; কিন্তু তোমার অন্তঃপুরের বাহিরে যে রূপবতী কেহ আছে, এ বিশ্বাস যে তোমার নাই !"

"মানুষের ভ্রম ক্রমে দূর হয়।—মঞ্জুলা বিদুষীও বটে ?"

"নগরের অনেক বিদ্বান্ পণ্ডিত লোক ত আলাপ করিবার জন্য মঞ্জুলার গৃহে যাইয়া থাকেন।"

প্রমিত মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইনিই কি তিনি ! অসঙ্গ বলিলেন ;—"কি ভাবিতেছ ? ফিরিবার নির্দ্দিষ্ট দণ্ড অতীত হইয়াছে ?—বিলম্বের হেতু উৎপলাদেবীকে বলিব কি ?"

তখন হাসিতে হাসিতে দুই জনে পটমণ্ডপ হইতে বাহির হইলেন।

স্ত্রী পুরুষ বালক-বালিকাগণ মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া যার যার গম্যস্থানাভিমুখে চলিল। জ্যোৎস্না রাত্রি, আলোর অভাব ছিল না ; তথাপি বহুসংখ্যক প্রহরী দৌবারিক শান্তিরক্ষক আলো জ্বালিয়া লোক যাতায়াতের সুশৃঙ্খলা এবং চোর দস্যু দুর্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে লোকদিগের রক্ষার সুবিধান করিতে প্রবৃত্ত হইল। নগর-মুখের পথ লোক-প্রবাহে পূর্ণ হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুণ্ডল ভ্রংশ

বসন্তোৎসবের পরদিন অপরাহ্ণে প্রমিত সেন অন্তঃপুরে উৎপলার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। প্রমিত একখানি অনতি-উচ্চ কাষ্ঠাসনে বসিয়াছিলেন, উৎপলা নিকটে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "কি নাম?"

"মঞ্জুলা।"

"নাম জানিলে কেমন করিয়া?"

"অসঙ্গ তাঁহাকে চিনেন, অসঙ্গের কাছে শুনিয়াছি।"

"অতি মিষ্টস্বর?"

"অমন মধুর স্বর আমি ত কখনো শুনি নাই।"

"অমন রূপ আর দেখিয়াছ কি?"

"মঞ্জুলার অপূর্ব্ব রূপ, কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"অমন রূপবতী একেবারে দুর্লভ নহে।"

"আরও আছে?"

"আছে।"

"কোথায় দেখিয়াছ?"

"আমার নিজ গৃহে।"

প্রমিতের মুখ স্মিতময়, উৎপলাও হাসিয়া বলিলেন;—"বটে? তবুও রক্ষা! নতুবা দেখিতেছি, আমি ত ভাসিয়া যাইতাম!"

এমন সময় মাধবী কক্ষদ্বারের নিকটে আসিয়া বলিল,—"এক জন লোক একখানি পত্র আনিয়াছে।"

প্রমিত বলিলেন ;—"কোথায় পত্র ?—এখানে আন।"

মাধবী কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি পত্র প্রমিতের হাতে দিল। পত্রখানি সুদৃশ্য আরক্ত কৌশেয় বস্ত্রখণ্ডে আবৃত। মূল্যবান্ স্বর্ণ সূত্রে বদ্ধ, বন্ধনসন্ধি লাক্ষামুদ্রাঙ্কিত। প্রমিত সেন বিস্মিত হইলেন। কাহার এ পত্র ? বন্ধন খুলিয়া বস্ত্রখণ্ড অপসারিত করিয়া পাঠ করিলেন ;—

"যদি বিস্মৃত না হইয়া থাকেন এবং আপত্তি না থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া একবার অধীনীর গৃহে পদার্পণ করিয়া তাহাকে চরিতার্থ করিবেন। অবলার প্রগল্ভতা ক্ষমা করিবেন। পত্রবাহক পথ প্রদর্শন করিবে, ইতি।

চির-উপকৃতা।"

পত্র পাঠ করিয়া প্রমিত মাধবীকে বলিলেন ;—"পত্র কে আনিল ?"

"দারুক আমাকে দিয়াছে। এক জন লোক পত্র লইয়া আসিয়াছে ; লোকটী কোন পরিচয় দেয় নাই।"

"তাহাকে বসিতে বল।" মাধবী চলিয়া গেল।

পত্রের বহিরাবরণের বৈচিত্র্য দেখিয়া এবং বাহক যে পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক তাহা শুনিয়া উৎপলাও বিস্মিত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। মাধবী চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"কাহার পত্র ?"

"পড়িয়া দেখ।"

উৎপলা স্বামীর আরও নিকটে আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইলেন এবং নিজের বামবাহু তাঁহার স্কন্ধে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তে পত্র গ্রহণ করিবার জন্য যেমন মস্তক নত করিলেন, অমনি অঞ্চলের প্রান্তে

ঠেকিয়া হঠাৎ তাঁহার কাণের কুণ্ডল খুলিয়া গেল। স্খলিত কুণ্ডল পত্রখানির উপর পড়িয়া পত্রসহ ভূমিতে পড়িয়া গেল !

ক্ষণকালের জন্য উৎপলার মুখ বিরস বিবর্ণ হইয়া উঠিল, কুলবধূর কুণ্ডল স্খলন যে অশুভসূচক !

প্রমিত হাসিয়া বলিলেন ;—"অত ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন ?—এখানে ব'স, আমি কুণ্ডল পরাইয়া দিতেছি।"

উৎপলা স্বামীর পার্শ্বে সেই অনতিবৃহৎ কাষ্ঠাসনেই বসিলেন। প্রমিত ভূমি হইতে কুণ্ডল তুলিয়া লইয়া অতি যত্নে স্ত্রীর কাণে পরাইয়া দিলেন, পরাইতে অযথা দীর্ঘ সময় ব্যয় করিলেন। তখন উভয়েরই বড় হাসি পাইল। পত্রখানি তুলিয়া স্ত্রীর হাতে দিয়া প্রমিত বলিলেন ;—"দেখ পড়িয়া।—কে লিখিয়াছে, বুঝিতে পার কি ?"

উৎপলা পত্র পাঠ করিলেন।

"কে এই 'চির-উপকৃতা' ?"

"বুঝিতে পারিলে না ?"

"না।"

"আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সে দিন ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ সময়ে যে রমণী বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন, এ তাঁহারই পত্র !"

"তিনি কে ? তাঁহার কি কোন সন্ধান আর পাও নাই ?"

"না। কেমন করিয়া সন্ধান পাইব ? তিনি ত কোন পরিচয় দেন নাই !"

"তাঁহার কি স্বামী, ভ্রাতা কি আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব কেহ নাই ? আত্মগোপন করিয়া স্বয়ংই তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছেন !"

"আমিও তাহাই ভাবিতেছি।—কে এ রমণী !"

"গৃহস্থ কুলবধূ ?"

"কেমন করিয়া বলিব ?"

"চতুরা নগর-শোভিনী ?"

"অসম্ভব কি !"

"যাইবে কি ?"

"তুমি কি বল ?—তোমার অমত হইলে যাইব না।"

"যাবে বৈ কি।" উৎপলা হাসিয়া বলিলেন ;—"এ যে 'চির-উপকৃতা' রমণীর আহ্বান !—কত দূর, কিছু জান কি ?"

"তিনি সে দিন বলিয়াছিলেন, কমলপুরে তাঁহার গৃহ, কমলপুর খানিকটা দূরই বটে।"

"বেলা অপরাহ্ণ হইল ; কাহাকে সঙ্গে লইবে ?"

"একাই যাইব। বোধ হয় রমণীরও তাহাই ইচ্ছা।"

"ফিরিতে রাত্রি হইতে পারে।"

"হইলেই বা ভয় কি ?"

"ভয় কিছুই না ;—তবে দেখিও ঘর বাড়ীর কথা ভুলিয়া যাইও না !"

প্রমিত হাসিলেন। উৎপলাও হাসিলেন, তাঁহার হর্ষপ্রফুল্ল আয়তনয়ন-প্রান্তে অসীম বিশ্বাস, অপরিমেয় প্রীতি এবং স্ফুরদধরে পূর্ণ আত্মসমর্পণের চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিল। স্ত্রীর মুখ পরিচুম্বিত করিয়া প্রমিত সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অভ্যাগতের পূজা

পথে চলিতে চলিতে সঙ্গীয় ভৃত্যটিকে প্রমিত জিজ্ঞাসা করিলেন ;— "তোমাকে কি আর কোন দিন দেখিয়াছি ?"

"আর এক দিন দেখিয়াছিলেন।"

"তোমার নাম বাহুক ?"

"হাঁ। এক দিন সন্ধ্যা বেলায় ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম, আপনি রক্ষা করিয়াছিলেন।"

"তোমার কর্ত্রী কেমন আছেন ? সে দিন নিরাপদে ঘরে পৌঁছিয়াছিলেন ?"

"আমাদের আর কোন বিপদ হয় নাই। কর্ত্রী ভালই আছেন।"

"তোমরা সে দিন কোথা হইতে আসিতেছিলে ?"

"ঠাকুরাণী কোন প্রয়োজনে পাটলীগ্রামে গিয়াছিলেন।"

প্রমিত দেখিলেন বাহুক অধিক কথা কহিতে চায় না। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহার কর্ত্রীর কোন পরিচয় পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাও তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না। বাহুক নীরবে পথ দেখাইয়া চলিল।

নগরের যে অংশ দিয়া প্রমিত যাইতেছিলেন, তাহাতে অপেক্ষাকৃত ধনী লোকেরই বাস। পথের উভয়পার্শ্বে সুশোভন অট্টালিকার সারি। মধ্যে মধ্যে ফুলের বাগান, ফলের বাগান। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। গৃহে গৃহে গৃহ-বিগ্রহের আরতি, সান্ধ্যস্তুতি আরম্ভ হইল। শঙ্খ-ঘণ্টা-নিনাদে পল্লী মুখরিত হইল। ধূপ-ধুনা-গুগ্গুল-গন্ধে সন্ধ্যার সুখদ মৃদুবায়ু

সুরভিত হইয়া উঠিল। রাজপথে আলো ছিল না, কিন্তু উভয় পার্শ্বের পুরী প্রবেশ-পথে এবং মুক্তবাতায়ন-পথে গৃহমধ্যস্থ দীপরশ্মি রাজপথে পড়িয়াছিল, সুতরাং পথ নিতান্ত অন্ধকারময় ছিল না।

বসন্তকাল; শীত নাই, গ্রীষ্মের আতিশয্যও হয় নাই। রাজ-পথে লোকচলাচলের অভাব নাই। পুষ্পমাল্যধারী চন্দনচর্চ্চিত-দেহ সৌখীন যুবক, ব্যস্তসমস্ত ব্যবসায়ী, ভিক্ষার্থী খঞ্জ অন্ধ অতুর, দ্যূতকারী, সভিক, নট, বৈণিক, বৈণবিক, চঞ্চলা নগরশোভিনী, চকিতনেত্রা অভিসারিকা, ভারিক, মালিক, বার্ত্তাবহ—রাজপথে অনেক লোক যাতায়াত করিতেছিল। অনেকে প্রমিত সেনকে দেখিয়া নমস্কার অভিবাদন করিল, কিন্তু প্রমিত দ্রুতপদে চলিলেন। পরিচিত কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা। পথের এক পার্শ্বে একটুকু জনতা হইয়াছিল। এক জন মালী নানাবিধ সুগন্ধি ফুল, ফুলের মালা, মুকুট, বলয়, কুণ্ডল ইত্যাদি বিক্রয় করিতেছিল। কয়েক জন লোক তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ইচ্ছানুরূপ দ্রব্য নির্ব্বাচন করিতেছিল। প্রমিত সেন পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু সোমদত্ত সেখানে ছিলেন, তিনি প্রমিত এবং তৎসহচর বাহুককে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। প্রমিত জানিতে পারিলেন না, কিন্তু সোমদত্ত মাল্য-ক্রয় পরিত্যাগ করিয়া অলক্ষ্যে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

বাহুক অবশেষে প্রমিত সেনের অপরিচিত এক পল্লীতে একটী বৃহৎ বাটীর নিকট উপস্থিত হইল। দ্বারবান দ্বার খুলিয়া দিল। প্রহরীরা নমস্কার-অভিবাদন করিল। আলোকিত প্রবেশ-পথ অতিক্রম করিয়াই ফুলের উদ্যান, অদূরেই উচ্চ দ্বিতল গৃহ, গৃহের কক্ষে কক্ষে দীপালোক। প্রমিত সিঁড়ির নিকট পৌঁছিতেই দুই তিন জন পরিচারিকা প্রণাম করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া গেল। প্রথম কক্ষেই একটী প্রৌঢ়বয়স্কা

স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি প্রমিতসেনকে অভিবাদন করিলেন, প্রমিত সেনও প্রৌঢ়াকে নমস্কার করিলেন। প্রৌঢ়া বলিলেন ;—"আমাদের আজ কত সৌভাগ্য! আপনি আমাদের গৃহে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করিলেন। আমার কন্যাকে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আপনি আমাদিগকে চির-অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমার কন্যা আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। চঞ্চলা, ইঁহাকে লইয়া যা।"

চঞ্চলা প্রমিত সেনকে লইয়া এক সুসজ্জিত দীর্ঘ-বারান্দা দিয়া চলিল। বাম পার্শ্বে কক্ষের পর কক্ষ, দক্ষিণ পার্শ্বে মর্ম্মরে আচ্ছাদিত প্রশস্ত অঙ্গন, তাহার অপর তিন দিকে দ্বিতল পর্য্যন্ত সারি সারি আলোকিত কক্ষ। এই 'উপকৃতা' কে, কি নাম, কাহার কন্যা, কাহার স্ত্রী?—প্রমিত কিছুই জানেন না। কিন্তু সেই পুরীর বিশালত্ব এবং সজ্জিত মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল, 'উপকৃতা' যিনিই হউন, তিনি প্রভূত-সম্পত্তিশালিনী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই দুর্দ্দিন অন্ধকারে অস্পষ্ট-আলোকদৃষ্টা, বাক্‌চতুরা, আলুলায়িতকুন্তলা অপূর্ব্বসুন্দরী তরুণীর মূর্ত্তি বারবার তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইতে লাগিল। আজ তাঁহারই গৃহে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে। প্রমিত সেনের চিত্ত কৌতূহলে উদ্বেলিত হইতে লাগিল।

চঞ্চলা পরিশেষে একটী কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রমিত সেনকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল ;—"আমার কর্ত্রী এই কক্ষে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

প্রমিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মহাসুগন্ধি তৈলপূর্ণ প্রদীপে প্রদীপে সমগ্র কক্ষ আলোকিত। একটী সুন্দরী যুবতী মৃদুপদে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অতি বিনীত নমস্কার করিল। সমীপস্থা অপরিচিতা

সুন্দরী যুবতীর প্রতি স্বচ্ছন্দ দৃষ্টিক্ষেপ অসম্ভব। নিমেষমাত্র প্রথম দৃষ্টিতে প্রমিত যাহা দেখিলেন তাহাতেই তিনি অতি বিস্মিত হইলেন, ক্ষণকাল নীরব স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ইনি সেই নগর-প্রবেশ-পথের আকুল-কুন্তলা 'উপকৃতা'ই বটেন! কিন্তু আরও কোথায় যেন ইঁহাকে দেখিয়াছি! কিন্তু তখন আর ভাবিবার সময় নাই, তাঁহাকেই প্রথমে কথা কহিতে হইল।

"আপনি আমাকে পত্র পাঠাইয়াছিলেন?"

মস্তক নত করিয়া রমণী অতি মৃদুস্বরে বলিলেন;—"অধীনীই এই দুঃসাহসের কাজ করিয়াছে।"

রমণীর বিনীত নির্দ্দেশে কক্ষ মধ্যে অনতিউচ্চ বিস্তৃত পালঙ্কে সুশোভন আসনে প্রমিত উপবেশন করিলেন। আসনের চারিপার্শ্বে, কক্ষের নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রিপদীর উপর থালে থালে সুগন্ধি ফুল, ফুলদানে ফুলের স্তবক। শ্বেতরক্তনীলপীত নানাবর্ণের মূল্যবান প্রস্তরে গ্রথিত চিত্রিতবৎ অতি সুন্দর ফুল-ফল-তরুলতার ছবিতে কক্ষের দেয়াল ও মেঝে সুশোভিত। একপাশে অতিপুরু সুখস্পর্শ কম্বলাসন, তাহার উপর ধৌত পট্টবস্ত্রের আচ্ছাদন। কক্ষের সমস্ত তৈজসপত্র মূল্যবান এবং সুদৃশ্য। গৃহের বৈভব-শ্রী দেখিয়া প্রমিত অতি বিস্মিত হইলেন।

রমণী নিকটেই দেয়ালের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন;—"আমার প্রার্থনা, আমাকে 'আপনি' বলিবেন না।"

"আমাকে 'আপনি' বলিতেছেন, আমি কেন বলিব না?"

"আমি তদুপযুক্ত লোক নহি। আপনি আমার কোন পরিচয় পান নাই। আমি—"

"আপনাকে কি কাল বসন্তোৎসবে দেখিয়াছি?"

"অসম্ভব নহে; উৎসবে আমি গীত গাহিয়াছিলাম।"

ইনিই সেই মঞ্জুলা! বেশভূষার সে উৎসবোচিত পারিপাট্য নাই, মণি-মাণিক্য-খচিত সে অলঙ্কার-সমাবেশ নাই। কিন্তু গৌরদেহের কি লাবণ্য-ছটা! শ্বেতকুসুম-মাল্যবিজড়িত দীর্ঘ কেশরাশির কি তরঙ্গায়িত লীলা! বিদ্যুদ্গর্ভ স্থির আরক্ত চক্ষুর কি বিনম্র মধুর দৃষ্টি! প্রমিতসেন আর সময় পাইলেন না, বলিলেন;—"আপনি—আপনার—"

"আমি অতি সামান্য স্ত্রীলোক।"

"আপনার—"

মঞ্জুলা অতি বিনীত স্বরে বলিল;—"আমাকে 'আপনি' বলিলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব।"

"আমার বন্ধু অসঙ্গ সেন মহাশয় আপনার পরিচয়—"

"আমার প্রার্থনা!"

"তাহাই হউক।—তোমার পরিচয়, গুণকাহিনী আমাকে বলিয়াছেন! আপনি প্রসিদ্ধ বিদুষী এবং গুণবতী। আমার দুর্ভাগ্য, আমি ইতিপূর্ব্বে কোন দিন আপনার—তোমার গৃহে আসিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিবার সুখের অধিকারী হই নাই। সে দিন মানুষের অবশ্যকর্ত্তব্য অতি সামান্য কাজ করিয়া যদি তোমার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া থাকি, তবে আমি বড়ই ভাগ্যবান।"

"সে দিন আপনি উপস্থিত না হইলে, আমার যে কি দুর্দ্দশা হইত, তাহা মনে করিতে ভয় হয়, আপনি চিরকালের জন্য আমাকে ঋণী করিয়াছেন। সে দিন আমি নিজ পরিচয় দিতে সাহস পাই নাই, আমার সে অপরাধ অবশ্যই ক্ষমা করিবেন।"

"অপরিচিত পথিকের নিকট আত্মপ্রকাশ না করিলে কি কোন রমণীর অপরাধ হয়?"

"আমাকে হৃদয়হীন অকৃতজ্ঞ মনে করিবেন না। এত দিন আমি

কোন সুযোগ পাই নাই। তাহার পর রাজাধিরাজের মৃগয়াযাত্রার দিন ভিক্ষু উপগুপ্তের কৃত অপরাধের জন্য নগরপাল আপনাকেও বন্দী করিয়া লইয়া যায়। সমস্ত নগরবাসী আপনার বিপদে অতি দুঃখিত হইয়াছিল। আপনার সুকৃতি বলে আপনি রক্ষা পাইয়াছেন।”

“আমি যে কেমন করিয়া কাহার অনুরোধে অব্যাহতি পাইয়াছি, তাহা এখনো জানিতে পারি নাই। ধর্ম্মপাল মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয়, তিনি আমাকে সর্ব্বদা অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক অনুনয়ে, অনেকের অনুরোধেও প্রথম দিন তিনি আমাকে মুক্তি দেন নাই। তৃতীয় দিন কেন যে হঠাৎ আমার মুক্তিলাভ হইল, আমি তাহা এখনো জানিতে পারি নাই।”

“আপনি নিরপরাধী, ধর্ম্মপাল মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়াই বোধ হয় শেষে আপনাকে মুক্তি দিয়াছেন। আপনার মুক্তিতে আমরা কত আনন্দিত হইয়াছি!—অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শেষে আজ অতি সাহসে পত্র পাঠাইয়াছিলাম। আমার সে ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।”

“ধৃষ্টতা!—তোমার মত গুণবতীর সদয় অনুগ্রহ। আমারও এক প্রার্থনা আছে। এত দিন পর্য্যন্ত আমি যে পরমসুখে বঞ্চিত ছিলাম, আজ হইতে যেন তাহার অধিকারী হইতে পারি। তোমার গৃহে অনেক জ্ঞানী এবং সুধী লোকের সমাগম হইয়া থাকে। আমার মত অকিঞ্চিৎকর লোককেও তুমি তোমার গৃহে সময় সময় আসিবার অনুমতি দিয়া আমাকে আনন্দিত করিবে?”

“আপনি আমার পরিচয় পাইয়াছেন, আমার সকল কথা শুনিয়াছেন?”

“শুনিয়াছি।”

“কেহ কেহ এখানে আসিয়া থাকেন, আপনিও কি ভবিষ্যতে আসিবেন?

"আসিবার অনুমতি পাইলে পরম সুখী হইব।"

"এ গৃহের দ্বার আপনার নিকট সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিবে, যখন আপনার ইচ্ছা হইবে, আসিলে আমি নিজেকে অতি সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিব।"

প্রমিত হাসিয়া বলিলেন;—"দেখিতেছি সে দিনের সেই ঝড়বৃষ্টি-দুর্য্যোগেই আমার এই সৌভাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল।"

"সৌভাগ্য ত আমার!"

"উৎসবে তোমাকে দেখিয়া তুমিই যে সেই দুর্য্যোগ-রাত্রির বিপন্ন রমণী, তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

মঞ্জুলার মুখও স্মিত প্রভাসিত হইয়া উঠিল। চিত্রা এবং চঞ্চলা কক্ষের একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। মঞ্জুলার ইঙ্গিতে চঞ্চলা পাশের ঘর হইতে একখানি থালা লইয়া আসিল। থালাখানি ফুল, ফুলের মালা, অগুরু-চন্দন এবং গন্ধচূর্ণে পরিপূর্ণ। মঞ্জুলা সেই থালা প্রমিতের পদপ্রান্তে রাখিয়া যুক্ত করে বলিল;—"আমার এই সামান্য পূজা গ্রহণ করুন।"

প্রমিত সেন তরুণীর বাক্‌পটুতায় বিস্মিত হইলেন। বলিলেন;—"আপনি—তুমি এই অকিঞ্চিতের সম্মান শতগুণে বৃদ্ধি করিতেছ।"

প্রমিত সেন সেই থালা হইতে চন্দন গ্রহণ করিলেন এবং একটী সুরভি মালা লইয়া তাহা মস্তক বেষ্টন করিয়া পরিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইল, রাত্রি হইল। প্রমিতের গৃহে ফিরিবার সময় হইয়াছে। মঞ্জুলার ইঙ্গিতে চঞ্চলা আর একখানি থালা আনিল। থালার উপর সূক্ষ্ম ধৌত বস্ত্রের আচ্ছাদন, তাহার উপর অতি সুগন্ধি ফুল, ফুলের মালা ও চন্দন প্রক্ষেপ। চঞ্চলার হাত হইতে সেই থালা লইয়া মঞ্জুলা বলিল;—

"সে রাত্রিতে আপনার গায়ের যে ওড়নি আমাকে দিয়া আমার লজ্জা রক্ষা করিয়াছিলেন, এই সেই খানি।"

আবরণ উন্মুক্ত করিয়া পুষ্পচন্দনসুরভিত সেই ওড়নিসহ থালাখানি মঞ্জুলা প্রমিতের সম্মুখে স্থাপন করিল।

"এক দিন ব্যবহার করিয়া আমি এই মহার্ঘ ওড়নির অবমাননা করিয়াছি, আপনি সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন। বাহক আজ ইহা আপনার গৃহে দিয়া আসিবে।"

"এই সামান্য বস্ত্র আপনার—তোমার গাত্রস্পর্শ করিয়া পবিত্র হইয়াছে, আমি আর এ ওড়নি ব্যবহার করিবার অধিকারী নই। এখানি আপনার গৃহেই থাকুক।"

"আমার গৃহে থাকিবে, অনুমতি করিতেছেন!—আমার গৃহে ইহা চিরদিন পূজিত হইবে।"

মঞ্জুলা তখন অতিনমিত মস্তকে প্রমিতকে নমস্কার করিল। প্রমিত উঠিলেন। অপর কক্ষে মঞ্জুলার মাতাকে নমস্কার অভিবাদন করিয়া প্রমিত সেন বিদায় হইলেন। বাহক আলো জ্বালিয়া তাঁহার পথপ্রদর্শক হইয়া সঙ্গে চলিল।

প্রমিত সেন চলিয়া গেলে মঞ্জুলা পুনরায় সেই দ্বিতল কক্ষে প্রবেশ করিল। গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া গ্রহচন্দ্রতারকাখচিত নীলাকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি যেন কেমন উন্মনা, মুখ যেন কেমন উচ্ছ্বসিত। মঞ্জুলা তার পর গৃহস্থ উজ্জ্বল দীপের নিকট দাঁড়াইয়া মুকুরে নিজের মুখচ্ছবি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। মুকুর রাখিয়া দিয়া পুষ্পদামে শ্লথ বিজড়িত সেই দীর্ঘ কৃষ্ণ কুঞ্চিত কুন্তলরাশি অংসের উপর দিয়া বক্ষের দিকে আনিয়া হস্তদ্বারা যেন তাহার মসৃণ কোমলত্ব পরীক্ষা করিয়া দেখিল। কেশরাশি পৃষ্ঠে সরাইয়া দিয়া আপনার অঙ্গুলিদাম,

প্রকোষ্ঠ, বাহু, অংস—সর্ব্বাঙ্গ ভাল করিয়া দেখিল। শেষে নিঃসহ শরীরে শয্যায় শুইয়া পড়িল। মনে মনে ভাবিল, "অত কথা বলিয়াছি, তিনি আমাকে মুখরা মনে করিবেন!"

চঞ্চলা নীরবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, বিস্মিতনেত্রে জিজ্ঞাসা করিল;—"শুইয়া পড়িয়াছ! কেন, তোমার কোন অসুখ হইয়াছে?"

মঞ্জুলা চমকিত হইল, বলিল,—"না, কিছুই হয় নাই!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রক্ষা-কবচ

এই স্থানে আমরা পূর্ব্ব কথা কিছু বলিব। পাঠক মঞ্জুলা অথবা অলোকার বিশেষ পরিচয় এতক কিছুই পান নাই।

অলোকা এক ধনাঢ্য ভদ্র পরিবারের কন্যা। প্রথম বয়সেই তিনি বিধবা হন। তাঁহার চরিত্রও মন্দ হইয়া যায়। শ্বশুরকুল পরিত্যাগ করিয়া অলোকা তৎকাল-প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ধনী রাজকুটুম্ব বিশাখদত্তের গৃহে আসিয়া বাস করেন। এইখানেই তাঁহার কন্যা মঞ্জুলার জন্ম হয়। বিশাখদত্ত বিপত্নীক ছিলেন, মঞ্জুলাকে তিনি কন্যানির্ব্বিশেষে লালন পালন করেন। বিশাখদত্তের মৃত্যু হইলে অলোকা ও মঞ্জুলা অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হন। কিন্তু তাঁহাদের অভিভাবক কেহ ছিল না। বিশাখদত্তের পিতৃব্য-পুত্রী রাজ্ঞী কারুবাকী বালিকাকে কাছে আনিয়া তাহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হন এবং প্রচ্ছন্ন রক্তসম্বন্ধে স্নেহার্দ্র হইয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। মঞ্জুলা জনকের গৃহে মাতার নিকটেই রহিল, কিন্তু মহারাজ্ঞীর স্নেহ এবং অনুগ্রহের পাত্রী বলিয়া সংসারে তাহার কোন অভাব রহিল না। উপযুক্ত গুরুর নিকট বালিকা লেখাপড়া, নৃত্যগীত এবং নানাবিধ ললিত কলায় সুশিক্ষিতা হইতে লাগিল। রাজ্ঞী সময় সময় মঞ্জুলাকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া লইয়া তাহার শিক্ষা এবং ব্যবহারের পরীক্ষা করিতেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অলোকার চরিত্রও সংশোধিত হইয়াছিল। সেকালে আর একালে অনেক প্রভেদ। একালের রূপজীবিনীরা সমাজে যেরূপ হীন, সেকালে সর্ব্বথা সেরূপ ছিল না। সেকালের কোন কোন নগরশোভিনী উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া অটুট

মানসম্ভ্রমের সহিত দিন কাটাইতে পারিত। শিক্ষিতা এবং ধনসম্পন্না হইলে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়েও তাহার মর্য্যাদা স্বীকৃত হইত। তাহার আমন্ত্রণে সমাজের অগ্রণীরাও তাহার গৃহে যাইতে সঙ্কুচিত হইতেন না। এরূপ নগরশোভিনীরা গীতবাদ্য, নানাবিধ সুকুমার কলাবিদ্যা এবং বাক্‌চাতুর্য্যে ধনী মানী শিক্ষিত সমাগতের চিত্ত বিনোদন করিত। অনেক সময় ইহাদের পুত্রকন্যা ভদ্রসমাজে বিবাহিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে সমাজভুক্ত হইত। অলোকাও কালে সমাজে এইরূপ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

যৌবনোদ্গমে মঞ্জুলা অসামান্য রূপবতী হইয়া উঠিল। তাহার পাণিগ্রহণার্থীর অভাব ছিল না। তাহার শিক্ষা, চরিত্র, ব্যবহার, রূপলাবণ্য, ধনসম্পত্তি অনেকের চিত্ত প্রলুব্ধ করিয়াছিল। কিন্তু অভিভাবিকা রাজ্ঞী তাহার বিবাহে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, তাঁহার বিবেচনায় স্নেহ-পালিতা, রূপসী, ধনশালিনী মঞ্জুলার অনুরূপ বর মিলিয়া উঠিল না।

প্রমিত সেন বন্ধু অসঙ্গের মুখে অলোকা এবং মঞ্জুলার অনেক কথা শুনিয়াছিলেন।

সে দিন বাড়ীতে পৌছিতে প্রমিত সেনের অনেক রাত্রি হইল। এদিকে উৎপলা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কি আশঙ্কা, কেন আশঙ্কা, উৎপলা তাহা বিচার করেন নাই, তথাপি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। রাত্রিকালে একা একা নগরপথে চলা যদিও সকল সময় নিরাপদ নহে, তথাপি চোর-দস্যু প্রভৃতি দ্বারা যে স্বামীর কোন বিপদ ঘটিতে পারে, উৎপলার সে বিশ্বাস ছিল না। নগরে তিনি সুপরিচিত, বিশেষতঃ তিনি অপরিমিত শারীরিক বলশালী; হঠাৎ কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিবার সাহস পাইবে না। সঙ্গে প্রলোভনের বস্তু কিছুই নাই,

সুতরাং চোরদস্যুকর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনাও কম। পথ-ঘাটও তাঁহার অপরিচিত নহে। কোন বিপদের সম্ভাবনা হইলে, সঙ্গী প্রহরী অথবা বাহক কি অশ্ব সংগ্রহ তাহার পক্ষে অতি সহজ। তবে এই জ্যোৎস্নাময়ী বাসন্তী রজনীতে অপরিচিতা সুন্দরী যুবতীর আমন্ত্রণ একাকী গমন, স্বচ্ছন্দ আলাপের অবসর—মনে করিতে উৎপলার মুখ লজ্জা-অভিমানে রক্তিমাভ হইল। না; সেরূপ কোন আশঙ্কা আসিতেই পারে না। স্বামীর প্রতি উৎপলার ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস অসীম এবং অচল। কিন্তু মহার্ঘ মণিরত্ন অরক্ষিত অবস্থায় পথে ঘাটে ছড়াইযা চোরদস্যুকে প্রলোভিত করা কি উচিত? অথবা প্রাণপ্রিয় আত্মীয় অন্তরঙ্গ ব্যক্তিকে অপরিচিতা সুন্দরী যুবতীর—ডাকিনী কি মায়াবিনীর!—আহ্বানে একক পাঠাইয়া গভীর বিশ্বাস এবং অচলা শ্রদ্ধার পরিচয় দিতে যাওয়াই কি সঙ্গত?—কি আশঙ্কা, কেনই বা আশঙ্কা, উৎপলা তাহার বিচার করেন নাই, তথাপি তিনি বিষম উদ্বিগ্না হইলেন। এত বিলম্ব কেন?

বাড়ীতে পৌছিতে সে রাত্রিতে প্রমিত সেনের অনেক বিলম্ব হইল। প্রমিত অন্তঃপুরে পৌছিলে উৎপলা অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—"কিগো, ঘর বাড়ী ভুলিয়া গিয়াছিলে না কি?"

"তাই ত! ঘর বাড়ী ভুলিযা, কোন্ পথে, কোথায়, কাহাব কাছে আসিয়া পৌছিলাম?"

"বটে?"—স্বামীর হাত ধরিয়া উৎপলা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

"'উপকৃতা'র সঙ্গে দেখা হইল!"

"হইয়াছে।"

"কেমন লোক?"

"অপূর্ব্ব সুন্দরী।"

"তাহা ত অনেক দিন হইতেই জানি। কি নাম, কাহার কন্যা, কাহার স্ত্রী ?"

"শুনিবে ?"

উৎপলা বিস্মিত নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"উপকৃতা—মঞ্জুলা !"

মঞ্জুলা ! উৎপলা চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষু বিস্ময়-বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

"মঞ্জুলা !—কেমন করিয়া জানিলে ?"

"দেখিয়াই চিনিলাম। বৃষ্টি-দুর্য্যোগের দিন ইঁহাকেই দেখি, গতকল্য উৎসবে ইঁহাকেই দেখিয়াছি। ইনিই সেখানে গীত গাহিয়াছিলেন।"

উৎপলা ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন ;—"তুমি কি জানিতে যে, মঞ্জুলাই 'উপকৃতা' ?"

"আগে আর কেমন করিয়া জানিব ?—মঞ্জুলাকে উৎসবে দেখিয়াছি, মঞ্জুলাই যে সে দিনের সেই উপকৃতা, তাহা ত আজ এই মাত্র জানিয়া আসিলাম।"

"মঞ্জুলা কে, কাহার কন্যা—তাহা শুনিয়াছ ?"

"শুনিয়াছি।"

"কাহার নিকট শুনিলে ?"

"অসঙ্গের নিকট শুনিয়াছি।"

"কি শুনিয়াছ ?"

প্রমিত তখন অসঙ্গের নিকট শ্রুত মঞ্জুলার পরিচয়-সূচক অনেক কথা উৎপলাকে বলিলেন। শুনিয়া উৎপলার বিস্ময় বৃদ্ধি পাইল।

প্রমিত নিজ মস্তকে জড়ান সেই ফুলের মালা খুলিয়া তাহার লহর বিস্তার করিয়া অতি আদরে উৎপলার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন।

মহাসুরভি ফুলের মালা, কৌশলময় তাহার গাঁথনি। স্বামীর প্রণয়োপহারে উৎপলার চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। উৎপলা জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"কোথায় পাইলে ?"

"মঞ্জুলার পূজোপহার।"

উৎপলার শরীর শিহরিয়া উঠিল। নগরশোভিনীর ছদ্ম প্রেমোপহার! অথবা মন্ত্রসিদ্ধ গুপ্ত সম্মোহনাস্ত্র ? কিন্তু তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে সন্দেহ স্থান পাইল না। উৎপলা হাসিয়া বলিলেন ;—"অমন সুন্দরী, অমন মিষ্ট গায়িকার পূজায় ত চিত্ত হারাইয়া এস নাই ?"

"এ চিত্ত হারাইবার ভয় নাই।—দিবা রাত্রি সুরক্ষিত !"

"এমন নিত্যজাগ্রত রক্ষাকবচ তোমার কি আছে ?"

"তোমার পবিত্র মুখ।"

প্রমিত স্ত্রীর হর্ষ-প্রফুল্ল মুখ চুম্বন করিলেন।

—"তোমার স্ফুরদুজ্জ্বল চক্ষু !"

প্রমিত স্ত্রীর সন্তনিমীলিত মৃদু কম্পিত চক্ষু চুম্বিত করিলেন।

—"এ হৃদয়ে স্থির প্রতিষ্ঠিত প্রেমোজ্জ্বল তোমার মধুর মূর্ত্তি !"

উৎপলা উচ্ছ্বসিত গাত্রে স্বামীর বাহু বেষ্টন হইতে ছুটিয়া পলাইয়া কক্ষদ্বারের নিকট গিয়া বলিলেন ;—"মাধবী, মাধবী, আজ কি আমাদের আহারাদি হইবে না ?"

সে দিন গভীর রাত্রিতে কি যেন স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে প্রমিত হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন ;—"অপূর্ব্ব সুন্দরী !"

পার্শ্বে শয়ানা উৎপলা সে শব্দে অর্দ্ধজাগরিত হইয়া নিদ্রাবিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"কি বলিতেছ ?"

প্রমিত নিদ্রিত !

উৎপলাও পুনরায় সুষুপ্তি লাভ করিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শুষ্ক লতায় মঞ্জরী

প্রথম বয়সে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি রাজাধিরাজ অশোকদেবের ব্যবহার বিশেষ উদার ছিল না। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধবাদী সমাজবিপ্লবকারী ক্রমবর্দ্ধমান এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত তখনও জন-সাধারণ মধ্যে তত প্রচলিত হয নাই; কিন্তু ভিক্ষুমণ্ডলীর বৈরাগ্য, অহিংসা, জীবে দয়া, নিরহঙ্কার, বিপদে নির্ব্বিকার সহিষ্ণুতা সার্ব্বজনীন প্রীতি লোকসমাজের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। অনেকে এই নবীন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিল। রাষ্ট্রনীতি-কৌশল-পরিচালিত বাজসভায় ব্রাহ্মণ, শ্রমণ উভয়েই প্রায় তুল্য সমাদর পাইতেন, কিন্তু উপযুক্ত ছিদ্র পাইলে অশোকদেব এই নবীন সম্প্রদায়ের লোককে দণ্ডিত করিতে ত্রুটি করিতেন না।

রাজাধিরাজ অশোক অপরাহ্ণে মৃগয়া হইতে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। ভিক্ষু উপগুপ্ত সম্বন্ধে কি বিধান হয়, জানিবার জন্য নগরবাসিগণ উৎকণ্ঠিত ছিলেন। সম্ভবতঃ রাত্রি প্রভাতেই ভিক্ষুর বিচার হইবে।

সেকালেও যে রাজরাজন্যবর্গ সান্ত্রী প্রহরী অথবা পার্শ্বরক্ষক দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত থাকিতেন, তাহা উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। নন্দবংশের উচ্ছেদসাধনের পর হইতে রাজরাজড়ার রাত্রিবাস-গৃহও

অনেক সময় অতি বিশ্বাসী অন্তরঙ্গ ভিন্ন অন্যের অজ্ঞাত থাকিত। কোন্ রাত্রিতে কোন্ রাজ্ঞীর গৃহে, অথবা কোথায় বহুবল্লভ রাজার নিদ্রার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত, তাহা সকলে জানিতে পারিত না। রাজাও হয় ত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন না করিয়া গৃহস্বামিনীর অভিমান ক্ষুণ্ণ করিতেন এবং অন্য গৃহে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া অতর্কিত অনুগ্রহে অপরাকে অতি সম্মানিত করিতেন। এইরূপ ক্ষুণ্ণ অভিমান অথবা অতর্কিত সম্মান যে রাজার অনুরাগ-বৈষম্যে সংঘটিত হইত, তাহা নহে। দেশকালপাত্র বিবেচনায় শত্রুসমাকুল রাজরাজড়ার পক্ষে এইরূপ অজ্ঞাত গৃহবাস সেকালে নিতান্ত বিধেয় বলিয়াই পরিগণিত হইত।

পরিচারিকা লীলা সন্ধ্যার পর হাসিতে হাসিতে আসিয়া রাজ্ঞী কারুবাকীকে জানাইল, রাজাধিরাজ দেবী অসন্ধিমিত্রার গৃহে রাত্রিযাপন করিবেন।

"তুই কেমন করিয়া জানিলি ?"

"সৌবিদ মহাশয় প্রতিহারীদিগকে বলিয়া দিয়াছেন ; অন্তঃপুরে অনেকেই তাহা শুনিয়াছে।"

"তাহা শুনিয়া তোর আনন্দ কেন ?"

"আমি মালিনীকে ফুল-মালার জন্য সংবাদ দিয়া আসিলাম। অগুরু চন্দন, গন্ধচূর্ণ—আর সময় নাই।—সৌবিদ মহাশয় আমাকেও কিছু বলিয়াছেন !"

"মর্ হতভাগী ! শেষে লোক হাসাবি না কি ?"

"আমরা হাসিব, অন্যের কান্না পায়, কাঁদিবে।"

রাজ্ঞী তখন স্মিতমুখে বলিলেন ;—"যাহা যাহা করিতে হয়, কর গিয়া ; কাহাকেও কিছু বলিস্ না।"

দেবী কারুবাকী প্রমিত সেনকে কারাগার হইতে মুক্তি দিয়াছেন,

কিন্তু মৃগয়া হইতে ফিরিয়া রাজাধিরাজ যখন অবস্থা শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়া দেবী চিন্তাযুক্ত ছিলেন; ভিক্ষু উপগুপ্তের অপরাধ মার্জ্জনার জন্য রাজাধিরাজকে অনুরোধ করিবেন, মঞ্জুলার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন; কিন্তু রুদ্রপ্রতাপ রাজাধিরাজের কার্য্যে অনধিকারচর্চ্চা যে দুঃসাহসের কর্ম্ম, দেবী তাহা জানিতেন। দেবীর একমাত্র ভরসা, যদি রাজাধিরাজ অন্যের নিকট অবস্থা শুনিবার পূর্ব্বে একবার নিজে তাঁহাকে বলিবার সুযোগ পান, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইবার অনেকটা সম্ভাবনা। সে সুযোগ কি ঘটিবে? সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে ত নির্জ্জন সাক্ষাৎ নহে। রাজাধিরাজ অন্তঃপুরে পৌঁছিলে সপত্নী, ভোগিনী, আত্মীয়া, পরিচারিকা সকলে মিলিয়া মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা, অভিবাদন করিয়াছিলেন। তখন কোন কথা বলিবার, প্রার্থনা জানাইবার সুযোগ ত ঘটে নাই।

দেবী কারুবাকীর শয়নগৃহ সুসজ্জিত; স্নিগ্ধদীপ-মালায় আলোকিত; পুষ্পস্তবক মাল্যে, অগুরু-চন্দন-প্রক্ষেপে, গুগ্‌গুল গন্ধে সুরভিত হইল। লীলা অল্প সময়ের মধ্যে রাজ্ঞীর বেশভূষার শোভন পরিবর্ত্তন এবং তাঁহার কেশকলাপে অপূর্ব্ব শ্রীমতী কবরী রচনা করিতে ভুলিল না। বহু সপত্নীপরিবৃতা বিগতোন্মুখযৌবনা রাজরাণীও অঙ্গ-প্রসাধন ব্যাপারে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন না; রাজ্ঞী কারুবাকীর ত আজ বিশেষ প্রয়োজনই ছিল। ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল। বাসকসজ্জা রাজ্ঞী উৎকণ্ঠিতা হইলেন, গৃহে এবং অলিন্দে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিচারিকার কথায় বিশ্বাস করিয়া শেষে কি বিপ্রলব্ধার বিষম মনোব্যথা ভোগ করিতে হইবে।

এমন সময় লীলা ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, রাজাধিরাজ আসিতেছেন। রাজ্ঞী সেই অলিন্দেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। রাজাধিরাজ উপস্থিত হইলে রাজ্ঞী অগ্রসর হইলেন, হস্তস্থিত শ্বেত-পুষ্পমাল্য তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দিয়া প্রণাম ও তাঁহার পূজা করিলেন। অশোকদেব হাতে ধরিয়া রাজ্ঞীকে তুলিলেন। ফুলমালা পত্রপল্লবে সজ্জিত সুরভিত গৃহের শোভা এবং রাজ্ঞীর বেশভূষা ও অঙ্গরাগের পারিপাট্য দেখিয়া রাজাধিরাজ স্মিতমুখে বলিলেন,—"এ গৃহে যে চিরবসন্ত বিরাজ করে!"

"এখানে দেবতার আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাই শুষ্ক লতায়ও মঞ্জরী দেখা যায়।"

দীপরশ্মি প্রভাসিত রাজ্ঞীর প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া রাজাধিরাজ বলিলেন;—"শুষ্কলতা?—শুষ্কলতার সঞ্জীবনী শক্তিতে বৃদ্ধ দেবতার দেহও যে উৎফুল্ল হইয়া উঠে!"

হাসিতে হাসিতে উভয়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজাধিরাজ পালঙ্কে উপবেশন করিলে রাজ্ঞী বলিলেন;—"সৌবিদ আজ রাজ্ঞী অসন্ধিমিত্রার নাম করিয়াছিল।"

"সৌবিদ অসন্ধিমিত্রার নাম করিলে যে কাহাকে বুঝায়, তুমি তাহা জান!"

"কিন্তু কয়দিন পরে আজ রাজধানীতে আগমন, আমি এতটা সৌভাগ্যের আশা করিতে সাহস পাই নাই!"

"আত্মশক্তিতে তোমার বিশ্বাস কম।"

"স্ত্রীজাতির আবার আত্মশক্তি!"

"নয় কেন?"

"তার উপর কি নির্ভর করা যায়?"

"চিত্তের সাহস পৃথিবী জয় করিতে পারে।"

"পৃথিবী জয়ে আমার প্রয়োজন নাই।—দাসীর একটী প্রার্থনা আছে।"

"অশোকের প্রিয়তমা মহিষীর আদেশ প্রচার হউক।"

রাজ্ঞী একটুকু হাসিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মুখের উৎফুল্লতা যেন একটুকু কমিয়া গেল। ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া রাজ্ঞী বলিলেন,—

"এই মাত্র স্ত্রীজাতির সাহসের কথা বলিতেছিলেন, আমি এক অসমসাহসের কাজ করিয়া ফেলিয়াছি।"

"অসমসাহস আছে বলিয়াই ত রাজ্ঞী কারুবাকী দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ অশোকদেবের উপযুক্ত মহিষী! ব্যাপারটা কি?" রাজাধিরাজ হাসিয়া বলিলেন, "কোন শ্রমণের উপদেশে ভিক্ষুণী হইবার সঙ্কল্প করিয়াছ?"

"রাজাধিরাজ যে দিন রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইবেন, দাসীও তাঁহার পদানুসরণ করিবে।"

"তাঁহার অনেক বিলম্ব আছে।"

রাজ্ঞী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন, রাজাধিরাজ তাঁহাকে নিজের পার্শ্বে পালঙ্কের উপর বসাইলেন, বলিলেন;—"কি অসমসাহসের কাজ করিয়াছ?—ধর্ম্মপালের কারাবাসের আদেশ দিয়াছ, না কলিঙ্গ-জয়ের জন্য সৈন্য পাঠাইয়াছ?"

"অতদূর সাহস হয় নাই।"

"তবে কি?"

রাজ্ঞী ধীরে ধীরে আরম্ভ করিলেন;—"মঞ্জুলা আসিয়াছিল—"

"মঞ্জুলা?—কেমন আছে? অনেক দিন তাহাকে দেখি নাই।"

"আমার অপরাধ ক্ষমা হইবে?"

"কি অপরাধ?"

"মৃগয়া-যাত্রার দিন সচিবপুত্র প্রমিত সেনের কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল—"

রাজাধিরাজ হাসিয়া উঠিলেন।

"প্রমিত সেন ত কোন অপরাধের কার্য্য করে নাই।"

"রাজবিধি লঙ্ঘনের অপরাধে সে দিন এক জন ভিক্ষু এবং প্রমিত সেনের কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল।"

"সেই কথা ? এখন মনে পড়িতেছে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, ভিক্ষু আমাকে সম্বোধন করিয়া কি যেন বলিবার সময় লোকের ঠেলাঠেলিতে প্রহরিণীদিগের রজ্জুসীমার উপর হেলিয়া পড়ে। এক জন প্রহরিণী তাহাকে শূলবিদ্ধ করিতে উদ্যত হয়। প্রমিত সেন ভিক্ষুকে রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হয়। প্রমিত কোন অপরাধের কার্য্য করে নাই। রাত্রি প্রভাতে তাহার মুক্তির আদেশ দিব ;—এখন কোন্ অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে, বল।"

রাজ্ঞী পরিপক্ক ব্যবহারাজীবী ছিলেন না, পুনরায় ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন ;—"মঞ্জুলা আসিয়াছিল—"

"হাঁ, তাই কি ?"

"আমি প্রমিত সেনের মুক্তির জন্য ধর্ম্মপাল মহাশয়কে বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তাহাকে কারা হইতে মুক্তি দিয়াছেন।—দাসীর অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে।"

"এই অপরাধ ?"

রাজ্ঞী মুখ নত করিয়া রহিলেন।

রাজাধিরাজ তখন সেই প্রবীণা রাজ্ঞীর চিবুক ধরিয়া মুখ উচু করিলেন এবং নিজের গলদেশ হইতে পূজা-উপহার পুষ্পমালা খুলিয়া লইয়া তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। রাজ্ঞীর মুখ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজাধিরাজের পরাজয়

রাজাধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কত লোক ত বিচারে অবিচারে দণ্ডিত হয়, কোন দিন ত তুমি কাহারও জন্য অনুরোধ কর নাই। প্রমিত সেনের জন্য তোমার এত ব্যস্ততা কেন ?"

"প্রমিত সেনকে চিনি না, কোন দিন তাহাকে দেখি নাই। তবে সচিবপুত্র যে নগরে এক জন ভাল লোক—ধনী, দাতা, দরিদ্রের বন্ধু এবং আপনার বিশ্বাসভাজন, তাহা ত আপনার মুখেই কত দিন শুনিয়াছি।—আমিও এক অনুরোধে পড়িয়াছিলাম।"

রাজাধিরাজের কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল ; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ;— "কে তোমাকে অনুরোধ করিল !"

"মঞ্জুলা।"

"মঞ্জুলা ! তাই বলিতেছিলে, মঞ্জুলা আসিয়াছিল ?"

"হাঁ।"

"সে কেন প্রমিতের জন্য অনুরোধ করিল ? প্রমিত তাহার কে ?"

"কেহই নহে। মঞ্জুলা একদিন মাত্র প্রমিত সেনকে দেখিয়াছিল।"

রাজাধিরাজ জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। রাজ্ঞী তখনই সেই দুর্য্যোগময় সন্ধ্যায় নগরোপকণ্ঠে মঞ্জুলার সঙ্গে প্রমিতের সাক্ষাৎবৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া রাজাধিরাজ বলিলেন ;—"মঞ্জুলা' ত এখন আর ছোট্ট বালিকা নহে।"

"তাহার বয়স আঠার বৎসর পার হইয়াছে।"

"নগরের পথে দৈব-দুর্য্যোগমধ্যে ক্ষণকালের পরিচয়, তাহার জন্য অনুরোধ!"

"ক্ষণকালের পরিচয়ে আজীবন বন্ধুত্বের সূচনা হইতে পারে।"

"হইতে পারে বটে, এখানেও কি তাহাই হইয়াছে?"

"অসম্ভব কি?"

রাজাধিরাজ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শেষে বলিলেন;—

"মঞ্জুলা বড় হইয়াছে, মাতার কাছে থাকে। শেষে কি সে সেই অভাগিনীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে?"

"অসম্ভব। আমি ত তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়াছি। মঞ্জুলার চরিত্র পবিত্র। আর, সে অভাগিনীর স্বভাবও ত অনেক দিন সংশোধন হইয়াছে।"

"সে যাহাই হউক, এ ভাবে আর দিন যাওয়া উচিত নহে। মঞ্জুলার বিবাহের কি হইল?"

"কিছুই হয় নাই। নানা কারণে তাহার উপযুক্ত বর যে সহজে মিলিবার নহে, তাহা রাজাধিরাজের অজ্ঞাত নহে।"

"মঞ্জুলা কেন প্রমিতের জন্য অনুরোধ করিল?"

"আমি যখন কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।"

"বটে? প্রমিতের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইলে কেমন হয়?"

"হইলে ত অতি উত্তম হয়, কিন্তু প্রমিত সেন যে বিবাহিত, তাহার পত্নী বর্ত্তমান!"

রাজাধিরাজ হাসিয়া বলিলেন:—"মহারাজা অশোকের ত একের অধিক রাজ্ঞী বর্ত্তমান!"

রাজ্ঞীও হাসিয়া উত্তর দিলেন ;—"রাজা মহারাজার পক্ষে যাহা সম্ভব বা শোভন, অপরের পক্ষেও কি তাই ?"

"নয় কেন ?—প্রমিতের অতুল সম্পত্তি। সে সম্মত হইবে ?"

"কাহার কথা বলিতেছেন ?"

"প্রমিতের কথা।"

"প্রমিত আর এক দিন মঞ্জুলার গৃহে যাইয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছে।"

"ও হোঃ ! তার পর ?"

"প্রমিত মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছে।"

"আর মঞ্জুলা ?"

"চিত্ত হারাইয়াছে।"

"তবে আর কি চাই ?"

"রাজাধিরাজের অনুগ্রহ।"

"ঘটকতাটা কি আমাকেই করিতে হইবে ?"

"না ; আমিও করিব না। কিন্তু প্রমিত যে মঞ্জুলার অনুরোধে কাবামুক্ত হইয়াছে, সে কথা কোনরূপে তাহাকে জানাইতে হইবে।"

"কেন ?"

"উভয়ে উভয়ের নিকট ঋণী থাকা ভাল। একপক্ষ ঋণী থাকিলে অপর পক্ষের মনে অভিমান থাকিযা যায়। সে স্থলে চিত্তের বিনিময় হয না, ঋণী চিত্তদান করিয়া ঋণ পরিশোধ করে।"

নীরব হাস্যে রাজাধিরাজের মুখ প্রভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন ;—"শুনিয়াছি, পিতামহ ঠাকুরের এক মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার নাম চাণক্য পণ্ডিত। রাজনীতি এবং অর্থনীতি-শাস্ত্রে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। কিন্তু বৃদ্ধ পণ্ডিত ঠাকুর আজ জীবিত

থাকিলে, চিত্তবিনিময় শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচারে তোমার নিকট হার মানিতেন।”

রাজ্ঞীর মুখও হাসিময় হইল, তিনি বলিলেন ;—

“চিত্ত বলিয়া যে একটা কিছু পণ্ডিত ঠাকুরের ছিল, তাহা শুনি নাই ; সুতরাং তাহার দানবিনিময় হয় ত তিনি বুঝিতেন না, অতদূর উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মনে স্থান পায় না, নিজের চিত্ত দান করিয়াই তাহারা সুখী !”

রাজাধিরাজ হাসিলেন, আদরে রাজ্ঞীর কবরী স্পর্শ করিয়া বলিলেন ;—“সেরূপ দুর্লভ চিত্তের বিনিময়ে দান করিবার উপযুক্ত কিছু রাজ-রাজড়ার ভাণ্ডারে নাই !”

লজ্জায় রাজ্ঞীর স্মিত-প্রফুল্ল মুখ নত, আরক্ত হইল।

রাজাধিরাজ বলিলেন ;—“মঞ্জুলা যদি চিত্ত হারাইয়াই থাকে—প্রমিতকেই দিয়া থাকে, তবে আর তাহার জন্য ব্যস্ততা কেন ?”

“আত্মীয় সুহৃদেরা তাহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। ঘর সংসার করিতে হইবে, আদান-প্রদান দুই-ই চাই।—আর পুরুষেরাই কি অত স্বার্থপর ?”

“সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই !—তা মঞ্জুলার অনুরোধেই যে তাহার মুক্তি হইয়াছে, প্রমিতসেন যাহাতে তাহা জানিতে পারে, তাহা করা যাইবে। প্রমিতসেনকে মুক্ত করিয়াছ, ভিক্ষুর জন্য কোন চেষ্টা কর নাই !—ভিক্ষু কে ?”

“ভিক্ষু পুণ্যাত্মা উপগুপ্ত ঠাকুর।”

“উপগুপ্ত ?”

রাজাধিরাজ রাজ্ঞীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, রাজ্ঞী বলিলেন ;—“হাঁ ; আমার পিতৃদেবের উপদেষ্টা দেশপূজ্য পুণ্যাত্মা উপগুপ্ত ঠাকুর !”

রাজাধিরাজ কোন উত্তর দিলেন না। রাজ্ঞী পালঙ্ক হইতে নামিয়া দুই হাতে রাজাধিরাজের পদধারণ করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন ;—"ভিক্ষুদেবকে মুক্তি দিবার আদেশ হউক !"

অশোকদেব ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শেষে রাজ্ঞীর হাত ধরিয়া পুনরায় তাঁহাকে নিজ পার্শ্বে বসাইলেন, বলিলেন ;—"এই সকল ভিক্ষু শ্রমণেরা দেশের শত অমঙ্গল ঘটাইতেছে।"

"শ্রমণ ভিক্ষুরা অমঙ্গল ঘটাইতেছে ?"

"হাঁ।"

"ইঁহারা ত অতি নিরীহ !"

"ইহারা চোর দস্যু অথবা দ্যূতকারী ব্যভিচারী নহে, কিন্তু ইহাদের আচার-ব বহার-দৃষ্টান্তে দেশের নিয়ত অমঙ্গল ঘটিতেছে। লোকে যাগযজ্ঞ, কর্ম্মকাণ্ড, পূজাবলি পরিত্যাগ করিতেছে ; সনাতন ধর্ম্ম ছাড়িতেছে।—ইহাদের শাসন আবশ্যক।"

"রাজাধিরাজের সভায় ত ব্রাহ্মণ শ্রমণের তুল্য সম্মান।"

"সে ত রাজনীতির কূটকৌশল !"

"অখণ্ডপ্রতাপ রাজরাজেশ্বরের রাজ্যশাসনে ন্যায়ের স্থলে কূট কৌশল !"

স্ত্রী-হৃদয়ের মহিমময়ী সরলতায় মুগ্ধ রাজচক্রবর্ত্তী বলিলেন ;—"মন্ত্রণাসভায় এ প্রশ্ন উঠিলে উত্তর দিতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু রাজ্ঞী কারুবাকীর পবিত্র শয্যায় বসিয়া উত্তর দিতে আমার সাহস হয় না।-- আমি পরাজয় স্বীকার করিতেছি !"

স্ফুরদুজ্জ্বল নেত্রে রাজ্ঞী কহিলেন ;—"তবে আমার প্রার্থনা সিদ্ধ হউক !"

"অবশ্যই হইবে। লীলাকে বলিয়া রাখ, প্রভাতে সৌবিদ যেন আমার নিকট উপস্থিত হয়।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্দেহের নিরসন—তথাপি সন্দেহ

এক দিন ধর্ম্মপাল অর্জ্জুনদেবের সহিত অসঙ্গসেনের দেখা হইল। অসঙ্গ তাঁহাকে নমস্কার অভিবাদন করিয়া বিদায় হইতেছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মপাল মহাশয় তাঁহাকে নিজের গৃহে বিশ্রামকক্ষে লইয়া গেলেন। সেখানে উভয়ে অনেক কথা হইল। অর্জ্জুনদেব কহিলেন ;—"অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।"

"রাজাধিরাজের মৃগয়াযাত্রার দিন হইতে আমরা কতক দিন নানা বিপদে নিতান্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম।"

"ভিক্ষু উপগুপ্ত এবং প্রমিতসেনের কারাবাসের কথা বলিতেছ ?"

"হাঁ, আমরা মহা আশঙ্কায় পড়িয়াছিলাম। শুধু কয়েক দিন কারাবাসের ভয় নহে। বৌদ্ধ শ্রমণ ভিক্ষুদের প্রতি যে কঠোর শাসন, তাহাতে ভিক্ষু উপগুপ্ত এবং তাঁহার অপরাধের সহকারী প্রমিত সেনের জীবন সম্বন্ধেই আমরা মহা ভীত হইয়াছিলাম। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আর আপনার অনুগ্রহে সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি।"

"প্রমিত সেন ভাল আছেন ? এ কথা, মঞ্জুলা—গায়িকা মঞ্জুলার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে ?"

অসঙ্গ বিস্মিত হইলেন, ধর্ম্মপাল মহাশয় এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?—বলিলেন ;—"হাঁ, আছে। মধ্যে মধ্যে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া থাকে।"

"প্রমিতও তাহাকে চিনেন ?"

"প্রমিত যে তাহাকে চিনেন, অথবা তাহার গৃহে কোন দিন গিয়াছেন, তাহা আমি শুনি নাই।"

"সেখানে ত অনেকেই যাইয়া থাকে ?"

"তাহা সত্য, কিন্তু প্রমিত ত কোন দিন যান নাই।"

মঞ্জুলা বিদুষী, মঞ্জুলা রূপসী, মধুর-গায়িকা ; তাহার গীত শুনিবার জন্য কি প্রমিত কোন দিন যাইয়া থাকেন না ?"

"না ; তবে সে দিন বসন্তোৎসবে প্রমিত মঞ্জুলাকে দেখিয়াছেন।"

"সেই কি প্রথম দেখা ?"

অসঙ্গ আরও বিস্মিত হইলেন, বলিলেন ;—"আমি যতদূর জানি, সে-ই প্রথম দেখা।"

ধর্ম্মপাল কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন ;—"সে দিন তোমাদের অত অনুরোধেও আমি প্রমিতকে ছাড়িয়া দি নাই, কিন্তু শেষে তৃতীয় দিনে হঠাৎ তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়াছি। কেন দিয়াছি, জান ?"

"না। আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম। রাজাধিরাজ রাজধানীতে ছিলেন না, তিনি ফিরিয়া আসিয়া বিচার করিবেন, ইতিমধ্যে প্রমিত মুক্তি পাইলেন।"

"অবশ্যই ইহার মধ্যে একটা গূঢ় রহস্য আছে।"

"নিশ্চয়ই আছে।"

"প্রমিতের নিষ্কৃতির জন্য মঞ্জুলা অনুরোধ করিয়াছিল !"

"মঞ্জুলা ! আপনি মঞ্জুলার অনুরোধে প্রমিত সেনকে বিনা বিচারে ছাড়িয়া দিয়াছেন !"

"পাগল তুমি !—মঞ্জুলা মহারাজ্ঞী দেবী কারুবাকীকে ধরিয়াছিল, দেবীর আদেশে আমি প্রমিতকে ছাড়িয়া দিয়াছি।"

ক্ষণকালের জন্য পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ধর্ম্মপাল

তখন বলিলেন ;—"তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, প্রমিতের সঙ্গে কি মঞ্জুলার পরিচয় আছে ? প্রমিত মঞ্জুলার কে ?"

"আমি ত জানি কেহ নহে, কোন দিন আলাপ-পরিচয়, দেখা-সাক্ষাৎও নাই।"

"এমন গুরু অপরাধে রাজবিচার-প্রতীক্ষায় কারারুদ্ধ সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির নিষ্কৃতির জন্য মহারাজ্ঞী দেবীকে অনুরোধ! তুমি জান, প্রমিতের পিতার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ও বন্ধুতা ছিল, প্রমিত আমার স্নেহের পাত্র ; এত সহজে প্রমিত মুক্তি পাওয়াতে আমি আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা বৃহৎ রহস্য আছে। তুমি প্রমিতের অন্তরঙ্গ বন্ধু, তুমি সহজে এ রহস্য উদ্ধার করিতে পারিবে।"

ধর্ম্মপালকে নমস্কার করিয়া অসঙ্গ বিদায় হইলেন। কুমুদনিবাস অভিমুখে যাইতে যাইতে অসঙ্গ অনেক ভাবিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পরেই ত বসন্তোৎসবে প্রমিত মঞ্জুলাকে প্রথম দেখিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বেই ত মঞ্জুলা দেবী কারুবাকীকে অনুরোধ করিয়াছিল! আর, বসন্তোৎসবের দিনও ত তাহাদের মধ্যে কোন আলাপ পরিচয় হয় নাই। সেই গায়িকাই যে মঞ্জুলা, প্রমিত তাহা অসঙ্গের নিকটই জানিয়াছিলেন! কত দিন ত অসঙ্গ প্রমিতকে মঞ্জুলার কথা বলিয়াছেন, মঞ্জুলার গৃহে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, প্রমিত সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তবে কেন এই অপরিচিতের জন্য মঞ্জুলার অতটা আগ্রহ? প্রমিত কি মঞ্জুলাকে পূর্ব্বেই জানিতেন, পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের মধ্যে পরিচয় ছিল, প্রমিত সে পরিচয় গোপন করিয়া চলিয়াছেন ?—না। তবে ব্যাপারটা কি ?

প্রমিত যেন কোথায় যাইতেছিলেন, অসঙ্গকে দেখিয়া বলিলেন ;—"সে কি! আজ ক'দিন তোমাকে দেখিতে পাই নাই কেন ?"

"নগরে ছিলাম না। তুমি কোথায় যাইতেছ? বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে কি ?"

"না।"

"যাইয়া কাজ নাই, বিশেষ কথা আছে, ঘরে চল।"

উভয় বন্ধু তখন প্রমিতের এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রমিত জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"কি কথা ?"

উভয়ে শয্যায় বসিলে অসঙ্গ বলিলেন ,—"কি সুকৃতিবলে, কাহার অনুরোধে সে দিন কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়াছিলে, জানিতে পারিয়াছ কি ?"

"না। কেমন করিয়া জানিব ?"

"আমি জানিতে পারিয়াছি।"

"তুমি জানিতে পারিয়াছ! কেমন করিয়া জানিলে? কি জানিলে ?"

"ধর্ম্মপাল মহাশয় স্বয়ং আমাকে বলিয়াছেন।"

"কবে ?"

"এই এখনই বলিলেন, তাঁহার নিকট হইতে এই আসিতেছি।"

প্রমিতের মুখ কৌতূহলময়, কিন্তু অসঙ্গ কেমন যেন স্থির গম্ভীর!

"মঞ্জুলা—বিদুষী, রূপসী, কলকণ্ঠা মঞ্জুলা তোমার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল!"

"মঞ্জুলা!"

"হাঁ, মঞ্জুলা। মঞ্জুলা মহারাজ্ঞী কারুবাকীকে ধরিয়াছিল, তাঁহার আদেশে ধর্ম্মপাল তোমাকে মুক্তি দিয়াছিলেন।"

বিস্মিত প্রমিত জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

"এ নগরে শত সহস্র লোকের বাস, মঞ্জুলা কেন তোমার জন্য এত

ব্যস্ত? সে কেন রাজ্ঞীকে ধরিল?—মঞ্জুলাকে কি তুমি চিনিতে, তাহার সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল?"

"কোন দিন ত দেখা সাক্ষাৎ আলাপ নাই!" প্রমিতের মুখ যেন হর্ষবিকশিত হইয়া উঠিল।—"ও হোঃ! এখন বুঝিতে পারিতেছি, মঞ্জুলা কেন আমার জন্য এত করিয়াছে!"

"কেন করিল?—সে তোমার কে? আমার কাছে কিছু গোপন করিয়াছ?"

অসঙ্গের কথার স্বর কিঞ্চিৎ শ্লেষযুক্ত, কথার ভঙ্গিতে যেন আহত সৌহার্দ্দের ঈষৎ ঝঙ্কার, কেমন যেন ক্ষুণ্ণ অভিমানের আভাস! প্রমিত হাসিয়া বলিলেন,—"আমার কেহই নহে। তোমার কাছে কিছুই গোপন করি নাই, কিন্তু একটা বিষয় গোপন রহিয়া গিয়াছে।"

"বটে?"

"আগে শুন।"

তখন প্রমিত সেই দুর্য্যোগময় রাত্রিতে নগরোপকণ্ঠে সেই বিপন্না রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং উদ্ধারবৃত্তান্ত সমস্ত অসঙ্গকে বলিলেন। ঘটনা শুনিয়া অসঙ্গ চমৎকৃত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে সে রমণী?"

"শুন, তাহার কোন পরিচয় সে দিন পাই নাই। তাহার পর রাজার মৃগয়া-যাত্রার পর আমার কারাবাস। তথা হইতে মুক্তির পর সে দিন বসন্তোৎসবে, তুমি জান, সেই গায়িকাকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। তুমি আমার বিস্ময় এবং কৌতূহল দেখিয়া পরিহাসও করিয়াছিলে। রাত্রিকালে অস্পষ্ট আলোকে দৃষ্ট সেই বিপন্নার সঙ্গে গায়িকার যেন কেমন একটুকু সাদৃশ্যের আভাস পাই। কিন্তু গায়িকা যে নগরপ্রসিদ্ধা মঞ্জুলা, তাহা তোমার মুখে শুনি। তাহার পর সেই বিপন্নার এক আমন্ত্রণপত্র পাইয়া, এক দিন তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ জন্য

তাহার গৃহে যাই, সে দিন সকল সন্দেহ দূর হয়। বিপন্নাই যে মঞ্জুলা সেই দিন তাহা জানিতে পারি। আজ দুই দিন হইল, তোমার সঙ্গে দেখা নাই, তোমাকে এ সকল কিছুই জানাইতে পারি নাই।"

জটিল ঘটনার এই অকপট বিবৃতিতে অসঙ্গের আশঙ্কা, সন্দেহ চলিয়া গেল। স্মিতমুখে অসঙ্গ বলিলেন ;—"আমার কাছে তোমার কথা মঞ্জুলা অনেক দিন শুনিয়াছে, কিন্তু তুমিই যে প্রমিতসেন, মঞ্জুলা তাহা সে রাত্রিতে কেমন করিয়া জানিল ?"

"সে দিন ঝড়-বৃষ্টির পরে তাহাকে গৃহে পাঠাইবার সময় মঞ্জুলা মিনতি করিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমি আমার পরিচয় তাহাকে দিয়াছিলাম। কিন্তু মঞ্জুলা নিজ-পরিচয় আমাকে দেয় নাই, আমিও বিপদগ্রস্তা অপরিচিতা সম্ভ্রান্তমহিলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাই নাই। আমি তাহাকে তাঁহার নিজ-গৃহে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু মঞ্জুলা তাহাতে স্বীকার হয় নাই ; সৌভাগ্য থাকিলে সময়ে এক দিন পরিচিত হইয়া জীবন সার্থক করিবে, এরূপ বলিয়াছিল।"

"মঞ্জুলা তাহার পর কবে নিজগৃহে তোমাকে আহ্বান করিয়াছিল ?"

"বসন্তোৎসবের পর দিন।"

"সে ত তোমার কারাবাসের পরে। দেখিতেছি তার পূর্ব্বেই তোমার মুক্তির জন্য মঞ্জুলা রাজ্ঞীকে ধরিয়াছিল ?"

"হাঁ, সেই দুর্য্যোগময় রাত্রিতে তাহার যে সামান্য কিঞ্চিৎ উপকার করিয়াছিলাম, তাহাই স্মরণ করিয়া মঞ্জুলা অযাচিতভাবে আমার এই মহদুপকার করিয়াছে !"

তখন দুই বন্ধু মঞ্জুলার চরিত্র-মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইলেন, অসঙ্গ বলিলেন, —"ধর্ম্মপাল মহাশয়ের সন্দেহ, ইহার মধ্যে একটা বৃহৎ রহস্য

আছে। তোমাদের মধ্যে জানাশুনা, আলাপ-পরিচয়, আরও কিছু”—
অসঙ্গ হাসিয়া বলিলেন,—“অবশ্যই কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে; সামান্য কারণে মঞ্জুলা মহারাজ্ঞীকে অনুরোধ করিবার সাহস পাইত না।”

“এখন তোমার সন্দেহ দূর হইল? নিগূঢ় সম্বন্ধ কিছুই নাই। দূর হইতে এক দিন দেখা, নিকটে যাইয়া এক দিন সাক্ষাৎ, তাহাও আমার মুক্তিলাভের পরে। তুমি বস, আমি উৎপলাকে এই সংবাদ দিয়া আসি।”

“আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে, আমি বিলম্ব করিতে পারিব না। পাটলীগ্রামে যাইতেছিলাম, ধর্ম্মপাল মহাশয়ের নিকট সংবাদ শুনিয়া তোমাকে জানাইতে এবং গূঢ় রহস্যভেদ জন্য আসিয়াছি! আমার ভাগিনেয় অরুণ অত্যন্ত অসুস্থ, এখনি আমাকে সেখানে যাইতে হইবে।”

“আমি সঙ্গে আসিব?”

“আজ আবশ্যক নাই; পীড়া যদি বাড়ে, তোমাকে সংবাদ দিব।”

অসঙ্গ উঠিলেন, প্রমিতও উঠিলেন। যাত্রাকালে অসঙ্গ বলিলেন;—
“মঞ্জুলা অতি গুণবতী।”

“তোমার মুখে তাহা বহুদিন শুনিয়াছি।”

“মঞ্জুলা রাজ্ঞী কারুবাকীর স্নেহ পালিতা কন্যা, মহাধনশালিনী।”

“তাহার গৃহ, গৃহের সাজ-সজ্জা রাজরাণীর উপযুক্ত।”

“মঞ্জুলা অপূর্ব্ব রূপসী।”

“দুর্লভ রূপ! নিজচক্ষে দেখিয়াছি।”

“মঞ্জুলা হৃদয়শালিনী, উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে জানে।”

“আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে, আমাকে চিরঋণী করিয়াছে!”

"দেখিও—ধনমান, রূপযৌবন, বাক্‌চাতুর্য্য, ললিত-কলা আর কোমল কৃতজ্ঞ হৃদয়—ইহাদের অজেয় রক্তমাংসগঠিত মানুষ সংসারে বড় দুর্ল্লভ।"

প্রমিত হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন,—"তুমি পাগল!—আমার কিসের অভাব?"

রক্ষা-কবচের স্নিগ্ধপবিত্রপ্রভাবে ত প্রমিতের চিত্ত নিত্য সুরক্ষিত! কিসের ভয়?

অসঙ্গ চলিয়া গেলেন, অন্তঃপুরে স্ত্রীর কক্ষে দ্রুত প্রবেশ করিয়া প্রমিত ব্যস্তসমস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"কৈ গো, কোথায়?"

গৃহকোণে উৎপলা যেন কি করিতেছিলেন, অগ্রসর হইয়া বলিলেন;—"এই ত এখানে;—এত ব্যস্ত কেন?"

"শুনিয়াছ, কাহার অনুরোধে, কেমন করিয়া আমি কারামুক্ত হইয়াছিলাম?"

"না, তুমিই ত তাহা কিছুই জানিতে পার নাই, আমি আর কেমন করিয়া জানিব?"

"আমি জানিতে পারিয়াছি।"

সকৌতুক স্মিতমুখে উৎপলা আরও অগ্রসর হইয়া স্বামীর সম্মুখে অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"কি জানিলে? কে তোমাকে বাঁচাইল?"

"মঞ্জুলা!"

"মঞ্জুলা?"

উৎপলার গা শিহরিয়া উঠিল, তাঁহার হৃদয়ে যেন সহসা নিমেষমাত্র-স্থায়ী সূচীবেধ-যন্ত্রণা অনুভূত হইল। সেই "চির-উপকৃতা" রূপসী যুবতী মঞ্জুলা।

"হাঁ, মঞ্জুলা। মঞ্জুলা আমার কারামুক্তির জন্য মহারাজ্ঞী কারুবাকীকে ধরিয়াছিল, দেবীর আদেশে আমি নিষ্কৃতি পাইয়াছি।"

"তুমি ব'স। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! সব কথা বল। মঞ্জুলা কেন এত করিল?"

প্রমিত পালঙ্কে বসিলেন, হাত ধরিয়া উৎপলাকেও বসাইলেন। তখন অসঙ্গের নিকট শ্রুত সকল কথা স্ত্রীর কাছে বিবৃত করিলেন। উৎপলা বলিলেন ;—"তুমি সে দিন তাহার গৃহে যাইবার পূর্ব্বে—বসন্তোৎসবের পূর্ব্বেই তবে মঞ্জুলা মহারাজ্ঞীকে ধরিয়াছিল। তখন ত তোমার সঙ্গে তাহার আলাপ-পরিচয় সাক্ষাৎও হয় নাই।"

"সেই বৃষ্টি-দুর্য্যোগময় রাত্রিতে মঞ্জুলা আমার পরিচয় পাইয়াছিল।"

"সেদিন তুমি যে তাহার সামান্য উপকার করিয়াছিলে, তাই মনে করিয়াই কি মঞ্জুলা তোমার এই মহদুপকার—তোমার মানসম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছে?"

"হাঁ, নিশ্চয়ই তাই।"

"তার পর সে দিন তাহার আমন্ত্রণে তুমি তাহার গৃহে গিয়াছিলে, সে দিনও কি তাহার কথাবার্ত্তা আলাপপ্রসঙ্গে সে যে তোমার জন্য এত করিয়াছে তাহা কিছুই বুঝিতে পার নাই?"

"কিছুই না। মঞ্জুলা যে আমার এই মহাপ্রত্যুপকার করিয়াছে, আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি, তাহা আমরা কোন মতে জানিতে না পারি, তাহাই তাহার ইচ্ছা।"

উৎপলার চিত্ত বিগলিত হইল। অমূলক সন্দেহ, অনুদার ঈর্ষার ম্লান ছায়া তাহার অন্তর হইতে বিদূরিত হইল। এমন গুপ্ত পরমোপকারিণী রমণীকে সন্দেহ? স্নেহ, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা, অকৃত্রিম

সৌহার্দ্দ্যে উৎপলার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আবেগময় হৃদয়ে উৎপলা বলিলেন ;—"আমি মঞ্জুলার সঙ্গে দেখা করিব।"

"আমি তোমার অনুমতির প্রতীক্ষা করিতেছি, আমি এখনি যাইব।"

"অনুমতি? এমন হিতকারিণী পরম সুহৃদের কাছে যাইবে, তাহার জন্য আমার অনুমতি? আমরা যে চিরদিনের জন্য মঞ্জুলার নিকট বিক্রীত। যখন তোমার ইচ্ছা, তখনই যাইবে। তবে, আজ এখন আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

"তুমি আজ না-ই গেলে, কখনো যাও নাই। পরে আর এক দিন যাইও, আজ আমি যাই।"

"যাও, আমার কথা বলিও। আমি যে চিরকাল তাহার নিকট বাঁধা রহিলাম, তাহা বলিও। একটুকু বিলম্ব কর, আমি মঞ্জুলার জন্য কি পাঠাইব? কিছু ফুলমালা পাঠাইব, কে লইয়া যাইবে? তোমার সঙ্গে কে যাইবে?"

"বাদল যাইবে, আরও যেন কেহ যায়, তুমি সব ঠিকঠাক কর।"

উৎপলা মাধবীকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি শুভ্রসুগন্ধি সুশোভন পুষ্প, পুষ্পগুচ্ছ এবং মাল্য সংগ্রহ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চন্দ্র ও বামন

রাজধানীতে সোমদত্ত একজন বিখ্যাত সুপরিচিত লোক। পিতা প্রচুর ধনসম্পত্তিশালী ছিলেন, কিন্তু সোমদত্ত প্রথম বয়স হইতেই বড় উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি। পিতার মৃত্যুর পর সেই ধনের অধিকারী হইয়া নানা-প্রকার অযথাব্যয়ে সোমদত্ত তাহা প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তথাপি ব্যয়ের শমতা নাই। বড় হাত ছোট করা সহজ নহে। দাস-দাসী, আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধবের অভাব ছিল না। আমোদ-প্রমোদ, নৃত্যগীত, পানপ্রসঙ্গে ব্যয়ের মাত্রা বরং বৃদ্ধি পাইতেছিল। লোকে মনে করিত, অগাধ সম্পত্তি, অক্ষয় ভাণ্ডার। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার প্রকৃত অবস্থা জানিতেন, তাঁহারা ভাবিতেন, আর কয়দিন? দ্যূতগৃহে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে লোকে দেখিয়াছে, সভিকের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা থাকায় লোকে ক্রমে সন্দেহ করিতে লাগিল।

বেলা অপরাহ্ণে সোমদত্ত মঞ্জুলার গৃহে আসিয়াছিলেন। বাহকগণ ভারে ভারে ফলফুল মাল্যসম্ভার আনিয়াছে। মাতা অলোকার সঙ্গে সোমদত্তের কথা হইতেছিল। চঞ্চলা আসিয়া জানাইয়াছে, মঞ্জুলার অসুখ, দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই। অলোকা বলিলেন;—"আজ কত দিন যাবৎ মঞ্জুর শরীর যেন কেমন হইয়াছে। একটী দিনও ভাল যাইতেছে না।"

"কত দিন তাহাকে দেখি নাই। কি হইয়াছে?—আর একবার সংবাদ দিবেন?"

অলোকা আর একবার পরিচারিকাকে পাঠাইলেন। সে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, ভারি অসুখ। পরিচারিকা চলিয়া গেল। কিছু কাল নীরব থাকিয়া সোমদত্ত বলিলেন,—"আমার সৌভাগ্যোদয় কবে হইবে!"

"আমার মনের ভাব আপনি জানেন।"

"তাহা ত জানি, কিন্তু মঞ্জুর মনের ভাব আজও বুঝিতে পারিলাম না। সে দিন কেয়ূর ফিরাইয়া দিয়াছিল, বন্ধুবান্ধবের সাদর উপহার গ্রহণে কি দোষ?"

"দোষ কিছুই নহে। মঞ্জুর দুই তিন প্রস্থ কেয়ূর আছে, কেন আপনি অর্থব্যয় করিয়া অত মণি মুক্তা খচিত মূল্যবান উপহার পাঠাইলেন?"

"যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও যেখানে তৃপ্তির সম্ভাবনা নাই, সামান্য মূল্যের কেয়ূর সেখানে উল্লেখযোগ্যও নহে।"

"মঞ্জুলার বালিকা-বুদ্ধি আজও যায় নাই। ধনসম্পদ, মানসম্ভ্রম, যশগৌরবে আপনার মত আর কোথায় মিলিবে? আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

"অনেক দিনের আশা!"

"শুধু আমার হাত হইলে এত দিন আপনার আশা এবং আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু রাজ্ঞী কারুবাকী মঞ্জুর অভিভাবিকা।"

সোমদত্তের মনে পড়িল, প্রমিতের কারামুক্তির পূর্ব্বদিন ত মঞ্জুলা রাজ্ঞীর নিকট গিয়াছিল। মঞ্জুলা কি প্রমিতের জন্য রাজ্ঞীকে অনুরোধ করিয়াছিল? মঞ্জুলা ত প্রমিতকে চিনে না! তখন আর এক দিনের কথা সোমদত্তের মনে পড়িল; সে দিন সন্ধ্যার সময়ে প্রমিতসেন এই

দিকেই আসিতেছিলেন মঞ্জুলার ভৃত্য বাহুক তাঁহার সঙ্গে ছিল! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন;—"শুনিতে পাই, রাজ্ঞী কারুবাকীর পিতা ভিক্ষু উপগুপ্তের শিষ্য ছিলেন?"

"আমিও তাহা শুনিয়াছি, কিন্তু বৌদ্ধমত অবলম্বনের পূর্ব্বেই তাঁহার অভাব হয়। রাজ্ঞী কারুবাকী কিন্তু ভিক্ষুকে পিতৃগুরু বলিয়া চিরদিন শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন।"

"তাই বুঝি রাজাধিরাজের মৃগয়াযাত্রার দিন অতিগুরু অপরাধ করিয়াও শেষে রাজ্ঞীর অনুরোধে ভিক্ষু নিষ্কৃতি লাভ করেন?"

"অতি সম্ভব।"

"প্রমিত সেনও অপরাধী ছিলেন; তাঁহার মুক্তি কেমন করিয়া হইল, কিছু শুনিয়াছেন কি?"

"প্রকৃত অপরাধী ভিক্ষুই যখন মুক্তি পাইলেন, তখন তাঁহার সহকারী বলিয়া ধৃত প্রমিতসেন আর কেমন করিয়া দণ্ডিত হইবেন?"

"ভিক্ষুর মুক্তির পূর্ব্বেই ত প্রমিতসেন নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।"

"হাঁ, তাঁহার অতি সৌভাগ্য!"

সোমদত্ত আর কথা বাড়াইলেন না। তাঁহার মনের সন্দেহ মিটিল না; কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞাসা করা তিনি সমীচীন বোধ করিলেন না। বলিলেন;—"অমন বিপদ হইতে অত সহজে রক্ষা পাওয়া অতি সৌভাগ্যের ফল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার মুক্তিতে সমস্ত রাজধানী আনন্দিত।—মঞ্জুর সঙ্গে আজ আর দেখা হইল না, আপনি আমার কথা তাহাকে বলিবেন। আপনি ভরসা দিয়াছেন, তাই আশায় বুক বাঁধিয়া আছি।"

"আমি ত সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছি।"

বিনীত নমস্কার করিয়া সোমদত্ত তখন বিদায় হইলেন।

কন্যা বয়স্থা হইয়াছে, মাতা অনেক দিন হইতে তাহার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন। মঞ্জুর রূপ-গুণ-ধন-মুগ্ধ প্রার্থীর অভাব ছিল না। কিন্তু তাহার সম্যক্ উপযুক্ত বর সংঘটন পক্ষে যে সকল অন্তরায় ছিল, অলোকা তাহা জানিতেন। বিশেষতঃ রাজ্ঞী কারুবাকীর অভিমত না হইলে, অনুমতি না পাইলে মাতা কিছুই করিতে পারেন না।

মঞ্জুলার অসামান্য রূপগুণবিদ্যা-গৌরবের কথা শুনিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত প্রবীণ লোক তাহার গৃহে সময় সময় আসিয়া আপ্যায়িত হইয়া যাইতেন। কৌতূহল-পরবশ হইয়া সোমদত্তও এক দিন মঞ্জুলার পরিচিত এক জনের সঙ্গে আসিয়াছিলেন; আসিয়া, দেখিয়া শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। সেই হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে আসিতে লাগিলেন। শেষে এক দিন নিজের মনের ভাব প্রকারান্তরে মাতা অলোকাকে জানাইলেন। সোমদত্তের প্রস্তাবে মাতার মন বিচলিত হইল। এমন লোকের সঙ্গে কন্যাব বিবাহ প্রস্তাবে মাতা অমত করিতে পারিলেন না। সোমদত্ত বিপত্নীক। সমাজে, নগরে সোমদত্ত সুপরিচিত, মানসম্ভ্রমে সোমদত্ত প্রার্থনীয়। কিন্তু মঞ্জুলা বয়স্থা হইয়াছে। অবস্থা, শিক্ষা এবং সংসর্গগুণে আশৈশব স্বাধীনচিত্তা কন্যার অভিমত অথবা মনের গতি না জানা পর্য্যন্ত মাতা আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। কন্যার মন জানিতে পারিলেই রাজ্ঞীর নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন।

এদিকে সোমদত্তের মনে আশার সঞ্চার হইল। আশা ক্রমে ঔৎসুক্যে পরিণত হইল। রূপগুণে মঞ্জুলা আকাঙ্ক্ষনীয়া, কিন্তু সোমদত্তের পক্ষে তদপেক্ষাও গুরুতর আর এক হেতু ছিল। সোমদত্তের অবস্থা ভাল নহে, বরং তাহা ক্রমে অতিমন্দই হইয়া আসিতেছিল, অর্থাভাবে সমাজে মানমর্য্যাদা প্রভৃতি রক্ষা তাঁহার পক্ষে ক্রমে কঠিন হইতেছিল। মঞ্জুলার বিপুল সম্পত্তি; মঞ্জুলা হস্তগত হইলে, সেই

অর্থাভাব দূর হয়। সোমদত্ত ক্রমে অতি ব্যগ্র, উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

সোমদত্ত চলিয়া গেলে অলোকা অনেক ভাবিলেন; কেয়ূর গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করার পর হইতে তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল; শেষে বয়স্থা কন্যার অভিমত প্রতীক্ষায় বিলম্ব করাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন। কন্যাকে তিনি কিছু ভয় করিয়াই চলিতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ক্ষুণ্ণ গৌরব

সে দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মঞ্জুলা নিজের কক্ষে শয্যায় বসিয়া বীণার স্বরলয়ে গীত গাহিতেছিল ;—

ক্যায়সে কহো তুঁহু প্রেম ভিখারী।
তোঁহারি দরশ বিনু, নিঠুর কাহ্নাইয়া,
আঁখিসে লোর ঝরে সো পেয়ারী।
বরিখয়ে সুধা গগনে চন্দ্রমা,
বিখে জরে অঙ্গ গোপনারী।
দহতি অঙ্গ মল্লিকা মালতী,
তুঁহু পরদেশে চিত চোরি !

মঞ্জুলার সুন্দর সুগোল গৌর মুখমণ্ডলে শারীরিক কোন প্রকার অসুখের কোন লক্ষণ প্রকাশ নাই। বিদ্যুৎগর্ভ নবীন মেঘবৎ নিবিড়-কৃষ্ণ তারকাযুক্ত তাহার আয়ত চক্ষু, দীর্ঘ সূক্ষ্ম ঘোরকৃষ্ণ কোমল পক্ষ্মশ্রেণী আর চিত্রলিখিতবৎ মিলনোন্মুখ বঙ্কিম ভ্রূযুগের মৃদু আকুঞ্চন এবং স্পন্দনে গীতকথার গুপ্ত ভাব এবং বীণার স্বরসঙ্গতির অভিব্যক্তি হইতেছিল। সাজসজ্জা অলঙ্কার সমাবেশের কোন আড়ম্বর নাই, তথাপি তাহার স্ফুরদুজ্জ্বলশ্রী ক্ষীণ দেহ বসন্তে নবকুসুমিতা মাধবীলতার মনোহর স্বাভাবিক লাবণ্যময়।

মঞ্জুলা গাহিল ;—

বরিখয়ে সুধা গগনে চন্দ্রমা,
বিখে জ্বরে অঙ্গ গোপনারী।
দহতি অঙ্গ মল্লিকা মালতী
তুঁহু পরদেশে চিত চোরি !

চঞ্চলা বলিল ;—"চাঁদের কিরণে শরীর জ্বালা করে, মল্লিকা মালতী অঙ্গ দগ্ধ করে, তুমি তাহা কেমন করিয়া জানিলে ?"

"জানিব আবার কি ? লোকে চিরকাল ওরূপ বলিয়া আসিতেছে ; তুই শুনিস্ নাই ?"

"অমন অনাসৃষ্টি কথা আমরা শুনি নাই।"

"তুই শুনিস্ নাই বলিয়াই কি তা মিছা হইবে ?"

"প্রতিদিনই ত চাঁদের কিরণে কত হাঁটি, বসিয়া থাকি, কাজকর্ম্ম করি ; মল্লিকা মালতী যুঁই জাতি তুলিয়া কত মালা গাঁথি ; কোন দিনও শরীর জ্বালা করে না !"

"তোর ত পাথরের শরীর, তার আর জ্বালা-যন্ত্রণা কি ?—শোন্ ;"—

তুঁহু পরদেশে চিত চোরি !

চঞ্চলা হাসিয়া উঠিল, বলিল ;—"ওহো ! এখন বুঝিলাম, কেন জ্বালা !"

"তুই কি ও ভাবের জ্বালা কখনো সহিয়াছিস্ ?"

"আমার ত পাথরের শরীর। তবে শুনিয়াছি, আমার এক বড় ভগ্নী ছিল, তার ননদ না কি ঐরূপ জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছিল।"

"কি হইয়াছিল রে ?"

"তার স্বামী না কি বিদেশে চলিয়া যায়, আর ফিরিয়া আসে না। ঘরে আর কেহ ছিল না, অনাহারে জ্বলিয়া পুড়িয়া শেষে সে না কি মরিয়া যায়।"

"দূর অভাগী! অনাহারে মরা হইল এক, আর আশাভঙ্গে—প্রিয়জনের অদর্শনে—জ্বলিয়া মরা হইল আর এক কথা।"

"তা হ'লে এই যে সোমদত্ত মহাশয় কত আশা করিয়া কত দিন এখানে আসেন, আজও আসিয়াছিলেন, তিনিও জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবেন?"

"কে কোথায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, আমি তাহা কেমন করিয়া জানিব? আর তাহাতে আমার কি?"

"সোমদত্ত মহাশয়ের কথা তুমি জান। আমি যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, ঠাকুরাণীর যেন সেই ইচ্ছা!"

মঞ্জুলার হাসিমুখ গম্ভীর হইল। ক্রোড় হইতে বীণা সরাইয়া রাখিয়া মঞ্জুলা বলিল;—"তুইও কি সেই দিকে?"

চঞ্চলা একটুকু অপ্রতিভ হইল। সোমদত্তের সঙ্গে এক দিন তাহার কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে ত কোন পক্ষ অবলম্বন করে নাই। শুধু গৃহস্থের মন বুঝিবার জন্য আজ এ ঢিল মারিয়াছে। চঞ্চলা অভিমান-ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল;—"আমি! কেন তোমার এ সন্দেহ হইল? আমার কোন দিক্-বিদিক নাই; তোমার যে দিক্, আমারও সেই দিক্।"

মঞ্জুলার মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। মঞ্জুলা বলিল,—"শোন্, চাঁদের কিরণে যে গা জ্বলে, তাহা আমি জানি না; আমার গা ত কোন দিন জ্বলে নাই। সে কথা যাক্। তুই না এক দিন বলিয়াছিলি, দ্যূতগৃহ হইতে সোমদত্ত মহাশয়কে বাহির হইতে দেখিয়াছিস্?"

"একদিন দেখিয়াছিলাম বটে।"

"মা'র মনের ভাব আমি কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। আমার মনের ভাব কিছু বুঝতে পারিয়াছিস্?"

"আজ বুঝিলাম।"

"তবে আর সে কথায় কাজ নাই। সন্ধ্যা হইল, চিত্রাকে আলো জ্বালিতে বল্।"

চঞ্চলা উঠিয়া দাঁড়াইল। মঞ্জুলা বীণা তুলিয়া লইয়া পুনরায় মৃদুমৃদু ঝঙ্কার দিতে লাগিল। এমন সময় চিত্রা কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল;—"প্রমিতসেন মহাশয় আসিয়াছেন।"

মঞ্জুলা তাড়াতাড়ি বীণা রাখিয়া দিল।

"কোথায় তিনি?"

"ঠাকুরাণীর ঘরে।"

"তুই আলো জ্বাল। চঞ্চলা, চল আমরা বারান্দায় যাই।"

বিস্রস্ত কেশে, বিপর্য্যস্ত বেশেই মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার আয়তচক্ষে অতর্কিতে চলৎবিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, অধরে স্মিতরেখা দেখা দিল, অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। চতুরা চঞ্চলা সকলই লক্ষ্য করিল। সে মনে মনে ভাবিল, বটে? এখন হইতে চাঁদের কিরণে গা জ্বালা করিবে!

দাসী পরিচারিকারা আলো জ্বালিতে লাগিল। চঞ্চলা দ্রুতহস্তে মঞ্জুলার কেশপাশ এবং বেশভূষার একটুকু শৃঙ্খলা করিল। একখানি ঈষদলক্তকরক্ত ওড়নি আনিয়া তাহার অঙ্গে পরাইয়া দিল।

বারান্দায় ছোট ছোট বেত্রাসন, পালঙ্ক, তাহাতে পুরু শয্যা। নিম্নে কত লতা—মুক্তা, মাধবী, লবঙ্গ—দক্ষ মালীর যত্নকৌশলে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া বারান্দার স্তম্ভগুলি ঘিরিয়া ঘিরিয়া উপরে ছাদ পর্য্যন্ত

উঠিয়াছে। লতায় কত ফুল! অস্তোন্মুখ রক্তরবি-কিরণে পশ্চিমাকাশ তখন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে সে অপূর্ব্ব শোভা পরিলক্ষিত হয়। সেখানে পৌঁছিয়া মঞ্জুলা বলিল ;—"মালী নিত্যকার ফুলমালা দিয়াছে ?"

"হাঁ, এখানে আনিব কি ?"

"এখন না, সময় হইলে আনিবি। চঞ্চলা, এখানে থাক্ ; চিত্রা, তাঁহাকে এখানে লইয়া আয়।"

প্রমিতসেন বারান্দায় পৌঁছিলে মঞ্জুলা সলজ্জ মৃদুপদে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিল। স্মিতমুখে বলিল ,—"কি সৌভাগ্য আমার। এ সামান্য স্ত্রীলোককে আপনি বিস্মৃত হন নাই !"

"বিস্মৃত হইব ? আপনি—তুমি এ অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তিকে চির-জীবনের জন্য ঋণী করিয়াছ। আগে জানিতে পারি নাই, জানিতে পারিলে কোন্ দিন আসিয়া এমন হিতকারিণীকে ধন্যবাদ—ধন্যবাদে কি কখনো চিত্তের তৃপ্তি হইতে পারে ?—"

"কি জানিতে পারিয়াছেন ?—আপনি বসুন।" প্রমিতসেন এক-খানি আসনে বসিলেন, বলিলেন ;—"জানিতে পারিয়াছি – তোমার অনুগ্রহে কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়াছি, তোমার অনুগ্রহে আমার মান, সম্ভ্রম, জীবন রক্ষা পাইয়াছে ! সে দিন তোমার গৃহে আসিয়া অতুল আনন্দ ভোগ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার নিকট যে আমি এত ঋণী, তাহা ত জানিতাম না।"

"আপনার কারামুক্তিতে আমাদের যে কত আনন্দ হইয়াছে, তাহা আপনাকে কেমন করিয়া জানাইব ?"

"আমার এমন মহোপকার তুমি করিয়াছ ; কিন্তু সে কথা অপ্রকাশ রাখিয়াছ ! আজ আমি সকলই শুনিয়াছি।"

প্রমিত তখন অসঙ্গের নিকট শ্রুত নিজের কারামুক্তির ইতিবৃত্ত

মঞ্জুলাকে জানাইলেন। কিন্তু ধর্ম্মপালের নাম প্রকাশ করিলেন না, অসঙ্গ তাহা নিষেধ করিয়াছিলেন। মঞ্জুলা বলিলেন ;—"আমি সেদিন দেবীকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম। কথায় কথায় নিরপরাধে আপনার কারাবন্ধের কথা তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম মাত্র। দেবী দয়াময়ী, তিনি আপনার নির্দ্দোষিতা বুঝিতে পারিয়া আপনার মুক্তির জন্য ধর্ম্মপাল মহাশয়কে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। দেবীর দয়ায় আপনার মুক্তি হইয়াছে। আমি কিছুই করি নাই।"

"তুমি কিছুই কর নাই?—তোমার অনুরোধেই যে রাজ্ঞীর চিত্ত আর্দ্র হইয়াছিল, তাহা আমি শুনিয়াছি।"

"এই সামান্য কার্য্যের পুনরুল্লেখ করিয়া আমাকে আর লজ্জিত না করেন, আমার এই প্রার্থনা।"

"কার্য্য সামান্য নহে, আমার জীবনরক্ষা। আমরা যে তোমার কাছে চিরদিনের জন্য বাঁধা রহিলাম, তাহা তোমাকে জানাইবার জন্য আমার স্ত্রী আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। এমন পরম সুহৃদের নিকট পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি আমার সঙ্গেই আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। রাত্রি হইবে বলিয়া আজ তাঁহাকে বিরত করিয়াছি।"

"তিনি আমার এখানে আসিবেন?—সে কি! আমার সহস্র মিনতি" —মঞ্জুলা নতজানু হইয়া ভূমিতে প্রণাম করিল। "আমার সহস্র প্রণাম তাঁহাকে জানাইবেন। তিনি আমার এখানে আসিবেন! তাঁহার অনুমতি পাইলে আমি তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইব।"

"তুমি যাইবে?"

"রাজাধিরাজের জন্মদিনের উৎসব আসিতেছে। দেবীর আদেশ, আমাকে দেবীর নিকট উপস্থিত থাকিতে হইবে। আপনি অনুমতি করুন, তাহার পরে শীঘ্র এক দিন কুমুদনিবাসে যাইয়া জীবন সার্থক করিব।"

"তুমি যাইবে! গেলে আমার স্ত্রীর আনন্দের অবধি থাকিবে না। তিনি কিছু ফুল ও মাল্য উপহার পাঠাইয়াছেন, অনুমতি পাইলে ভৃত্যেরা এখানে উপস্থিত করিবে।"

মঞ্জুলার ইঙ্গিতে চিত্রা বারান্দার অপর পার্শ্ব হইতে ফুলমাল্যের ভার সেখানে লইয়া আসিল। মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল। চিত্রার হাত হইতে সেই পুষ্পভার গ্রহণ করিয়া তাহাতে নিজ মস্তক স্পর্শ করিল।

"এখানে আঁধার হইয়া আসিল, আপনি ভিতরে চলুন।"

প্রমিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গন্ধদীপাবলীতে কক্ষ আলোকিত হইয়াছে। প্রমিত উপবেশন করিলে মঞ্জুলা সেই পুষ্পভারের আচ্ছাদন খুলিয়া একটী সুরভি মাল্য বাহির করিল, অতিযত্নে তাহা নিজ কণ্ঠে পরিল; তখন নতমস্তকে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া বলিল;—"আজ আমার দেহ পবিত্র হইল।"

স্নিগ্ধদীপরশ্মিপাতে ওঢ়নির অলক্তকরাগ মঞ্জুলার হর্ষপ্রফুল্ল গৌরমুখ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল।

উৎপলা পরমসুন্দরী। বয়স্যসম্প্রদায়ে প্রমিত সেনের গৌরব—অমন সুন্দরী স্ত্রী আর কাহারও নাই। প্রেমিকের চক্ষে ত কত কুরূপাও সুন্দরী, কিন্তু উৎপলা স্বভাব-সুন্দরী। প্রমিতের বিশ্বাস এবং অহঙ্কার, অমন রূপবতী রমণী আর কোথায়ও নাই। কিন্তু প্রমিতের সে বিশ্বাস, সে গর্ব্ব আজ বা ক্ষুণ্ণ হইল! নগরোপকণ্ঠে অস্পষ্ট আলোকে দৃষ্টা আকুল-কুন্তলা অপরিচিতা মঞ্জুলা পরমরূপসী, বসন্তোৎসবে মণি-মুক্তালঙ্কারে মণ্ডিতা গায়িকা মঞ্জুলা আরও সুন্দরী, নিজগৃহে প্রথম সম্ভাষণে আমন্ত্রণকারিণী উপকৃতা মঞ্জুলা তদপেক্ষাও সুন্দরী, আর আজ সম্পূর্ণ নিরাভরণা শুধু উৎপলার উপহারমাল্যধারিণী পরমহিত-কারিণী মঞ্জুলার রূপ প্রমিতের চক্ষে অতুলনীয় বলিয়া প্রতিভাত হইল।

কি রূপ! মুগ্ধ প্রমিত নিস্পন্দ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। মঞ্জুলার মধুর উক্তির উত্তর দিতে ভুলিয়া গেলেন। মঞ্জুলার আরক্ত মুখ নত, রক্তাভ হইয়া উঠিল।

চঞ্চলা অপর কক্ষ হইতে ফুলমাল্যচন্দনগন্ধচূর্ণ-পরিপূর্ণ একখানি থালা লইয়া আসিল। কম্পিত হস্তে সেই থালা প্রমিতের সম্মুখে স্থাপন করিয়া মঞ্জুলা বলিল ;—"আমার এই সামান্য পূজা—"

তখন প্রমিতের চমক ভাঙ্গিল, তাঁহার মুখও আরক্ত হইয়া উঠিল।

"পূজা! তোমার নিকট যে আমরা চির-বিক্রীত!"

প্রমিত থালা হইতে একটি মালা তুলিয়া গলায় পরিলেন, চন্দনগন্ধচূর্ণ গাত্রে প্রক্ষিপ্ত করিলেন; বলিলেন ;—"রাজাধিরাজের জন্মোৎসবে আমারও উপস্থিত হইতে হইবে। রাত্রি হইয়াছে, আমি বিদায় প্রার্থনা করি। আমার স্ত্রী তোমার প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইবেন।"

"আমি শীঘ্রই তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইব।"

মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রণত হইয়া বিদায়সূচক অভিবন্দনা জানাইল। তার পর চঞ্চলা, চিত্রা এবং অন্যান্য পরিচারিকাসহ বহির্দ্বার পর্য্যন্ত প্রমিতের অনুগমন করিল।

পথে চলিতে চলিতে বার বার প্রমিতের মনে হইল, কেন আজ এই আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। মঞ্জুলা কি মনে করিবে? মঞ্জুলা পরমরূপবতী? ভাল, তাহাতে আমার কি?

মানুষের চিত্ত যখন প্রথম বিচলিত হয়, কারণ জানিতে পারিলেও তাহা সহজে স্বীকার করিতে চাহে না।

রক্ষাকবচ, জাগ্রত হও! আপাতমধুর অমোঘ বিষের গুপ্ত প্রভাব প্রথমে কে বুঝিতে পারে?

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্মোৎসবে

গঙ্গা ও হিরণ্যবতীর সঙ্গমস্থলে বিশাল পাটলীপুত্র নগর। উপকণ্ঠভাগ পরিত্যাগ করিলেও দীর্ঘে বিংশতি এবং প্রস্থে পঞ্চ যোজন বিস্তৃত এই মহানগরের চারিদিকে চারিশত হস্ত পরিসর, বিংশতি হস্ত গভীর, জল-পরিপূর্ণ পরিখা। পরিখার প্রান্তে প্রান্তে সমস্ত নগর-বেষ্টিত ইষ্টক, প্রস্তর এবং বিশাল কাষ্ঠদণ্ডনির্ম্মিত দৃঢ়গঠিত প্রাচীর। প্রাচীর ভেদ করিয়া নগরপ্রবেশের চতুঃষষ্টি দ্বার। প্রাচীরশিরে পরস্পর সমদূর ব্যবধানে নির্ম্মিত সু-উচ্চ শত শত প্রহরিকক্ষ। প্রতিকক্ষে পর্য্যায়ক্রমে নিত্য-জাগ্রত বর্ম্মধারী ধনুর্দ্ধর প্রহরী। প্রহরীর তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া লোকের নগরপ্রবেশ অথবা নগর হইতে বহির্গমন অসম্ভব।

আজ রাজাধিরাজ অশোকদেবের জন্মদিন। নগরে মহা উৎসবঘটা। প্রতি প্রহরিকক্ষশিরে পতাকা। নগরপ্রবেশের প্রতিদ্বারের উভয় পার্শ্বে পূর্ণকুম্ভ, তাহাতে আম্র, অশোক অথবা অশ্বত্থপল্লব। ফুলমালা পত্রপল্লবে দ্বারের অপূর্ব্ব শোভা। প্রতি প্রহরিকক্ষে, প্রতি দ্বারপার্শ্বে বাদিত্র। মৃদঙ্গ, ভেরি, পটহ, খরতাল, ঝর্ঝর, মর্দ্দলের উচ্চরবে সমস্ত নগর কোলাহলময়।

সমস্ত নগর সজ্জিত। প্রতিগৃহচূড়ে চীনাংশুক-পতাকা, গৃহদ্বারে ফুলপাতার মালা, মঙ্গলঘট। সমস্ত পথে লোকের সমাবেশ। ধৌত

উদ্গামনীয়, ক্ষৌম, কৌশেয় নানাবর্ণের বস্ত্রপরিহিত উদ্‌গ্রীব উল্লসিত লোকসজ্ঘ রাজপুরী অভিমুখে চলিয়াছে।

রাজপুরীর সম্মুখে অতি প্রশস্ত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তাহাতে অসংখ্য দর্শকের সমাবেশ। প্রাঙ্গণের প্রান্তে নানা ভাগে বিভক্ত রঙ্গভূমি। ভীমকায় মল্ল, যষ্টিক, খড়্গাধারী, কুঠারী, মুদ্গরী, প্রাসিক যোদ্ধারা অমানুষিক বল, অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রকৌশল দেখাইয়া সহস্র সহস্র লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। ষণ্ডে ষণ্ডে, গণ্ডারে গণ্ডারে, মহিষে মহিষে, গজে গজে, মেষে মেষে ভয়ানক যুদ্ধ। মল্লগণের আস্ফালন, হুহুঙ্কার, বাহুর আস্ফোটন, দর্শকবৃন্দের উৎসাহধ্বনি অথবা টিটকারী, বিজয়ী দ্বন্দ্বীর বন্ধুবান্ধবের উল্লাস-কোলাহল, বিজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর শুভাকাঙ্ক্ষিগণের আপত্তি ও প্রতিবাদ; যুযুৎসু পশুগণের উচ্চ গর্জ্জন, ভয়াবহ সংঘর্ষ; পলায়মান পশুর বিকট আর্ত্তনাদ, বিজয়ীর হুহুঙ্কার শব্দে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত; ধরাতল কম্পিত।

অঙ্গনের স্থানে স্থানে সুবৃহৎ সুশোভন পট্টাবাস। তাহাতে নট-নটী, গায়ক-গায়িকা, বৈণিক, বৈণবিক, মৌরজিকগণ নৃত্যগীতবাদ্যকৌশলে শত শত শ্রোতা দর্শকের চিত্ত উৎফুল্ল করিতেছে। স্থানে স্থানে বিচিত্র-বেশ ভণ্ডের কৌতুক অথবা বাক্‌চাতুর্য্যে শ্রোতার অট্টহাস্য, করতালি; কোন স্থানে মায়াবী ঐন্দ্রজালিকের অদ্ভুত কর্ম্মে মুগ্ধ দর্শকের স্তম্ভিতদৃষ্টি। শত সহস্র নাগরিক, গ্রামিক—আবালবৃদ্ধ—আজিকার মহোৎসবঘটায় উন্মত্ত, উল্লসিত।

যাগ, যজ্ঞ, পূজা, বলি, হোম, বেদপাঠ, অভিষেক-ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। রাজাধিরাজ স্বর্ণরৌপ্য, মণিরত্নে তুলিত হইয়াছেন। তুলিত স্বর্ণরৌপ্য, মণিরত্ন—সহস্র সহস্র মুদ্রা, রাশি রাশি বস্ত্র বিতরিত হইয়াছে। রাজাধিরাজের মঙ্গলকামনায় অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা, হোতা,

ঋত্বিক্, স্নাতক্, শ্রোত্রিয়, সাগ্নিক, ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক, সদস্য, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ, ভট্ট, ভিক্ষু, অন্ধ, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ, দুঃস্থ, দরিদ্রের জয়োচ্চারণশব্দে সমস্ত ভূভাগ কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছে।

অঙ্গনের মধ্যভাগে রাজসভা। ইষ্টক প্রস্তর কাষ্ঠ নির্ম্মিত অতি বৃহৎ সভাগৃহের স্বর্ণমণ্ডিত উচ্চ চূড়া হইতে বিশাল রাজপতাকা বায়ু-স্রোতে তরঙ্গায়িত হইতেছে! চারিদিকে সভাগৃহ প্রবেশের চারি-দ্বার, ফুল-মালা লতাপল্লব মঙ্গলকুম্ভে সুসজ্জিত। দ্বারমুখে বীণাবংশী, মুরজ-মন্দিরা সংযোগে অনতি উচ্চ মধুর গম্ভীর বাদ্যধ্বনি। গৃহমধ্যে স্বর্ণবিমণ্ডিত সারি সারি উচ্চ স্তম্ভশিরে কৌশেয় চন্দ্রাতপ। তাহাতে স্বর্ণসূত্রগ্রথিত মণিরত্নখচিত লতা পত্র পুষ্প-পল্লবের ছবি। প্রতিস্তম্ভগাত্রে নিপুণ শিল্পি-নির্ম্মিত স্বর্ণলতা, তাহাতে স্তবকে স্তবকে মণিমুক্তা-রত্নের ফল, আর সেই ফল ভক্ষণপ্রয়াসী রজতপক্ষ, স্বর্ণচঞ্চু, রত্নচক্ষু বিহঙ্গ। স্থানে স্থানে ত্রিপদীর উপর রক্ষিত কৃত্রিম যুঁই জাতি কুন্দ মালতীর গাছ, কোনটীতে রৌপ্যপল্লব, সোণার ফুল; কোনটীতে স্বর্ণপল্লব, রূপার ফুল। স্তম্ভ হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত, কীলক হইতে কীলক পর্য্যন্ত শ্লথবিলম্বিত ফুলের মালা। চন্দ্রাতপ হইতে স্বর্ণশৃঙ্খলে বিলম্বিত শত স্বর্ণপ্রদীপ পাত্র, সন্ধ্যাসমাগমে তাহাতে গন্ধতৈলবর্ত্তি জ্বালিত হইয়া সেই বিশাল গৃহ আলোকিত করিবে।

সভাগৃহের মধ্যভাগে স্বর্ণবিমণ্ডিত উচ্চ সিংহাসন। সিংহাসনে আসীন মণিরত্নখচিত মুকুট এবং মহার্ঘপরিচ্ছদ-পরিহিত রাজাধিরাজ মৌর্য্যকুলচূড়া অশোক দেব। কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তাহার, ললাটে হরিচন্দনলেপ। মহারাজ অশোক কমনীয় কান্তিমান সুন্দর পুরুষ ছিলেন না; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞাসূচক তাঁহার তেজোময় আরক্ত আয়ত চক্ষু, দৃঢ়গঠিত বলশালী বিশাল বাহু, আর সেই উচ্চ সিংহাসনে

তাঁহার স্থিরস্বচ্ছন্দ উপবেশনচ্ছন্দ রাজপ্রতিভা সূচিত করিতেছিল, জনমণ্ডলীর ভয় বিস্ময় ও অতর্কিত পূজা আকর্ষণ করিতেছিল।

মস্তকে সেবকধৃত মণিমুক্তাখচিত দীপ্তিমান রাজছত্র। রাজাধিরাজের পশ্চাতে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে দণ্ডায়মান চামরদণ্ডব্যজনধারিগণ, তাম্বূল-করঙ্ক-গন্ধমাল্যধারিগণ, মর্দ্দনদণ্ডহস্ত-সংবাহক, আর অসি-ভল্ল-কুঠারধারী পার্শ্বরক্ষিবর্গ।

সিংহাসন হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সম্মুখে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে যথোপযুক্ত বিচিত্র মূল্যবান্ আসনে আসীন মিত্র ও করদ রাজগণ, রাজন্যক, রাজপ্রতিনিধি, ধর্ম্মপাত্র, মহাপাত্র, সামন্ত, মহাসামন্ত, দণ্ডনায়ক, সচিব, সেনানী প্রভৃতি সভাসদ্‌গণ; সুদূর সাগরান্তর হইতে মিশর, সিরিয়া, ইপিরাস, মাসিডোনিয়ার শ্মশ্রুমান্ বিশালদেহ রাজপ্রতিনিধিগণ; চেল, পাণ্ড্য, কেরল হইতে স্বাধীন ভারতীয় নৃপতিগণের প্রতিনিধি; তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, সুবর্ণগিরি প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণ; কাশী, কোশল, চেদী, অঙ্গ, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, গান্ধার, কাম্বোজ, বাহ্লিক প্রভৃতি দেশের রাজা রাজপ্রতিনিধিগণ: বৃজি, মল্ল, লিচ্ছবিগণের প্রতিনিধি। ভট্ট, বন্দী, আপ্ত, চর, দৈবজ্ঞ, দূত, লেখক, প্রতিবেদক, শ্রেষ্ঠী, সাংযাত্রিক প্রভৃতিরা পদভেদে আসীন অথবা দণ্ডায়মান। একপার্শ্বে গুরুপুরোহিত, স্নাতক-অধ্যাপক, যতী-ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ; অপর পার্শ্বে উচ্চমঞ্চে যবনিকার অন্তরালে শুদ্ধান্তঃবাসিনী মহিলাগণের সমাবেশ. মঞ্চের নিম্নভাগে অসিভল্লধারিণী প্রহরিণীগণ।

রাজাধিরাজের জন্মদিন-মহোৎসবে কোন রাজা, রাজ-প্রতিনিধি অথবা সভাসদ্ শূন্যহস্তে রাজদর্শনে আগমন করেন নাই। সিংহাসনের সম্মুখে ধান্য দূর্ব্বা যব তিল ফল ফুল প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য, তৎপর বহুবিধ বহুমূল্য রাজভেট, উপায়ন-সামগ্রী। মণিমুক্তা হীরক বৈদূর্য্য প্রবাল

কাঞ্চন ; ক্ষৌম কৌশেয রাঙ্কব নানাবিধ বস্ত্র ; অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী হরিচন্দন প্রভৃতি গন্ধ ; হার বলয় কেয়ূর কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কার ; মণিমুক্তারত্ন-খচিত কোষমুষ্টিযুক্ত দীপ্তিমান অসি, ছুরিকা ; হস্তিদন্ত নির্ম্মিত, মর্ম্মর প্রস্তর-চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত দেশবিদেশ হইতে আগত বহুবিধ সুদৃশ্য মূল্যবান দ্রব্য। আর, হয় হস্তী, শকট শিবির প্রভৃতি সভাভঙ্গে রাজদর্শন জন্য সভাগৃহের বাহির চত্বরে রক্ষিত হইয়াছে।

মহাপাত্র উপস্থিত রাজা, রাজপ্রতিনিধি, রাজদূত, সম্ভ্রান্ত, সভাসদগণকে ক্রমে রাজাধিরাজের নিকট পরিচিত করিয়াছেন, তাঁহাদের আনীত উপায়ন-সামগ্রী সকল রাজগোচর করিয়াছেন। অশোকদেব তাঁহাদের যথাযোগ্য অভিবাদন, আপ্যায়ন করিয়াছেন। সভাভঙ্গের আর অধিক বিলম্ব নাই।

এমন সময় প্রহরীপরিরক্ষিত একটী যুবক সেখানে আনীত হইল। তাহার দৃঢ়গঠিত বলিষ্ঠ শরীর, বিশাল বক্ষ, আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু, বিস্তৃত উন্নত ললাট ; কিন্তু পরিধানে অতি সামান্য গ্রাম্যবেশ। যুবক সিংহাসনের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া মস্তকে ভূমি স্পর্শ করিয়া রাজাধিরাজের সম্বর্দ্ধনা করিল।

রাজাধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি নাম তোমার ?"

"দাসের নাম মাণিক্যদেব।"

"কোন্ দেশে বাড়ী ?"

"মহারাজ্য কলিঙ্গে।"

"কি প্রয়োজনে আমার রাজধানীতে আসিয়াছিলে ?"

যুবক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল ;—"মহানগর পাটলীপুত্র দেখিবার সাধ কাহার না হয় ? রাজাধিরাজের রাজধানী দর্শন করিতে আসা যে অপরাধের কার্য্য, তাহা জানিতাম না।"

যুবকের পরুষ বাক্যে সভাসদ্‌গণ বিস্মিত হইলেন। রাজাধিরাজ মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন ;—"ছদ্মবেশে চোরের ন্যায় প্রবেশ, পররাজ্যের সৈন্যসংখ্যা-নিরূপণ-চেষ্টা, চিত্রে দুর্গ-সংস্থাপন অঙ্কন—সাধু অভিপ্রায়ের পরিচায়ক নহে।"

পাত্র অগ্রসর হইয়া রাজাধিরাজের হস্তে একখণ্ড চতুষ্কোণ স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিলেন। তাহাতে বিকীর্ণ রশ্মিজাল চিহ্নযুক্ত গোলাকার সূর্য্য-মূর্ত্তি, নিম্নভাগে সপ্তত্রিশূল-চিহ্ন। রাজাধিরাজ সেই মুদ্রাঙ্কিত স্বর্ণখণ্ড দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"এখানি কি ?"

যুবক সসম্ভ্রমে মস্তক নমিত করিয়া সেই মুদ্রাঙ্কিত সূর্য্যধ্বজ স্বর্ণখণ্ডে নমস্কার জানাইয়া বলিল ;—"রাজাধিরাজের নিকট আমার পরিচয় বিদিত হইয়াছে ; যে দণ্ডবিধান অভিপ্রায় হয়, আদেশ প্রচার হউক।"

"এখানি কি ?"

"রাজাধিরাজের ত্রিকলিঙ্গেশ্বরের গুপ্তচরের পরিচয় চিহ্ন।"

"সূর্য্য-মুদ্রাই তোমার প্রভুর রাজধ্বজ, সপ্তত্রিশূল-চিহ্ন কেন ?"

"আমার প্রভু যাহাকে আপ্তপদ প্রদান করেন, তাহার পরিচয়ের জন্য সূর্য্যমুদ্রার নিম্নে ত্রিশূল-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেন। এই ক্ষুদ্র অধম প্রভুর প্রধান চর, সেই জন্য এই সপ্তত্রিশূল-চিহ্ন।"

"তুমি ভিন্নদেশের গুপ্তচর, আমার রাজ্যের গুপ্তসংবাদ সংগ্রহে আসিয়া ধরা পড়িয়াছ ; তোমার প্রাণদণ্ড কেন হইবে না ?"

যুবক নির্ভীক চিত্তে উত্তর করিল ;—"গুপ্তচর রাজসেবক। রাজাধিরাজ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর, পাটলীপুত্রের চর কোন্ রাজ্যে না যায় ?"

রাজাধিরাজ বলিলেন ;—"যায় বটে, তাহাদেরও চিরদিন এরূপ বিপদ সম্ভব।"

"তাঁহারা সাহসী এবং প্রভুভক্ত, ভয় করেন না। এই ক্ষুদ্র অধমও আজ দৈবদুর্ব্বিপাকে বিপদে পড়িয়াছে। যে মুদ্রাঙ্কিত ধ্বজ দেখাইলে গঙ্গাসাগর সঙ্গম হইতে গোদাবরীতীর পর্য্যন্ত ত্রিকলিঙ্গে এমন মানুষ নাই যে মস্তক নত না করে, যাহার সাহায্যে মুহূর্ত্ত মধ্যে এ দাস শত রক্ষী সাহায্যকারী সংগ্রহ করিতে পারিত; আজ তাহার কোন শক্তি নাই।—কিন্তু এ অধমও অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয় মনে করে। রাজাধিরাজের অখণ্ড রুদ্র প্রতাপ;—দণ্ডাদেশ প্রচার হউক!"

সেই মহাসভা-সমাসীন সকলের চিত্ত শিহরিয়া উঠিল। এই দৃঢ়চিত্ত নবীন যুবকের প্রতি নিশ্চয়ই শূলদণ্ডের আদেশ হইবে! কিন্তু রাজাধিরাজ বলিলেন;—"মহারাজ কলিঙ্গপতির শৌর্য্য-প্রতাপের কথা আমার অবিদিত নাই। তাঁহার বিশ্বাসী চরেরও যে অতুল সাহস, তাহাও প্রত্যক্ষ করিলাম। তোমার মৃত্যুভয় নাই। সংসারে মৃত্যুভীতের মৃত্যুসংঘটনে বিলম্ব হয় না। শুন, অশোকদেব প্রকৃত সাহসীর অশেষ অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন। তুমি সাহসী এবং বিশ্বাসী প্রভুভক্ত, তোমার অপরাধ ক্ষমা করা গেল।"

রাজাধিরাজের মহামহিমময় আদেশে সভাসমাসীন সমস্ত লোক চমৎকৃত হইল। যুবক পুনরায় ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া রাজাধিরাজের সম্বর্দ্ধনা করিল এবং উচ্চ গম্ভীর স্বরে বলিল;—"রাজাধিরাজের জয় হউক!"

"তোমার প্রভু আমার সীমান্ত-প্রদেশে অহেতুক গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। আমার প্রজাগণ অত্যাচারিত হইতেছে, বণিক-ব্যবসায়ীর বহু ক্ষতি হইতেছে। আমার প্রেরিত দূত সমুচিত সম্বর্দ্ধিত হয় নাই। তিনি গুপ্তচর পাঠাইয়া আমার সৈন্য এবং দুর্গ সন্নিবেশের তত্ত্ব করিতেছেন। যুদ্ধ করাই কি তাঁর অভিপ্রায়?"

যুবক যুক্তকরে নিবেদন করিল ;—"দাস ক্ষুদ্র সেবক, ত্রিকলিঙ্গেশ্বরের গুপ্ত অভিপ্রায় আমার জ্ঞাত থাকার কি সম্ভাবনা ?"

"ভাল, অচিরেই তাহা জানা যাইবে। তুমি এখন পরিচিত, ছদ্মবেশে আর তোমার প্রয়োজন নাই। পাত্র তোমার বেশ, যান, বাহন, আহার, বাসস্থানের উপযুক্ত বিধান করিয়া দিবে। সপ্তাহকাল আমার রাজধানীতে থাকিয়া যাহা যাহা দেখিবার ইচ্ছা হয়, দেখ। পরে আমার লোকেরা তোমাকে তোমার প্রভুর রাজ্যসীমায় রাখিয়া আসিবে।"

যুবক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল ; দুই বাহু উর্দ্ধ করিয়া, উচ্চ গম্ভীর স্বরে বলিল ;—"রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী অশোকদেবের জয় হউক !"

রাজাধিরাজ সভাভঙ্গের ইঙ্গিত করিলেন।

মাগধগণ স্তুতিগীত আরম্ভ করিল। বহির্দ্বারের চত্বর রাজপ্রাসাদ—সমস্ত নগর মৃদঙ্গ ভেরি পটহ ঝর্ঝর মর্দ্দল বেণু বংশী রবে মুখরিত হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুখরার মুকন্ত্র

এক দিন অপারহ্নে মঞ্জুলা কুমুদ-নিবাসে উপস্থিত হইল। সঙ্গে পরিচারিকা চঞ্চলা ও চিত্রা, ভৃত্য বাহুক এবং উপায়ন-গন্ধ-পুষ্প-মাল্যবাহী ভারিক। অমিতসেন এবং উৎপলা প্রস্তুত ছিলেন। শিবিকা অন্তঃপুরদ্বারে পৌঁছিতেই মাধবী তাহার দ্বার খুলিয়া দিল। মঞ্জুলা শিবিকা হইতে বাহির হইয়া প্রমিতসেনকে নমস্কার অভিবাদন করিল এবং সহজ অনুমানে গৃহকর্ত্রী উৎপলাকে চিনিতে পারিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। উৎপলা অতি আদরে হাতে ধরিয়া তুলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রমিত বলিলেন ;—"আজ আমাদের কত আনন্দ।"

মঞ্জুলা মুখ নত করিয়া হাসিমুখে পুনরায় প্রমিতকে অভিবাদন করিল।

"তোমরা উপরে যাইয়া বিশ্রাম কর।"

প্রমিত বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। উৎপলা মঞ্জুলাকে লইয়া দ্বিতলে নিজ কক্ষে গেলেন। সেখানে নিজের শয়ন-পর্য্যঙ্কের নিকট দ্বিতীয় পালঙ্কে কোমল শয্যায় নিজের পার্শ্বে মঞ্জুলাকে বসাইলেন।

উৎপলা বলিলেন ;—"আমার কত সৌভাগ্য, তুমি আমাদের গৃহে আসিয়াছ !"

মঞ্জুলা বলিল ;—"আপনার গৃহে আসিয়া আপনাকে প্রণাম করিয়া আজ আমি কৃতার্থ হইলাম।"

রাজকোপ হইতে স্বামী যে মঞ্জুলার অনুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া উৎপলা কত কথা বলিলেন। মঞ্জুলা তৎসম্বন্ধে নিজের কৃতিত্ব অস্বীকার করিয়া সেই দুর্য্যোগময় রাত্রিকালে দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা এবং নিরাপদে নিজগৃহে পৌঁছার জন্য প্রমিতসেনের মহত্ত্ব এবং অনুগ্রহের কথা তুলিয়া কত কৃতজ্ঞতা জানাইল।

অনেক কথা হইল। শেষে উৎপলা বলিলেন ;—"সে দিন কোথা হইতে আসিতে এই বৃষ্টিদুর্য্যোগের মধ্যে পড়িয়াছিলে ?"

"পাটলীগ্রামে আমার এক আত্মীয়া আছেন, তাঁহার আমন্ত্রণে ভিক্ষুদেব উপগুপ্ত ঠাকুর সে দিন তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন। ভিক্ষুদেবের চরণ দর্শন জন্য আমি পাটলীগ্রামে গিয়াছিলাম। ফিরিতে সন্ধ্যা হয়, ঝড়-বৃষ্টির সময় দস্যু-হস্তে পড়িয়াছিলাম। বহু পুণ্যফলে সে সময় আমার উদ্ধার-কর্ত্তার সমাগম হইয়াছিল।"

"দেবতার অনুগ্রহে আমরাও সে দিন তোমার মত সুহৃদের নিকট পরিচিত হইয়া ভয়ঙ্কর রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি।"

মঞ্জুলা হাসিল, বলিল ;—"তিনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।"

"তুমি আমাদের প্রাণ-মান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চিরদিনের জন্য আমাদিগকে কিনিয়া ফেলিয়াছ।"

"শ্রীচরণের দাসীকে ও কথা বলিবেন না।"

"তুমি আমার পরম সুহৃদ, প্রাণপ্রিয় ভগিনী !"

মঞ্জুলা পালঙ্ক হইতে নামিয়া উৎপলার পদে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিল। উৎপলাও নামিলেন এবং দুই হাতে মঞ্জুলাকে ধরিয়া তুলিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

উৎপলা তখন হাতে ধরিয়া মঞ্জুলাকে লইয়া অন্তঃপুরস্থ গৃহকক্ষ পুকুর উদ্যান ইত্যাদি দেখাইতে লাগিলেন।

উৎপলার কক্ষগুলি সুন্দর ও সুসজ্জিত। মঞ্জুলা দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, কমলপুরে তাহার নিজের কক্ষগুলি কারুকার্য্যে অথবা মূল্যবান দ্রব্যসম্ভারে উৎপলার কক্ষগুলি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ; কিন্তু নির্ব্বাচন ও সন্নিবেশ-পারিপাট্যে, প্রিয়জনের প্রীতি এবং প্রয়োজন সম্পাদনে এই গৃহিণী গৃহের নিকট কমলপুরের সেই প্রয়োজনহীন মহার্ঘ সাজ-সজ্জাপূর্ণ অতি-অলঙ্কৃত কক্ষগুলি সজ্জিত বিপণী বা দ্রব্যভাণ্ডার মাত্র।

উৎপলার শয়নকক্ষে বিস্তৃত পালঙ্কে দুগ্ধশুভ্র আস্তরণযুক্ত প্রশস্ত শয্যা, তাহাতে যুগ্ম উপাধান। শয্যাপার্শ্বে অযত্নরক্ষিত সপ্ত-আবলী স্বর্ণমেখলা, তাহারই পার্শ্বে মনোহর স্বর্ণ-শৃঙ্খল। এক কোণে শুভ্র পাদুকা, মণিখচিত সিংহমুখ যষ্টি; অন্য কোণে ত্রিপদীর উপর মুকুর, কঙ্কতি, গন্ধচূর্ণ, কবরীবন্ধন সূত্র, বিবিধ অঙ্গরাগ-সামগ্রী। কক্ষের এক পার্শ্বে মসৃণ কাষ্ঠদণ্ডের উপর রক্ষিত পুরুষ-পরিধেয় ধৌত কৌশেয় ধুতি, উত্তরীয়; নিকটেই রমণী-পরিধান-যোগ্য সাটী, প্রাবৃত ওড়নি, কঞ্চুলিকা।

মঞ্জুলা বিস্মিতনেত্রে সাগ্রহচিত্তে দেখিতে লাগিল, কক্ষের সর্ব্বত্র এক নবীন ভাব, অদৃষ্টপূর্ব্ব এক কমনীয় চিত্র। শৌর্য্য-মাধুর্য্যের এরূপ মিলন, সুন্দর আর সুন্দরীর এরূপ সামঞ্জস্য, যুগ্মের এরূপ অবিচ্ছিন্ন একত্ব আর কোথায়ও তাহার চক্ষুগোচর হয় নাই। তাহার নিজগৃহে ত সে ভাবের লেশ মাত্র নাই। মহারাজ্ঞী কারুবাকীর কক্ষ ত রাজকক্ষ, সেখানেও মঞ্জুলা এ ভাব লক্ষ্য করে নাই। অন্য গৃহস্থ লোকের ঘর সংসার মঞ্জুলা কমই দেখিয়াছে।

দেখিয়া দেখিয়া মঞ্জুলা মুগ্ধ হইল। তাহার জীবনে সে কখনো এ সৌন্দর্য্যের লীলা দেখে নাই, সুতরাং তাহার মহিমা কি অভাব কোন দিন অনুভব করে নাই। স্বাধীনার জীবন যে চির অভাবময়, আর

পরাধীনা যে ঐশ্বর্য্যশালিনী—এক যে কিছুই নয়, দু'য়ের একত্বই যে পূর্ণ জীবন, মঞ্জুলার মনে ত কোন দিন সে কথা উদয় হয় নাই। অন্যের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই লোকে নিজের অভাব বুঝিতে পারে, অনাসক্ত সংযমীর চিত্ত তাহাতে বিচলিত হয় না। কিন্তু সংসারে তেমন মহাত্যাগী সংযতবৃত্তি কয় জন? মঞ্জুলা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলদেশে কি যেন এক অজ্ঞাতপ্রকৃতি ক্ষীণ অথচ মৃদু-উন্মাদক নবীন ভাব জাগিয়া উঠিল। মঞ্জুলার উৎফুল্ল মুখ ঈষৎ উন্মনা হইল।

চঞ্চলা বলিয়াছিল, উৎপলা পরমসুন্দরী। মঞ্জুলা দেখিল উৎপলার দুর্লভরূপ। উৎপলার দেহে বেশভূষা বা অলঙ্কারের কোন পারিপাট্য নাই, প্রায় সম্পূর্ণনিরাভরণা উৎপলার রূপবৈভব অতুল। সীমন্তশোভী একমাত্র সিন্দুরবিন্দু যেন সেই অতুল রূপরাশি উদ্ভাসিত, অপূর্ব্ব লাবণ্যময় করিয়া তুলিয়াছে। তখন তাহার নিজদেহে মণিরত্ন-অলঙ্কারের ছটা তাহার নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর এবং ধনৈশ্বর্য্যের পরিচায়ক মাত্র বোধ হইল। মঞ্জুলার চক্ষু লজ্জায় নত হইল।

অবশেষে উৎপলা মঞ্জুলাকে লইয়া আর এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষমধ্যে প্রশস্ত বৃহৎ শয্যা, শয্যার উপর এবং প্রাচীরের গায়ে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র—বেণু, বীণা, বংশী, মন্দিয়া, মৃদঙ্গ। দেখিয়া মঞ্জুলার চক্ষু স্মিত বিভাসিত হইয়া উঠিল। মঞ্জুলা বলিল;—"আপনার গৃহে এত যন্ত্র, গীতবাদ্যে আপনার অভ্যাস নাই?"

উৎপলা হাসিলেন, বলিলেন;—"আমার অভ্যাস! তোমার 'পরম সুহৃদ' কোন কোন দিন গান করিয়া থাকেন, এবং আমোদ করিয়া আমাকে শিখাইতে চাহেন।"

"তবে আপনিও গাইতে পারেন?"

"কিছু না।"

"অভ্যাস করিতেছেন ?"

"তুমিই আমার সে বিপদের মূল !"

"আমি !"

"এবার বসন্তোৎসব হইতে ফিরিয়া অবধি গীতের চর্চ্চা অধিক হইতেছে। আমাকে না শিখাইয়া ছাড়িবেন না! এই কাককণ্ঠ হইতে পঞ্চম বাহির হইবে! সে কথা থাকুক, শুনিয়াছিলাম তুমি অপূর্ব্ব রূপবতী—"

মঞ্জুলা লজ্জায় মুখ নত করিল। উৎপলা অতি আদরে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—"আজ স্বচক্ষে দেখিলাম, তোমার রূপের তুলনা নাই, চক্ষু সার্থক হইল। শুনিয়াছি, গীতবাদ্যেও তোমার অসীম ক্ষমতা—"

"আপনি কাহার নিকট এত অলীক কথা শুনিয়াছেন ?"

"অতি বিশ্বস্ত লোকের মুখেই শুনিয়াছি !"—সহাস্যে—"সেই দুর্য্যোগ দিনে সাক্ষাৎ হইতে তোমার অপূর্ব্ব রূপের, আর বসন্তোৎ-সবের দিন হইতে তোমার গীতের কথা প্রতি দিন শুনি ! অমন মিষ্ট স্বর, অমন সুন্দর গীত না কি তিনি আর কখনো শুনেন নাই।"

"আপনি আমার অতি-প্রশংসা শুনিয়াছেন ; আমি তাহার উপযুক্ত নই।"

"অতি-প্রশংসা যে নয় তোমার রূপ দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার গীত যে অতি মধুর হইবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।—একটা গান শুনাইতেই হইবে।"

মঞ্জুলা মহা বিপদে পড়িল, তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল !

উৎপলার সঙ্গে আজই প্রথম দেখা। প্রথম দিনেই গীতবাদ্য, আমোদ-প্রমোদ প্রকৃতি-প্রগল্ভা মঞ্জুলার নিকটও চঞ্চলতা বলিয়া বোধ হইল। দেশ-কাল পাত্রভেদে মুখরাও মূক হইয়া পড়ে। উৎপলা বীণাটী তুলিয়া লইয়া মঞ্জুলার হাতে দিলেন। শেষে মঞ্জুলা বলিল ;—"আজ ক্ষমা করিবেন, আমার মুখে আজ গীত আসিবে না। আরও ত কত দিন আসিব, আর এক দিন শুনাইব।"

"তোমার মুখের গীত শুনিবার বড়ই সাধ ছিল। ভাল, শুধু একটুকু বাজাও।"

বাধ্য হইয়া মঞ্জুলা বীণা লইয়া তাহার তার চড়াইয়া নামাইয়া সুর বাঁধিতে লাগিল এবং দ্বারের দিকে বারবার চাহিতে লাগিল। বুঝিতে পারিয়া উৎপলা হাসিয়া বলিলেন ;—"কোন ভয় নাই এখানে কেহ আসিবে না।"

কম্পিত হস্তে মঞ্জুলা বীণাতে ঝঙ্কার দিয়া স্বর তুলিতে লাগিল। এমন সময় মাধবী আসিয়া জানাইল, প্রমিতসেন আসিতেছেন। প্রমিত কক্ষদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মঞ্জুলা তাড়াতাড়ি বীণা রাখিয়া দিয়া জড়সড় হইয়া একটুকু সরিয়া বসিল।

প্রমিত বলিলেন ;—"আমি বাধা দিলাম! আমি যাই।"

মঞ্জুলা বলিল ;—"না, আপনি যাইবেন না। বেলা গিয়াছে, আপনি অনুমতি করুন, আমি এখন বিদায় হইব।"

"এখনি যাইবে?"

"হাঁ, আপনি অনুমতি করুন, সন্ধ্যা হইয়া আসিল।"

উৎপলা বলিলেন ;—"তবে আজ আর হইল না। আর এক দিন আসিয়া গীত শুনাইবে?"

মঞ্জুলা মৃদু মৃদু বলিল,—"শুনাইব।"

প্রমিত বলিলেন ;—"আমার প্রার্থনা, সে দিন আমিও উপস্থিত থাকিব।"

মঞ্জুলার লজ্জা-বিজড়িত সুন্দর মুখ স্মিত-বিভাসিত হইয়া উঠিল। মঞ্জুলা প্রমিতসেনকে নমস্কার করিয়া উৎপলাকে প্রণাম করিল।

গন্ধপুষ্প-মাল্যভারে বরিতা মঞ্জুলা বিদায় হইয়া নিজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

মঞ্জুলাকে বিদায় করিয়া দিয়া প্রমিত পুনরায় উৎপলার কক্ষে ফিরিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"কেমন দেখিলে ?—মঞ্জুলা রূপসী নয় ?"

"অপূর্ব্ব রূপসী, অমন রূপবতী আমি আর দেখি নাই।"

"আমিও—" বলিতে বলিতে প্রমিত থামিয়া গেলেন।

"কি বলিতেছিলে ?"

"না,—আবার কবে তাহাকে আনাইবে ?"

"লজ্জায় মঞ্জুলা আজ গীত শুনাইতে পারে নাই—"

"শীঘ্রই আর একবার তাহাকে আনাইও ; দেখিবে, সে কেমন সুকণ্ঠ !"

"শীঘ্রই আনাইব।—একটা কথা, মঞ্জুলা বসন্তোৎসবে প্রকাশ্যে এত লোকের সম্মুখে গীত গাহিল, আর আজ এই নিরিবিলী অন্তঃপুরে আমার কাছে গাহিতে অত লজ্জা বোধ করিল ?"

"তোমার সঙ্গে এই প্রথম দেখা, ক্রমে লজ্জা যাইবে। মঞ্জুলা প্রায় তোমার সমবয়সী, অল্প দিনেই তোমাদের মনের মিল হইবে।"

"মঞ্জুলা আজও অবিবাহিতা কেন ? অমন শিক্ষিতা, সুন্দরী, ধনশালিনীর বর জুটে না ?"

"বর জুটে না !—অভাব কি ! কত লোক ত তাহার বিবাহপ্রার্থী।

বোধ হয়, মঞ্জুলার মনোমত কেহ এতক জুটে নাই। দেবী কারুবাকী স্বয়ং মঞ্জুলার অভিভাবিকা; যে সৌভাগ্যবান মঞ্জুলাকে লাভ করিবে, সে ত রূপ গুণ ধন সম্পদ—আকাঙ্ক্ষার সমস্ত বস্তু একাধারে লাভ করিবে!"

স্মিতমুখে উৎপলা বলিলেন:—"লোভ হয় কি?—দেখি'ও উপকৃতাই বা শেষে বাঞ্ছিতা হয়!"

প্রমিত হাসিয়া উঠিলেন; উৎপলার মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন;—"রূপ গুণ ধন সম্পদ কি কবচ ভেদ করিতে পারে!"

প্রমিত হাসিলেন; কিন্তু সে হাসি যেন ফুল্ল হৃদয়ের স্বচ্ছন্দজাত ললিত হৃষ্ট হাসি নহে, কিছু যেন উদ্বেগজড়িত, সঙ্কুচিত হাসি! মুগ্ধা উৎপলা কিন্তু উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে স্বামিদত্ত ঋণ সত্ত্ব পরিশোধ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাটলীর পথে

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার প্রায় এক মাস পরে এক দিন মধ্যাহ্নের পর প্রমিতসেন পাটলীগ্রামে যাইতেছিলেন। সঙ্গে ভৃত্য বাদল। ক্ষুণ্ণদৃষ্টি, রুগ্নদেহ লইয়া বাদল এক দিন প্রমিতের আশ্রয় লইয়াছিল, প্রভুর উদার অনুগ্রহে এখন আর তাহার সে দুরবস্থা নাই। তাহার শরীর সুস্থ সবল হইয়াছে, দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। বাদল প্রভুর অতি বিশ্বস্ত, কায়মনোবাক্যে আজ্ঞাবহ ভৃত্য, পরিবারের এক জন হইয়া উঠিয়াছে।

তখনও রৌদ্রতেজ বড় প্রখর। প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া প্রমিত অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত পথ দিয়া যাইতেছিলেন। এই পথে গন্তব্য স্থানে যাইতে অল্প সময় লাগে। পল্লী-বসতির পথ ধূলি-বালুতে ততটা আচ্ছন্ন নহে। অথচ গাছের ছায়াতে অনেকটা শীতল। পাটলীপুত্রে অনেক বসতি-বিভাগ ছিল। গো-পালক, তন্তুবায়, কুম্ভকার, ক্ষৌরকার, রজক, নিষাদ, শৌণ্ডিক, চণ্ডাল প্রভৃতির পৃথক পৃথক বসতি ছিল। ব্যবসাভেদে প্রায়শঃই বসতি-বিভেদ হইত। বারবনিতারাও ইচ্ছামত নগরের যে সে স্থানে বাস করিতে পারিত না, তাহাদের জন্য নগরের প্রান্তে পৃথক্ বসতি নির্দ্দিষ্ট ছিল। দ্যূতগৃহের স্থানও নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেখানে দ্যূতকারীরা মিলিত হইত এবং দিন রাত্রি পণ রাখিয়া খেলা চলিত। দ্যূত-সভাধ্যক্ষের নাম সভিক। দ্যূতকারিগণের মধ্যে

তর্ক-কলহ, পণ-আদায় ইত্যাদি কার্য্য সভিকের দ্বারা মীমাংসা হইত। গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা বা গুরু অপরাধের বিচার রাজদ্বারে হইত। সে দিন প্রমিত এই দ্যূতগৃহের নিকট দিয়াই যাইতেছিলেন। কদাচিৎ তিনি এ পথ দিয়া চলিতেন, আজ সুবিধা বিবেচনা করিয়া এই পথ ধরিয়াছিলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া প্রমিত একটা গোলযোগের শব্দ শুনিতে পাইলেন। সঙ্কীর্ণ পথ। পথের মধ্যভাগেই কয়েকটী লোক এক জনকে টানাটানি করিতেছে। আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া প্রমিত দেখিতে পাইলেন, সভিকের লোকেরা সোমদত্তের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। অনেকে এই ব্যাপার দেখিতেছে; কেহ কেহ সোমদত্তের পক্ষে তর্ক করিতেছে, অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে বলিতেছে। ব্যাপার দেখিয়া প্রমিতসেন থামিলেন। সে পথ পরিত্যাগ করিবেন কি পাশ দিয়া চলিয়া যাইবেন, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সোমদত্ত তাঁহাকে দেখিয়া মস্তক নত করিলেন। সঙ্কীর্ণ পথ, পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইবার সুবিধা নাই; বিশেষতঃ সোমদত্ত তাঁহার পরিচিত; সেই সোমদত্তের এই বিপদ! কি বিপদ?

প্রমিত জিজ্ঞাসা করিলেন;—"এ কি! তোমরা ইহাঁকে ধরিয়াছ কেন?"

প্রমিত নগর-বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত লোক, অনেকেই তাঁহাকে চিনিত। এক জন নমস্কার করিয়া বলিল;—"ইনি পণ হারিয়া অনেক দিন যাবৎ শোধ করিতেছেন না। আজ সভিক মহাশয়ের আদেশে ইঁহাকে ধর্ম্মপাল মহাশয়ের নিকট লইয়া যাইতেছি।"

"সভিক মহাশয় এখানে আছেন?"

"আছেন। তাঁহাকে ডাকিব?"

"ডাক।"

দুই তিন জন লোক সভিককে ডাকিতে গেল। প্রমিত সোম-দত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"কি হইয়াছে, মহাশয় ?"

সোমদত্ত প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিলেন ;—"দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ঋণী। শীঘ্রই ঋণ পরিশোধ করিব, কিন্তু ইহারা তাহা মানিতেছে না, আমাকে ধর্ম্মপালের নিকট লইয়া যাইবে !—আমাকে রক্ষা করুন।"

"অবশ্য করিব।—ইঁহার হাত ছাড়। সভিক আসিতেছেন, আমি মিটাইয়া দিতেছি।"

লোকেরা সোমদত্তের হাত ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সভিকও সেখানে উপস্থিত হইলেন। প্রমিতসেনকে দেখিয়া সভিক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, নমস্কার করিয়া বলিলেন ;—"আপনি এখানে !—কেন ?"

"সোমদত্ত মহাশয় সম্মানী লোক, আপনার লোকেরা তাঁহার এরূপ অসম্মান করিতেছে !"

সভিক বলিলেন—"অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি কোনরূপেই পণের ঋণ পরিশোধ করিতেছেন না, আজ কাল করিয়া অনেক বিলম্ব করিয়াছেন। বাধ্য হইয়া ইঁহাকে ধর্ম্মপাল মহাশয়ের নিকট পাঠাইতেছিলাম।"

"কত ঋণ ?"

সভিক ঋণের পরিমাণ জানাইলেন।

প্রমিত বলিলেন ;—"আমার সঙ্গে এখন কিছু নাই ;—আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন ?"

সভিক পুনরায় নমস্কার করিয়া বলিলেন ;—"প্রমিতসেন মহাশয়ের কথায় অবিশ্বাস করিতে পারে, নগরে এমন লোক নাই। আপনি আদেশ করুন।"

"সোমদত্ত মহাশয়ের যে ঋণ আছে, তাহা সমস্ত আমি পরিশোধ করিব। আমার এই ভৃত্য বাদলকে দিয়া আগামী কল্যই আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। আপনি ইঁহাকে ছাড়িয়া দিন।"

"এখনি।" সোমদত্তকে নমস্কার করিয়া—"আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি যথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে গমন করুন।"

সভিক তখন নতমস্তকে প্রমিতসেনকে নমস্কার করিয়া লোকজনসহ সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সোমদত্ত তখন অতিনমিত মস্তকে প্রমিতসেনকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন ;—"আপনি উপস্থিত না হইলে আজ আমার রক্ষা ছিল না এ উপকারের কথা চিরকাল আমার মনে থাকিবে।—আমি শীঘ্রই আপনার ঋণ পরিশোধ করিব।"

"আপনার যখন সুবিধা হইবে, করিবেন ; অত ব্যস্ত হইবেন না। উপকারের কথা বলিতেছেন ?—এ আর কি উপকার ? পরস্পরের সাময়িক সাহায্য করা ত মানুষের কর্ত্তব্য কাজ। আমি অনেকটা দূরে যাইতেছি, এখন বিদায় হই।"

তখন উভয়ে পরস্পরের সম্বর্দ্ধনা করিয়া যে যাঁহার গম্য পথে চলিলেন। বাদল প্রমিতের পাছে পাছে চলিতেছিল, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে একবার অগ্রসর হইয়া প্রায় প্রমিতের পাশাপাশি আসিয়া প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রমিত অত্যন্ত অন্যমনস্কে চলিয়াছিলেন, বাদলের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না। আবার কতক দূর চলিয়া বাদল পুনর্ব্বার ঐরূপ করিল। এবার প্রমিত জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"কিরে, বাদল, কিছু বলিবি ?"

"আজ্ঞা—"

"কি রে ?"

"আজ্ঞা, এই যাঁহাকে আপনি মুক্ত করিয়া দিলেন, তাঁহাকে আমি—আমি সে দিন—মঞ্জুলা ঠাকুরাণীর বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম!"

প্রমিত চমকিত হইলেন, বলিলেন;—"ইহাকে দেখিয়াছিস্! কবে?"

"এই যে ফল ফুল মালার ভেট লইয়া আমরা যে দিন সে বাড়ীতে গিয়াছিলাম, সেই দিন।"

"বটে?—সে বাড়ীতে কোন্ ঘরে?"

"কোন ঘরে নয়। আমরা যখন প্রবেশ করি, তখন ইনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন। সে দিন ইঁহার বেশভূষা এরূপ ছিল না, সে দিন ইঁহার গায়ে মূল্যবান পরিচ্ছদ ছিল।"

প্রমিতের মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ পাইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব গোপন করিয়া তিনি বলিলেন;—"ইনি বোধ হয় সে বাড়ীতে দেখা করিতে গিয়াছিলেন; নগরের মধ্যে ইনি এক জন সম্ভ্রান্ত লোক।"

বাদল নীরবে পশ্চাতে সরিয়া প্রভুর অনুসরণ করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সূচীবেধ-যন্ত্রণা

মঞ্জুলার গৃহে সোমদত্ত! প্রমিত ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। সোমদত্তের চরিত্র, ব্যবহার, সংসর্গ ত দেখিলাম। দ্যূতগৃহে তাহার যাতায়াত, ঋণ-পরিশোধে অক্ষমতা, সুরাসেবিগণের সংসর্গ, আরও বা কি!—এমন লোক মঞ্জুলার গৃহে! মঞ্জুলার সঙ্গে এ সব লোকের বাক্যালাপ, আমোদ-রহস্য! মঞ্জুলা এমন লোককে গীত শুনায়?—ক্ষতিই বা কি! মঞ্জুলা আমার কে? কিন্তু—

প্রমিত পাটলীগ্রামে অসঙ্গ সেনের ভগ্নীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অসঙ্গ সেখানেই ছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয়ের পীড়া সম্পূর্ণ আরাম হয় নাই, সে অনেক দিন ভুগিতেছে। প্রমিতকে দেখিয়া অসঙ্গ বলিলেন;—"এস, এস, আজ ক'দিন তোমাকে দেখি নাই!"

"অরুণ আজ কেমন আছে?"

"অনেকটা ভাল, তবে এখনো বড় দুর্ব্বল।"

তখন উভয়ে শয্যায় বসিলেন। অসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন;—"রাজ-সভার সংবাদ কি? যুদ্ধযাত্রা কবে?"

"আর বিলম্ব নাই; বর্ষা অতীতপ্রায়। সীমান্তদেশে বহু সেনা প্রেরিত হইয়াছে, আয়োজন-উদ্যোগ প্রায় শেষ হইয়াছে।"

"কলিঙ্গ জয় সহজে হইবে না। শুনিয়াছি, কলিঙ্গরাজের সৈন্য-সামন্তের অভাব নাই।"

"রাজাধিরাজ স্বয়ং যাইতেছেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা, সে দেশ জয় করিয়া ফিরিবেন।"

"তা যাক্।—মঞ্জুলা আর তোমার বাড়ীতে আসিয়াছিল ?"

"আজ তিন চারি দিন হইল আসিয়াছিল। উৎপলা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।"

"তোমার আগ্রহে ?"

"আমার আগ্রহে কেন ?—উৎপলা এবং মঞ্জুলায় যে ভারি ভাব !"

"তিনি মঞ্জুলার গীত শুনিয়াছেন ?"

"গীত শুনিয়া উৎপলা মুগ্ধ হইয়াছেন। মঞ্জুলা যদি শিখায়, তবে তিনি গীত-বাদ্য শিখিতে প্রস্তুত !"

অসঙ্গ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন ;—"যে মঞ্জুলার সঙ্গে তোমাদের কোন দিন পরিচয় ছিল না, যাহাকে দেখিবার জন্য কোন দিন আগ্রহ ছিল না, তাহার সঙ্গে তোমাদের এত ঘনিষ্ঠতা, এত যাতায়াত !—ব্যাপারটা কি ?"

"তুমি সকলই জান। মঞ্জুলা আমার কত উপকার করিয়াছে।"

"তুমিও ত তার উপকার করিয়াছিলে !" (হাসিয়া) "মঞ্জুলা অতি রূপবতীও বটে ?"

"তুমিও ত তাহাকে দেখিয়াছ।"

"দেখিয়াছি।—আর এক কথা, শুনিয়াছ, সোমদত্ত না কি মঞ্জুলার পাণিগ্রহণার্থী ?"

প্রমিতের দৃঢ়চিত্ত হঠাৎ বিচলিত হইবার নহে ; তথাপি এ সংবাদে তাঁহার হৃদয়ে হঠাৎ সূচীবেধ-যন্ত্রণা উপস্থিত হইল ; মুখ শুষ্ক, চক্ষু বিস্ময়-বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অসঙ্গ বলিলেন ;—"চাহিয়া রহিলে যে !"

"এ কথা কোথায় শুনিলে ?"

"এইরূপ একটা জনরব উঠিয়াছে।"

"জনরব! মিথ্যাও হইতে পারে?"

"অসম্ভব নহে। কিন্তু সোমদত্ত অনেক দিন হইতেই মঞ্জুলার গৃহে যাতায়াত করে।"

"শুনিয়াছি, অনেকেই ত সেখানে যাইয়া থাকে।"

"যাইত; কিন্তু আজকাল কেমন যেন একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মঞ্জুলার সঙ্গে কাহারও বড় দেখা হয় না। তাহার শরীর না কি বড় সুস্থ নয়!"

"মঞ্জুলা অসুস্থ! সে দিনও ত মঞ্জুলা কুমুদনিবাসে আসিয়াছিল, কোন পীড়া, অসুখের কোন লক্ষণ ত দেখি নাই।"

"তবে তাহার মনেরই বা একটা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে!"

"কিসে তাহা বুঝিলে?"

"কোন পরিচিত সম্ভ্রান্ত ঘরে আমন্ত্রিত হইলে মঞ্জুলা যাইত, গীত গাহিত, বাক্যালাপে লোকের চিত্ত মুগ্ধ করিত। এখন আর মঞ্জুলা কোথায়ও যায় না। ধর্ম্মপাল মহাশয়ের ভগ্নী উষাদেবী না কি তাহাকে সে দিন সাদরে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেদিন মঞ্জুলার গীত শুনিবার জন্য উষাদেবীর অনেক আত্মীয়া বয়স্যার একত্রিত হইবার কথা ছিল। নানা আপত্তি করিয়া, শরীর অসুস্থ বলিয়া মঞ্জুলা সেখানে যায় নাই। অথচ ইতিপূর্ব্বে উষাদেবীর আহ্বানে মঞ্জুলা সে বাড়ীতে যাইত! শুনিয়াছি, আরও কোন কোন পরিচিত গৃহে মঞ্জুলা আজকাল যায় নাই।"

প্রমিত কিছুকাল নীরব রহিলেন। কেন যায় না? কুমুদনিবাসে ত আসিয়াছিল! প্রমিত বলিলেন;—"সন্দেহের বিষয়ই বটে।—ভাল, সোমদত্তের অবস্থা ও চরিত্রের কথা কিছু জান?"

"অবস্থা ত ভালই ছিল, কিন্তু এখন আর তাহা নাই। রাজপ্রাসাদ

তুল্য ঘর-বাড়ী, পুকুর-উদ্যান আছে ; দাসদাসীর অভাব নাই, ব্যয়বিধান যথেষ্ট, কিন্তু ঋণ না কি অতি বেশী!"

"সুরা ?"

"অনেক দিন হইতেই চলে।"

"দ্যূতগৃহে—"

"বেশী যাতায়াত। সেখানেও না কি অনেক ঋণ।"

"ঋণ-পরিশোধের উপায় ?"

"উপায়ই বোধ হয় সোমদত্ত খুঁজিতেছে। মঞ্জুলা ধনশালিনী, তাহাকে বিবাহ করিতে পারিলে সোমদত্তের ঋণ পরিশোধ হয়, পূর্ব্ববৎ অমিত ব্যয়ের সুবিধা হয়!"

প্রমিত শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন, অন্যমনস্কে কক্ষমধ্যে ক্ষণকাল পরিক্রমণ করিয়া বলিলেন ;—"মঞ্জুলার মাতা স্বীকার হইবেন ?"

"জানি না। তবে সোমদত্ত নগরের মধ্যে এক বিখ্যাত ঘরের লোক। ঘর বাড়ী, পুকুর উদ্যান, দাসদাসী, মানসম্ভ্রম তাহার সকলই আছে। অলোকা ঠাকুরাণী কি এ সমস্ত উপেক্ষা করিবেন ?"

"মঞ্জুলার অভিমত হইবে ?"

"স্ত্রীলোকের রুচি আর মন!—চিরকাল দুর্জ্ঞেয়।"

"রাজ্ঞী কারুবাকী—"

"রাজ্ঞী ত রাজ্ঞী। নগরস্থ গৃহস্থ-ঘরের কথা তাঁহার অত জানা কি সম্ভব ?"

"আর কি কেহ নাই ?"

অসঙ্গ বড়ই বিস্মিত হইলেন, এত প্রশ্ন কেন ? প্রমিতের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া অসঙ্গ বলিলেন ;—"মঞ্জুলার আর কে থাকিবে ?"

"তা—তা বটে। কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিবার কি কোন উপায় নাই?"

"রক্ষা করা! কেন, তাহার কি বিপদ? আর, আমাদের সে ভাবনা কেন?—মঞ্জুলা ত তোমার আমার কেহ নহে।"

"কেহ নয়, ঠিক। যখন তাহার সঙ্গে দেখাশুনা ছিল না, তোমার মুখে তাহার অত প্রশংসা শুনিয়াও তাহাকে দেখার সাধ কোন দিন হয় নাই। এখন তাহাকে দেখিয়াছি, পরস্পর পরস্পরের নিকট এত উপকৃত, তাহার ভালমন্দের দিকে চাহিতে নাই?"

"মঞ্জুলা কচি বালিকা নয়, যুবতী; কুরূপা কুৎসিতা নয়, রূপলাবণ্যবতী; অবোধ মূর্খ নয়, চতুরা ও শিক্ষিতা; দরিদ্রা নয়, ধনশালিনী; অসহায়া নয়, রাজ্ঞী তাহার অভিভাবিকা; অনভিজ্ঞা গ্রাম্যবালিকা নয়, নগরে প্রসিদ্ধা রমণী। নিজের ভালমন্দ সে বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। যেখানে তাহার অমত, সেখানে কে তাহার বিবাহ দিবে? অযোগ্য পাত্রে সে কেন আত্মসমর্পণ করিবে?"

"এইমাত্র তুমি বলিলে, নারী চরিত্র বুঝা কঠিন!"

"মঞ্জুলা পরাধীনা নয়, স্বাধীনা। সে যদি অপাত্রেই চিত্ত সমর্পণ করে, তুমি আমি বাধা দিবার কে?"

প্রমিত সে কথা অস্বীকার করিতে পারিলেন না, তথাপি বলিলেন;—"ভাল, মঞ্জুলাকে একটুকু সাবধান করিয়া দিলে হয় না?—সোমদত্তের স্বভাবচরিত্রের একটুকু পরিচয় তাহাকে দিলে হয় না?"

"তুমি কেন এত অধীর হইতেছ? মঞ্জুলা বুদ্ধিমতী, সে সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া বিশেষ বিবেচনা করিয়াই মনস্থির করিবে। সোমদত্ত যে ইচ্ছা করিতেছে, মঞ্জুলা কি তাহা জানে?—আগে থাকিতেই অত বড় একটা কথা বলা নিঃসম্পর্কীয় আমাদিগের পক্ষে ভাল দেখায় কি?—তবে, তোমার—তোমার নিজের যদি কোন অভিপ্রায়——"

"তুমি পাগল !"

অসঙ্গ অন্ধকারে ঢিল মারিয়াছিলেন। কিন্তু প্রমিতের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। অসঙ্গের মনে সন্দেহটা প্রবল হইল। তিনি ভাবিলেন—তাই কি ? প্রকাশ্যে বলিলেন ;—"সোমদত্ত যে প্রকৃতই মঞ্জুলাকে চায়, তাহা ত আমরা ঠিক জানি না। একটা ক্ষুদ্র জনরব মাত্র, সম্পূর্ণ মিথ্যাও হইতে পারে।"

"তা ঠিক। তথাপি মঞ্জুলাকে বলিতে না চাও, তাহার মাতার সঙ্গে এক দিন আলাপ করিয়া দেখ না।"

অসঙ্গ হাসিয়া বলিলেন ;—"তুমি বলিতেছ, ভাল, এক দিন যাইব।"

"অরুণ ত এখন অনেকটা ভাল হইয়াছে, তুমি নগরে ফিরিবে কবে ?"

"আর গৌণ করিব না, কালই ফিরিব।"

"যাইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিও।"

অসঙ্গ হাসিলেন। আরও কিছু কথাবার্ত্তার পর প্রমিত বিদায় হইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অসঙ্গ সেই ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। অত উদ্বিগ্ন কেন ? প্রমিতের চিত্ত বিচলিত হইয়াছে ? অতি প্রলোভনের বস্তু, সন্দেহ নাই। আমি ত আগেই সাবধান করিয়াছিলাম !—প্রমিত প্রলুব্ধ হইয়াছে ! তাহার ত কোন অভাব নাই। মানসম্ভ্রম ধনসম্পদ ? তাহার ত সে সকলের অবধি নাই। আর, সংসারে যাহা অতি দুর্ল্লভ—অতুল্য, অমূল্য—রূপসী গুণবতী সাধ্বী স্ত্রী, পুণ্যফলে তাহাও ত তাহার গৃহে আছে ; দেবী উৎপলা যে রমণীরত্ন !—আমারই ভ্রম ! আমি যাহা চিত্তের বিকার বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা, হয় ত, পরম হিতকারিণী মঙ্গলার মঙ্গলকামনায় প্রমিতের অকপট নিঃস্বার্থ চেষ্টামাত্র ! অসঙ্গের মন অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

এদিকে পথে চলিতে চলিতে প্রমিতের চিত্তে চিন্তাতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। উদ্যানে ফুল ফুটিয়া সৌরভে সৌন্দর্য্যে দর্শকের চিত্ত মুগ্ধ করে। ফুলটী বৃন্তচ্যুত করিবার লোভ হয় ত কাহারও মনে উদয় হয় নাই; শুধু দূর হইতে দেখিয়া সৌরভ উপভোগ করিয়াই সুখ। কিন্তু যেইমাত্র অন্য কোন ক্ষিপ্রকারী দর্শক সেটীকে আত্মসাৎ করিবার জন্য হাত বাড়ায়, বৃন্ত হইতে ছিঁড়িয়া লইবার উদ্যোগ করে, অমনি তুমি চমকিয়া উঠিবে—ওহো! ও লোকটা হাত বাড়াইল! ও-ই লইয়া যাইবে? উহার অপেক্ষা ত আমি ফুলটী লইবার অধিক উপযুক্ত! ও ত কালো কুৎসিত। সৌরভ-সৌন্দর্য্যের আদর জানে না! আমি লইব না কেন? আমি ত উহার অপেক্ষা গুণজ্ঞ, রসজ্ঞ! প্রমিত ভাবিলেন, মঞ্জুলাকে বিবাহ করিবে সোমদত্ত?—মনে করিতে প্রমিতের অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। দ্যূতকারী, সুরাপায়ী, স্বার্থপর, ঋণভারগ্রস্ত, ভগ্নস্বাস্থ্য সোমদত্ত, আর শিক্ষিতা চতুরা কলকণ্ঠা ধনৈশ্বর্য্যশালিনী রূপলাবণ্যবতী যুবতী মঞ্জুলা!

জনরব অসত্য নহে! সোমদত্তের অনেক ঋণ, ঋণের দায়ে সে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতেছিল। ধনলোভে সোমদত্ত মঞ্জুলার পাণিগ্রহ-প্রার্থী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মঞ্জুলার রূপগুণ কলকণ্ঠের মর্য্যাদা সে কি করিয়া জানিবে?—এমন বিপদ হইতে মঞ্জুলাকে রক্ষা করিতেই হইবে।

আমার এত ভাবনা কেন? মঞ্জুলা ত আমার—আমার কেহ নয়! কিন্তু—! তখন প্রমিতের উদ্‌ভ্রান্ত মনের কল্পিত নানা চিত্র—অসম্পূর্ণ, অমূলক, ক্ষীণ, উজ্জ্বল, বিশৃঙ্খল—নানা চিত্র তাহার মুগ্ধ হৃদয়পটে উদিত হইতে লাগিল। মঞ্জুলার সেই আয়ত চক্ষের মধুর চঞ্চল দৃষ্টিক্ষেপ! মঞ্জুলা আমার দিকে অমন করিয়া চায় কেন? চুরি করিতে আসিয়া

ধরা পড়িবার ভয়ে চমকিতের ন্যায় চক্ষু অবনত করে কেন? মধুর মন্থর তাহার চলনভঙ্গি! চলিতে চলিতে মঞ্জুলা থামিয়া যায় কেন? মঞ্জুলা কাহারও আমন্ত্রণে কোথাও আর যায় না, আমার গৃহে ত আসিয়া থাকে! মঞ্জুলার মধুর কণ্ঠ! আমি ত উপকারী সুহৃদ, আমার কাছে একটী গীত গাহিতে চাহে না—পারে না কেন? প্রথম সাক্ষাতে সেই ঝড়বৃষ্টির দিন অত কথা বলিয়াছিল, এখন তাহার মুখে বাক্য সরে না কেন? স্বাধীনা, স্বচ্ছন্দচিত্তার অন্তরে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে?—কবে হইতে? আর আমি, আমারও কি কোন পরিবর্ত্তন—?

চিন্তার আবেগময় উচ্ছ্বাস এবং মন্দমধুরত্বভেদে প্রমিতের পদক্ষেপও সময় সময় দ্রুত, সময় সময় বিলম্বিত হইতে লাগিল। ভৃত্য বাদল তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল, প্রভুর ভাব দেখিয়া সে বিস্মিত হইল, ভাবিল—আজ এ কিরূপ!

সন্ধ্যার পর প্রমিত গৃহে ফিরিলেন। বহির্ব্বাটীতে অপেক্ষা না করিয়া একেবারে উৎপলার শয়নকক্ষে পালঙ্কে যাইয়া বসিলেন। গৃহ আলোকিত। উৎপলা যেন কি করিতেছিলেন, স্বামীকে দেখিয়া শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন;—"কখন বাড়ীতে আসিলে?"

"এই যে এই মাত্র।"

"অরুণ কেমন আছে?"

"অনেকটা ভাল।"

"তোমাকে ওরূপ দেখাইতেছে কেন?—শুষ্ক মুখ, কোন অসুখ করিয়াছে?"

"পথ হাঁটিয়া বড় ক্লান্ত হইয়াছি।"

"বল কি?"—স্বামীর ললাটে গণ্ডে হাত বুলাইয়া—"তুমি শোও, আমি তোমার পা টিপিয়া দি।"

"তুমি কেন ?"

"আমি কেন !"—হাসিয়া—"তবে কে ?"

প্রমিত উৎপলার স্কন্ধে হাত রাখিয়া আবেগের সহিত বলিলেন ;—"আর কেহই না, উৎপল, তুমি ! একমাত্র তুমি ?"

উৎপলা মনে করিলেন, স্বামী একটা রহস্য করিলেন ;—"তবে তুমি শোও !"

ক্লান্তদেহে উদ্‌ভ্রান্তহৃদয়ে প্রমিত শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। পথের ধূলিতে প্রমিতের পা জানু পর্য্যন্ত ধূসর হইয়াছিল, উৎপলা সাটীর অঞ্চলে তাহা ঝাড়িয়া মুছিয়া দিলেন। শয্যার পাশে বসিয়া স্বামীর পদযুগল অঙ্কে তুলিয়া লইয়া আপনার নবনীত কোমল হস্তে তাহা টিপিয়া দিতে লাগিলেন। দাস আর দাসী !—নিজের শয়নকক্ষে স্বামীর পরিচর্য্যায় উৎপলা কোন দিন দাসদাসী ডাকিতেন না।

পথ হাঁটিয়া প্রমিত প্রকৃতই ক্লান্ত হইয়াছিলেন। উৎপলার স্নিগ্ধ কোমল স্পর্শে তাঁহার শ্রান্তি দূর হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার হৃদয় উত্তপ্ত, উদ্বেগময় ; চক্ষু জলভরপরিনম্র হইয়া উঠিল। উৎপলা তাহা দেখিতে পাইলেন না। হাত বাড়াইয়া স্ত্রীর পবিত্র অঞ্চল স্পর্শ করিয়া মুদ্রিত চক্ষে মনে মনে প্রমিত কাতর প্রার্থনা করিলেন ;—

"ভগবান্, আমাকে রক্ষা কর !"

সে রাত্রিতে প্রমিতসেনের সুনিদ্রা হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রকিরণে অগ্নি

পরদিন প্রাতে প্রমিত স্ত্রীকে বলিলেন ;—"আজ বড় প্রয়োজন পড়িয়াছে, পাঁচ শত মুদ্রা চাই।"

উৎপলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন ;—"তোমার চক্ষু লাল, শুষ্ক মুখ—রাত্রিতে তোমার ভাল নিদ্রাও হয় নাই, সারা রাত ছট্‌ফট্ করিয়াছ, কত কি বলিয়াছ—"

"কি বলিয়াছি ?"

"অর্থশূন্য হিজিবিজি !—'সভিক,' 'সুরা,' 'নারীচরিত্র'—আরও কত কি !"

"আমার ত কিছুই মনে নাই !"

"কোন অসুখ করে নাই ত ?"

"বিশেষ অসুখ কিছুই না। পথ হাঁটিয়া শরীরটা যেন কেমন হইয়াছিল, সেই জন্য রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হয় নাই ; এখন ত ভালই আছি।"

"আজ আর বেশি হাঁটাহাঁটি করিও না।—কত চাই বলিলে ?"

"পাঁচ শত।"

উৎপলা অন্য কক্ষে গেলেন। গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া মুকুরে নিজের মুখ দেখিয়া নিজেই বিস্মিত হইলেন। রক্ত চক্ষু, শুষ্ক রুক্ষ মুখ, —কেন ? স্বপ্নে কথা ! 'সুরা,' 'নারীচরিত্র,'—আর ত কিছু নয় ?

উৎপলা মুদ্রাপূর্ণ একটী থলি আনিয়া স্বামীর হাতে দিলেন, বলিলেন ;—"এত সকালে এমন কি প্রয়োজন ?"

প্রমিত তখন পূর্ব্ব দিন যে নিজে প্রতিভূ হইয়া সোমদত্তকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলিলেন;—"সভিকের নিকট এখনি পাঠাইতে হইবে।"

উৎপলা বিহ্বলের ন্যায় ক্ষণকাল স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, শেষে হঠাৎ আবেগের সহিত বলিলেন;—"আহা! তোমাকে ত বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি! মঞ্জুলার সঙ্গে না কি সোমদত্ত মহাশয়ের বিবাহ!"

প্রমিতের হাত হইতে মুদ্রার থলি ঝনাৎ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। ব্যস্ত সমস্তে প্রমিত তাহা তুলিলেন, বলিলেন;—"কি?"

"কাল অমন ক্লান্ত হইয়া তুমি ঘরে ফিরিয়াছিলে, আমি কথাটা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। মঞ্জুলার সঙ্গে না কি সোমদত্তের বিবাহ?"

"কোথায় শুনিলে?"

"অনেকেই না কি শুনিয়াছে মাধবী আমাকে বলিয়াছে।"

"কি বলিয়াছে?"

"সোমদত্ত মঞ্জুলার মাতার কাছে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, মাতাও প্রায় স্বীকৃত।"

"এদিকে ঋণদায়ে সোমদত্ত রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতেছিল!—সে দ্যূতকারী, মদ্যপানে সারাদিন মত্ত, সর্ব্বদা কুসংসর্গে তাহার বাস!"

"বল কি! এমন লোকের সঙ্গে মঞ্জুলার বিবাহ! এমন বিবাহ তুমি হইতে দিবে?"

"আমি কি করিব? আমি বারণ করিবার কে?"

"মঞ্জুলা আমাদের হিতকারিণী সুহৃৎ। যে দিন তাহাকে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতেই তাহাকে স্নেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছি! এখন ত সে আমাকে স্নেহপাশে বাঁধিয়াছে। সে আমার সুহৃদ, সখী, ছোট ভগ্নী!"

প্রমিত স্ত্রীর উচ্ছ্বসিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উৎপলা বলিলেন ;—"মঞ্জুলা শিক্ষিতা : কিন্তু আমি দেখিয়াছি, সংসারীর অভিজ্ঞতা তাহার নাই। মাতার কথায় সে স্বীকৃত হইবে, শেষে আজীবন মনস্তাপে দগ্ধ হইবে। তুমি দেখ, তাহাকে রক্ষা কর। এমন রত্ন অমন মানুষের হাতে পড়িবে ?"

কম্পিত কণ্ঠে প্রমিত বলিলেন ;—"আমার চেষ্টা করা কি ভাল ? আমি কে ? মঞ্জুলার মাতা বা মঞ্জুলা আমার কথা শুনিবে ?"

"মঞ্জুলা নিশ্চয়ই তোমার কথা রাখিবে।"

"তুমি কিসে বুঝিলে ?"

"স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের মন বুঝে। মঞ্জুলা তোমার কথা শুনিবে, তোমার কথায় তাহার ধ্রুব বিশ্বাস ! একবার দেখ।"

"তুমি বলিতেছ, দেখিব।"

স্ত্রীর নিকট বিদায় হইয়া প্রমিত বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন ; বাদলকে দিয়া টাকার থলি সভিকের নিকট পাঠাইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

উৎপলা আশ্বস্ত হইয়া গৃহকার্য্যে মন দিলেন !

মানুষ নিজ হাতে নিজের পায়ের বেড়ি গড়িয়া পিটিয়া প্রস্তুত করে, দোষ দেয় পরের—বিধাতার ! বন-জঙ্গল হইতে মাল্যভ্রমে সুন্দর সর্প-শিশু আঁচলে করিয়া ঘরে আনে, শেষে তাহার বিষের জ্বালায় পুড়িয়া মরে ! বিধাতা মানুষকে ভবিষ্যৎ জ্ঞান দেন নাই, তাই মানুষ সুখী।

এদিকে প্রমিত সেন ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে লাগিলেন। মঞ্জুলাকে বাঁচাইতে হইবে ? আমাকেই চেষ্টা করিতে হইবে ! মঞ্জুলা আমার কথা শুনিবে ?—উৎপলা বলিলেন, নিশ্চয় শুনিবে, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের মন বুঝে ! উৎপলা কি বুঝিয়াছেন ? মঞ্জুলাকে বাঁচাইতে

যাইয়া নিজে মরিব, উৎপলাকে মারিব? মানুষ বিপদ দেখিলে সতর্ক হয়, সরিয়া পড়ে; আমি জানিয়া শুনিয়া অগ্রসর হইব? পতঙ্গ ত উড়িয়া গিয়া আগুনে পড়ে! উৎপল! উৎপল!—

প্রমিত অন্যমনস্কে চলিতেছিলেন, পথের দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। অনেক দূর হাঁটিয়া দেখিতে পাইলেন, কমলপুর আসিয়াছেন, নিকটেই মঞ্জুলার গৃহ। প্রমিত থামিলেন। যাইব? মঞ্জুলার সঙ্গে দেখা করিব? তাহাকে কি বলিব?—সোমদত্ত ভাল লোক নহে, সে সুরাপায়ী ঋণগ্রস্ত স্বার্থপর? মঞ্জুলা যদি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে? নারী-চরিত্র ত চিরকাল দুর্জ্ঞেয়! প্রমিতের মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাই কি? তবে আমার প্রতিবাদে মঞ্জুলা বিরক্ত হইবে না? আর সোমদত্তের কথা যদি তাহার মনেই স্থান না পাইয়া থাকে, তবে আমি আগে থাকিতেই বিনা কারণে কেন তাহার নিন্দা-চর্চ্চা করিতে যাই? মঞ্জুলা কি মনে করিবে? আমার কেন এ অযাচিত অনধিকার-চর্চ্চা? মঞ্জুলা ত আমার কেহ নহে!—কেহ নহে!

প্রমিত চলিতে চলিতে মঞ্জুলার বহির্দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। পুরীর মধ্য হইতে মঞ্জুলার দাসী চঞ্চলা বাহিরে আসিতেছিল, প্রমিত সেনকে দেখিয়া বিনীত নমস্কার করিয়া বলিল;—"ভিতরে আসিবেন কি?"

প্রমিত চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন;—"না; অনেক দূর যাইতেছি, আর এক দিন আসিব।"

প্রমিত অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে চলিলেন। চঞ্চলা কিছু বিস্মিত হইল। এরূপ কেন? হঠাৎ চমকিয়া উঠা কেন?

চঞ্চলা আর একবার গমনশীল প্রমিতের দিকে চাহিল; দেখিল, প্রমিত সেন থামিলেন, মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকেই চাহিলেন, থতমত

খাইয়া পুনরায় দ্রুতবেগে চলিলেন। চঞ্চলা হাসিল, ভাবিল—মল্লিকা মালতী কি ইঁহার অঙ্গও দগ্ধ করে!

চঞ্চলা তখন বাহিরে যাওয়ার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিয়া মঞ্জুলাকে বলিল;—"ওগো, প্রমিত সেন মহাশয় বোধ হয় আমাদের এখানেই আসিতেছিলেন——"

"কৈ তিনি?" মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

"—আসিতেছিলেন। আমি বাহিরে যাইতেছিলাম, দ্বারের সম্মুখেই দেখা হইল। বলিলাম, 'আসুন'! তিনি যেন চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন; 'অনেক দূর যাইতে হইবে, আর এক দিন আসিব'—বলিয়া চলিয়া গেলেন।"

"দূর অভাগী! তোর কথায় আমিও চমকিয়া উঠিয়াছি!"

চঞ্চলা ভাবিল, চাঁদের কিরণ চারিদিকেই আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পৌত্তলিক মহোৎসব

তখন বেলা মধ্যাহ্ন। প্রমিত অসঙ্গ সেনের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অসঙ্গ আহারে যাইবেন, এমন সময় শুষ্কমুখ রুক্ষকেশ অস্নাত শ্রান্ত প্রমিতকে দেখিয়া নিতান্ত চিন্তিত হইলেন, বলিলেন ;—"এস, এস ; এমন অসময়ে কেন ?"

প্রমিত কোন উত্তর না দিয়া শয্যায় বসিয়া পড়িলেন। অসঙ্গ বলিলেন ;—"কি হইয়াছে ? উৎপলা ভাল আছেন ত ?"

"ভালই আছেন।"

"তোমার কি হইয়াছে ?"

"কিছুই না।"

"তবে তোমার এমন ভাব কেন ? সমস্ত শরীরে ধূলা, স্নান কর নাই। কোথায় গিয়াছিলে ?"

"তোমার এখানেই ত আসিলাম।"

অসঙ্গ ভৃত্যকে ডাকিলেন, প্রমিতের স্নানের উদ্যোগ করিতে হইবে। বলিলেন ;—"ব্যাপারটা কি ?"

প্রমিত ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন ;—"তুমি কি মঞ্জুলার কাছে যাইবে ?"

"সে কথা ভুলিতে পার নাই ? একেবারে অধীর হইলে যে !"

"দেখ, কাল তোমাতে আমাতে সোমদত্ত সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়াছে, কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলি নাই।"

"কি কথা ?"

"তাহার যে বহু ঋণ, তাহার এক প্রমাণ আমি গত কল্যই পাইয়াছিলাম।"

"কি প্রকার ?"

পাটলীর পথে যে ভাবে সোমদত্তের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়, সভিকের হাত হইতে যেরূপে তিনি তাহাকে মুক্ত করেন, প্রমিত তাহা অসঙ্গকে বলিলেন। অসঙ্গ বলিলেন ;—"এ ত তার পণের ঋণ, এ ছাড়া তার আরও ঋণ আছে।"

"সভিকের নিকট সেই টাকা পাঠাইতে হইবে বলিয়া উৎপলার কাছে আজ প্রাতে টাকা চাহিলাম, হেতুও বলিলাম। উৎপলা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।"

"কি বলিলেন ?"

"দেখ, জনরব মিথ্যা নয়। সোমদত্ত যে মঞ্জুলাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে, উৎপলাও তাহা শুনিয়াছেন।"

"বটে ?"

"উৎপলা মাধবীর নিকট শুনিয়াছেন।"

"তোমাকে কি বলিলেন ?"

"বলিলেন, মঞ্জুলা এমন অপাত্রের হাতে পড়িবে ? উৎপলার ইচ্ছা, এ বিবাহ যেন কোন মতে না হয়——আমি যাইয়া মঞ্জুলাকে বারণ করি !"

"তাই কি তুমি কমলপুর গিয়াছিলে ?"

"আমি !—তোমাকে যাইতে হইবে। আমি ত কালই তোমাকে বলিয়াছি।"

"তুমি গেলেই ত ভাল হয়। উপকারী সুহৃদের নিঃস্বার্থ সৎপরামর্শ, মঞ্জুলা তোমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে।"

অসঙ্গের সন্দেহ যায় নাই, তাই তিনি পুনরায় এ ঢিল ছুড়িলেন। প্রমিত বলিলেন ;—"উৎপলাও তাহাই বলিয়াছেন, আমার কথা মঞ্জুলা রাখিবে ; স্ত্রীলোকেই না কি স্ত্রীলোকের মন বুঝিতে পারে।"

"তিনি ঠিকই বলিয়াছেন। মঞ্জুলা তোমাকে অকপট সুহৃদ বলিয়া জানে, তোমাকে শ্রদ্ধা করে ; তোমার কথা অবশ্যই রাখিবে।"

"দেখ, আমি কমলপুরে গিয়াছিলাম।"

"মঞ্জুলার দেখা পাও নাই ?"

"তাহার গৃহে যাই নাই !"

"কমলপুরে গেলে, মঞ্জুলার গৃহে যাও নাই ! কেন ?"

"কেন যে যাই নাই, এক দিন বলিব।"

অসঙ্গের বিস্ময় বৃদ্ধি হইল। ব্যাপারটা কি ? মঞ্জুলার গৃহে যাইতে ইচ্ছা নাই ! কেন ?—কোন অনুদার সন্দেহ উৎপলার মনে স্থান পাইয়াছে ?—না। উৎপলা নিজেই ত প্রমিতকে মঞ্জুলার নিকট যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন ! আত্মচিত্তে প্রমিতের বিশ্বাস হীনবল হইয়াছে ? তবে দূরে দূরে থাকাই ত ভাল। সোমদত্ত যদি মঞ্জুলাকে বিবাহ করে, তবে সকল আশঙ্কা দূর হয়। কিন্তু অমন রত্ন সোমদত্তের হাতে পড়িবে ?

প্রমিত বলিলেন ;—"কি ভাবিতেছ—কেন ইতস্ততঃ করিতেছ ?"

"কেন ইতস্ততঃ করিতেছি, এক দিন বলিব।"

দুই বন্ধুই বুঝিতে পারিলেন, পরস্পর পরস্পরের নিকট মনের ভাব গোপন করিতেছেন। কেহই মুখ ফুটিয়া মনের কথা প্রকাশ করিলেন না। সাহসী অন্তঃকরণও অবস্থাবিশেষে ভীরু হইয়া পড়ে। প্রমিত

ভাবিলেন, আত্মরক্ষা করিতে পারিব, কেন আর অসঙ্গের নিকট এই ক্ষণিক চাঞ্চল্যের পরিচয় দিব? অসঙ্গ ভাবিলেন, শুধু সন্দেহ করিয়া কেন প্রমিতকে লজ্জিত করিব? ক্ষণকাল দুই জনেই নীরব রহিলেন। শেষে অসঙ্গ বলিলেন ;—"দেখ, তাড়াতাড়ি কিছু করিয়া কাজ নাই। সোমদত্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছে কি না ঠিক জানি না। মঞ্জুলার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস মঞ্জুলা কখনো সোমদত্তের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইবে না। কন্যার অমতে অলোকা ঠাকুরাণী তাহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিতে সাহস করিবেন না। বিশেষতঃ রাজ্ঞী কারুবাকীর অনুমতি না পাইলে, তিনি কখনো এ সম্বন্ধে অগ্রসর হইবেন না। রাজাধিরাজ অতি শীঘ্রই যুদ্ধযাত্রা করিবেন ; নগরে রাজ্যে প্রতিগৃহে বিপুল উৎসাহ-উদ্যোগ, বিষম উদ্বেগচিন্তা ; এ সময় এ কথা লইয়া আন্দোলন না করাই ভাল। রাজাধিরাজ চলিয়া গেলে এক দিন অলোকা ঠাকুরাণীকে অবস্থা জানাইব।"

"বিলম্বে চেষ্টা বৃথা হইবে না?"

"না।"

"তবে এ কয় দিন থাক্।"

"হাঁ তাহাই ভাল।—এখন স্নান কর।"

"না, আমি এখনি যাইব।"

"পাগল তুমি! এত বেলায় অস্নাত অভুক্ত তুমি চলিয়া যাইবে? বধূ কি মনে করিবেন? সেবারও তুমি তাঁহাকে নিরাশ করিয়া গিয়াছিলে?"

অগত্যা প্রমিতকে স্বীকার করিতে হইল। স্নানাহার শেষে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া বেলা অপরাহ্নে প্রমিত স্বগৃহে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় বলিলেন ;—"দেখিও, বেশী বিলম্ব করিও না।"

অসঙ্গ হাসিলেন, বলিলেন ;—"তুমি চিন্তা করিও না। অনেক দিন হইল মঞ্জুলার গীত শুনি নাই, দু'জনেই এক দিন যাইব।

"আমি আর কেন ?"

"আমি বলিব, তুমি সাক্ষ্য দিবে !"

প্রমিত চলিয়া গেলে অসঙ্গ অন্তঃপুরে যাইয়া পত্নী সংযুক্তাকে বলিলেন ;—"ওগো, সংসারে কিছুই অসম্ভব নয় !"

সংযুক্তা পাণ সাজিয়া বাটায় পুরিতেছিলেন, হাসিয়া বলিলেন ;—

"ব্যাপারটা কি ? আমার সাত রাজার ধন, সঙ্গিহীন মাণিকের প্রতি কি কোন প্রেত-পিশাচীর দৃষ্টি পড়িয়াছে ?"

"সঙ্গিহীন নই, তুমি নিত্য সংযুক্তা !—দেবী দানবী, গন্ধর্ব্বী পিশাচী কেহ এ মণি স্পর্শও করিতে পারিবে না। শুধু দূর হইতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে !"

সংযুক্তা হর্ষকুঞ্চিত নেত্রে শুভ্র দশনপ্রান্তে রক্তাধর ঈষৎ পীড়িত করিয়া একটি সজ্জিত পাণ স্বামীব মুখে দিলেন, বলিলেন ;—"তবে সংসার নিপাত যাক্।—কি হইয়াছে ?"

"তোমার দিদির অতি যত্নের পোষাপাখী উড়ু উড়ু হইয়াছে !"

"দিদি—উৎপলার ?"

"হাঁ।"

"তাঁহার অতি যত্নের পোষাপাখী ত প্রমিত সেন মহাশয় ! তুমি কি বলিতেছ ?"

অসঙ্গ তখন পালঙ্কে বসিয়া পড়িলেন, পার্শ্বে দণ্ডায়মানা সংযুক্তার হস্ত ধারণ করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

"আমার সন্দেহ হইতেছে, প্রমিত সেন মজিয়াছে।"

"তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের অসাধ্য কিছুই নাই। কিন্তু

দিদি যে তাঁহার চোখের মণি! দিদির অপেক্ষা—দিদির মত রূপবতী যে সংসারে আর কেহ নাই!"

"এই গর্ব্বই ত প্রমিত সেনের কাল হইয়াছে, তুমি মঞ্জুলাকে দেখিয়াছ, কেমন রূপবতী?

"মঞ্জুলাও পরম রূপবতী।"

"প্রমিত সেনের চক্ষে বোধ হয় সে-ই অধিক রূপবতী!"

"তোমার চোখে?"

"আমার চোখে? আমার চোখ ত মন্ত্রবশ। আমার গৃহের বাহিরে যে কেহ—স্বর্গের অপ্সরাও যে আমার চোখে কালো কুৎসিত!"

সংযুক্তা স্বামীর বাহুমূল নখাঘাতে পীড়িত করিয়া স্মিত প্রভাসিত মুখে বলিলেন;—"চাটুবাক্যে তোমরা চির বিশারদ আমরা অবোধ, তাই মুগ্ধ হইয়া থাকি!"

"নিজের প্রাপ্য কড়া-ক্রান্তির গণনায় কোন স্ত্রীলোক ভুল করে না!"

সংযুক্তা হাসিয়া স্বামীর পার্শ্বে পালঙ্কে বসিলেন, বলিলেন;—"প্রমিত, সেন মহাশয়কে তোমরাই এতকাল স্ত্রীর অতি বশীভূত—স্ত্রৈণ বলিয়া আসিয়াছ, এখন এ কিরূপ?"

"বন্ধনের অতি কসাকসিতে সূত্র ছিঁড়িয়া যায়।"

"এও কি তাই হইয়াছে?"

"হইয়াছে, ঠিক বলিতে পারি না; তবে অতি সন্দেহের বিষয় বটে।"

"তোমার ভুল। প্রমিত সেন মহাশয় অমন ভাল লোক, আর উৎপলা ত দেবী! যাহাতে এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, মঞ্জুলা এমন অপাত্রে না পড়ে, তাহার জন্য দিদিরই ত এত আগ্রহ। আর, প্রমিত-

সেন মহাশয় অতি স্নেহবশতঃই মঞ্জুলাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন।”

“অসম্ভব নয়। কিন্তু স্নেহ শেষে লোভে, প্রণয়ে না গড়ায়!”

“তুমি—”

সংযুক্তা যেন কি বলিতেছিলেন, এমন সময় দাসী এক বৎসরের শিশুপুত্র বিজয়কে কোলে করিয়া সে ঘরে আনিল। সংযুক্তার মাতৃহৃদয় উথলিয়া উঠিল; হাসিময় কচিমুখ দেখিয়া সংযুক্তা সকল কথা ভুলিয়া গেলেন। তখন কোথায় বা উৎপলা, প্রমিতসেন—কোথায় বা মঞ্জুলা! সর্ব্বচিন্তাপহারী, চির আনন্দের উৎস সেই সোণার পুতুল লইয়া স্বামী-স্ত্রী মহোৎসব-ঘটায় হৃদয় ঢালিয়া দিলেন!

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সদ্য পুরস্কার ও প্রতিশ্রুত পুরস্কার

বর্ষাপগমেই বিপুল মগধবাহিনী সীমান্তপ্রদেশে প্রেরিত হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার পর রাজাধিরাজ স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্য-সামন্ত লইয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। গঙ্গাসাগরসঙ্গম হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত কলিঙ্গদেশ তৎকালে শৌর্য্যবীর্য্যপ্রতাপে ভারতবর্ষ মধ্যে এক অতি দুর্দ্ধর্ষ মহারাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। রাজাধিরাজও এই শক্তিশালী রাজ্যবিজয়ের বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। নিজের অনুপস্থিতিতে বিশাল পৈত্রিক সাম্রাজ্য সুরক্ষণ ও রাজকার্য্যপরিচালন জন্য অশোকদেব প্রতি বিভাগে উপযুক্ত কর্ম্মঠ বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এ আখ্যায়িকায় তৎসমস্ত বর্ণনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। শুধু একটী বিষয়ের উল্লেখ এখানে করিব। বহু রাজ্ঞী, ভোগিনী, আত্মীয়-কুটুম্ব, দাসদাসী, পরিজন পরিপূর্ণ বিশাল রাজান্তঃপুরে শান্তিরক্ষা অতি কঠিন ব্যাপার। শুধু মনস্বী মন্ত্রী অথবা শতসমরবিজয়ী সেনানী দ্বারা এ কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। মহারাজ্ঞী দেবী কারুবাকীর প্রতি রাজাধিরাজ এই সুকঠিন কার্য্যের ভার দিয়াছেন। পরামর্শ জন্য ধীর প্রবীণ ধর্ম্মপাল অর্জ্জুনদেব এবং তাঁহার সহকারিত্বে সচিবপুত্র প্রমিত সেন নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিঙ্গযাত্রার পূর্ব্বে রাজাধিরাজ ও রাজ্ঞীর মধ্যে অনেক কথা হইয়াছে। রাজধানী এবং রাজাধিকৃত বিভিন্নদেশের কোথায় কোন্ বিষয়ে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, শত ষড়যন্ত্রময় সপত্নীসম্প্রদায় মধ্যে সর্ব্বদা সতর্ক সমদৃষ্টি রাখিয়া কেমন করিয়া চলিতে হইবে ইত্যাদি অনেক গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। দূরদেশে যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে এই রাজদম্পতির মধ্যে কৌতুক-পরিহাসেরও ত্রুটী হয় নাই।

রাজাধিরাজ বলিয়াছিলেন,—"আট দশ দিনের জন্য মৃগয়ায় গিয়াছিলাম, তখন বিনানুমতিতে রাজকার্য্যের ভার তুমি লইয়াছিলে, এখন ত সমস্ত ভার তোমাকেই দিয়া যাইতেছি।"

"এবার রাজকারাগারে আর কেহ বন্দী থাকিবে না!"

"ধর্ম্মপাল এবার যাহার তাহার কথায় বন্দী মুক্ত করিবেন না, মঞ্জুলাও আর তোমাকে ধরিতে আসিবে না!"

"মঞ্জুলা!—মঞ্জুলার কি করিব?"

"ফিরিয়া আসিয়া তাহার বিবাহ দিব।"

"কোথায়? কাহার সঙ্গে?"

"তুমি একটী ভাল পাত্রের অনুসন্ধান করিও। আর, প্রমিত সেনকেই যদি তুমি উপযুক্ত মনে করিয়া থাক এবং মঞ্জুলা যদি প্রকৃতই তাহার অনুরক্তা হইয়া থাকে, তবে আর পাত্র খুঁজিবার কি প্রয়োজন? মঞ্জুলার মনের ভাব লীলা বুঝিতে পারিবে, আর, অন্তঃপুরের বিধি ব্যবস্থা প্রয়োজনে সৌবিদের সঙ্গে সর্ব্বদাই প্রমিতের দেখা শুনা হইবে।"

ইহার পর এক মাস গত হইয়াছে।

মঞ্জুলার দাসী চঞ্চলা কুমুদনিবাসে আসিয়াছে। উৎপলা মাধবীকে পাঠাইয়া মধ্যে মধ্যে মঞ্জুলার সংবাদ লইতেন। মঞ্জুলাও সেইরূপ চঞ্চলাকে পাঠাইয়া উৎপলা এবং প্রমিতসেনকে প্রণাম জানাইত।

উৎপলা এবং চঞ্চলায় অনেক কথা হইয়াছে। মঞ্জুলার ঘরসংসারের কথা, তাহার নিত্যকার্য্যের কথা, অভিভাবিকা মহারাজ্ঞী, মাতা অলোকা ঠাকুরাণীর কথা, অনেক কথা চঞ্চলা উৎপলাকে বলিয়াছে। শেষে উৎপলা জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"মঞ্জুলার বিবাহে এত বিলম্ব কেন ?"

"সে অনেক কথা, আপনি হয় ত কিছু-কিছু শুনিয়াছেন। তাঁহার বিবাহের জন্য মাতা অনেক দিন হইতে ব্যস্ত, কিন্তু তিনি নিজে এত দিন সে কথায় কাণ দেন নাই।"

"এই যে শুনিতেছি, সোমদত্ত মহাশয় না কি মঞ্জুলার বিবাহার্থী হইয়াছেন, অলোকা ঠাকুরাণীর নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন ?"

"সোমদত্ত মহাশয় ত অনেক দিন হইতেই চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে মঞ্জুলা ঠাকুরাণীর কোন আগ্রহ বা সম্মতি থাকা কোন দিন বুঝিতে পারি নাই।"

"অমন রূপবতীর বিবাহে এত বিলম্ব ! রাজ্ঞী কারুবাকীর অভিপ্রায় কি কিছু বুঝতে পার ?"

"ভাল পাত্র জুটিলেই ঠাকুরাণীর বিবাহ দিবেন।"

"সোমদত্ত মহাশয়ের সঙ্গে হইবে না ?"

"সম্ভাবনা কম। কাল রাজ্ঞীর পরিচারিকা লীলা আসিয়াছিল। তিনি যেন কেমন করিয়া সোমদত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবের কথা জানিতে পারিয়াছেন। লীলার আলাপে বুঝা গেল, এ প্রস্তাবে রাজ্ঞীর মত নাই।"

সুহৃৎ-বৎসলা উৎপলার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু চাঁদের কিরণ যে কুমুদনিবাসও প্রতপ্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, চঞ্চলা তাহার কোন ইঙ্গিত দিল না। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অত বড়

কথার প্রসঙ্গ করিতে দাসী সে, সাহস পাইল না। কিন্তু চঞ্চলা বিস্মিত হইল, উৎপলা কি অন্ধ ?

উৎপলা বলিলেন ;—"লোকে সোমদত্ত মহাশয়ের তত প্রশংসা করে না, এ বিবাহ না হইলেই ভাল।"

বিষবৃক্ষের বীজ বায়ুবেগে দূরে বিক্ষিপ্ত হইতে দেখিলে বুদ্ধিমান হৃষ্ট হয়, কিন্তু অদূরদর্শী সে বীজ কুড়াইয়া আনিয়া আপনার উদ্যান-প্রান্তে উপ্ত করে।

উৎপলা সে দিন সেই সংবাদের জন্য এক ছড়া হার দিয়া চঞ্চলাকে পুরস্কৃত করিলেন।

চঞ্চলা চলিয়া গেলে উৎপলা উৎফুল্লচিত্তে স্বামীকে বলিলেন ;—"রক্ষা পাওয়া গেল ! মঞ্জুলার সঙ্গে সোমদত্তের বিবাহ-প্রস্তাবে রাজ্ঞী কারুবাকী অমত প্রকাশ করিয়াছেন !"

"কেমন করিয়া জানিলে ?"

"মঞ্জুলার দাসী চঞ্চলার নিকট শুনিলাম।"

প্রমিতসেনের মুখেও হাসি দেখা দিল। উপস্থিত আশঙ্কার হেতু দূর হইলে মানুষ সুখী হইয়া থাকে, কিন্তু সেই দূরীভূত হেতুই যদি গুরুতর অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত করে, সুখের সংসারে অনৈক্য, অকল্যাণের সম্ভাবনা আনয়ন করে, তবে সে সুখে মানুষ উৎফুল্ল হয় না। প্রমিত সেন চিত্ত বশ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

প্রমিত হাসিলেন, কিন্তু উৎপলার উৎফুল্ল সরল মুখ দেখিয়া তাঁহার আত্মদ্রোহী চিত্ত সন্তপ্ত হইল। মনে মনে দেবতার আশীর্ব্বিধান প্রার্থনা করিয়া প্রমিতসেন উৎপলার ললাটদেশ পরিচুম্বিত করিলেন।

এদিকে চঞ্চলা ভাবিতে ভাবিতে কমলপুরের পথে চলিল। ব্যাপার মন্দ নহে ;—সোমদত্ত মঞ্জুলার জন্য পাগল, মঞ্জুলা প্রমিতসেনের জন্য

পাগল। আর যে প্রমিতসেন উৎপলার কথায় উঠিত, উৎপলার কথায় বসিত, যে প্রমিতসেন উৎপলার মুষ্টিগত ছিল, সেই প্রমিতসেন এখন মঞ্জুলার জন্য উন্মত্ত! আর, উৎপলা চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কিছুই সন্দেহ করে না! ভাল, ইহাদের মতিগতি ত বুঝিলাম, এখন আমার বাসনা কোন্ দিকে? আমার বাসনা!—আমি কে? আমার কি কোন স্বার্থ আছে? আছে বৈ কি। মঞ্জুলা সোমদত্তের গৃহিণী হইলেই আমার সুবিধা? না—প্রমিতসেন যদি মঞ্জুলাকে বিবাহ করে, তবেই আমার লাভ? মঞ্জুলার অতুল ঐশ্বর্য্য। রূপে গুণে না হউক—রূপগুণের মর্য্যাদা সোমদত্ত কি বুঝিবে?—ধন-সম্পত্তিতে সোমদত্ত মঞ্জুলার অনুগত হইবে। সোমদত্তকে হাতে রাখা সহজ হইবে। আর যদি মঞ্জুলা প্রমিতসেনের গৃহে যায়, তবে সে গৃহে কি আমি কোন পদ পাইব? অবোধ মঞ্জুলা কি প্রমিতসেনকে আঁকড়িয়া রাখিতে পারিবে? উৎপলা পরাজয় স্বীকার করিবে? রাজ্য-পাট ছাড়িয়া দিবে? শুধু রূপে ভুলিয়া, (মঞ্জুলাই কি অধিক রূপসী?) কণ্ঠস্বরে পাগল হইয়া প্রমিতসেন উৎপলাকে বিসর্জ্জন দিবে? তখন আমার দশা কি হইবে? মাধবীর মন যোগাইয়া চলিব?—উৎপলা ত আমার কোন ক্ষতি করে নাই, তবে তার বিরুদ্ধেই বা যাইব কেন? কেন তাহার একাধিপত্য সংসারে অংশীপ্রবেশের সাহায্য করিব?—ভাবিবার বিষয় বটে! এদিকে লীলা যেরূপ আলাপ করিয়া গিয়াছে, তাহাতে সোমদত্তের প্রস্তাবে রাজ্ঞী যে সম্মত হইবেন, তাহারই বা সম্ভাবনা কি?—দেখা যাক্, কি হয়!

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পথের পার্শ্বেই প্রশস্ত পুষ্পোদ্যান, পুষ্পোদ্যানের মধ্যেই সুরম্য তারা-মন্দির। দেবীর সন্ধ্যারতি দেখিবার জন্য সেখানে শত নরনারীর সমাগম হইয়াছে। চঞ্চলা উদ্যানে প্রবেশ করিল না; সন্ধ্যা হইয়াছে শীঘ্রই গৃহে ফিরিতে হইবে। সে পথিপার্শ্বেই

নতজানু হইয়া শ্রীমূর্ত্তির উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পুনরায় চলিবে এমন সময় সোমদত্ত সেখানে উপস্থিত হইলেন। চঞ্চলা তাঁহাকেও নমস্কার অভিবাদন করিল। সোমদত্ত বলিলেন ;—"কোথায় গিয়াছিলে, চঞ্চল ?"

যে দুর্ব্বার কামনা নিরন্তর সোমদত্তের চিত্তে জাগরিত ছিল, চঞ্চলা তাহা জানিত। সে লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না; সোমদত্তের দিকে চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া একটী ক্ষুদ্র শাণিত শর নিক্ষেপ করিল, বলিল ;—"কুমুদনিবাসে গিয়াছিলাম।"

শরাভিহত সোমদত্ত অতি নিকটে আসিয়া বলিলেন ;—"কুমুদ-নিবাসে যে আজকাল তোমাদের অতি ঘন ঘন যাতায়াত !"

"দাসী মানুষে তাহার হেতু কি করিয়া জানিবে ?"

"চঞ্চলা, একটুকু ভিতরে যাইবে ?—বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

"গৃহে মঞ্জুলা ঠাকুরাণী আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, অধিক বিলম্ব করিতে পারিব না।"

অনুচর বাহুককে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া চঞ্চলা সোমদত্তের সঙ্গে উদ্যানমধ্যস্থ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিল।

আরতি আরম্ভ হইয়াছে। ঘৃতপুষ্ট সারি সারি দীপালোকে গৃহ আলোকিত, ষোড়শাঙ্গ গন্ধ-ধূপে সুরভিত, শঙ্খ-ঘণ্টা-রবে, মুরজমৃদঙ্গ সহযোগে গীতি-স্তুতি-সঙ্গীতধ্বনিত মন্দির উদ্যানভূমি সমস্ত মুখরিত হইতেছিল।

কিন্তু তখন দেবী-দর্শন-বাসনা অথবা দেবীর আশীর্ব্বাদ-কামনা সোমদত্তের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। এক কোণে দাঁড়াইয়া সোমদত্ত বলিলেন ;—"অনেক দিন হইতে আমি হৃদয়ে যে বাসনা পুষিয়া আসিতেছি, তুমি তাহা জান ; তাহা সফল হইবে কি ?"

"দেবতা জানেন। সামান্য দাসী আমি, আমি কেমন করিয়া জানিব ?"

"দেখ, তুমি অন্তরঙ্গ সখী ; তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই। প্রমিতসেন কি কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন ?"

"না ; অন্ততঃ আমি ত অমন কোন কথা শুনি নাই।"

প্রমিত সেন যে চাঁদের কিরণে দগ্ধ হইতেছেন, সে ত চঞ্চলারই কল্পনা। সেই কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া কি কাহাকেও বলা যায়—প্রমিত সেন মঞ্জুলার জন্য উন্মত্ত হইয়াছেন ?

"প্রমিত সেন ত অনেকবার কমলপুরে তোমাদের গৃহে গিয়াছেন ?"

"তা ঠিক।"

"মঞ্জুলাও কুমুদনিবাসে গিয়াছে ?"

"অনেক বার।"

"কেন ?"

"দেখা-সাক্ষাৎ। প্রমিতসেন মহাশয়ের স্ত্রী উৎপলা দেবী যে ঠাকুরাণীর পরম সুহৃদ্।"

"শুধু কি তাই ?"

"আর কি হইতে পারে ?"

সোমদত্ত ইতস্ততঃ করিলেন, শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"প্রমিতসেন কি কেহ নহেন ? মঞ্জুলা—মঞ্জুলার মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারিয়াছ ?"

"পুরুষে যাহা বুঝিতে পারে না, স্ত্রীলোকে কি তাহা বুঝিবে ?"

"দেখ, তোমাকে বলিয়াছি—সহস্র মুদ্রা তোমার পুরস্কার !"

"তাহাতে কত দিন চলিবে ?"

"আর চিরকাল সংসারে কর্ত্তৃত্ব।"

"তুচ্ছ করিবার বিষয় নয়। কিন্তু—"

"কি ?"

"রাজ্ঞী যে ঠাকুরাণীর অভিভাবিকা! তাঁহার এবং রাজাধিরাজের অভিপ্রায় ভিন্ন কি ঠাকুরাণীর বিবাহ হইতে পারে ?"

"তুমি সহায় থাকিলে হইতে পারে ?"

"আমার যে এত ক্ষমতা আছে, তাহা ত আমি জানি না। তবে আমার দ্বারা যদি কোন সাহায্যের সম্ভাবনা থাকে—"

"আছে।"

"দাসী বলিয়া পায়ে রাখিবেন।"

"পরম সুহৃদ্ বলিয়া চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিব।"

আরও কিছু কথা বার্ত্তার পর চঞ্চলা দুই হাত যোড় করিয়া বিনীত নমস্কার জানাইল। তখন উভয়ে বাহিরে আসিয়া যে যাহার গন্তব্য পথে চলিল।

পথে বাহুক চঞ্চলাকে জিজ্ঞাসা করিল ;—"সোমদত্ত মহাশয়ের সঙ্গে কি ঠাকুরাণীর বিবাহ হইবে ?"

চঞ্চলা বিরক্ত হইল। এই অতি গুরুতর বৃহৎ ব্যাপারের কথা লইয়া অবোধ মহামূর্খ বাহুকের সঙ্গে আলাপ! চঞ্চলা বলিল ;—"কেমন করিয়া বলিব ? তোর মনে কি হয় ?"

"কেন, সোমদত্ত মহাশয় ত বেশ লোক।"

চঞ্চলা বুঝিতে পারিল, সোমদত্ত বাহুককেও বাধ্য করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দৈবজ্ঞের গণনা

পৌষমাস, পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা। পাটলীগ্রামে গঙ্গা ও হিরণ্যবতীর সঙ্গম-স্থলে আজ মহাঘটা। সনাতন-ধর্ম্মনিষ্ঠ নরনারী আজ পুণ্যতিথিতে সেই পবিত্র স্রোতে স্নান করিয়া যাগ-যজ্ঞ-তর্পণ-দান-ধ্যানে দিন অতিবাহিত করিতেছেন। দিনান্তে চন্দ্রোদয়ে পুরশ্চরণ শেষ করিয়া অনেকে সেই প্রসন্ন সলিলে পুনরবগাহন করিয়া রাত্রিতে গৃহে ফিরিবেন। শিশির-ভীত বালক-বালিকারা স্রোতোজল স্পর্শ করিয়া, পরস্পরের অঙ্গে প্রক্ষিপ্ত করিয়া, কেহ কেহ বা সেই কলনাদী স্রোত দূর হইতে দর্শনমাত্র করিয়াই উল্লসিত হইতেছে।

কৃষক-কৃষকপত্নী—গৃহস্থ মাত্রেরই আজ অতি আনন্দের দিন। শতবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হৈমন্তিক স্বর্ণ-শস্য গৃহে আগত হইয়াছে। গৃহিণীর মুখশ্রী আজ উৎফুল্ল; স্নাতদেহা প্রফুল্লচিত্তে গৃহে ফিরিতেছেন, স্বামী পুত্র কন্যা আত্মীয় পরিজন সকলকে আজ নবান্নপিষ্টকে আপ্যায়িত করিবেন। কাহারও কক্ষে পূর্ণকুম্ভ, উন্নদ্ধ কবরীতে ফুলের মালা—বিকশিত কোমলাঙ্গের কি বঙ্কিম ভঙ্গি! কাহারও অবেণীবদ্ধ বিপুল কুন্তলরাশির অগ্রভাগ শিথিল বন্ধনে সংযত, মস্তকে পূর্ণকুম্ভ, বক্ষে বা কক্ষে সুকুমার শিশুপুত্র—মাতৃদেবীর কি সৌম্য মোহিনীমূর্ত্তি। কেহ দ্রুতপদে, কেহ বা মন্থর গতিতে চলিতেছেন; কোথায়ও বালিকা যুবতী প্রৌঢ়া দলবদ্ধ হইয়া মধুর কণ্ঠে সুরতরঙ্গিণীর বন্দনাগীতি গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইতেছেন।

স্থানে স্থানে নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ-নাট্যরঙ্গের ঘটা। যুবক-গণের ব্যায়াম কৌশল, মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্য বহুলোকের জনতা হইয়াছে। মুখোস পরিয়া ভূত প্রেত রাক্ষস অথবা বানর ভল্লুক ইত্যাদি পশুর অভিনয় করিয়া অনেকে যুবক-যুবতীগণের ভীতি উৎপাদন করিতেছে। নিকটেই অনতিবৃহৎ মেলা বসিয়াছে। সেখানে ক্ষুদ্র চালা, চাঁদোয়া এবং পট্টাবাসের নীচে নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। কাঠের পুতুল, মাটির পুতুল, নানা প্রকার খেলানা, বাঁশী, শিঙ্গা, বালক-বালিকাদের চিত্ত প্রলুব্ধ করিতেছে; আর তাহাদের দুর্ব্বার আকর্ষণে মাতৃমণ্ডলীর বেশভূষা পরিধেয় বিশৃঙ্খল হইতেছে। গৃহিণীরা মাটীর ভাঁড়, হাঁড়ি, কলসী ইত্যাদি সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং যুবতীরা আলতা, সিন্দূর, মুকুর, কঙ্কতি, দন্তমঞ্জন, কষায়বর্ণ প্রভৃতি অঙ্গপ্রসাধন সামগ্রী নিজেরা দেখিয়া শুনিয়া নির্ব্বাচিত করিতেছেন। এ সুযোগ তাঁহাদের অদৃষ্টে সকল সময় সংঘটিত হয় না। কিন্তু তীর্থস্থানে আর্য্যরমণী এ স্বাধীনতাটুকু চিরদিন ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

নিকটেই নদীতীরে অনতিবৃহৎ এক আম্রকানন মধ্যে আর এক ব্যাপার। সেখানে মুণ্ডিতমস্তক পীতবাস-পরিহিত পরিব্রাজক, শ্রমণ, ভিক্ষু, ভিক্ষুণী এবং উপাসক-উপাসিকা আবাল বৃদ্ধ বালক বালিকা অনেকে উপস্থিত। এই পুণ্যতিথিতে পুণ্যতোয়ায় স্নানান্তে বৃক্ষচ্ছায়ায় সমাগত অনেকে উপাসনা, ধ্যান-ধারণা, শ্লোকপাঠ, আবৃত্তিতে দিন অতিবাহিত করিতেছেন। অনেকে জ্যোৎস্নাময়ী রজনী এই ভাবেই যাপন করিবেন। অনেকে উপোষিত রহিযাছেন, অনেকে ভিক্ষু, উপাসক, উপাসিকা এবং দীন-দরিদ্রগণকে ভোজন করাইতেছেন। ভগবান তথাগতের নবধর্ম্মমতাবলম্বিগণের নিকটও এই পৌষী পূর্ণিমা অতি পবিত্র এবং পুণ্যার্জ্জনের উপযুক্ত বিশুদ্ধ কাল বলিয়া পরিগণিত ছিল!

মেলার অপর পার্শ্বে তিন চারিখানি পট্টাবাস। তাহার প্রত্যেক-খানিতে এক এক জন দৈবজ্ঞ ঠাকুর যৎসামান্য মুদ্রা অথবা ফলমূলতণ্ডুল পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া সমাগত জিজ্ঞাসু নরনারীর অদৃষ্ট-গণনায় নিযুক্ত ছিলেন। অনেক স্ত্রীপুরুষ নিজের ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য ইহাদের অন্যতরের নিকট যাইতেছিলেন। রমণীরা যখন অদৃষ্ট গণনা করাইতেছেন, তখন পুরুষেরা সেখানে প্রবেশ করিতেছেন না। এক দল রমণীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে এক দল পুরুষ, এই পর্য্যায়ক্রমে দৈবজ্ঞগণ লোকের ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতেছেন।

এই পুণ্যদিনে নগরের অনেক সম্ভ্রান্ত স্ত্রীপুরুষ গঙ্গার পবিত্রস্রোতে স্নানার্থী। অনেকে স্নানান্তে নগরে ফিরিতেছেন, অনেকে নগর হইতে আগমন করিতেছেন। কেহ কেহ বা কৌতূহলপরবশ হইয়া স্নানান্তে দৈবজ্ঞ ঠাকুরদিগের নিকট যাইতেছেন।

উৎপলাও স্নানে আসিয়াছিলেন। অনেকের মুখে এক দৈবজ্ঞ ঠাকুরের কথা শুনিয়া, তাঁহারও কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল; স্নানান্তে তিনিও সেই দিকে গেলেন। ভৃত্য দারুক এবং বাদলকে বাহিরে রাখিয়া মাধবীকে সঙ্গে লইয়া উৎপলা পট্টাবাসের একখানিতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে স্থিরগম্ভীর মূর্ত্তি, শিখা এবং ত্রিপুণ্ড্রকধারী এক জন প্রাচীন দৈবজ্ঞ একে একে রমণীগণের অদৃষ্ট গণনা করিতেছিলেন। গণনাফল শুনিয়া অনেকের মুখ প্রফুল্ল হইতেছিল, আবার কাহারও নয়ন-প্রান্তে চিন্তাবিষাদের রেখা দেখা দিতেছিল। কোন কোন ভীরুহৃদয়া দৈবজ্ঞকে হাত না দেখাইয়াই তথা হইতে ফিরিয়া যাইতে-ছিলেন। বিধাতা মানুষের অদৃষ্টলিপি মানব-চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছেন, তাই মানুষের চিত্ত নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ। কিন্তু মানুষ চিরকালই নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে চায় এবং এই চেষ্টার

ফলে চির জীবন উদ্বেগ, আশঙ্কা অথবা উৎকট আশংসাময় করিয়া ফেলে।

সাময়িক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া উৎপলা সেখানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার চিত্ত ভীত হইল। দৈবজ্ঞ একটী রমণীর অদৃষ্ট গণনা শেষ করিয়া উৎপলার দিকে চাহিলেন, বলিলেন ;—"মা, তুমি হাত দেখাইবে ?"

উৎপলাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া মাধবী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিল ;—"হাঁ ; বিধাতা ইঁহার অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন, দেখুন।"

মাধবী উৎপলাকে ধরিয়া দৈবজ্ঞের সম্মুখে নিকটে আনিয়া বসাইল এবং তাঁহার বামহস্ত প্রসারণ করিয়া দৈবজ্ঞের সম্মুখে ধরিল।

দৈবজ্ঞ ঠাকুর বহুক্ষণ ধরিয়া সে হস্ত পরীক্ষা করিলেন। করতলস্থ বক্র অবক্র উর্দ্ধরেখা, ধন, আয়ু, প্রিয়সৌভাগ্য, সন্তানরেখা, যবচিহ্ন, মৎস্যপুচ্ছ, অঙ্গুলির মধ্য রেখা, অগ্রভাগস্থ আবর্ত্তচিহ্ন ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়া উৎপলার আশঙ্কা-লজ্জাবিজড়িত আরক্ত আয়ত নতচক্ষু, সুন্দর মুখ, সমোন্নত ললাট, উজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দু-পরিশোভী সীমন্ত, আর তাঁহার নিবিড়কৃষ্ণ সিক্ত কুঞ্চিত কেশদাম অতি মনোযোগের সহিত দেখিয়া দৈবজ্ঞ ক্ষণকালের জন্য মুখ অবনত করিলেন। শেষে উৎপলার দিকে চাহিয়া বলিলেন ;—"মা, আমি প্রাচীন হইয়াছি। একাল পর্য্যন্ত বহু রমণী—ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ কুলজাত শত শত রমণীর ভাগ্য আমি পরীক্ষা করিয়াছি ; কিন্তু, মা, তোমার মত শুভলক্ষণযুক্তা রমণী আমি আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।"

উৎপলার লজ্জাবিজড়িত মুখে বাক্য সরিল না। মাধবী জিজ্ঞাসা করিল ;—"ঠাকুর কি দেখিলেন ?"

"ইনি চিরজীবী হইয়া পতিপুত্রধনধান্যে, গৃহসংসার-মানসম্পদে চিরসুখী হইবেন।"

মাধবী ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল ;—"ইনি পুত্রবতী হইবেন ?"

"হাঁ।"

দৈবজ্ঞ ক্ষণকালের জন্য পুনরায় উৎপলার হাতের বিশেষ কোন কোন অংশ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন ;—"হাঁ। অচিরেই অতি সুলক্ষণযুক্ত এক সুন্দর পুত্র লাভ করিবেন এবং সেই পুত্রের দ্বারা বৃদ্ধ বয়স, আমরণ-কাল পর্য্যন্ত ইনি পরম সুখী হইবেন।"

মাধবীর চক্ষু হইতে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল। উৎপলার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

গণনা এবং ফলশ্রুতি শেষ হইয়াছে। উৎপলা মস্তক নত করিয়া যুক্তকরে ঠাকুরকে নমস্কার অভিবাদন করিলেন। অঞ্চলপ্রান্ত-বদ্ধ স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র মুদ্রা যাহা কিছু ছিল, সমস্ত দৈবজ্ঞের পাদমূলে রাখিয়া কম্পিত কলেবরে উৎপলা পট্টাবাস হইতে বহির্গত হইলেন।

বাহিরে আসিয়াই উৎপলা মাধবীকে বলিলেন ;—"আমার হাত দেখিয়া দৈবজ্ঞঠাকুর যাহা কিছু বলিলেন, তাহা তুই কাহাকেও বলিস্ না।"

মাধবীর জিহ্বা কণ্ডূয়ন তখনই আরম্ভ হইয়াছিল, এমন সুসংবাদ কাহাকেও দিবে না! সে বড়ই বিস্মিত হইল।

"কাহাকেও বলিব না ?"

"না।"

বহুদিনের গূঢ়পুষ্ট ঐকান্তিক কামনা, যাগ-যজ্ঞ, দেবারাধনা সিদ্ধ হইবে! উৎপলার মুখ হর্ষ বিকশিত হইয়া উঠিল।—সিদ্ধ হইবে কি ?—যদি না হয়! উৎপলার চিত্ত ক্লিষ্ট, বেদনাময় হইয়া উঠিল। বিধাতার হাতে ভবিষ্যৎ। উৎপলা মুহূর্ত্তের মধ্যে অনেক

ভাবিয়া দৈবজ্ঞের উক্তি প্রকাশ করিতে মাধবীকে নিষেধ করিলেন। আনন্দে উৎসাহে উৎফুল্ল মাধবীর মুখ ক্ষুণ্ণই হইল।

উৎপলা আর বিলম্ব করিলেন না। সেইখানেই শিবিকারোহণ করিয়া দাসদাসীসহ নগরে নিজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরেই মঞ্জুলা সেখানে উপস্থিত হইল। দৈবজ্ঞের খ্যাতি চারিদিকে প্রচার হইয়াছিল। মঞ্জুলার অদৃষ্টলিপি-উদ্ধার জন্য চঞ্চলাই অধিক ব্যস্ত। চঞ্চলা ছাড়ে নাই, মঞ্জুলাই সেখানে লইয়া আসিয়াছে। মঞ্জুলাও নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিল না। যে দিন রাজ্ঞী কারুবাকী তাহাকে সংসারী হইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে মঞ্জুলার মনে এক নূতন ভাব প্রবেশ করিয়াছে। সংসারী হইব?—বিবাহ! আজ মঞ্জুলা ভাবিল, অদৃষ্টে কি লেখা আছে এক্‌বার দেখি না কেন?—অদৃষ্ট-লিপি কি মানুষ ঠিক পড়িতে পারে?

দৈবজ্ঞ অনেকক্ষণ ধরিয়া মঞ্জুলার হাত পরীক্ষা করিলেন, তাঁহার যেন তৃপ্তি হইল না। তিনি মঞ্জুলার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় তাহার হস্ত-পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন; শেষে বলিলেন;—"কোন কোন মানুষের ভাগ্য সহজে নির্ণয় করা কঠিন। মা, হাত দেখিয়া তোমার ভবিষ্যৎ আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

মঞ্জুলা বলিল;—"শুনিয়াছি, এ শাস্ত্রে আপনি মহাজ্ঞানী।"

"মানুষের জ্ঞান চিরকাল সীমাবিশিষ্ট।—মা, তুমি একবার দাঁড়াও ত।"

ভবিষ্যৎ গণনায় দৈবজ্ঞের কৃতিত্ব সম্বন্ধে মঞ্জুলার সন্দেহ উপস্থিত হইল; তথাপি মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল। দৈবজ্ঞ একটুকু অগ্রসর হইয়া বসিলেন এবং মঞ্জুলার পদাঙ্গুলিদামের অবস্থান প্রণালী ও সমাবেশ, গুল্‌ফ-

দেশ ও ভূমিতে তাহার পদবিন্যাসক্রম ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন ;— "মা, আমি দেখিতেছি, তোমার ভবিষ্য জীবন অতি পুণ্যময় ; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, তোমার অদৃষ্টে গৃহসংসার নাই—অথবা আমার শাস্ত্র-শিক্ষাই অসম্পূর্ণ।"

বিস্মিত চঞ্চলা জিজ্ঞাসা করিল ;—"ঠাকুর ইঁহার পরমায়ু কত দিন ?"

"ইনি দীর্ঘায়ু হইবেন ; তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।"

মঞ্জুলার স্বভাবচঞ্চল চিত্ত স্থিরগম্ভীর হইল, তাহার চিরস্ফুরদুজ্জ্বল আয়ত চক্ষু কেমন যেন হীনাভ হইল। মঞ্জুলা দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে পুরস্কৃত করিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

সে রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিয়া মঞ্জুলা অনেকক্ষণ যেন কি ভাবিল, শেষে চঞ্চলাকে ডাকিয়া কাছে আনিয়া বলিল ;—"চঞ্চলা, দৈবজ্ঞঠাকুর আমার ভবিষ্যৎ যাহা কিছু বলিয়াছেন, কাহাকেও তাহা জানা'স্ না।"

"তুমি নিষেধ করিলে, জানাইব না।—কিন্তু কেন ?"

"আমার অদৃষ্টে যে ঘর সংসার নাই !"

চঞ্চলা হাসিল, বলিল ;—"ঐ বৃদ্ধ ঠাকুরের কথায় তুমি বিশ্বাস কর ? —আর, তিনি নিজেই ত বলিয়াছেন, তাঁহার শাস্ত্রশিক্ষা অসম্পূর্ণ :— তুমি ইচ্ছা করিলে—"

"কি রে ?"

"তুমি ইচ্ছা করিলে কালই তোমার ঘর গৃহস্থালী আরম্ভ হইতে পারে !"

"বটে ? কেমন করিয়া ?"

চঞ্চলা একটুকু ইতস্ততঃ করিল, শেষে বলিল,—"আজ কত দিন হইতে সোমদত্ত মহাশয় ত—"

মঞ্জুলা কথা বলিল না, মুখ ফিরাইয়া বাম হস্ত উঁচু করিয়া নিষেধ-সঙ্কেত করিল।

চঞ্চলা দেখিল, এ ঢিল লাগিল না; তখন সাহস করিয়া পুনরায় বলিল;—"তোমার ইঙ্গিত পাইলে প্রমিত সেন মহাশয়—"

মঞ্জুলা তখন চঞ্চলার দিকে অতর্কিত-সতৃষ্ণ নয়ন ফিরাইয়া বলিল; —"তুই পাগল হইয়াছিস্?"

"আমি পাগল, না—তুমি অন্ধ?"

"অমন অসম্ভব কথা কেমন করিয়া তোর মনে উঠিল?"

"অসম্ভব কথা?—তুমি বলিয়াছ বটে, আমার পাষাণের শরীর; কিন্তু মল্লিকা মালতী যে কেন অঙ্গ দগ্ধ করে—তুমি রাগ করিও না, আমি তোমার দাসী—কাহার অঙ্গ যে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা আমিও বুঝিতে পারিয়াছি!"

"তুই স্বপ্ন দেখিয়াছিস্!"

"—আর চাঁদের কিরণ যে কুমুদনিবাসও উত্তপ্ত করিয়াছে, তাহাও আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

"দূর্ অভাগী! সেখানে যে অমন স্নেহময়ী, অমন রূপবতী, প্রাণপ্রিয়া উৎপলা রহিয়াছেন, চাঁদের কিরণ ত সেখানে অমৃত বর্ষণ করে!"

"তবে আমিই অন্ধ।"

"তাহার কোন সন্দেহ নাই।—রাত্রি অনেক হইয়াছে, এখন শুইয়া থাক গিয়া।"

বুদ্ধিমতী চঞ্চলা দেখিল, এ ঢিল লাগিয়াছে, সে আর কথা বাড়াইল না; সে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

রমণীহৃদয় যখন নবীন অনুরাগে পরিপূর্ণ, উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তখন বিশ্বাসী অন্তরঙ্গের নিকট গোপনে সে কথা মৃদু মৃদু প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু মুখ ফোটে না, কেন না সেই অননুভূতপূর্ব্ব নবীন ভাবের

মোহকর প্রকৃতি বা স্বরূপ তখনও সে অভিব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না, অপর দিকে স্বাভাবিক লজ্জা, সঙ্কোচ এবং মৃদু ভীতি আসিয়া বারণ করে। মঞ্জুলার তাহাই হইল। মনের ভাব মঞ্জুলা মুখে প্রকাশ করিল না, কিন্তু চঞ্চলা যে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা বুঝিল। তখন শয্যায় পড়িয়া একাকিনী ভাবিতে লাগিল ;—সত্য সত্যই কি তিনি—তাঁহার মন—?

—মনে করিতে মঞ্জুলার অনাবিল মানস-সরোবরে মনোমদ এক নবীন ভাবের মৃদুমন্দ তরঙ্গ উপস্থিত হইল।

কিন্তু যাহার অদৃষ্টে বিধাতা গৃহ-সংসার লেখেন নাই, তাহার আর সে কল্পনায় কি লাভ ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাল্য-প্রহরণ

রাজ্ঞী কারুবাকী সোমদত্তের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, আশঙ্কার আসন্ন হেতু দূর হইয়াছে ; প্রমিতসেনের উচ্ছৃঙ্খল চিত্ত অনেকটা শমিত হইয়াছে। এ ফুল ত শীঘ্র ঝরিয়া পড়িবে না, ইহাকে বৃন্তচ্যুত করিবার জন্যও ত কেহ আর শীঘ্র আসিতেছে না। তবে তাড়াতাড়ি করিবার আর কি প্রয়োজন ? থাকুক্, গাছের ফুল গাছে থাকিয়া আরও বিকশিত হউক। যদি আত্মসম্বরণ করিতে না পারি, এক দিন তুলিয়া আনিয়া নিজের গৃহ সুরভিত, সুশোভিত করিব। আনিব কি ! আমার গৃহে কি সৌরভ শোভার অভাব আছে ? তবে এ আকাঙ্ক্ষা-লোভ কেন ?

চিত্ত-বশের চেষ্টা প্রমিতসেন কায়মনোবাক্যে করিতেছিলেন। কিন্তু একবার যদি চিত্ত বিচলিত হয়, তবে তাহা বশ করা বড় কঠিন হইয়া পড়ে। অতি সুন্দর পুতুল হাতে থাকিতেও অনেক বালক অন্য পুতুলের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করে। অনেক যুবকের—বৃদ্ধের পর্য্যন্তও এরূপ বালকত্ব কোন কালে দূর হয় না ! যে রত্ন আজ অনায়াস-লব্ধ ও সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্ত, তাহার আদর কমিয়া যায়। কি সুকৃতি—কত জন্মার্জ্জিত তপস্যার ফলে যে তেমন রত্ন লাভ হইয়াছে, মানুষ তাহা ভুলিয়া যায়।

রক্ষা-কবচের প্রভাব যে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল, উৎপলা তাহার কিছুই জানেন না। মঞ্জুলা ত ভগিনী, সখী। অমন মহত্ত্বপ-

কারিণী মঞ্জুলা হইতে যে তাঁহার নিজের কোন অনিষ্ট হইতে পারে, উৎপলার মনে সে আশঙ্কা ত কোন দিন উদয় হয় নাই। বিশেষতঃ দৈবজ্ঞের গণনার দিন হইতে তাঁহার চিত্ত উৎফুল্লই হইয়াছে, আশার সঞ্চারে গৃহ দ্বিগুণিত আনন্দময়, সংসার প্রীতিময় হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণাধিক স্বামীর প্রতি অটল বিশ্বাস, অপরিমেয় অনুরাগ যেন অযুতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এক দিন মধ্যাহ্নের পর উৎপলা স্বামীকে বলিলেন ;—"আজ বিকালে যে আমাদের মঞ্জুলার বাড়ীতে যাইবার কথা।"

"বটে ? কখন যাইবে!"

"তুমিও ত যাইবে।"

"আমি! আমি কেন ?"

"আমি একা যাইব ?"

"পথে দৈত্য-দানব বা যক্ষগন্ধর্ব্ব কেহ নাই ; তোমাকে ত কেহ চুরি করিয়া লইয়া যাইবে না।"

"কোন মোহিনী-মায়াবিনী বা অপ্সরা কিন্নরীও ত নাই, তবে তোমার ভয় কেন !"

"তুমি সঙ্গে থাকিলে মোহিনী-মায়াবিনী আর অপ্সরা কিন্নরী কি করিতে পারে ?"

"আর, তুমি কাছে থাকিলে দৈত্যদানবে আর যক্ষ-গন্ধর্ব্বে আমায় কি করিবে ?"

তখন উভয়ের মধ্যে একটা হাসির উৎসব পড়িয়া গেল, শেষে উৎপলা বলিলেন ;—"সে দিন মঞ্জুলাকে বলিয়া দিয়াছি, দুজনেই যাইব।"

"বটে, তবে আমাকে যাইতেই হইবে ?"

"হাঁ।"

"তবে আয়োজন উদ্যোগ কর।"

উৎপলা আয়োজন করিতে গেলেন, প্রমিত সেন বহির্ব্বাটীতে যাইয়া লোকজন ডাকাইলেন।

মানুষ ভাবে এক, হয় আর। মানুষ বলিতে চায়—"না", দৈবে বলায় "হাঁ"। সামীপ্য লোভকে উত্তেজিত করে, সুপ্ত লালসাকে জাগরিত করে! প্রমিত সেন মনে করিতেছিলেন, মঞ্জুলার সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভাল; দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু দৈব তাঁহাকে মঞ্জুলার নিকট টানিয়া লইয়া চলিল! ইচ্ছায় কি মানুষ অনেক সময় অদৃষ্টের দোষ দেয় এবং হাল ছাড়িয়া দিয়া অকূল পাথারে নৌকা ভাসাইয়া দেয ?

বাদল কয়েকদিনের জন্য প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া নিজ গৃহে গিয়াছে। দারুক, দ্বারবান, রক্ষিবর্গ, মাধবী দাসী, পরিচারিকারা প্রস্তুত হইল, শিবিকা আনীত হইল, প্রমিতের অশ্ব সজ্জিত হইয়া আসিল, ফল ফুল মাল্য সংগৃহীত হইল, যাত্রার সময় আগত হইল। এমন সময় রাজপুরীর দিক হইতে একটা বাদ্যভাণ্ডের রোল ও উচ্চ জয়ধ্বনির বিপুল কোলাহল এত হইল। তখনই মহাধর্ম্মপাত্রের নিকট হইতে এক দৌবারিক দ্রুতপদে কুমুদনিবাসে উপস্থিত হইল। কলিঙ্গ হইতে অতি শুভ সংবাদ আসিয়াছে। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধে রাজাধিরাজের জয়লাভ হইয়াছে।

নগরের গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত লোকেরা রাজপুরীর সভাগৃহে একত্রিত হইতেছেন, রাজ-কুটুম্ব রাজকর্ম্মচারিগণ সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রমিতসেনেরও সেখানে উপস্থিত হইতে হইবে।

উৎপলা সকল কথা শুনিলেন। স্বামী যখন সঙ্গে যাইতে পারিবেন না, তখন দাস-দাসী সঙ্গে করিয়া মঞ্জুলার আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য নিজে

কমলপুর যাত্রা করিবেন, এমন সময় অসঙ্গ সেন আসিলেন। প্রমিত-সেনের সঙ্গে একত্র সভায় যাইবেন, তাহার অভিপ্রায়। অশ্ব, শিবিকা সজ্জিত দেখিয়া অসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"শিবিকা কেন? সভায় যাইবে না?"

অবস্থা বর্ণনা করিয়া প্রমিত বলিলেন ;—"আমি কমলপুর যাওয়া ক্ষান্ত করিয়াছি, উৎপলা যাইতেছেন।"

উৎপলা তখনই চলিয়া গেলেন। অসঙ্গ বলিলেন ;—"কেমন, এখন ত ভয় গিয়াছে। মঞ্জুলার আর অপাত্রে পড়িবার ভয় নাই!"

"উপস্থিত আশঙ্কা গিয়াছে।"

"অনুপস্থিত আশঙ্কাতে ত তোমার চিত্ত উদ্বিগ্ন হইতেছে না?"

প্রমিত হাসিয়া বলিলেন ;—"না"।

তখন দুই বন্ধু কুমুদনিবাস হইতে একত্র যাত্রা করিলেন।

যুদ্ধজয় সংবাদে রাজধানীতে মহা আনন্দের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। সভাগৃহ, প্রাসাদ, মন্দির-চূড়া, নগরের প্রতি গৃহ চিত্র বিচিত্র পতাকায় পরিশোভিত হইয়াছে। গৃহে গৃহে, এবং প্রকাশ্যে স্থাপিত দেবগৃহে পূজা, আরতি, দেবতার স্তুতি, আশীর্ব্বাদ-ভিক্ষা, মঙ্গল-গীতি আরম্ভ হইয়াছে। পথে ঘাটে গৃহে চত্বরে যেখানে যাহার সঙ্গে দেখা হইতেছে, নগরবাসী পরস্পরের সহর্ষ সম্বর্দ্ধনা, পরস্পরের নিকট আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। অন্ধ আতুর, দুঃস্থ দরিদ্র অনেকে আজ অযাচিত ভিক্ষা লাভ করিতেছে।

সন্ধ্যা হইল। রাজপুরী, দেবমন্দির, দুর্গ-প্রাচীর, ধনীর প্রাসাদ দরিদ্রের কুটীর—সমস্ত নগর দীপমালায় সজ্জিত আলোকিত হইল। শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদে এবং পুরস্ত্রীকুলের মঙ্গল হুলুধ্বনিতে সমস্ত নগর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর স্বামি-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। উৎপলা বলিলেন ;—"তুমি যাইতে পারিলে না, মঞ্জুলা ভারি নিরাশ হইয়াছে।"

"কি বলিল ?—কিছু বলিল কি ?"

"বলিবে আবার কি ? তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, বড় আশায় তুমি তাহাকে নিরাশ করিয়াছ। আর, অনেক দিন হইল তুমি ত কমলপুর যাও নাই !"

"বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই, তাই যাই নাই।"

"তুমি যে অত স্বার্থপর, তাহা জানিতাম না ! প্রয়োজন না-ই থাকুক্, আত্মীয় সুহৃদের সঙ্গে কি দেখা করিতে নাই ?"

প্রমিত ভাবিলেন, স্বার্থপরই বটে ! এমন সরল, সুহৃদ্‌বৎসল স্ত্রী আমার !—পাপিষ্ঠ আমি। মঞ্জুলা আমার কি করিবে ? তাহাকে কেন ভয় করিব ? বলিলেন ;—"আজ যে কেন যাইতে পারি নাই, তুমি জান। তুমি আবার কবে যাইবে ?"

"আমি কবে যাইব, তাহার ঠিক নাই ; তুমি এক দিন যাও। আর এক কথা। মঞ্জুলার মাতার সঙ্গে আজ অনেক আলাপ হইল। রাজ্ঞী বলিয়া পাঠাইয়াছেন, রাজাধিরাজের আদেশ, শীঘ্রই মঞ্জুলার বিবাহ দিতে হইবে। কলিঙ্গ হইতে ফিরিয়াই রাজাধিরাজ তাহার বিবাহ দিবেন, বিবাহে স্বয়ং রাজাধিরাজ উপস্থিত থাকিবেন। রাজ্ঞীর ইচ্ছা, ধর্ম্মপাল মহাশয় এবং তোমাকেই উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতে হইবে। অলোকা ঠাকুরাণীরও সেই মত। এখন তুমি মনোযোগ করিলেই মঞ্জুলার বিবাহ হয়।"

"বটে ! কবে যাইব ?"

"আগামী পরশ্ব মঞ্জুলা পাটলী যাইবে, সেখানে এক বৃহৎ ব্যাপার। মঞ্জুলার দূরসম্পর্কীয়া এক উপাসিকা আত্মীয়া সে দিন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন,

মঞ্জুলা দেখিতে যাইবে। ঘরে ফিরিতে তাহার রাত্রি হইতে পারে। তুমি তার পর দিন যাবার দিন কর। আমি কাল প্রাতে মঞ্জুলাকে সংবাদ দিব।"

"তাহাই করিব। রাজাধিরাজ আদেশ দিয়াছেন, রাজ্ঞী তাহা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, অলোকা ঠাকুরাণীও তাহাই ইচ্ছা করেন—শীঘ্রই মঞ্জুলার বিবাহ দিতে হইবে। একটী কথা, মঞ্জুলার কি ইচ্ছা?"

"তার আবার ইচ্ছা অনিচ্ছা কি?"

"ঘর বর সম্বন্ধে তাহার অভিরুচির দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে না?"

স্মিত প্রভাসিত মুখে উৎপলা বলিলেন;—"আমার অভিরুচি পরীক্ষা করিয়া কি অভিভাবকেরা আমার বিবাহ দিয়াছিলেন?"

হাসিমুখে প্রমিত বলিলেন;—"পরীক্ষা করিয়া দিলে হয় ত আমার ভাগ্য এত প্রসন্ন হইত না!"

"কি করিয়া জানিলে?—আমার সুকৃতিবলে আমি ভাগ্যবতী!"

"আর আমি ভাগ্যবান্!"

তখন স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল।

প্রমিত বলিলেন;—"মঞ্জুলার জন্য কেমন বর খুঁজিব?"

"শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, রসজ্ঞ, চতুর, বলবান, রূপবান, ধনশালী, গুণগ্রাহী—"

প্রমিত হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন;—"বল, বল!"

"আর বলিব না।—তোমার মত একটী বর চাই! জুটিবে না?"

"আমার মত? জুটিবে না কেন?—পথে, ঘাটে, মাঠে, অভাব কি।"

উৎপলা হাতের কাছে আর কিছু পাইলেন না, নিজের কবরী-বেষ্টিত মহাসুগন্ধি ফুলের মালা—মঞ্জুলার উপহার—তাড়াতাড়ি খুলিয়া লইয়া স্বামীর বক্ষ লক্ষ্য করিয়া ছুড়িলেন।

রক্ষাকবচের সুপ্ত শক্তি কি আজ জাগিয়া উঠিল? আত্ম-সম্বরণের চেষ্টায় প্রমিত সেন ত অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাধে বাদ

আজ প্রমিতের কমলপুর যাওয়ার দিন। যাইবার কথা অপরাহ্ণে; কিন্তু যাইয়া কি করিবেন, কি বলিবেন, মঞ্জুলার সঙ্গে কি আলাপ করিবেন, অলোকা ঠাকুরাণীর সঙ্গেই বা কি কথা হইবে—প্রভাত হইতেই প্রমিত তাহা ভাবিতেছিলেন। যেখানে বহুকথা বলিবার থাকে, মানুষ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার একটা শৃঙ্খলা পূর্ব্বেই ঠিক করিতে চেষ্টা করে; আবার যেখানে বিশেষ কোন কথা বলিবার নাই, অথচ যুক্ত কিছু বলিতে হইবে, নতুবা সাক্ষাৎকারের কোন উদ্দেশ্য সূচিত হয় না,—সেখানেই বড় বিপদ। রাজ্ঞীর আদেশ, মঞ্জুলার জন্য বর খুঁজিতে হইবে, স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া আকাঙ্ক্ষিতাকে অপরের হাতে সমর্পণ করিতে হইবে? বিধাতার কি এমনই বিধান!

উৎপলা বলিলেন;—"ওগো আজ মঞ্জুলার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে, সঙ্গে কি লইবে? ফল ফুল মাল্য ত অনেকবার দিয়াছি; এবার তুমি যাইতেছ, একটা কিছু নূতন উপহার দিতে হইবে।"

"নূতন? কি দিবে?"

"আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছি; দাঁড়াও, দেখাইতেছি।"

উৎপলা পাশের ঘর হইতে কারুকার্য্য করা একটী সুদৃশ্য ক্ষুদ্র পেটিকা আনিলেন। তাহার মধ্য হইতে মহামূল্য সপ্তবিংশতি মুক্তা সংযুক্ত এক ছড়া নক্ষত্রমালা বাহির করিয়া স্বামীর চক্ষুর সম্মুখে ধরিলেন। প্রাতঃসূর্য্যকিরণ সম্পাতে নক্ষত্রমালা অপূর্ব্ব স্ফুরদুজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিল।

"এই হার তুমি মঞ্জুলাকে দিবে।"

"এই হার!—এ যে তোমার!"

"আমার বলিয়াই ত দিতে পারিতেছি।"

"আমি যে অনেক যত্ন চেষ্টার পর পর মিল করিয়া যুগ্ম যুগ্ম মুক্তা সংগ্রহ করিয়াছি, সিংহল হইতে আনীত শত মুক্তা হইতে ইহার জন্য এই তরল মুক্তা নির্ব্বাচন করিয়াছি!"

"তাই ত হার এত সুন্দর!"

"মঞ্জুলার ত কোন অভাব নাই, এ হার সে গ্রহণ করিবে?"

"কেন করিবে না? আমার যদি কোন ছোট ভগ্নী থাকিত, আমি দিলে সে কি লইত না?"

"মঞ্জুলা—"

"মঞ্জুলাই আমার ছোট ভগ্নী, তুমি আমার নাম করিয়া এ হার তাহাকে দিবে।"

"হার মূল্যবান বলিয়া বলিতেছি না। এ হার তুমি কণ্ঠে পরিয়াছ, কণ্ঠহার কি পরকে বিতরণ করিতে আছে?"

"পর। তোমার প্রাণ মান অযাচিত ভাবে রক্ষা করিয়া যে আমাকে চিরঋণী করিয়াছে, তাহাকে অদেয় আমার কি আছে? আমার এই অতি আদরের কণ্ঠহার মঞ্জুলাকে দিলে আমার কোন অকল্যাণ হইবে না।"

মহামহিমময়ী স্ত্রীর অকপট চিত্তের এই উদার অভিব্যক্তি দেখিয়া প্রমিত মুগ্ধ হইলেন। নীরবে স্ত্রীর স্মিত মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া প্রমিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দুই হাতে উৎপলার আরক্ত গণ্ড মৃদু চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার ললাটদেশ বারবার পরিচুম্বিত করিলেন, বলিলেন;—"তুমি দেবী!"

"আমি দাসী।"

প্রমিত তখন স্ত্রীর ফুল্লারবিন্দবৎ গণ্ড চুম্বিত করিয়া বলিলেন ;—"হার মঞ্জুলাকে দিব।"

স্মিতবিভাসিত উচ্ছ্বসিত মুখে উৎপলা ছুটিয়া অপর কক্ষে গমন করিলেন।

প্রমিতের চক্ষুকোণে অশ্রু দেখা দিল। যাহার ঘরে এমন মহার্ঘ রত্ন, অন্য ধনে তার আকাঙ্ক্ষা ? মঞ্জুলা রূপসী, মঞ্জুলা পরম হিতকারিণী, মঞ্জুলা পরম স্নেহশীলা, সুহৃৎ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু উৎপলা যে দেবী।

প্রমিত অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবেন, এমন সময় ভৃত্য দারুক মঞ্জুলার পরিচারিকা চিত্রাকে লইয়া সেখানে প্রবেশ করিল। চিত্রাকে দেখিয়া প্রমিত মনে করিলেন, মঞ্জুলা বুঝি কোন সংবাদ পাঠাইয়াছে। কিন্তু চিত্রা তাঁহাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া উঠিল। প্রমিত অতি বিস্মিত হইলেন। কান্নার শব্দ শুনিয়া পরিচারিকারা কেহ কেহ ছুটিয়া আসিল, ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উৎপলাও আসিলেন ! ব্যাপার কি ?

চিত্রা প্রথমে কিছুই বলিতে পারিল না, কাঁদিয়াই আকুল হইল। অনেক সান্ত্বনা এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর শেষে প্রমিত এবং উৎপলা অবস্থা জানিতে পারিলেন।

পূর্ব্ব দিন এক জন উপাসিকার উপসম্পদা গ্রহণ ব্যাপার দেখিবার জন্য মঞ্জুলা পাটলীতে তাহার মাতৃষ্বসার বাড়ীতে গিয়াছিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহার গৃহে ফিরিবার কথা। কিন্তু মঞ্জুলা আর ফিরিয়া আসে নাই। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, অলোকা রাত্রিতেই পাটলীতে লোক পাঠাইয়াছিলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দেয়, সন্ধ্যারম্ভেই মঞ্জুলা চঞ্চলাকে লইয়া শিবিকারোহণে গৃহে যাত্রা করিয়াছিল, ভৃত্য বাহকও সঙ্গে ছিল, কিন্তু তাহাদের আর কোন সংবাদ নাই। বাহকেরা

শূন্যশিবিকা লইয়া গৃহে ফিরিয়াছে। প্রমিত জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"বাহকেরা কি বলিল ?"

তাহারা জানাইয়াছে, বাহুক তাহাদিগকে অন্য কাজে আর এক পল্লীতে পাঠায় ; ফিরিয়া আসিয়া তাহারা জানিতে পারে যে, মঞ্জুলা ঠাকুরাণী বাহুকের আনীত অন্য শিবিকায় নগরের দিকে যাত্রা করিয়াছেন। বাহকেরা শূন্য শিবিকা লইয়া অনেক রাত্রিতে গৃহে ফিরিয়াছিল।

উৎপলা জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"অন্য কোথাও মঞ্জুলার যাইবার কথা ছিল ?"

"না। মাতাকে না জানাইয়া কোথায়ও, বিশেষ রাত্রিকালে ঠাকুরাণী কোথায়ও যান না।"

অনেক অনুসন্ধান হইয়াছে। মঞ্জুলার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। রাত্রি প্রভাতে অলোকা ঠাকুরাণী এক জন ভৃত্যসহ চিত্রাকে কুমুদনিবাস পাঠাইয়াছেন।

অবস্থা শুনিয়া প্রমিত সেন ও উৎপলা অতি বিস্মিত, চিন্তিত ও ভীত হইলেন। গৃহে ফিরে নাই, পাটলীতে আত্মীয়ার বাড়ীতেও নাই, রাত্রিকালে মঞ্জুলা কোথায় গেল ? উৎপলার উজ্জ্বল মুখ বিষণ্ণ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, উৎপলা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

প্রমিতের ভয়ানক সন্দেহ উপস্থিত হইল ; তিনি আর বিলম্ব করিলেন না, অশ্বারোহণে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। উৎপলাকে বলিয়া গেলেন ;—"আমি অনুসন্ধানে চলিলাম। কমলপুর হইয়া ধর্ম্মপাল মহাশয়ের নিকট যাইব, আবশ্যক হইলে পাটলীও যাইব। তুমি অস্থির হইও না, অবশ্যই মঞ্জুলার সংবাদ লইব।"

উৎপলা চিত্রাকে নিজ কক্ষে লইয়া গিয়া আরও অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অপহৃতা

সন্ধ্যার পর পাটলী হইতে নগরে নিজগৃহে ফিরিবার জন্য পরিচারিকা চঞ্চলাকে সঙ্গে করিয়াই মঞ্জুলা শিবিকায় উঠে। শীতের দিন, উঠিয়াই শিবিকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয় এবং সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্তি বশতঃ শিবিকা চলিতে আরম্ভ করিলেই মঞ্জুলা ঘুমাইয়া পড়ে। অনেকক্ষণ পরে একবার জাগরিত হইয়া মঞ্জুলা চঞ্চলাকে ডাকে, চঞ্চলাও ঘুমাইতেছিল, উত্তর না পাইয়া মঞ্জুলা আবার ঘুমাইয়া পড়ে। এইরূপে বহুক্ষণ চলার পর মঞ্জুলা পুনরায় জাগরিত হইয়া চঞ্চলাকেও জাগাইয়া গৃহে পৌঁছিতে এত বিলম্ব হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে।

"কেন রে, এত বিলম্ব হইতেছে কেন ?"

চঞ্চলা শিবিকার দ্বার কতকটা মুক্ত করিল। অন্ধকার রাত্রি, ভাল করিয়া দেখা যায় না। শিবিকার সম্মুখভাগে যে আলো জ্বলিতেছিল, তাহাতে পথ যেন অপরিচিত বলিয়া বোধ হইল। চঞ্চলা বলিল ;—

"এ কোন্ পথে আসিলাম ?"

"সে কি রে! কি বলিতেছিস্ ?"

"এ ত যেন নগরে যাইবার পথ নয়!"

"বলিস্ কি! বাহুককে ডাক্।"

চঞ্চলা নাম ধরিয়া বাহুককে দুই তিন বার ডাকিল। অনেকদূর পশ্চাৎ হইতে যেন তাহার সাড়া পাওয়া গেল। বাহকগণ দ্রুত চলিতেছিল, শিবিকা আরও অনেক দূর অগ্রসর হইল। মঞ্জুলা বাহক-

গণকে থামিতে বলিল, তাহারা শুনিল কি না বুঝা গেল না। পূর্ব্ববৎ দ্রুতবেগেই চলিতে লাগিল।

মঞ্জুলা তখন শিবিকার দ্বার অনেকটা উন্মুক্ত করিয়া চাহিয়া দেখিল, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে; আর সম্মুখে অনতিদূরেই একটী বিশাল অশ্বত্থ গাছ, চাঁদের কিরণে তাহার মাথার পাতা চিক্‌মিক্ করিতেছে। আর দেখিল, যে পথ ধরিয়া শিবিকা চলিতেছিল, তাহা নদীর উচ্চকূলবর্ত্তী সামান্য অপ্রশস্ত পথ। অনতিদূরেই নদী, নদীবক্ষ হইতে কুজ্ঝটিকা আরম্ভ হইয়া দিক্-প্রান্ত পর্য্যন্ত ধূসর অন্ধকার করিয়া রহিয়াছে। অপর দিকের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখিল, শস্যক্ষেত্র, বহুদূর বিস্তৃত মাঠ। তরুলতা লোক বসতি শূন্য নির্জ্জন প্রান্তর। মঞ্জুলার দেহ শিহরিয়া উঠিল। কোথায় আসিলাম!

"চঞ্চলা, আমরা ত নগরের দিকে যাইতেছি না, পাটলী হইতে বহুদূর আসিয়াছি, নগর ত এ দিকে নহে!"

চঞ্চলার মুখ ভীত চমকিত শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিল;—"তাই ত! আমরা দস্যুর হাতে পড়িয়াছি, আমাদিগকে ত মারিয়া ফেলিবে!"

চঞ্চলা চীৎকারের সূচনা করিতেই মঞ্জুলা তাহার মুখ হাতে চাপিয়া বারণ করিল। বলিল;—"চুপ!—আগে দেখি, ব্যাপারটা কি। চোর দস্যু নয়; তাহারা এতদূর আনিবে কেন? দস্যু হইলে আমাদের অলঙ্কার পত্র লইয়া কোন্ কালে পলাইয়া যাইত।"

"তবে কি?—ভূত?"

কাঁপিতে কাঁপিতে চঞ্চলা দুই হাতে মঞ্জুলার হাত আঁকড়িয়া ধরিল। সেই অজ্ঞাত-প্রকৃতি বিপদ্‌পাতেও মঞ্জুলার হাসি পাইল, মঞ্জুলা বলিল;—"বেশ ভূত, আমাদের শিবিকা বহিতেছে!"

ভীতা চঞ্চলা এই স্নেহোক্তিতে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। এদিকে বাহকেরা সেই অশ্বত্থ গাছের অতি নিকটবর্ত্তী হইল, সেখানে মানুষের কথাবার্ত্তার শব্দ শুনা গেল। মঞ্জুলা শিবিকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। বাহকেরা চির অভ্যস্ত অব্যক্ত মধুর গীতি ক্ষান্ত করিয়া সেই বৃক্ষমূলে শিবিকা নামাইল। তখন কে যেন অনুচ্চস্বরে বলিল ;—"কেন রে, তোদের এত বিলম্ব হইল কেন ?"

আর এক জন উত্তর করিল :—"পথ ভাল নয়, অন্ধকারে দেখাও যায় না।"

"পথে ত কোন কিছু ঘটে নাই ?"

"না।"

শিবিকার মধ্যে মঞ্জুলা অতি মৃদুস্বরে চঞ্চলাকে বলিল ;—"স্বর যেন চিনি-চিনি বোধ হয় !"

"তাই ত, এ যে সোমদত্ত মহাশয়ের গলা, আর উত্তর দিল ত বাহুক !"

মঞ্জুলা চঞ্চলার হাত টিপিয়া আর কথা কহিতে বারণ করিল। এ দিকে সোমদত্ত শিবিকার নিকট আসিয়া বলিলেন ;—"তোমাদের কোন কষ্ট হয় নাই ত ?"

মঞ্জুলা বলিল ;—"কে তুমি ?"

"আমার মন্দভাগ্য তুমি আমার স্বর চিনিতে পারিলে না !"

"কে ?"

"আমি সোমদত্ত।"

মঞ্জুলা নিজ বক্ষের নিম্নদেশে আংরাখার নীচে হাত দিয়া কি যেন খুঁজিল, তাহার মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সূচিত হইল। মঞ্জুলা বলিল ;—

"আপনি ! আপনি আমাকে এখানে আনাইয়াছেন ?"

"হাঁ।"

"কেন?"

"কেন, তাহা বলিব, এখন নহে; প্রভাতে বলিব।"

"এ কি প্রকার কথা?—আপনার এ কি ব্যবহার?"

"আমার ব্যবহার অতি গর্হিত দেখাইতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার শত অনুরোধ, শত মিনতি, শেষ দেখিয়া বিচার করিবে। রাত্রি প্রভাতে সমস্ত জানিতে পারিবে।"

"প্রভাতে?—আপনি আমাকে কোথায় নিতে চান?"

"প্রভাতে যেখানে পৌছিতে পারিব, সেখানে আমার এক আত্মীয়ার বাড়ীতে তুমি উঠিবে।"

"আপনার কোন আত্মীয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই, আমি কেন সেখানে যাইব?"

"তুমি স্ত্রীলোক, তোমাকে যে-সে স্থানে নিতে পারি না। সঙ্গে তোমার নিজের পরিচারিকা আছে, বহুদিনের ভৃত্য আছে—"

"ভৃত্য? নরাধম, বিশ্বাসঘাতক! তাহার মুখ দেখিলে পাপ!"

"তোমার ভ্রম; বাহুক অবিশ্বাসী কৃতঘ্ন নহে। সে জানে, কর্ত্রীর ভাবী সুখ স্বাচ্ছন্দের সাহায্য করিতেছে। তার বুদ্ধি প্রখর না হইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রভুভক্তি অচল এবং অসীম।"

"বটে?"

"তোমার ভয় আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সেখানে তোমার সম্মান সমাদরের কোন ত্রুটী হইবে না। তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবে, তোমার অনুমতি ভিন্ন কেহ তোমার নিকট যাইতে পারিবে না। আমার যাহা বক্তব্য, সেখানে পৌছিয়াই তোমাকে জানাইব। তোমার অনভিমত হয়, স্বচ্ছন্দে ফিরিয়া আসিবে, আমি তাহার আয়োজন করিয়া দিব।"

"আমি যদি যাইতে না চাই ?"

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব, কেন না এই ঘোর রাত্রিকালে, দুস্তর নদীর কূলে, লোকবসতি হইতে বহুদূরে, প্রেতাশ্রিত এই অশ্বত্থ গাছের তলায় অসহায়া তোমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিব না।"

"আমাকে আমার গৃহে পাঠাইয়া দিন্।"

"সে অভিপ্রায়ে ত পাটলী হইতে এত কষ্ট করিয়া তোমাকে আনি নাই।"

"আপনার অভিপ্রায় কি ?"

"উপযুক্ত সময়ে তাহা জানাইব। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার মান-মর্য্যাদা সুনাম-সুখ্যাতির হানিজনক কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে না।"

"আপনি রাজাধিরাজের অধিকারে বাস করেন ?"

"করি। আমার কার্য্যে রাজাধিরাজ অসন্তুষ্ট হইবেন না। যদি হন, আমার প্রাণদণ্ড করিবেন; তাহাতে আমি কুণ্ঠিত নই।—তুমি স্থির হও। এ বাহকেরা ক্লান্ত হইয়াছে, এখন এক দল নূতন বাহক শিবিকা বহন করিবে। তাহারা প্রস্তুত।"

"শিবিকার দ্বার খুলিয়া আমি একেবারে নদীতে ঝাঁপ দিতে পারি !"

"তাহা সম্ভব হইবে না। কেন না, শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে দুই পার্শ্বে সতর্ক প্রহরী চলিবে।"

মঞ্জুলার দেহ কম্পিত, চক্ষু রক্তাভ। মঞ্জুলা পুনরায় বক্ষতলে হাত দিয়া কি যেন খুঁজিল, কিন্তু পরক্ষণেই হাত সরাইয়া মনে মনে ভাবিল— এখনি কেন? এ উপায় ত হাতের কাছেই রহিয়াছে; আর কোন উপায় কি নাই ?

মঞ্জুলা নীরব হইয়া রহিল, তাহার স্থির গম্ভীর বিস্ফারিত চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইল, সোমদত্ত তাহা দেখিতে, বুঝিতে পারিলেন না।

"আমি পুনরায় বলিতেছি, তোমার কোন আশঙ্কার হেতু নাই—রাত্রি প্রভাতের আর বিলম্ব নাই।"

সোমদত্তের আহ্বানে বাহকগণ শিবিকা স্কন্ধে লইল।

দন্তে অধরদল নিপীড়িত করিয়া মঞ্জুলা বলিল ;—"অসহায়ের সহায় দেবতা আছেন, আমাকে রক্ষা করিবেন—এ দুষ্কার্য্যের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত আপনাকে এক দিন করিতে হইবে।"

বাহকগণ শিবিকা লইয়া অশ্বত্থমূল পরিত্যাগ করিয়া নদীকূলবর্ত্তী সেই সঙ্কীর্ণ পথে চলিতে আরম্ভ করিল।

মঞ্জুলা সহসা ভীত বা বিহ্বল হইবার রমণী নহে, তাহার সাহস ছিল, মনে বল ছিল। আবাল্য স্বাধীনার চিত্ত সহজে বিচলিত হইবার নহে। স্বাবলম্বন তাহার অনেকটা অভ্যস্ত ছিল। মঞ্জুলা দেখিল, এই ঘোর নিশীথকালে, এই জনশূন্য প্রান্তরে চীৎকার করিয়া সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কোন লাভ নাই, তাহার কান্না শুনিবে কে? কে তাহার সহায় হইবে? পলায়নের চেষ্টাও বৃথা। সোমদত্ত এ পর্য্যন্ত কোন অসম্মানকর কথা বলে নাই, শারীরিক কোন লাঞ্ছনা বা বল প্রয়োগ করে নাই। কিন্তু এখন পলায়নের চেষ্টা করিলে, সে কি বল প্রয়োগে কুণ্ঠিত হইবে? মঞ্জুলা চীৎকার করিল না, পলায়নের কোন চেষ্টাও করিল না। নিকটে উপবিষ্টা চঞ্চলার হাত চাপিয়া ধরিয়া নীরবে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে লাগিল।

আর চঞ্চলা? তাহার হৃদয় ব্যথিত হইতেছিল। সে ত দাসী, পরিচারিকা মাত্র; কিন্তু আমোদ-প্রমোদ, আহার বিহার আলাপ

ব্যবহারে—সর্ব্ব বিষয়ে ত মঞ্জুলা তাহার সঙ্গে ভগ্নীর ন্যায়, বিশ্বস্তা অন্তরঙ্গ বয়স্যা—সখীর ন্যায় ব্যবহার করিত। চঞ্চলা আজ এই দুঃসময়ে নিজেকে নিতান্ত অপরাধিনী মনে করিল। কেন সে মঞ্জুলাকে সাবধান করে নাই? সেই শ্রীমন্দিরে সোমদত্তের সঙ্গে দেখা ও আলাপের কথা তাহার মনে পড়িল। সোমদত্ত ত অর্থের লোভ, স্বার্থলাভের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কৌশলে মঞ্জুলাকে আত্মসাৎ করিবার কল্পনার ইঙ্গিত দিয়াছিল। চঞ্চলা তখন বুঝিতে পারে নাই। সে ভাবিয়াছিল, সোমদত্তের উদ্দেশ্য—সে বলিয়া কহিয়া, সাধ্য সাধনা করিয়া সোমদত্তের সঙ্গে বিবাহে মঞ্জুলাকে সম্মত করাইবে। কিন্তু এ কি পরিণাম?—অপহরণ! না বলিয়া কহিয়া অভিমত না জানিয়া কৌশলে স্থানান্তর করা! বলপূর্ব্বক বিবাহ, অথবা—! এত কাল আদরে, যত্নে প্রতিপালিতা, সৌহার্দ্দ সখীত্বে বিজড়িতা চঞ্চলার চিত্ত ব্যথিত হইতেছিল। সাবধান করিবে? সোমদত্ত যে আজ এরূপ আচরণ করিবে, তাহা কে জানিত?

মৃদুহস্তে মঞ্জুলার বাহু স্পর্শ করিয়া চঞ্চলা কহিল;—"পাপিষ্ঠ বাহকের কাজ, আমাদের পরিচিত বাহক সরাইয়া সোমদত্তের বাধ্য লোকদ্বারা শিবিকা অন্য পথে আনিয়াছে।"

মঞ্জুলা কহিল;—"দুধ দিয়া এত কাল কাল-সাপ পুষিয়াছিলাম!"

এ দিকে সেই নিস্তব্ধ নিশীথকালে নদী-তীর দিয়া, মাঠ দিয়া, ক্রমে গ্রামের নিকট দিয়া শিবিকা লইয়া বাহকেরা অবিশ্রান্ত পথ চলিতে লাগিল; সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে সোমদত্ত ও তাহার অনুচরবর্গ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পিঞ্জরাবদ্ধা

গঙ্গার কূলে এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। গ্রামে ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে, পাদদেশে লোকের বসতি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর, মাটির দেওয়াল, তালপাতা খড়ের ছাউনি, উপরে লাউ কুমড়ার গাছ; চারিদিকে আম কাঁটাল, তাল, তেঁতুল, নিমের গাছ। অধিবাসীরা প্রায় সমস্তই কৃষিজীবী। নিকটে মাঠে বালকেরা গো মহিষ চরাইতেছে, যুবকেরা ক্ষেতে কাজ করিতেছে। স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ গৃহের পশ্চাতে রৌদ্রে ঘুঁটে দিতেছে, কেহ কেহ বা চরকায় সূতা কাটিতেছে, সকলেই সংসারের কাজে ব্যস্ত। ক্ষুদ্র গ্রাম, কোন কোলাহল নাই। শুধু সময় সময় কাক, কোকিল দয়েলের কলরবে পল্লীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

অপেক্ষাকৃত একটী উচ্চ পাহাড় গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া গ্রামের কতকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহারই অনতি উচ্চ এক শৃঙ্গের উপর ইট পাথর কাঠের নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র পাকা বাড়ী। পাহাড়ের পার্শ্বদেশ ঘুরিয়া সে বাড়ীতে প্রবেশের ক্রমোচ্চ পথ। পাহাড়ের গা ভেদ করিয়া তাল তমাল আম নিমের গাছ উঠিয়াছে; স্থানে স্থানে আতা গাছের ঝোঁপ, স্বচ্ছন্দজাত আকন্দের ক্ষুদ্র জঙ্গল। স্থানে স্থানে অবিরল রক্ত পুষ্প সমাচ্ছন্ন পলাশের গাছ দূর হইতে হঠাৎ নিরবলম্ব প্রকাণ্ড জলন্ত অগ্নিরাশি বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে।

এই সকল গাছের অন্তরাল দিয়া ক্ষুদ্র বাড়ীটী দূর হইতে দেখা যায়। ধনী লোকের বাড়ী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু গৃহস্বামীকে পল্লী-

বাসীরা প্রায় কোন দিন দেখে নাই। কোন এক কালে বাড়ীটী অতি সুন্দর সুদৃশ্য ছিল, কিন্তু এখন আর তাহার সে সৌন্দর্য্য নাই। অনেক দিন যাবৎ তাহার কোন সংস্কার হয় নাই। গ্রামের একটী দরিদ্র গৃহস্থের উপর বাড়ীটার তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। কদাচিৎ সেখানে গৃহস্বামীর আগমন হইত। আজ পাঁচ ছয় দিন যাবৎ লোকজন খাটিয়া বাড়ীটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়াছে। তৈজস পত্র সংগৃহীত হইয়াছে। তিনটী কক্ষ, একটী বারান্দা! বারান্দা হইতে কক্ষে প্রবেশের তিনটী দ্বার; তা ছাড়া বায়ু খেলিবার জন্য কক্ষগুলির কয়েকটি গবাক্ষ আছে, তাহাতে লোহার শিক দেওয়া। পাশেই আর দুই তিনটি জীর্ণ কুটীর। অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলিরও যথাসম্ভব সংস্কার হইয়াছে।

বেলা এক প্রহর হইয়াছে। বারান্দায় দাঁড়াইয়া সোমদত্ত, রুদ্ধদ্বার কক্ষের মধ্যে বসিয়া মঞ্জুলা, আর সম্মুখের একটি গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া চঞ্চলা। অপহৃতা, সেই অপরিচিত দূর গ্রামে সমানীতা মঞ্জুলার আয়ত চক্ষু রক্তবর্ণ; ভয়ে বিহ্বল নহে, উদ্ধার কল্পনায় উদ্বিগ্ন, চঞ্চল; প্রতি-হিংসা কামনায় দীপ্ত, তেজোময়; কেশপাশ বেণীমুক্ত অযত্নবদ্ধ, বিশৃঙ্খল; বেশভূষার অনিয়মিত সমাবেশ। মঞ্জুলা কক্ষের অপর পার্শ্বে মুক্ত গবাক্ষের নিকট বসিয়া গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গের দিকে চাহিয়া ছিল; কিন্তু সে বিস্ফারিত চক্ষে দৃষ্টিবোধ ছিল না।

সোমদত্ত বলিতেছিলেন;—"অপরাধ করিয়াছি, গুরুতর অপরাধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজীবন তোমার সুখ সুবিধার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমার অপরাধের ক্ষমা হইবে না?"

মঞ্জুলা কহিল;—"সামান্য তৈজসপত্র চুরি করিলে রাজাধিরাজ চোরের বিষম দণ্ড দিয়া থাকেন; আর অসহায়া স্ত্রীলোক অপহরণ

অপরাধে লোকের যে কি উৎকট দণ্ড হয়, তাহা কি আপনার জানা নাই ?"

"জানি ; তাহার প্রাণদণ্ড হয়।"

"আপনি কেন এমন অপরাধের কার্য্য করিলেন ?"

"কেন করিলাম ?—তুমি তাহা জান। আজ কত দিন যাবৎ যে কামনা—প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি, যাহা পূর্ণ না হইলে জীবন বৃথা হইবে, চির জীবন ঘোর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাময় হইবে, সংসার কণ্টকময় হইবে, তাহার জন্য প্রাণ দিতে কে অগ্রসর না হয় ?"

ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া মঞ্জুলা বলিল ;—"আপনার কামনা কিংবা প্রার্থনার জন্য কি আমি দায়ী ?"

"শতবার তুমি। কেন তুমি এমন অলৌকিক রূপবতী হইয়াছিলে ? কেন তুমি অমন গুণবতী, বিদুষী হইয়াছিলে ? কেন তোমার স্বর অত অমৃত বর্ষণ করে, গীতে মনপ্রাণ উন্মত্ত করে ?—তোমার ক্ষুদ্র অঙ্গুলির মৃদু সঞ্চালন মাত্রে প্রাণে আবেগের তরঙ্গ উপস্থিত হয়, নিমেষমাত্র তোমার দৃষ্টিপাতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। প্রফুল্ল হাসিময় তোমার মুখ দেখিলে কোন্ দুষ্প্রাপ্য দেবলোকের সুদুর্লভ সুখের স্বপ্ন হৃদয়ে জাগিয়া উঠে !—অপরাধের কার্য্য করিয়াছি ? কেন করিয়াছি ? যদি সুগঠিত সুন্দর পাষাণ মূর্ত্তিমাত্র না হও, যদি পটে লিখিত কমনীয় কল্পিত চিত্র মাত্র না হও, তবে বুঝিবে—বুঝিতেছ, কেন এ অপরাধের কার্য্য করিয়াছি।—আমার শত মিনতি, অপরাধ ক্ষমা কর ; তুমি প্রসন্ন হও। আমি পুরোহিত, পরিজনবর্গ আনাইবার আয়োজন করিয়াছি।"

দেবতারাও উপাসনার বশ, মানুষের হৃদয় ত মিষ্ট কথায় গলিয়া যায়। যে নরাধম সতী সধবা অথবা সাধ্বী বিধবা রমণীর অবৈধ প্রণয় কামনা করিয়া তাহার মনস্তুষ্টির চেষ্টা করে, সে ত পশু।

সে শুধু উপেক্ষিত হয় না, গলিত কুষ্ঠগ্রস্তবৎ ঘৃণাস্পদ হইয়া থাকে। কিন্তু সমাজে সম্ভ্রান্ত রূপবান যুবক বিবাহপ্রার্থী হইয়া যদি অবিবাহিতা কোন যুবতীর অনুমতি প্রার্থনা করে, সসম্মানে অনুরাগ জ্ঞাপন করে, তবে এমন লোক উপেক্ষিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সচরাচর অবিচ্ছিন্ন ঘৃণার পাত্র হয় না। আকাঙ্ক্ষিতার চিত্ত অনুকূল না হইতে পারে, তাহা পূর্ব্ব হইতে অন্যে অনুরক্ত হইতে পারে, সুতরাং তিনি হয় ত মাল্য বিনিময়ে স্বীকার হইবেন না, কিন্তু এরূপ প্রার্থনায় তাঁহার মান-সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয় না; সুতরাং অবজ্ঞা, ক্রোধ কি পরিহাস প্রবৃত্তি তাঁহার মনে স্থান পায় না।

মঞ্জুলা জানিত, অনেক দিন হইতে সোমদত্ত তাহার পাণিগ্রহণ-প্রার্থী; মাতার নিকট যে এ প্রস্তাব সোমদত্ত রীতিমত উপস্থিত করিয়াছেন, মঞ্জুলা তাহাও জানিত। মঞ্জুলা দেখিল, আজও সোমদত্তের সেই ইচ্ছা। কিন্তু এ প্রস্তাবে মঞ্জুলা প্রথম হইতেই অসম্মত। তাহার পর তাহার চিত্তে এক মোহকর নবীন প্রভাবের সঞ্চার হইয়াছে। তথাপি সোমদত্তের উচ্ছ্বসিত কাতর উক্তিতে তাহার দীপ্ত ক্রোধ, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি কতকটা প্রশমিত হইল। মঞ্জুলা ভাবিল, সোমদত্ত হৃদয়বান ব্যক্তি, অনুনয়ে বাধ্য হইবেন। আর অনুনয় ভিন্ন অন্য উপায়ই বা কি আছে? মঞ্জুলা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া গবাক্ষের নিকট আসিল এবং বিনীত স্বরে বলিল;—"আমারও শত মিনতি, এই অসহায়া বালিকাকে মুক্তি দিন। আপনি মহৎ বংশজ, সম্ভ্রান্ত লোক; আপনার প্রস্তাবে আমি গৌরবান্বিত হইয়াছি, কিন্তু—"

সোমদত্ত ভাবিলেন, মঞ্জুলার চিত্ত আর্দ্র হইয়াছে, সম্পূর্ণ অনুকূল হইতে শুধু আর কিঞ্চিৎ সময়ের আবশ্যক। তিনি বলিলেন;—"তুমি অসহায় নও; অণুমাত্র তোমার অনিষ্ট করিতে পারে, এমন সাধ্য

কাহারও নাই। তোমার অনুমতি ব্যতীত এ বাড়ীতে কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না, এখানে তুমি স্বাধীন। তোমার স্নানাহার হয় নাই, আমি এখন যাই।”

“আপনি শুনুন, এখানে স্নানাহারে আমার প্রবৃত্তি নাই। আজই আমাকে রাজধানীতে পাঠাইবার আয়োজন করুন।”

“তুমি অধীর হইও না, তোমার অনিচ্ছায় কোন কাজ হইবে না।”

“আপনি কেন তবে এই রাক্ষসী প্রথা অবলম্বন করিলেন?”

“তাহার উত্তর আমি দিয়াছি; আমার প্রার্থনা—আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে।—আমি এখন চলিলাম, অপরাহ্নে আবার দেখা করিব। ভৃত্য পরিচারিকারা এখনই সকল আয়োজন করিয়া দিবে। তুমি স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম কর। এখানে তোমার আশঙ্কার কোন হেতু নাই।—চঞ্চলা তুমিও দেখিও।”

সোমদত্ত বারান্দা হইতে নামিয়া গেলেন। মঞ্জুলা গবাক্ষের সম্মুখে আসিয়া দেখিল, সোমদত্ত চলিয়া গেলেন। চঞ্চলা বলিল;—“এখন উপায়!”

“মাথার উপর দেবতা আছেন; অগতির যিনি গতি, তিনি উপায় করিবেন।”

“মানিলাম। কিন্তু ইহাঁর হাতে পড়িয়াছ, ঘরবাড়ী হইতে দূরে আসিয়াছ, মুক্তির ত কোন পথ দেখিতেছি না!”

মঞ্জুলা পরিহিত কঞ্চুলিকার প্রান্তলগ্ন কৌশেয় আবরণ হইতে মণিময় কোষমুক্ত করিয়া তীক্ষ্ণ এক দ্বিধার ছুরিকা বাহির করিল। দক্ষিণ হস্তে সেই দৃঢ় গঠিত বিঘত প্রমাণ সূক্ষ্মাগ্র ছুরিকা ধরিয়া বাম হস্তে তাহার তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিয়া বলিল;—“এই ত উপায় হাতের কাছেই রহিয়াছে।”

“তাহা জানি, উহা ত সর্ব্বদাই তোমার কাছে থাকে। এই জন্যই কি কাল অমন বিপদের সময় চীৎকার কর নাই?”

"কেন চীৎকার করিব? আর জনশূন্য প্রান্তরের মধ্যে চীৎকার করিয়া লাভ কি হইত?"

"এই সামান্য ছুরিকার সাহায্যে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে? শত্রু যে বলবান!"

"আবশ্যক হইলে নিজের বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিতে সময় লাগিবে না।"

চঞ্চলা চমকিয়া উঠিল, বলিল;—"আত্মহত্যা করিবে?"

"আত্মসম্মান রক্ষা করিব।"

"তোমার সাহস অতুল, কিন্তু আর কি কোন উপায় নাই?"

"কি উপায় আছে?"

চঞ্চলা ইতস্ততঃ করিল, শেষে সভয়ে মৃদু মৃদু বলিল;—"দেখিতেছ, সোমদত্ত মহাশয়ের উদ্দেশ্য ভাল—"

মঞ্জুলা চঞ্চলার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল।

চঞ্চলা বলিল;—"তাঁহার অভিপ্রায়—"

"কি?"

"বিবাহ; শাস্ত্রীয় বিধানে তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন।"

মঞ্জুলার গা শিহরিয়া উঠিল। গলিত দুর্গন্ধ শবসংস্পর্শভয়ে মানুষ যেমন শিহরিয়া উঠে, গাত্র সঙ্কুচিত করে, মঞ্জুলার গা সেইরূপ হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল, সঙ্কুচিত হইল।

ক্ষণকাল চঞ্চলার মুখের দিকে চাহিয়া মঞ্জুলা বলিল;—"তুইও কি এই পরামর্শের মধ্যে ছিলি?"

"আমি! আমি তোমার চিত্ত জানি। জানিয়া শুনিয়া, তোমার দাসী আমি, এমন পরামর্শে আমি থাকিব?"

বাস্তবিক এই ভয়ানক ষড়যন্ত্রে চঞ্চলা লিপ্ত ছিল না। সোমদত্তের

সঙ্গে মঞ্জুলার বিবাহ সংঘটন হইলে তাহার স্বার্থ সিদ্ধির সাহায্য হইত বটে, কিন্তু বিশ্বস্তা পরিচারিকা স্বার্থের অনুসরণ করে নাই। সোমদত্তের সঙ্গে সেই শ্রীমন্দিরে কথাবার্ত্তার পর চঞ্চলার সঙ্গে আর তাঁহার দেখা হয় নাই। মঞ্জুলার অপহরণ ব্যাপারে চঞ্চলা অপরাধিনী ছিল না।

"তুই যথার্থ কথা বলিতেছিস্?"

চঞ্চলার চক্ষে জল আসিল। এত দিনের বিশ্বস্তা পরিচারিকা—বয়স্থা সখী, আজ তাহার প্রতি এই নিদারুণ সন্দেহ! চঞ্চলা কাঁদিয়া মঞ্জুলার পায়ে পড়িল, বলিল;—"আমি অবিশ্বাসিনী নই। তোমার সন্দেহ হইয়াছে?—তোমার হাতে ছুরিকা আছে, আমাকে দাও—অবিশ্বাসিনী হইয়া প্রাণ রাখিব না। অথবা আমি বুক পাতিয়া দিতেছি——"

চঞ্চলা উঠিল; দুই বাহু বিস্তার করিয়া, বক্ষ স্ফীত, উন্নত করিয়া মঞ্জুলার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার অশ্রুভার পরিনম্র চক্ষুতে স্নেহ, অনুরাগ, বিশ্বস্ততার পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিয়া মঞ্জুলা শাণিত ছুরিকা শয্যার উপর ফেলিয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে দুই বাহুপাশে চঞ্চলাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিল। তখন দুই জনে কাঁদিয়া দরগলদশ্রুধারায় মিলিত বক্ষ অভিষিক্ত করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অন্ধকারে আলোকের রেখা

রাত্রিকালে সহায়হীন দুস্তর প্রান্তরে সেই অতর্কিত মহাবিপদে পড়িয়াও মঞ্জুলা চীৎকার করে নাই, চক্ষুর জল ফেলে নাই। অবস্থা ও শিক্ষার ফলে মঞ্জুলার অনেকটা আত্মনির্ভর অভ্যাস হইয়াছিল। তাই চীৎকার করে নাই, বিহ্বল হয় নাই ; কিন্তু আজ দিবাভাগে, অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এই রুদ্ধদ্বার কক্ষে মঞ্জুলা কাঁদিয়া ফেলিল। বহুক্ষণের দমিত তাহার মনের আবেগ উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

দরবিগলিত অশ্রুপাতে তাহার চিত্ত যেন অনেকটা লঘুভার হইল। চঞ্চলা বলিল ;—"দুইজন আছি, হঠাৎ কে কি করিতে পারে ?"

"দুইটী স্ত্রীলোক।"

"দুই জন ত !—আর বুড়িটা যেন তত মন্দ বলিয়া বোধ হয় না।"

চক্ষু মুছিয়া মঞ্জুলা বলিল ; "দস্যুর সাহায্যকারী, তাহাকে কি বিশ্বাস ?"

"আমার যেন বোধ হয়, বুড়ির মন নরম করা যাইবে। পল্লীগ্রামের লোক—সরল, আমাদের অবস্থা শুনিলে তাহার দয়া হইতে পারে। দরিদ্রা, অর্থেও বশ হইতে পারে।"

"ছাথ্, এই অপরিচিত স্থানে কাহাকেও পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয় না ; মরি ত অজ্ঞাত অপরিচিতই মরিব পরিচয় দিয়া কাজ নাই।"

মঞ্জুলা শয্যায় বসিয়া পড়িল। চঞ্চলা বলিল ;—"তুমি হাঁত মুখ ধুইবে না ?"

মঞ্জুলা কোন উত্তর দিল না। গবাক্ষপথে বাহিরের দিকে চাহিয়া সে যেন কি ভাবিতেছিল। মুখে তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, চক্ষু দীপ্ত, তেজোময়। কাছে গিয়া চঞ্চলা বলিল ;—"হাত মুখ ধুইবে না, বেলা যে অনেক হইল !"

মঞ্জুলা বলিল ;—"দেখিয়াছিস্, এ কক্ষের পশ্চাৎদিকে কোন দ্বার নাই, গবাক্ষ মাত্র ; তাহাতে লোহার শিক। কোন উপায়ে শিক সরাইতে পারিলেও নীচে নামিবার উপায় নাই। বহু নীচে পাহাড়ের গা, এখান হইতে পড়িলে গা মাথা চূর্ণ হইয়া যাইবে।"

চঞ্চলা অগ্রসর হইল, গবাক্ষপথে যাইয়া দেখিয়া তাহার গা শিহরিয়া উঠিল। নীরবে হাত ধরিয়া মঞ্জুলাকে শয্যার অপর পার্শ্বে সরাইয়া বসাইল ; বলিল—"পলায়ন সহজ হইলে কি তোমাকে এখানে আনিয়া রাখিত ?"

এমন সময় সম্মুখের দ্বারের কাছে আসিয়া কে যেন বলিল ;—"দ্বার খোল, মা !"

চঞ্চলা মঞ্জুলাকে বলিল ;—"সেই বুড়ি আসিয়াছে দ্বার খুলিয়া দিব কি ?"

"আগে ছাখ্, আর কেহ আছে কি না ; না থাকে, খুলিয়া দে।"

চঞ্চলা গবাক্ষ দিয়া দেখিল আর কেহ নাই, একটি প্রাচীনা স্ত্রীলোক চুপড়িতে করিয়া কি যেন লইয়া আসিয়াছে। চঞ্চলা দ্বার খুলিয়া দিল, কিন্তু বৃদ্ধা কক্ষে প্রবেশমাত্রই দ্বার পুনরায় বন্ধ করিল। বৃদ্ধার বয়স ষাট বৎসরের কম হইবে না, মাথার চুল পাকিয়াছে, বিধবা। কক্ষের এক পার্শ্বে চুপড়িটি নামাইয়া চারিদিকে চাহিয়া বৃদ্ধা বলিল ;—"সে কি ? তোমরা এখনো হাত মুখ ধোও নাই !"

মঞ্জুলা বলিল ;—"বাছা, এ বাড়ী তোমার ?"

"আমার! আমার এমন পাকা বাড়ী? আমি দীন দরিদ্র, পাহাড়ের নীচে আমার ক্ষুদ্র কুটীর।"

"সংসারে তোমার কে কে আছে?"

"একমাত্র ভাই।"

"ভাই কি করে?"

"এত কাল আমার কাছেই ছিল, এখন রাজধানীতে থাকে। আজ ক'দিন হইল বাড়ীতে আসিয়াছে।"

রাজধানীতে থাকে! মঞ্জুলার দেহ শিহরিয়া উঠিল। মঞ্জুলা বলিল;—"সেখানে কি করে?"

সেখানে এক বড় মানুষের আশ্রয় পাইয়াছে। তিনি নাকি বড় দয়াল।—দরিদ্রার কথা শুনিতে চাও? আগে স্নান আহার কর, বিকালে বলিব। বেলা অনেক হইয়াছে। এই চুপড়িতে খাবার আনিয়াছি। আমি প্রাচীনা, স্নানের জলের ভার পাহাড়ের উপর আনিতে পারি নাই; আমার সেই ভাই আনিতেছে।—আমি দেখি, সে কেন এত বিলম্ব করিতেছে।"

মঞ্জুলাকে দেখিয়া প্রাচীনা বুঝিয়াছিল, অমন রূপ, অমন মধুর কণ্ঠস্বর, দেহে অমন দীপ্তিময় অলঙ্কার অবশ্যই কোন বড় ঘরের ঝি, তাহার কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীনা সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইল। চঞ্চলা পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া বলিল;—

"রাজধানীতে থাকে!—সোমদত্তের ভৃত্য?"

"অসম্ভব নয়। বিশ্বাসী ভৃত্য না হইলে ইহারা কি আমাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইত?"

মঞ্জুলা কেমন যেন অন্যমনস্কা। বড় মানুষ, আশ্রয়দাতা, দয়াল!—রাজধানীতে আরও ত কত আছে!

এমন সময় পাশের ক্ষুদ্র কক্ষের দ্বারে আসিয়া কে যেন বলিল ;—"স্নানের জল আনিয়াছি !"

স্বর শুনিয়া চঞ্চলা চমকিয়া উঠিল, ভিতরের দ্বার খুলিয়া সেই ক্ষুদ্র কক্ষে গেল। গবাক্ষপথে দৃষ্টি করিয়া তাহার গা শিহরিয়া উঠিল। চঞ্চলা সেই ক্ষুদ্র কক্ষের বহির্দ্বার খুলিয়া দিল। ভারী বারান্দায় জলের ভার নামাইয়া চঞ্চলাকে দেখিয়া বিস্মিত অবাক হইয়া রহিল। বিস্মিত-নেত্রে চঞ্চলা মৃদু মৃদু বলিল ;—"বাদল ?"

ভারীও ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিস্ফারিতনেত্রে বলিল ;—"চঞ্চল !"

চঞ্চলা তখন অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে মঞ্জুলাকে ডাকিয়া বলিল ;—"ও গো দেখ আসিয়া !" বলিতে বলিতে চঞ্চলা প্রথম কক্ষের দ্বারে ফিরিয়া আসিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল ;—"দেখ আসিয়া, কে আসিয়াছে !"

মঞ্জুলা উঠিল, সেই ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বারপথে বাদলকে দেখিয়া অবাক হইল। প্রমিতসেনের বিশ্বাসী প্রিয় ভৃত্য এখানে, এই কাজে !

বাদল এক পদ পশ্চাৎ সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে ভীতি, বিস্ময়, সন্দেহ অভিব্যক্ত হইয়া উঠিল। মঞ্জুলা কম্পিতকণ্ঠে বলিল ;—"বাদল, তুমি ?"

এই অসম্ভব স্থানে এই অতর্কিত সাক্ষাতে অতি বিস্ময়ে ক্ষণকালের জন্য বাদলের বুদ্ধিবিলোপ ঘটিয়াছিল, তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। শেষে ধীরে ধীরে জানু পাতিয়া বসিয়া মস্তকে ভূমি স্পর্শ করিয়া বাদল মঞ্জুলাকে নমস্কার করিল।"

"আপনি এখানে !"

মুহূর্ত্তমধ্যে মঞ্জুলা বুঝিল, এ পাপ ষড়যন্ত্র মন্ত্রণায় বাদলের সংস্রব নাই। মঞ্জুলা বলিল ;—"হাঁ আমি।—বাদল, ভিতরে এস।"

মস্তক নত করিয়া বাদল সেই কক্ষে প্রবেশ করিল এবং সসম্ভ্রমে পুনরায় মঞ্জুলাকে নমস্কার করিয়া বলিল ;—"আপনি এখানে কেন, মা ?"

"বাদল, আমি সমুদ্রে পড়িয়াছি ?"

অজ্ঞাতপ্রকৃতি এক বিষম ত্রাসে বাদলের প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ; সে বলিল ;—"কি হইয়াছে, মা ?"

"সোমদত্ত আমাকে চুরি করিয়া এখানে আনিয়াছে।"

"সোমদত্ত !"

"হাঁ, সেই পাপিষ্ঠ। কাল সন্ধ্যাবেলায় পাটলী হইতে নগরে গৃহে যাইতেছিলাম, বাহকদিগকে বাধ্য করিয়া পাপিষ্ঠ আমাকে এখানে আনিয়াছে !"

"আমি শুনিয়াছি, দু'চার দিনের মধ্যে এ বাড়ীতে যেন কার বিবাহ হইবে !"

মঞ্জুলার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মঞ্জুলা বলিল ;—"বাদল আমাকে বাঁচাও !"

শুষ্কমুখে বাদল বলিল ;—"পাহাড়ের নীচে ক্ষুদ্র বাড়ীতে যে অত লোক ! কাল হইতে দিন-রাত পাহারা বসিয়াছে ! কেমন করিয়া এখান হইতে পলাইবে মা ?"

ক্ষীণস্বরে মঞ্জুলা বলিল ;—"কোন উপায় নাই ?"

"কি উপায় আছে।"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বাদল কথঞ্চিৎ আশ্বস্তস্বরে বলিল ;—"আমি আমার প্রভুকে এ সংবাদ দিব ? তিনি অবশ্যই আপনার উদ্ধারের উপায় করিবেন।"

অরুণোদয় সূচনায় পূর্ব্ব দিক প্রান্তে যেমন অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোকের প্রভা ফুটিয়া উঠে, মঞ্জুলার চিন্তাক্লিষ্ট মলিন মুখে তেমনি

আশার জ্যোতি মৃদু মৃদু ফুটিয়া উঠিল। ব্যগ্র মৃদুস্বরে মঞ্জুলা বলিল ;—"এখান হইতে কখন তাঁহার নিকট পৌছিতে পারিবে ?"

"সন্ধ্যার সময়—বেলা থাকিতেই পৌছিব। প্রাণপণে দৌড়িয়া যাইব।"

কাতরস্বরে মঞ্জুলা বলিল ;—"তুমি ভিন্ন এ বিপদে আমার আর ভরসা নাই !"

"মা, তুমি চিন্তা করিও না, আমি এখনি যাত্রা করিব।"

বাদল বারান্দা হইতে জলের ভার কক্ষের মধ্যে আনিয়া দিয়া বলিল ;—"স্নানাহার কর, মা ; চিন্তা করিও না। আমি চলিলাম।"

বাদল পুনরায় প্রণাম করিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইল।

কি যেন ভাবিয়া মঞ্জুলা মৃদুস্বরে ডাকিয়া বাদলকে থামাইল, দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া বলিল ;—"সকল কথা তাঁহাকে বলিও। আসিতে বিলম্ব হইলে বোধ হয় আমাকে জীবিত পাইবে না। আর—"

মঞ্জুলা ধীরে ধীরে নিজের হস্ত হইতে একটি অঙ্গুরী উন্মুক্ত করিল, ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া সভয় সঙ্কুচিত হস্তে সেই অঙ্গুরী বাদলের হাতে দিয়া বলিল ;—"তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাইও ; আর—আর আমার এই পরিচয় চিহ্ন তাঁহাকে দিও।"

বাদল সসম্ভ্রমে অঙ্গুরী গ্রহণ করিল এবং নতমস্তকে মঞ্জুলাকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

অঙ্গুরিতে মঞ্জুলার নাম অঙ্কিত ছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পিঞ্জর-মুক্তা

সে দিন অপরাহ্নেও সোমদত্ত সেই বারান্দায় দাঁড়াইয়া মঞ্জুলার সঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছেন। দীর্ঘ দিনের আন্তরিক অনুরাগ জ্ঞাপন করিয়া আশুবিবাহে মঞ্জুলাকে সম্মত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কোন রূপ অসম্মান অথবা ভীতিপ্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু মঞ্জুলা সম্মতিসূচক কোন উত্তর দেয় নাই, মিনতি করিয়া অবিলম্বে মুক্তির প্রার্থনা করিয়াছে। সোমদত্ত আশা পরিত্যাগ করেন নাই; পরদিন পুনরায় উপস্থিত হইবেন বলিয়া বিদায় লইয়াছেন।

রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে। সে রাত্রিতে সেই প্রাচীনা মঞ্জুলার শয়ন-কক্ষের পার্শ্বের ক্ষুদ্র ঘরে শয়ন করিয়াছিল। অপরিচিত স্থান। মঞ্জুলার যদি কোন প্রয়োজন হয়, তাই মনে করিয়া সোমদত্ত প্রাচীনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মঞ্জুলার একমাত্র ভরসা বাদল নিরাপদে নগরে পৌঁছিয়া এই দুঃসংবাদ প্রমিতসেনকে দিবে এবং প্রমিতসেন শীঘ্র আসিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিবেন। বন্দিনী নানা চিন্তা দুর্ভাবনার মধ্যে একমাত্র সেই ভরসায় বুক বাঁধিয়া সারা নিশি জাগিয়া কাটাইয়াছে।

পরদিন কিছু বেলা হইতেই সোমদত্ত পুনরায় মঞ্জুলার সঙ্গে কথা আরম্ভ করিয়াছেন। অনুনয়, বিনয়, মিনতি, প্রার্থনা নিষ্ফল হইয়াছে। সোমদত্ত সহিষ্ণুতা হারাইলেন। তাঁহার সমস্ত আয়োজন শেষ হইয়াছে, আত্মীয়, পুরোহিত লোকজন আবশ্যক মত উপস্থিত হইয়াছে। আজই শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। সোমদত্ত জানিতেন মঞ্জুলার জন্য

বিশেষ অনুসন্ধান হইবে, রাজ্ঞী কারুবাকী নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না! ধরা পড়িলে, রাজ্ঞীর স্নেহ-পালিতা মঞ্জুলার অপহরণ অপরাধে তাঁহার শূলদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি তাঁহার সহিত মঞ্জুলার বিবাহ হইয়া যায়—অনুনয় বিনয়ে প্রলোভনে, শাসনে, ভয় প্রদর্শনে অথবা অন্ততঃ মান সম্ভ্রম সমাজ সুনাম সংরক্ষার জন্যও যদিও মঞ্জুলা সম্মত হয় —যে কোন উপায়ে যদি একবার এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যায়, তবে রাজ্ঞী আর কি করিবেন? তাঁহাকে শূলে দিয়া মঞ্জুলাকে বিধবা করিবেন? অথবা, তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখিয়া সমাজে মঞ্জুলাকে হীন করিবেন? মঞ্জুলাই বা তখন আর কি করিবে? প্রীতি, ভালবাসা? তাহার আশা ত আর নাই। প্রত্যাখ্যান, অবমাননা, অভক্তি, ঘৃণা? তাহাতে আর কি হইবে! অন্তঃপুরস্থা হস্তগতাকে যেভাবে ইচ্ছা চালাইবেন, কালে সকল মিটিয়া যাইবে। সোমদত্ত সহিষ্ণুতা হারাইলেন, বলিলেন;—"তুমি সম্মত হইবে না?"

"না।"

"ভাবিয়া দেখ।"

"ভাবিয়াছি। আর, যে ব্যক্তি অসাধু, যে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহার কথা ভাবিতে চিত্তে সুধু ঘৃণারই উদয় হয়।"

দন্তে অধর নিপীড়িত করিয়া সোমদত্ত বলিলেন;—"এ বিবাহে তোমার প্রবৃত্তি হইতেছে না! নিজের অবস্থা একবার স্মরণ করিয়া দেখ।"

"অবস্থা?—অসহায়ের সহায় দেবতা।"

"পরকালে; ইহলোকে তুমি আমার হস্তগত।"

"অপহৃত, কিন্তু অনায়ত্ত, স্বাধীন!"

"স্বাধীন!—ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারি?"

"অবলার প্রাণনাশ করিতে পারেন, তাহাতে পৌরুষ যথেষ্ট!"

"আজ দুই রাত্রি তুমি ঘর বাড়ী ছাড়িয়া—যুবতী স্ত্রীলোক তুমি—আত্মীয় কুটুম্বের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কোথায় কাটাইয়াছ?"

"দৈত্য দানবে অপহরণ করিয়া আমাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।"

"কে বিশ্বাস করিবে? স্বাধীনা, সঙ্কোচশূন্যা তুমি; ইচ্ছা করিয়া, প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া তুমি আমার আশ্রয় লইয়াছ—আত্মসমর্পণ করিয়াছ।"

"পাপিষ্ঠ তুমি!—নরকেও তোমার স্থান হইবে না!"

"নরক বহুদূর, কে জানে নরক আছে কিনা!—কিন্তু সুন্দরী, সুকণ্ঠী, আকাঙ্ক্ষিতা তুমি ত অতি নিকটে!"

"অন্ধ পাপিষ্ঠ তুমি!—তোমাতে আমাতে যে শত যোজন ব্যবধান!"

"বটে! এত গর্ব্ব তোমার?"

প্রত্যাখ্যান-ক্ষুণ্ণ ক্রোধান্ধ সোমদত্ত সেই রুদ্ধদ্বারে সবলে পদাঘাত করিল। মঞ্জুলা ক্ষিপ্রহস্তে শয্যার কোণে লুক্কায়িত সেই তীক্ষ্নধার ছুরিকা তুলিয়া লইল। অব্যক্ত চীৎকার করিয়া চঞ্চলা অগ্রসর হইল, কপাটে সবলে পৃষ্ঠ লগ্ন করিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। কপাট উন্মুক্ত হইল না। সোমদত্ত বলিলেন;—"দেখা যাইবে,। নগরে রাজদ্বারে প্রচারিত হইবে, তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী, তোমার স্বাধীনতা নাই।"

"নগরে, রাজদ্বারে প্রচারিত হইবে—তুমি চোর, ঘোর পাপিষ্ঠ, মিথ্যাবাদী। ধর্ম্মপাল মহাশয় মশানে তোমার শূলের ব্যবস্থা করিবেন।"

উদ্দীপ্ত ক্রোধে সোমদত্ত বলিলেন;—"আমার কথা তুমি শুনিবে কেন? জন্মজাত যাহার জঘন্য অপবাদ, কোন্ সাহসে ভদ্রসমাজে সে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা করিবে?"

নিদারুণ শ্লেষ-বিষাক্ত-শরাভিহতা মঞ্জুলা ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল। উচ্চস্বরে সোমদত্ত বলিল ;—"খোল, কপাট খোল!"

দ্বার মুক্ত হইল না। সোমদত্ত পুনরায় দ্বারদেশে পদাঘাত করিল। এমন সময় এক ব্যাপার ঘটিল। কক্ষমধ্যস্থা মঞ্জুলা অথবা দ্বাররক্ষিণী চঞ্চলা দেখিতে পাইল না। সাত আট জন অস্ত্রধারী বলবান্ পুরুষ দ্রুতবেগে সেই বারান্দার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে এক জন তৎক্ষণাৎ সেই বারান্দায় পৌছিয়া পশ্চাৎ হইতে বলিল ;—"আপনার এই কাজ!"

এই অতর্কিত সম্বোধনে সোমদত্ত মুখ ফিরাইয়া চাহিল। হস্তস্থিত যষ্টির নিম্নভাগে লুক্কায়িত বিঘত-প্রমাণ সুতীক্ষ্ণ বর্শাফলক মুহূর্ত্তমধ্যে কোষমুক্ত করিয়া আগন্তুকের বাহুমূলে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। উচ্চ কর্কশ কণ্ঠে বলিল ;—"তুমি! তুমিই আমার কামনা পূরণের অন্তরায়।"

এই আকস্মিক আঘাতে, আহত আগন্তুক বেদনাসূচক কাতর শব্দ করিয়া ভূমিশায়ী হইতেছিলেন, পশ্চাৎ হইতে আর একজন তাঁহাকে বাহুপাশে ধরিয়া ফেলিল। এবং অন্যেরা সোমদত্তকে ধরিয়া তাহার দুই হাত বাঁধিয়া ফেলিল।

ক্রোধরুদ্ধ স্বরে সোমদত্ত বলিল ;—"আমি ত মরিতে চলিলাম ; মৃত্যুকালেও সুখ—তোমাকে রাখিয়া গেলাম না ; মঞ্জুলার সুখের স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া দিলাম!"

সৈনিকেরা আরক্ত-চক্ষু, আবদ্ধ-বাহু সোমদত্তকে পাহাড়ের নীচে লইয়া গেল।

মঞ্জুলার নিকট বিদায় লইয়া বাদল সেইদিন রাত্রিতেই নগরে পৌঁছিয়া প্রমিতসেনকে সংবাদ দেয়। প্রমিতসেন ধর্ম্মপাল মহাশয়ের সাহায্যে লোকজন সৈনিক শান্তিরক্ষক সংগ্রহ করিয়া সেই রাত্রির শেষ ভাগেই অশ্বারোহণে বাদলের প্রদর্শিত পথে মঞ্জুলার উদ্ধারার্থে যাত্রা করেন।

প্রমিতের বক্ষদেশ সোমদত্তের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে প্রমিত পার্শ্বে সরিবার চেষ্টা করাতেই বর্শাফলক বক্ষে না লাগিয়া তাঁহার স্কন্ধের নিম্নে বাহুমূলে প্রোথিত হয়। ভূমিতে পতনশীল আহত প্রভুকে বাদল অতিব্যস্ত সমস্তে বাহুপাশে ধরিয়া ফেলে, এবং আর একজন সঙ্গী যষ্টিসহ সেই ফলক টানিয়া বাহির করে। তখন ক্ষতস্থান হইতে প্রভূত রক্ত-ধারা বহিতে আরম্ভ হয়।

এই গোলযোগে গৃহমধ্যস্থা মঞ্জুলা ও চঞ্চলা মহা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। পরে, বাদলের স্বর শুনিয়া চঞ্চলা দ্বার খুলিয়া অবস্থা দেখিল এবং চীৎকার করিয়া বলিল ;—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে গো। দেখ আসিয়া।"

মঞ্জুলা সেই মুক্তদ্বারপ্রান্তে আসিয়া অস্ত্রধারী সৈনিক শান্তিরক্ষক লোকজন দেখিয়া প্রথমে ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু তখনই প্রমিতসেনের অবস্থা দেখিয়া চঞ্চলার হাত ধরিয়া কক্ষ হইতে বারান্দায় নামিল এবং রুদ্ধ কাতরস্বরে বলিল ;—"বাদল, ঘরে লইয়া এস।"

একজন সৈনিক পুরুষ বলিলেন ;—"একটুকু অপেক্ষা কর, মা। ঘরে জল আছে ?"

তখন মঞ্জুলা ও চঞ্চলা গৃহমধ্য হইতে কলসী ভরা জল ও ঘটী লইয়া আসিল। অবিরলোদ্গত রক্ত ধারা দেখিয়া মঞ্জুলা অস্ফুট কাতর ধ্বনি করিয়া অতর্কিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু সেই সৈনিক পুরুষ বলিলেন ;—"একটুকু অপেক্ষা কর, মা। ধুইয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।"

সৈনিক পুরুষের ইঙ্গিতে আর একজন লোক নবীন দূর্ব্বাদল সংগ্রহ

করিয়া তাহা পিষিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রমিতসেনকে সেই খানেই শয়ান করাইয়া তাঁহার আহত স্থান জলে ধুইয়া সেই সৈনিক পুরুষ নিতান্ত অভ্যস্তের ন্যায় তাহাতে সেই মহৌষধি প্রয়োগ করিলেন এবং প্রমিতের ওড়নি দ্বারা অতি সাবধানে সুকৌশলে তাহা জড়াইয়া বাঁধিয়া রক্তস্রাব বন্ধ করিলেন। বামহস্তে চঞ্চলার বাহু ধারণ করিয়া অশ্রুমুখী উদ্বিগ্না মঞ্জুলা থরকম্পিত দেহে এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিল। বাঁধা শেষ হইলে দুই তিন জনে ধরাধরি করিয়া প্রমিতসেনকে কক্ষ মধ্যে লইয়া মঞ্জুলার ব্যবহৃত সেই পালঙ্ক শয্যায় শয়ান করাইল।

সৈনিক পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"এখন কেমন আছেন ?"

প্রমিত উত্তর দিলেন ;—"ভাল আছি।" মঞ্জুলার দিকে চক্ষু ফিরাইয়া মৃদু মৃদু বলিলেন।—"এখন আর আমার কোন কষ্ট যন্ত্রণা নাই ; কোন চিন্তা করিও না।"

বিবর্ণা রুদ্ধকণ্ঠা মঞ্জুলা কাঁদিয়া ফেলিল। সৈনিক পুরুক তখন সসম্ভ্রমে তাহাকে কথঞ্চিৎ প্রবোধিত করিয়া সে কক্ষ হইতে মঞ্জুলা চঞ্চলা এবং বাদল ব্যতীত আর সকলকে লইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন ;—"আমরা পাহাড়ের নীচে বসিয়া রহিলাম। অপরাধীকে উপযুক্ত প্রহরীর হস্তে রাখা যাইবে। আমি সকলের নগরে ফিরিবার আয়োজন দেখি গিয়া। মঞ্জুলার দিকে চাহিয়া বলিলেন ;—"মা, ব্যস্ত হইও না। কোন চিন্তার কারণ নাই। তবে, ইঁহাকে অধিক নড়িতে চড়িতে অথবা উঠিতে বসিতে দিও না ; এ বিষয়ে অতি সাবধান থাকিও।"

রক্তক্ষয়ে প্রমিত নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন ; নিমীলিত চক্ষে নিশ্চেষ্টদেহে শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। আর মঞ্জুলা ও চঞ্চলা শয্যা-পার্শ্বে ভূমিতে নতজানু হইয়া বসিয়া সৈনিকের উপদেশ মত প্রমিতের মুখে মাথায় মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

হৃতচিন্তা

স্বয়ং রাজাধিরাজের কন্যাবৎ অনুগৃহীতা এবং রাজ্ঞীর স্নেহবৰ্দ্ধিতা প্রতিপালিতা মঞ্জুলার অপহরণ ত অতিগুরুতর অপরাধ; তাহার উপর আবার অমাত্য প্রমিতসেনের জীবননাশের চেষ্টা! সোমদত্তের হস্ত-পদ শৃঙ্খলিত হইয়াছে, সেই পাহাড়ের নীচে ক্ষুদ্র বাড়ীর এক ক্ষুদ্র কক্ষে তাহাকে প্রহরী পর্য্যায়ের অবিচ্ছিন্ন দৃষ্টিগোচরে আবদ্ধ রাখার আদেশ হইয়াছে। সোমদত্তের সঙ্গে আগত অথবা সোমদত্তের আহূত যে কেহ নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে পারিয়াছে, সে মুক্তি পাইয়াছে, যাহার উত্তর সন্তোষজনক হয় নাই সে আবদ্ধ রহিয়াছে। গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের প্রধান, মণ্ডল, চিকিৎসক, সম্পন্ন গৃহস্থ—সকলে সৈনিক শান্তিরক্ষকের আহ্বানে সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। সেবক, পরিচারক, এবং শয্যা, আহার্য্য, সর্ব্বপ্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্য আহরিত হইয়াছে। আবশ্যক মত যান, বাহন, পরিজন সংগৃহীত হইতে বিলম্ব হয় নাই। সেই নিরীহ গ্রাম্যপ্রদেশে এক তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

আলোচনা, অনুসন্ধান, আয়োজনে সেদিন বেলা অতিক্রান্ত হইল। প্রমিত আহত এবং দুর্ব্বল; চিকিৎসকের পরামর্শে সেদিন আর তাঁহাকে স্থানান্তর করা যুক্ত বোধ হইল না। নগরে সকলে চিন্তিত উদ্বিগ্ন আছেন, সেই জন্য মঞ্জুলার উদ্ধার-বৃত্তান্ত এবং প্রমিতের সামান্যরূপ আহত হইবার সংবাদ ধর্ম্মপাল মহাশয় অলোকা ঠাকুরাণী এবং উৎপলার নিকট প্রেরণ

করিলেন। আগামী কল্যের কোন এক সময়ে সকলে নগরে পৌঁছিবেন, এ সংবাদও প্রেরিত হইল।

এদিকে সেই ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শিরোদেশে সেই কক্ষ মধ্যে প্রমিতসেন পালঙ্কে শয়ন করিয়া দিন কাটাইতেছেন। সেই বিষম ক্ষতজনিত শারীরিক যন্ত্রণা যে একেবারে ছিল না, তাহা নহে ; কিন্তু মঞ্জুলার মনঃপীড়া উৎপাদনের ভয়ে প্রমিত সে যন্ত্রণা প্রকাশ করিতেছেন না। মুখে কথা নাই, তথাপি সময় সময় বেদনাসূচক অস্ফুট কাতরধ্বনি অতর্কিতে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতেছিল। সে কাতর ধ্বনিতে মঞ্জুলার হৃদয় বিকল, বিদীর্ণ হইতেছিল। অভাগিনীর উদ্ধার জন্য আসিয়াই ত ইঁহার এই বিপদ—জীবন সংশয় এই সাংঘাতিক অবস্থা! আমি কে? আমি ত ইঁহার কেহ নাই! আমার জন্য ইঁহার এ কষ্টভোগ কেন? তখন সেই ঝড় দুর্য্যোগময় সন্ধ্যাকালে নগর প্রবেশপথে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার বৃত্তান্ত মঞ্জুলার মনে পড়িল। সেই ত প্রথম সাক্ষাৎ। কোনদিন পরিচয় ছিল না, সেই ত প্রথম দেখা! মঞ্জুলা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখিল, সে দৃশ্য ত অন্তর হইতে মুছিয়া যায় নাই!—তেজোময় সে দীপ্তচক্ষু, বিস্তৃত উন্নত ললাট, বলশালী শৌর লাবণ্যময় বাহু, সে বিশাল বক্ষ—অনপনেয় সে চিত্র, দিন দিন আরও যেন উজ্জ্বল হইয়াছে! নিতান্ত আত্মীয়, একান্ত সুহৃদের ন্যায় ইনিই ত সেদিন তাহার প্রাণ মান রক্ষা করিয়াছিলেন। আত্মীয় সুহৃদ্! আপনার ওড়নি দিয়া আমার লজ্জা রক্ষা করিয়াছিলেন। সে ওড়নি ত আজিও আমার গৃহে পূজিত। কেন? ইনি আমার কে?—কেহ নহেন, কেহ নহেন! এ বিপদে কেন ইঁহাকে সংবাদ দিলাম? লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, শীলে বিসর্জ্জন দিয়া আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী ইঁহার নিকট পাঠাইয়া ছিলাম!—অঙ্গুরী? সে অঙ্গুরী কোথায়। লজ্জাহীনার নিদর্শন দেখিয়া ঘৃণায়

তিনি তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন? উৎপলাকে দেখাইয়াছেন?
—উৎপলা!

প্রলুব্ধ মানুষ যখন কোন সরল সুহৃদের কোন কিছু গোপনে অপহরণ করিতে উদ্যত হয়, নিতান্ত অসৎপ্রকৃতির লোক হইলেও তখন তাহার মনে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। অতি দুর্ব্বল বিবেকও চক্ষু মেলিয়া চায়, বিশীর্ণা সুমতিও হাত নাড়িয়া বারণ করে! উৎপলার নাম মনে পড়িতেই মঞ্জুলার চিত্তে যেন কেমন একটা বেদনা উপস্থিত হইল। উৎ-পলা যে দেবী! আমি কি—? অভাগিনী আমি! কেন ছুরিকা বক্ষে বিদ্ধ করিয়া এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইলাম না? কেন ইঁহাকে ডাকি-লাম? ইঁহাকেই আগে মনে পড়িল কেন?—ডাকিয়া আনিয়া ইঁহাকে এমন বিপন্ন করিলাম! আমি মরিলেই ত সকল দিক রক্ষা হইত!

নতমুখে প্রমিতের মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুমুখী মঞ্জুলা তাঁহাকে মৃদু মৃদু বাতাস করিতেছিল। সময় সময় প্রমিত ইঙ্গিতে তৃষ্ণা জ্ঞাপন করিলে মৃদুহস্তে মঞ্জুলা শীতল গঙ্গাজল পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র পানপাত্র তাঁহার মুখের কাছে ধরিতেছিল, আঁচলের কোণে সে ক্লিষ্ট মুখ মুছাইয়া দিতেছিল। এই ভাবে সময় কাটিতে লাগিল।

ঔষধের অমোঘ গুণে এবং শুশ্রূষার কোমল মাধুর্য্যে মধ্যাহ্নের পর প্রমিতের নিদ্রা আসিল, অনেকক্ষণব্যাপী প্রগাঢ় নিদ্রা হইল। কিন্তু সেই নিদ্রাবশে অসাবধান অঙ্গসঞ্চালনে প্রমিতের ক্ষত বন্ধনের মুখ খুলিয়া গেল। মঞ্জুলা পালঙ্কের পার্শ্বেই এক অনতি-উচ্চ ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে বসিয়াছিল, ধীরে ধীরে দাঁড়াইল। সেই সৈনিক পুরুষকে ডাকাইবে?—না। নিজেই এই ক্ষুদ্র কাজ করিতে পারিবে। বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন সে কক্ষে অন্য কাহাকেও আনিতে মঞ্জুলার প্রবৃত্তি হইল না। পালঙ্কের

নিকট দাঁড়াইয়া নমিতমস্তকে দুই হাত বাড়াইয়া অতি সাবধানে মঞ্জুলা সেই শ্লথ বন্ধন দৃঢ় করিতে আরম্ভ করিল।

মঞ্জুলা জানিতে পারিল না, কিন্তু প্রমিত সেই মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে মঞ্জুলার কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। আজ দুদিন মঞ্জুলার সেই সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশরাশি অবেণীবদ্ধই ছিল, কি সুখে আর কবরী রচিত হইবে? অযত্নশিথিলবদ্ধ তাহার সেই বিপুল কেশগুচ্ছ-ভ্রংশ কয়েক গাছি কেশের অগ্রভাগ মৃদু বায়ু তাড়িত হইয়া প্রমিতের কপোলে, বক্ষে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সেই মৃদু স্পর্শ তাঁহার শরীরে অমৃত লেপবৎ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত, উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। জ্বালা যন্ত্রণা গ্লানি সমস্ত প্রশমিত দূরীভূত হইল। আর, মঞ্জুলার সেই সুদীর্ঘ কোমল কৃষ্ণ পক্ষ্ম-পরিশোভিত আয়ত আরক্ত চক্ষু, সেই মিলনোন্মুখ নিবিড় কৃষ্ণ বঙ্কিম ভ্রূযুগ্ম, পক্কবিম্বরক্ত অধরোষ্ঠ, মসৃণ গণ্ড—শারদ পৌর্ণমাসীর ফুল্ল চন্দ্রবিম্ববৎ তাহার সেই স্ফুরদুজ্জ্বল গৌর মুখ-মণ্ডল অতি নিকটে দেখিয়া প্রমিতের সমস্ত শরীরে তাড়িতস্রোত প্রবাহিত হইল। প্রকৃতিও কি সময় বুঝিল? বাতায়ন-পথে গঙ্গাস্রোত-স্পর্শ-শীতল মৃদুবায়ু স্বচ্ছন্দজাত বন্য কুসুমের সুগন্ধ বহিয়া আনিয়া সে কক্ষ আমোদিত করিল। নিকটেই কোন গিরিনিকুঞ্জে লুক্কায়িত মত্ত কোকিলের উন্মাদক মধুস্বরে চারিদিক কুহরিত হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত চিত্ত প্রমিত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। রক্ষাকবচ কি বিদ্ধ, বিদীর্ণ হইল! চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রমিত সজলনেত্রে নীরবে কাতর প্রার্থনা করিলেন;—

"হে জলস্থল আকাশের দেবতা, হে দীনবন্ধু, পতিতের ত্রাণকর্ত্তা, অন্তর্য্যামী ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা কর; আমি অকূল সমুদ্রে ডুবিতেছি, আমি অকূল পাথারে পথহারা হইতেছি, আমাকে রক্ষা কর!"

এদিকে মঞ্জুলা আরব্ধ কার্য্য শেষ করিয়া, অতি সাবধানে পালঙ্কের

পার্শ্বে সেই ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে বসিয়া মৃদুহস্তে পুনরায় প্রমিতের মুখে মাথায় বাতাস করিতে আরম্ভ করিল।

প্রমিত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, নিদ্রার ভাণ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মনে বল ফিরিয়া আসিয়াছে। মৃদুস্বরে বলিলেন ;—

"মঞ্জু!"

এই অপ্রত্যাশিত অচিন্ত্যপূর্ব্ব, মধুর সম্বোধনে মঞ্জুলা শিহরিয়া উঠিল ; থর-কম্পিতগাত্রে চকিতনেত্রে প্রমিতের মুখের দিকে চাহিল। প্রমিত পুনরায় বলিলেন ;—

"মঞ্জু, এবারও তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিলে।"

"আমি? পাপীয়সী আমি, আপনাকে ডাকিয়া আনিয়া এই বিপদে ফেলিয়াছি!"

"ও কথা বলিও না : সংসারে যদি কেহ নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক থাকে, তবে সে তুমি! নগরে, রাজপুরে ধন মান শক্তি-সম্পদে আমার অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ লোককে তুমি জান ; তুমি সকলকে ছাড়িয়া তোমার এই সঙ্কট সময়ে আমাকে মনে করিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছ! তোমার এ শ্রদ্ধা স্নেহ, বিশ্বাসে আমি নিজেকে অতুল ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি।"

মঞ্জুলার বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না। প্রমিত বলিলেন ;—"দেবতার নিকট প্রার্থনা করি, আমরণ কাল যেন তোমার এই শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস না হারাই!"

শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস! মঞ্জুলার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। মৃদুকণ্ঠে মঞ্জুলা বলিল :—"যেদিন হইতে আপনাকে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে যে দেবতা বলিয়া আপনাকে পূজা করিয়া আসিতেছি।"

"তোমার ভ্রম, আমি অতি সামান্য মানুষ। পাপ-চিন্তা এবং স্বার্থ-পরতায় যে আমার চিত্ত নিতান্ত মলিন।"

"পরোপকারী সাধুরা কখনো পুণ্যের গর্ব্ব করেন না।"

"পরোপকারী—"

এমন সময় চঞ্চলা সেখানে উপস্থিত হইল। প্রমিতের শুশ্রূষাকার্য্যে চঞ্চলা মঞ্জুলার নিয়ত সাহায্যকারী। প্রমিত নিদ্রিত হইলে চঞ্চলা একবার কক্ষের বাহিরে গিয়াছিল, ফিরিয়া বারান্দা হইতে প্রমিত ও মঞ্জুলাকে কথাবার্ত্তায় নিবিষ্ট দেখিয়া সে বাহিরেই প্রতীক্ষা করিতেছিল। শেষে তাহার মনে হইল, দীর্ঘকাল প্রমিতের পার্শ্বে একাকিনী অবস্থান মঞ্জুলা অযুক্ত মনে করিতে পারেন। চঞ্চলা ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিল।

চঞ্চলাকে দেখিয়া প্রমিত বলিলেন ;—"চঞ্চল, বাদল কোথায় ?"

বাদলকে ডাকিবার জন্য চঞ্চলা কক্ষ হইতে চলিয়া গেলে প্রমিত বলিলেন ;"—পরোপকারী ? রাজকোপ হইতে কোন্ গুপ্ত সুহৃদ আমাকে রক্ষা করিয়াছিল ? আর, আজ এই আহত অবস্থায় কাহার স্নেহ যত্ন মমতায় রুগ্নশয্যার আমি স্বর্গসুখে রহিয়াছি ? উৎপলা বলিয়াছিলেন, আমরা চিরদিনের জন্য তোমার কাছে ঋণী !"

"তিনি দেবী ! আমি তাঁহার দাসীর যোগ্য হইতে পারিলে কৃতার্থ হইতাম।"

"তুমি দাসী ! তুমি যে অমূল্য রত্ন ; জগতে অতুল, দেবলোকে দুর্লভ !"

মঞ্জুলার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। প্রমিত বলিতে লাগিলেন ;—"আজিকার সকল কথা উৎপলা যখন আমার মুখে শুনিবেন, তখন তাঁহার জন্ম জন্মান্তরের স্নেহশালিনী ভগ্নী তোমাকে যে কি বলিয়া, তোমার যে কি করিয়া তৃপ্ত হইবেন, তাহা বলিতে পারি না। আমি ত তোমার কাছে বিক্রীত !"

মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল। কি আর সে বলিবে? তাহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে মৃদু কম্প উপস্থিত হইয়াছে। অনুকূল দৈব সেই মুহূর্ত্তে চঞ্চলা এবং বাদলকে সে কক্ষে লইয়া আসিল। স্বিন্ন খিন্নাঙ্গী মঞ্জুলা মৃদুপদে সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিল এবং তাহারই জন্য নব নিয়োজিত পালঙ্ক-শয্যায় নীরবে নিঃসহ দেহ ঢালিয়া দিল।

তাহার হৃদয়ে মহা আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। কি করিলাম! কেন অমন অধীর হইলাম? আত্মগোপন কি করিতে পারিয়াছি? তিনি কি মনে করিলেন? অধীরা লজ্জাহীনাকে ত তিনি মনে মনে ঘৃণা করি-বেন? মঞ্জুলার আরক্ত গণ্ড পরিপাণ্ডু হইয়া উঠিল, আয়ত চক্ষু ত্রাসে শুষ্ক, শেষে জলভর-পরিনম্র হইয়া উঠিল। বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবরিত করিয়া মঞ্জুলা শয্যায় পড়িয়া রহিল।

চঞ্চলা বাদলকে প্রমিতের নিকট রাখিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, বলিল;—"কেন? অমন করিয়া শুইয়া পড়িলে যে?"

মঞ্জুলা কোন উত্তর দিল না। চঞ্চলা পালঙ্কের কোণে বসিয়া তাহার পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল;—"তোমার অসুখ করিয়াছে?"

"আমার মাথা ঘুরিতেছে।"

চঞ্চলা কাছে আসিয়া তাহার মুখের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দেখিল, মঞ্জুলার চক্ষু বিশুষ্ক, মুখ বিবর্ণ, অবেণী সম্বদ্ধ কেশরাশি আলুলায়িত। তাহার সর্ব্ব শরীরের সেই স্ফুরদুজ্জ্বল লাবণ্য কেমন যেন মলিনাভ হইয়াছে। তখন নতজানু হইয়া বসিয়া চঞ্চলা মৃদু অঙ্গুলি সঞ্চালনে তাহার আকুঞ্চিত কুন্তল রাশি সংযত বেণীবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। চঞ্চলার বিশ্বাস, আজ কয় দিনের উদ্বেগ আশঙ্কাতেই মঞ্জুলার এ ভাব হইয়াছে; আরও যে কিছু আছে, থাকিতে পারে, তাহা তখন আর তাহার মনে পড়িল না। চঞ্চলা বলিল;—"ভয়ের ত আর কারণ নাই, এখন ত বিপদ

হইতে মুক্ত হইয়াছ। তোমার বিপদের কথা শুনিবামাত্র প্রমিতসেন মহাশয় আসিয়াছেন।”

“আমি ত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছি, কিন্তু তিনি যে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছেন!”

“আমি শুনিয়াছি, আঘাত সাংঘাতিক নহে; আট দশ দিন মধ্যেই আরাম হইবে।”

“আমরা সে কয়েক দিন এখানে থাকিব?”

“না। কালই সকলে নগরে যাত্রা করিব।”

“রোগী যাইতে সমর্থ হইবেন?”

“হাঁ।”

মঞ্জুলার অস্থির চিত্ত অনেকটা শমিত হইল। দুইটী আশঙ্কায় মঞ্জুলা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইতেছিল।—প্রমিতের অবস্থা সাংঘাতিক না হইলেও সারিয়া উঠিতে যদি দীর্ঘ দিন লাগে! তবে তাঁহার কত কষ্টভোগ! তাহার জন্যই ত তাঁহার এই কষ্ট! আর, তাঁহার সারিয়া উঠিতে দীর্ঘ দিন লাগিলে মঞ্জুলা ত কাছে থাকিয়া শুশ্রূষা করিবে; কাছে থাকিবে, প্রাণপণে শুশ্রূষা করিবে। কিন্তু এক দিনেই ত সে আত্মহারা হইতেছিল; দু দিন, পাঁচ দিনে কি দশা হইবে!

দীর্ঘদিন সেখানে থাকা আবশ্যক হইলে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, দাস দাসী লইয়া উৎপলা যে স্বামীর সেবা শুশ্রূষার জন্য অবিলম্বে সেখানে আসিবেন, মঞ্জুলার মনে সে কথা উদয় হয় নাই, কেমন করিয়া যেন তাহার মনে হইতেছিল, প্রমিতের সেবা শুশ্রূষা ত তাহারই কার্য্য।

রমণী নব-অনুরক্ত চক্ষে যখন কাহাকেও দেখিতে আরম্ভ করে, তখন সেই আকাঙ্ক্ষিতের নিকটে অন্যার আগমন-কল্পনাতেও তাহার গাত্র কণ্টকিত হয়।

এদিকে প্রমিতের হৃদয়ে ঝটিকাবেগ তখনো প্রশমিত হয় নাই। উদ্বেল তরঙ্গমালা ক্ষণেকে বিলীন হয় না। সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে ভীত প্রমিত রক্ষা কবচের কথা ভাবিতেছিলেন। উৎপল! উৎপল! আমি ত ক্ষত বিক্ষত হইতেছি! মানুষ দুর্ব্বল, পারিব কি আত্মরক্ষা করিতে? দেবতা আমার চিত্তে বল দিন্। তোমার পুণ্যফলে, দেবতার অনুগ্রহে এই বিষম যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিব! পারিব কি?—প্রাণপাত করিয়াও ত পারিব!—মঞ্জুলা কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছে? মঞ্জুলা কি মনে করিতেছে?—খাল কাটিয়া নক্রমকরের সমাবেশ করিয়াছে? দৈত্যহস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দানবের শরণাপন্ন হইয়াছে? সরলা দুর্দ্দিনে সুহৃদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল, ঘোর স্বার্থপর আমি, আকাঙ্ক্ষা সংযত ও লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না!

কিছুকাল এই প্রকার চিন্তা করিবার পর হঠাৎ প্রমিতের মনে পড়িল, মঞ্জুলার নামাঙ্কিত সেই অঙ্গুরি এখনো তাঁহার নিকটেই রহিয়াছে! ফিরাইয়া আজই দিতে হইবে। তাই তিনি বাদলকে ডাকাইয়াছিলেন।

চঞ্চলা বাদলকে ডাকিয়া দিয়া মঞ্জুলার নিকট চলিয়া গেলে প্রমিত বলিলেন;—"বাদল, আমার ওড়নির কোণে সেই অঙ্গুরি বাঁধা ছিল; কোথায় সেটি?"

বাদল বালিসের নীচ হইতে অঙ্গুরি বাহির করিয়া বলিল;—"এই সেটি। আমি খুলিয়া রাখিয়াছিলাম। ওড়নি ছিঁড়িয়া ত আপনার ক্ষতস্থান বাঁধা হইয়াছে!"

হাত বাড়াইয়া প্রমিত অঙ্গুরী গ্রহণ করিলেন, বাদলকে বলিলেন;—"এখন তুই যা।"

বাদল চলিয়া গেলে চক্ষুর নিকট আনিয়া প্রমিত অঙ্গুরীটি দেখিতে লাগিলেন। সুন্দর সুগঠিত সে অঙ্গুরী, তাহাতে ক্ষুদ্রাক্ষরে "মঞ্জুলা" মুদ্রাঙ্কিত

রহিয়াছে! মধ্যস্থিত অনতিবৃহৎ হীরকখণ্ড স্ফুরদুজ্জ্বল জ্যোতি বিকীরিত করিতেছিল! কি সুন্দর, কিন্তু কত ক্ষুদ্র! মঞ্জুলা কোন্ অঙ্গুলিতে এ ক্ষুদ্র অঙ্গুরী পরে? আমার কনিষ্ঠাতেও ত এটী প্রবিষ্ট হইবে না! প্রমিত নিজের কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে দৃষ্টিপাত করিলেন। "পরিয়া দেখিব? না"! তাড়াতাড়ি প্রমিত সে অঙ্গুরী বালিসের নীচে লুকাইয়া রাখিলেন। আবার কেন যেন তাহা বাহির করিলেন। একবার মাত্র তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন অধরে চকিত স্পর্শ করিয়া প্রমিত পুনরায় তাহা লুকাইয়া রাখিলেন, বলিলেন ;—"আর না!"

এইরূপে এক গৃহের দুই কক্ষে আত্মসংযমে অক্ষম, অথচ রূপ-গুণ, শিক্ষা-সংসর্গ, বিদ্যা-বুদ্ধি, যশ-গৌরবে সমাজে প্রশংসিত, সুপরিচিত দুই জন পরস্পরের অজ্ঞাতসারে বিষম আত্মগ্লানিতে বিদগ্ধ হইতে লাগিল!

আসিধার ব্রত বড় কঠিন দুশ্চর ব্রত। সামীপ্যের দুর্জ্জয় ক্ষমতা। সমীপবর্ত্তী প্রলোভন অতি বলবানকে পরাজিত করে। তুমি আমি—যাহারা জ্ঞানের অভিমান করি—মনে ভাবি, কেন দূরে থাকিব? কেন পলায়ন করিব? আকর্ষণচক্রের মধ্যে থাকিয়া প্রলোভনকে পরাস্ত করিয়া মনের বলে বিজয়ী হইব! কিন্তু মুনিঋষি, যোগী তপস্বী—যাঁহারা বহুদর্শী, মহাজ্ঞানী—ইচ্ছায় কি তাঁহারা চারিযুগ ধরিয়া লোকালয় ছাড়িয়া নিবিড় বন জঙ্গল অথবা নিভৃত গিরিগুহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন?

দশম পরিচ্ছেদ

লুব্ধা ও বিশ্রব্ধা

তাহার পর দিন অপরাহ্ণে প্রমিতসেন মঞ্জুলা এবং আর আর সকলে নগরে পৌঁছিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া এক চৌমাথার নিকটে পৌঁছিলে শান্তিরক্ষক মঞ্জুলার শিবিকার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তিনি কুমুদনিবাস হইয়া পরে কমলপুর যাইবেন, না, একবারে কমলপুরই যাইবেন? মঞ্জুলা ক্ষণকাল মাত্র চিন্তা করিল। মাতা ব্যাকুল চিত্তে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু আহত উদ্ধারকর্ত্তাকে বাটীতে পৌঁছাইয়া না দিয়া, উৎপলাকে প্রণাম না করিয়া নিতান্ত অকৃতজ্ঞের ন্যায় নিজগৃহে চলিয়া যাওয়া কি উচিত? মঞ্জুলা শান্তিরক্ষককে জানাইল, কুমুদনিবাস হইয়া যাইবে।

মঞ্জুলার উদ্ধার সংবাদে উৎপলা যে আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য; বিশেষতঃ প্রমিতসেনের দ্বারা যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে উৎপলার চিত্ত আরও উৎফুল্ল হইয়াছে। কিন্তু তিনি আহত হইয়াছেন! কে আঘাত করিল? কেমন আঘাত? আঘাত সাংঘাতিক না হইতে পারে, কিন্তু তিনি যেন কত যন্ত্রণা পাইয়াছেন, পাইতেছেন। আমাকে ডাকিয়া পাঠান নাই কেন? আমি যাই নাই কেন?—সেই দূরান্তরে কে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে? ব্যাকুল হৃদয়ে উৎপলা প্রমিতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

প্রমিত পুরদ্বারে শিবিকা হইতে নামিতেই উৎপলা আসিয়া স্বামীর হাত ধরিলেন। প্রমিতের বামস্কন্ধমূল বস্ত্রখণ্ডে বিজড়িত, বদ্ধ; তাঁহার

মুখ ক্লিষ্ট, মলিন। কিন্তু উৎপলাকে দেখিয়াই তাঁহার মুখের বর্ণ ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন ;—"কোন ভয় নাই, সামান্য আঘাত !"

উৎপলা স্বামীর দক্ষিণ বাহু নিজের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে লইয়া মৃদুপদে সম্মুখের কক্ষের দিকে চলিলেন। মাধবী ধরিল, দারুক অগ্রসর হইল। প্রমিত সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন ;—"উৎপল, মঞ্জুলা কৈ ? মঞ্জুলাও যে আসিয়াছেন !"

উৎপলার উদ্বিগ্ন চিত্তে সে মুহূর্ত্তে মঞ্জুলার কথা উদয় হয় নাই। তিনি চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন ;—"মঞ্জুলা এখানে আসিয়াছে ! কৈ মঞ্জুলা ?—মাধবী তাহাকে এখানে লইয়া আয়।"

মঞ্জুলার শিবিকা তখন দ্বারের নিকট পৌছিয়াছে, বাদল শিবিকার দ্বার খুলিয়া দিতেছিল। মাধবী মঞ্জুলাকে শিবিকা হইতে নামাইল। এদিকে প্রমিত স্ত্রীকে বলিলেন ;—"মঞ্জুলা আমাকে বাঁচাইয়াছে, অনাহারে দিন রাত্রি আমার অবিরাম শুশ্রূষা করিয়াছে !"

উৎপলা ছুটিয়া গিয়া কক্ষদ্বারেই মঞ্জুলাকে পাইলেন, দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার ললাট চুম্বন করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন ;—"মঞ্জু, দিদি আমার !—তিনি বলিতেছেন, তুই তাঁহাকে বাঁচাইয়াছিস্ ! দিন রাত্রি কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিস্ !"

মঞ্জুলা উৎপলার পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল ;—"দি—দিদি !"

"হাঁ, আজ হইতে আমাকে 'দিদি' বলিবি ! তুই যে আমার ছোট ভগ্নী !"

"দিদি, আমি কিছুই করি নাই। পাপীয়সী আমি ! আমায়—আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি প্রাণ হারাইতেছিলেন। অভাগী আর কেমন করিয়া তোমাকে মুখ দেখাইবে ?"

"কেমন করিয়া মুখ দেখাইবি ?"—উৎপলা পুনরায় মঞ্জুলার চিবুক উচু করিয়া ধরিয়া তাহার গণ্ডদেশ চুম্বিত করিলেন ; বলিলেন ;—"আমি যদি অমন বিপদে পড়িতাম, তবে কি তিনি প্রাণ দিয়াও আমার জাতি-মান রক্ষা করিতেন না ?"

"তোমার ?"

"তুই কি পৃথক্, পর ?"

মঞ্জুলা কোন উত্তর দিতে পারিল না, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। উৎপলা তাহার হাত ধরিয়া শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন। দারুক এবং অন্যান্যের সাহায্যে ইতিপূর্ব্বেই প্রমিত সেখানে নীত হইয়াছিলেন। শয্যায় শয়ন করিয়া প্রমিত মঞ্জুলার উদ্ধার বৃত্তান্ত নিজের আহত হওয়ার বিবরণ এবং মঞ্জুলা কর্ত্তৃক তাঁহার অবিশ্রাম শুশ্রূষার কথা উৎপলার নিকট সংক্ষেপে বর্ণিত করিলেন।

উৎপলা বলিলেন ;—"সোমদত্ত ! ইহাঁর পণের ঋণ পরিশোধ করিয়া না তুমি সভিকের হস্ত হইতে ইহাঁকে মুক্ত করিয়াছিলে ?"

"হাঁ।"

"তিনি এখন কোথায় ?"

"কারাগারে। রাজাধিরাজ আসিয়া তাঁহার বিচার করিবেন। সে কথা থাক্ !--সৌভাগ্য যে, বাদল সে দিন সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল ; নতুবা কেমন করিয়া আমরা সংবাদ পাইতাম, কেমন করিয়া মঞ্জুলা উদ্ধার হইতেন—কি যে হইত, দেবতা জানেন !"

মঞ্জুলার দেহ শিহরিয়া উঠিল। উৎপলা বলিলেন ;—"অসহায়ের সহায় ঈশ্বর। যার অন্তরে পাপচিন্তা নাই, তার অকল্যাণ কেহ করিতে পারে না।"

মঞ্জুলা চক্ষু নিমীলিত করিল।

প্রমিত। বাদলকে পুরস্কৃত করিতে হইবে।

উৎপলা। আমি করিব।

মঞ্জুলা তখন মৃদু মৃদু বলিল ;—"বাদল আমাকে আজ বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিবে।"

উৎপলা হাসিলেন, বলিলেন ;—"বুঝিয়াছি, তুমিও পুরস্কার দিবে !"

প্রমিত বলিলেন ;—"আর বিলম্ব করা উচিত নহে, মঞ্জুলা এখন গৃহে যাইবেন ; মাতা পথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।"

উৎপলা দাঁড়াইলেন। মঞ্জুলাকে একটুকু অপেক্ষা করিতে বলিয়া, স্বামীর দিকে ইঙ্গিত কটাক্ষপাত করিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইলেন।

মঞ্জুলার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, আবার এক কক্ষে মাত্র সেই দুই জন ! বোধ হয় প্রমিতের মনেও সেই প্রকার একটা কিছু হইয়াছিল। তিনি মাধবীকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অসঙ্গের কাছে লোক গিয়াছে কি না ? মাধবী বলিল ;—"গিয়াছে।"

এমন সময় উৎপলা পুনরায় সে কক্ষে উপস্থিত হইলেন ; তাঁহার হাতে একটি ক্ষুদ্র পেটিকা। উৎপলা বলিলেন ;—"মঞ্জু, আজ তুমি আমাকে দিদি বলিয়াছ, ভগ্নীর যোগ্য কাজও তুমি করিয়াছ। একবার দাঁড়াও ত বোন।"

মঞ্জুলা রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে দ্বিতীয় এক নিম্ন পালঙ্কের কোণে বসিয়াছিল, ভূমিতে নামিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে দাঁড়াইল। এদিকে উৎপলা সেই ক্ষুদ্র পেটিকার মধ্য হইতে সপ্তবিংশতি মুক্তাসংযুক্ত অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী নক্ষত্র-মালা বাহির করিয়া মঞ্জুলার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন।

মঞ্জুলার সুকুমার কণ্ঠে, ললিত বক্ষমূলে নক্ষত্রমালার স্ফুরদুজ্জ্বলশ্রী আরও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। চকিত নেত্রে মঞ্জুলা বলিল ;—"এ যে তোমার কণ্ঠহার, দিদি !"

"হাঁ, আমারই বটে ; তোমাকে দিলাম।"

"এ হার আমি লইব না, কণ্ঠে পরিব না।"

"কেন ?"

মঞ্জুলার মুখ ফুটিয়াছিল, মঞ্জুলা বলিল ;—"আমার কণ্ঠ এ হারের যোগ্য নয় !"

"তুমি জান না, ইহা অপেক্ষা শতগুণ মূল্যবান হারও তোমার কণ্ঠের উপযুক্ত নহে !"

"আমি—আমি সে কথা—মূল্যের কথা বলিতেছি না। আমি শুনিয়াছি, সধবা নারী——"

"কণ্ঠরত্ন পরকে দেয় না ?—তুমি ত আমাদের পর নও !"

মঞ্জুলা সন্ত্রস্ত চক্ষু অবনত করিল।

প্রমিত এতক্ষণ অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে এই রহস্য দেখিতেছিলেন, তিনি বলিলেন ;—"সে দিন তোমাদের বাড়ীতে আমার যাইবার কথা ছিল, উৎপলা সংবাদও পাঠাইয়াছিলেন। সেই দিনই এ হার আমি লইয়া যাইতাম, কিন্তু পাটলী হইতে তুমি নিরুদ্দেশ হইলে, হার আর দেওয়া হয় নাই। কিন্তু সেই দিন হইতেই এ হার তোমার হইয়াছে ! তুমি কণ্ঠে পরিলে আমাদের অপার আনন্দ হইবে।"

মঞ্জুলা মস্তক নত করিল। তাহার আয়ত চক্ষু অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়াছিল।

কিছুকাল পরে মঞ্জুলা বিদায় হইয়া নিজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। ধর্ম্মপাল মহাশয়ের প্রেরিত সৈনিক শান্তিরক্ষক, ভৃত্য দারুক, বাদল, পরিচারিকা চঞ্চলা তাহার সঙ্গে চলিল।

"যার চিত্তে পাপচিন্তা নাই, তার অকল্যাণ কেহ করিতে পারে না।"—মঞ্জুলা নিষ্পাপচিত্তা, তাই দেবতার আশীর্ব্বাদে ঘোর বিপদ হইতে

সে মুক্ত হইয়াছে ! কমলপুরের পথে মঞ্জুলার মনে উৎপলার কথা বার বার উদয় হইল।

আমার মনে পাপ চিন্তা নাই ? আমি যে ভয়ানক স্বার্থপর ! স্বার্থ চিন্তা কি পাপ ? নহে কেন ? স্বার্থসাধনে কি পরের অনিষ্ট হয় না ?—উৎপলার ধনে আমার আকাঙ্ক্ষা ! উৎপলা ! সরলা সুহৃদ্‌বৎসলা নিজের কণ্ঠহার স্বহস্তে আমার গলায় পরাইয়া দিল, অশুভ অমঙ্গলের কোন আশঙ্কা সাধ্বীর মনে আসিল না ! আমি তাহার ছোট ভগিনী ! সেই আমি নিজের চিত্ত বশ করিতে পারি না ! সমুদ্রে ডুবিতেছিলাম, স্বামীকে পাঠাইয়া স্নেহশীলা আমাকে বাঁচাইল ; আর আমি কি না তাহারই সর্ব্বনাশের চিন্তা ছাড়িতে পারিতেছি না !

পাপীয়সী আমি !—উৎপলার অশুভ কখনই হইবে না ; নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক তাহার চিত্ত। কিন্তু——

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিজয়ীর প্রত্যাগমন

পাটলীপুত্রে আজ মহাসমারোহ ; বৃহৎ—বিরাট ব্যাপার। ত্রিকলিঙ্গ জয় করিয়া রাজাধিরাজ অশোকদেব চতুরঙ্গদলে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

মহোল্লাসে নগর হইতে রাজপুরোহিত, রাজকুটুম্ব অমাত্য, সমস্ত, সৈন্যাধ্যক্ষ—বহু সম্ভ্রান্ত লোক রাজাধিরাজের প্রত্যুদ্‌গমন জন্য নগরোপকণ্ঠে অগ্রসর হইয়াছেন। অশ্ব গজ শকট পদাতি চতুরঙ্গ সৈন্য, শতশত পতাকা, সহস্র বাদ্যকর, ভট্টবন্দী মাগধ, ভণ্ডনটনটী, বিচিত্র বসন ভূষণ পরিহিত সহস্র সহস্র পুরবাসী কায়মনোবাক্যে আনন্দ অভিব্যক্ত করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইয়াছে।

সপল্লীবসতি সমস্ত নগর—রাজপুরী, রাজসভা, রাজোদ্যান দুর্গ, দুর্গদ্বার, মন্দির, প্রাসাদ, নগরপরিধিজ্ঞাপক চতুঃষষ্টি প্রবেশ-দ্বার সমন্বিত সেই সুউচ্চ বিশাল প্রশস্ত প্রাচীর চীনাংশুক পতাকায় পরিশোভিত হইয়াছে। বালক বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্য্যন্ত নগরবাসী সমস্ত লোক যথাসম্ভব সুশোভন বেশে সজ্জিত হইয়া রাজাধিরাজের শুভ প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। যে প্রশস্ত রাজপথে রাজাধিরাজ নগরে আসিতেছেন, তাহার উভয় পার্শ্বে সম-সম ব্যবধানে সপত্র শত শত কদলীবৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। প্রতিবৃক্ষমূলে মাল্য শোভিত চিত্রিত

মঙ্গল ঘট, তাহাতে আম্র, অশোক, অশ্বত্থ, বট বা বকুল পল্লব। তাহার উপর ঘৃত দধি, ধান্য যব, দুর্ব্বাদল গন্ধচন্দন প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। উপচার-সুগন্ধি ধূপগন্ধে রাজপথ আমোদিত হইয়াছে।

কুমুদনিবাসের সম্মুখ দিয়াই সে পথ। নগরের শত সহস্র লোক রাজদর্শন অভিলাষে সে পথপার্শ্বে, পার্শ্বস্থ উদ্যানে, চত্বরে, গৃহে, বারান্দায়, ছাদে, উচ্চ বৃক্ষ শাখায় পর্য্যন্ত আশ্রয় লইয়াছে। বিজয়ী বিরাট বাহিনীর আগমনঘটা দেখিবার জন্য অনেক আত্মীয় কুটুম্ব দূরসম্পর্কিত স্ত্রীলোক পুরুষ সে দিন কুমুদনিবাসে উপস্থিত হইয়াছিল। আমন্ত্রিত হইয়া মঞ্জুলা আসিয়াছে, আরও অনেকে আসিয়াছেন। কুমুদনিবাস হইতে এই রাজসিক অভিযান দেখার বড়ই সুবিধা। বহু স্ত্রীলোক গৃহের ছাদে উঠিয়াছেন। অনেকে দ্বিতলের কক্ষদ্বারে, গবাক্ষপথে ব্যগ্রচিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রমিতসেন এখনো সম্পূর্ণ সবল সুস্থ হইয়া উঠেন নাই। সুতরাং রাজাধিরাজের প্রত্যুদ্গমন জন্য তিনি নগরোপকণ্ঠে যান নাই; নিজগৃহদ্বারের সম্মুখে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সহ প্রতীক্ষা করিতেছেন!

এমন সময় দূর জনসংঘের উল্লাসধ্বনি রাজাধিরাজের নিকট-আগমন সূচিত করিল। পতাকীদল অগ্রসর হইল! ঝর্ঝর-মর্দ্দল ভেরি কাংস্যকরতাল প্রভৃতি সহস্র বাদ্যযন্ত্রের মিলিত স্বরে কর্ণ বধির করিতে লাগিল। হয়, হস্তী, রথ, পদাতি ভূমিতল বিকম্পিত করিয়া চলিল। ভট্টবন্দী রাজাধিরাজের বিজয়-কাহিনী গীত করিতে করিতে অগ্রসর হইল। অবশেষে বিশালকায় দুর্জ্জয় গজারোহণে স্বয়ং রাজাধিরাজ উদ্গ্রীব জনসংঘের চক্ষুগোচর হইলেন। অমনি উল্লসিত দর্শকবৃন্দের উচ্চ জয়ধ্বনি, হর্ষিতা পুরসুন্দরীগণের বিপুল হুলুধ্বনি, আর সহস্র শঙ্খের আকাশভেদী তুমুল মঙ্গল ধ্বনিতে ধরাতল মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিল।

মস্তকের উপর সেবক-ধৃত রাজছত্র, কিন্তু রাজাধিরাজের আজ যোদ্ধবেশ। শিরে শিরস্ত্রাণ, অঙ্গে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম, বক্ষে কবচ, বামভাগে বিশালকায় ধনু, দক্ষিণে তূণপরিপূর্ণ শর, নারাচ, সম্মুখে কিঞ্চিদুন্নত আসনে শূল, কুঠার, খড়্গ ইত্যাদি অস্ত্র।

যাহারা নিকট হইতে দেখিতে পাইল, তাহারা দেখিল—রাজাধিরাজের আজ যেন কেমন বিষণ্ণ গম্ভীর মূর্ত্তি। সেই সমোন্নত প্রশস্ত ললাটে চন্দন চর্চ্চা নাই, তাতে যেন চিন্তা-রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে; সে বিদ্যুদ্দাম স্ফুরণোজ্জ্বল চক্ষু কেমন যেন মৌন, ম্লান; অপূর্ব্ব রাজশ্রী-মণ্ডিত সে মুখমণ্ডল কেমন যেন নিষ্প্রভ, মলিন! দেখিয়া অনেকে চিন্তিত হইল। কেহ ভাবিল, সেই দূর জল-জঙ্গলযুক্ত দেশে রাজাধিরাজ স্বাস্থ্য হারাইয়া আসিয়াছেন। কেহ মনে করিল, এই অর্দ্ধবর্ষব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহে রাজাধিরাজের দেহ মন ক্লান্ত হইয়াছে। সহস্রে জনেকে মাত্র রাজাধিরাজের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল; কিন্তু সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনি, সহস্র শঙ্খের মঙ্গল ধ্বনিতে দিগন্ত নিনাদিত হইল। রাজাধিরাজের পশ্চাতে বহু সৈন্য-সামন্ত শ্রেণীবদ্ধ পার্শ্ব-রক্ষক অগ্রসর হইল।

তখন সেই বিপুল জন-মণ্ডলীর মধ্যে এক বিষম কোলাহল সমুত্থিত হইল। পশ্চাৎবর্ত্তীরা অগ্রবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিল; লোকে পদাঙ্গুলিতে ভর দিয়া অঙ্গ দীর্ঘায়ত করিয়া দাঁড়াইল, উদগ্রীব হইয়া দূরদৃষ্টি আরম্ভ করিল।—যুদ্ধে জিত, বন্দীকৃত কলিঙ্গরাজ আসিতেছেন!

তখন দ্বিঅশ্ব পরিচালিত, শত রজত ঘণ্টিকাযুক্ত শব্দায়মান এক বৃহৎ শকটে উপবিষ্ট রাজপরিচ্ছদধারী এক জন সুগঠিত, সুন্দর যোদ্ধ, পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইলেন। তাঁহার মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তাহার, বিষণ্ণ বিবর্ণ মুখ; আরক্ত চক্ষু অবনমিত। মস্তকের উপর কোন ছত্র ধৃত হয় নাই, কিন্তু শকটের চারিকোণ হইতে উত্থিত

চারিটী রজত দণ্ডের উপর এক চন্দ্রাতপ! সেই দণ্ডচতুষ্টয় পরিবেষ্টন করিয়া অনতিস্থূল এক রৌপ্য শৃঙ্খল, আর সম্মুখভাগে সেই শৃঙ্খলবিলম্বী একখানি ক্ষুদ্র রজত খড়্গা। দূরে দূরে চারিদিকে অসি বর্ম্মধারী, ভল্লহস্ত, বিশালকায় রক্ষকবর্গ। অদৃষ্টচক্রের এই শোচনীয় আবর্ত্তন-ফল লক্ষ্য করিয়া দর্শকমণ্ডলী নীরব, নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

বন্দী কলিঙ্গরাজের পশ্চাতে জয়লব্ধ মণিরত্ন, মুক্তা প্রবাল, হীরক বৈদূর্য্য, রজত কাঞ্চন, বহুমূল্য অলঙ্কার, মহার্ঘ বস্ত্র, নানাবিধ মূল্যবান তৈজস পত্র; পাটলীপুত্রে সচরাচর অদৃষ্টপূর্ব্ব সমুদ্রজাত অদ্ভুতাকৃতি বৃহৎ বৃহৎ শঙ্খ, শুক্তি, শম্বুক, (কোনটী স্বর্ণমণ্ডিত, কোনটী বা রৌপ্য-ত্রিপদীর উপর স্থাপিত) কাংস্য-পিত্তল-নির্ম্মিত সুদৃশ্য বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রী—শত অনাবৃত শকটে বাহিত হইতে লাগিল।

তাহার পর এক দল সৈন্য। সৈন্যের পশ্চাতে সারি সারি অনেকগুলি শকট। তাহার প্রত্যেকখানিতে চালক ব্যতীত দুই কি তিন জন করিয়া লোক, কলিঙ্গদেশীয় সম্ভ্রান্ত রাজ-কুটুম্ব, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, অমাত্য, সৈন্যাধ্যক্ষ। ইঁহারাও বন্দী। এ সমস্ত শকটের দণ্ড লৌহ-শৃঙ্খলে পরিবেষ্টিত, সম্মুখে লম্বমান লৌহ-খড়্গা। এই শকটশ্রেণীর পশ্চাতে অসংখ্য সাধারণ বন্দী। বিংশতি জনে এক এক সারি ইহাদের গলদেশে এক রজ্জুতে বদ্ধ। পাটলীপুত্রের সেই প্রশস্ত রাজপথ দিয়া এইরূপ সারি সারি কলিঙ্গবন্দী ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের পশ্চাতে মধ্যে, উভয় পার্শ্বে ভল্ল, বর্ষা, কোষমুক্ত অসিধারী প্রহরী সৈন্য।

এই বিরাটবাহিনীর পদবিক্ষেপে উত্থিত ধূলিরাশি আকাশ ছাইয়া ফেলিল। দর্শকবৃন্দের সুন্দর বেশ-ভূষা, সৈন্য-সামন্তের সাজ-সজ্জা ধূসরিত হইয়া উঠিল।

প্রহর পূর্ব্ব হইতে রাজপথে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিয়া তাহার পর অর্দ্ধ প্রহর ভরিয়া এই অবিরাম জন-প্রবাহ দেখিতে দেখিতে দর্শকবৃন্দ ক্লান্ত হইয়াছিল, গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। অনেকে ফিরিতে আরম্ভ করিল। রাজবাহিনী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, সম্মুখের দিকে ততই জনতা হইতে লাগিল। পশ্চাতের লোক দক্ষিণে বামে যে পথ পাইল তাহা দিয়া সরিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে কুমুদনিবাসের সম্মুখে লোকের সংখ্যা কমিয়া গেলে প্রমিত সেন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আঘ্রাত এবং অনাঘ্রাত

সেখানে সেই পুরসুন্দরীগণের সভায় এই শোভাযাত্রার সটীক সমালোচনা চলিতেছিল। প্রমিত সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার প্রতি শত প্রশ্ন হইল। কেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, কত লোক নিহত হইয়াছে, কতটাকে বন্দী করিয়া আনা হইয়াছে, কলিঙ্গরাজের ভবিষ্যৎ কি, তাঁহার কি আরও কোন দণ্ড হইবে? সেই অনার্য্য অসভ্য দেশে এত স্বর্ণ মণিমাণিক্য? কলিঙ্গপতির রাণী ও রাজকন্যাদিগের অবস্থা কি হইয়াছে? তাঁহার শকটদণ্ডে শৃঙ্খল বেষ্টন কেন? আর, সে রৌপ্য-খড়্গোরই বা কি অর্থ?

প্রমিত সেন এই সকল প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিলেন। হৃতরাজ্য হতমান কলিঙ্গরাজের আরও যে কি দণ্ড হইবে, তাহা দেবতা জানেন। শৃঙ্খল ত বন্দিত্বের লক্ষণ। আর সেই খড়্গোর অর্থ?—রাজাধিরাজের আদেশ মাত্র খড়্গাঘাতে শিরশ্ছেদ হইতে পারে!

শুনিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিলেন। উৎপলা বলিলেন;—"রাজাধিরাজ কি এতই নিষ্ঠুর হইবেন?"

"রাজরাজড়ার মতি গতি কি কেহ নির্দ্দিষ্ট করিতে পারে?"

"রাজাধিরাজের মুখের ভাব কি আজ লক্ষ্য করিয়াছ?"

"করিয়াছি। কেমন যেন বিষণ্ন, ম্লান; সে উৎসাহ উদ্যম আনন্দ নাই, মুখে সে স্ফূর্ত্তি নাই, ললাটে চিন্তারেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে!"

"কেন?"

"কেন, কি করিয়া বলিব?—তবে কেহ কেহ বলিতেছে, রাজাধিরাজের মনে একটা কি যেন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।"

জিজ্ঞাসু নেত্রে সকলে চাহিয়া রহিলেন। প্রমিত সেন বলিতে লাগিলেন;—"শুনিয়াছি, রাজাধিরাজের এক জন পার্শ্বচর বলিয়াছেন—যে মহাযুদ্ধে কলিঙ্গপতি পরাজিত, বন্দী হইয়াছিলেন তাহাতে উভয় পক্ষের সহস্র সহস্র সৈন্য হত হইয়াছিল, আহতের সংখ্যা আরও অনেক অধিক। রাত্রিতে আলোক লইয়া রাজাধিরাজ যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা নিজ চক্ষে দেখিতেছিলেন। হত আহতের শোচনীয় দশা এবং সংখ্যা দেখিয়া, মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাঁহার চিত্ত ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। সেখানে কয়েক জন পরিব্রাজক—আহতের শুশ্রূষায় সাহায্য করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন নাকি রাজাধিরাজকে চিনিতে পারিয়া, হস্তদ্বারা রণভূমি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—মহারাজ এই সহস্র সহস্র লোকের প্রাণবধ করিয়া, শত সহস্রকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু বিকলাঙ্গ করিয়া কি লাভ করিয়াছেন? শত গ্রাম বসতিশূন্য—উৎসন্ন করিয়া, লক্ষ গৃহ দগ্ধ করিয়া, লক্ষ শিশু পিতৃহীন করিয়া, সহস্র সহস্র নারীকে বিধবা নিরাশ্রয়া করিয়া কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে? কোটী লোকের আর্ত্তনাদে কি আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে, মহারাজ!

"রাজাধিরাজ সেই রক্তাক্ত, সিক্ত রণক্ষেত্রে আহতবৎ বসিয়া পড়িলেন; বলিলেন;—'কে তুমি? দীন ভিক্ষু।' 'চিনিয়াছি তোমাকে, কেন এত দূরে আসিয়াছ?' 'দৈব আমাকে আনিয়াছে।' 'তোমার দৈব ক্ষমতা! রাজধানীতে সাক্ষাৎ হইবে?' 'রাজাধিরাজের সুমতি হউক!'—"আশীর্ব্বাদ করিও।"

রণক্ষেত্রের সেই অদ্ভুত নৈশ দৃশ্য যেন উৎপলার মানসচক্ষে প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট হইল। রাজাধিরাজ এবং ভিক্ষুর সেই সংক্ষিপ্ত অথচ মহান্

গম্ভীর অর্থযুক্ত কথা উৎপলার কর্ণে সাক্ষাৎ শ্রুতবৎ বোধ হইল। তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কম্পিতস্বরে মঞ্জুলা উৎপলাকে বলিল ;—"আমি শুনিয়াছি নিশীথ-কালে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ভিক্ষু উপগুপ্ত দেবের সহিত রাজাধিরাজের এই কথা হইয়াছিল।"

শুনিয়া প্রমিত সেন বলিলেন ;—"ভিক্ষু উপগুপ্ত !"

মৃদুস্বরে মঞ্জুলা বলিল ;—"হাঁ।"

উৎপলা বলিলেন ;—"অমন সাহস আর কাহার ? মৃগয়া যাত্রার দিন বন্যপশুর অপমৃত্যু আশঙ্কায় যে ভিক্ষুর মহাপ্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, এই রণক্ষেত্রে লক্ষ লোকের প্রাণক্ষয় দেখিয়া তিনি কি আর নির্ব্বাক থাকিতে পারেন !"

প্রমিত সেন বলিলেন ;—"ধন্য ভিক্ষু !"

উৎপলা বলিলেন ;—"আমি তাঁহার পুণ্যপদে প্রণাম করি।"

তখন উৎপলা ও মঞ্জুলা গলবস্ত্র হইয়া ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে নতমস্তকে ভূমিতে প্রণিপাত করিলেন।

ক্ষণকাল পরে উৎপলা বলিলেন ;—"তাহার পর ?"

প্রমিত বলিলেন ;—"সেই রাত্রি হইতে না কি রাজাধিরাজের এই ভাব আরম্ভ হইয়াছে। রাজকার্য্যের কোন ব্যতিক্রম নাই ; সাধারণ লোকে কিছুই বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু যাহারা অন্তরঙ্গ, তাহারা জানে, রাজাধিরাজের চিত্তে কি যেন এক নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।"

"ঈশ্বর করুন, আর যেন যুদ্ধ বিগ্রহে লোকক্ষয় না হয়।"

মঞ্জুলার উদ্ধার-সাধন করিয়া নগরে প্রত্যাগমনের পর প্রমিত আর কমলপুরে যান নাই। শারীরিক অসুস্থতা এক কারণ, দ্বিতীয় এবং

প্রবলতর কারণ—সেই ক্ষুদ্র পর্ব্বত-শিখরে রুগ্নশয্যায় অধঃপতনোন্মুখ প্রমিতের প্রতিজ্ঞা—আত্মসংবরণ করিতেই হইবে। তাহার পর নিজ গৃহে উৎপলার সাক্ষাতে মঞ্জুলার সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছে, কিন্তু প্রমিত কায়মনোবাক্যে সে প্রতিজ্ঞা পালনের চেষ্টা করিয়াছেন। আজ বিজয়ী রাজাধিরাজের নগর-প্রবেশ ঘটা দেখিবার জন্য উৎপলা মঞ্জুলাকে আমন্ত্রণ করিয়া কুমুদনিবাসে আনিয়াছেন; প্রমিত আর কেমন করিয়া নিষেধ করিবেন? কিন্তু বার বার কি এরূপ সংগ্রাম ভাল? শত রণজয়ীও হঠাৎ একদিন পরাজিত হইতে পারে।

প্রমিতের অনিচ্ছুক চক্ষু এক দৃষ্টিপাতে যুগপৎ দৃষ্ট, একাসনে উপবিষ্ট উৎপলা ও মঞ্জুলার যুগ্মমুখচ্ছবি অতর্কিতে তুলনা করিয়া দেখিল। কৈ, কোন্‌টী অপরটী হইতে শ্রেষ্ঠ? তবে কেন এই চিত্ত-বিভ্রম! প্রমিত চক্ষু নিমীলিত করিলেন। তিনি বুঝিলেন না যে, একটী সম্পূর্ণ আয়ত্ত, সম্পূর্ণ পরিচিত ও সম্পূর্ণ বিকশিত; কিন্তু অপরটী স্বচ্ছন্দ স্বাধীন অচিরদৃষ্ট, আরও বা স্ফুটনক্ষম। এই পার্থক্যই যে সাংঘাতিক। মানুষের মন এমনি অপদার্থ যে, অচিরদৃষ্ট, অর্দ্ধ বিকশিত অথচ অনায়ত্ত সুন্দর মুখেরই যে অধিক আকর্ষণ! সেখানে যে কল্পনার অবাধ প্রসার!

উৎপলার আমন্ত্রণ মঞ্জুলা উপেক্ষা করিতে পারে নাই, তাই সে আজ আসিয়াছে। আসিয়াই বুঝিতে পারিয়াছে, আসিয়া ভাল করে নাই। আত্মগোপন বড় কঠিন কাজ। চক্ষু হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলে, মুখে চিত্তের ছবি প্রকটিত হইয়া উঠে। ভয় হয়, রুদ্ধ কণ্ঠ বা মনের কথা কহিয়া ফেলে। মুখ তুলিয়া আজ মঞ্জুলা বেশী চায় নাই, নিতান্ত প্রয়োজন না পড়িলে মুখ ফুটিয়া কথা কয় নাই। আত্মার ভীত হইয়াছে, পাছে এই সংযম চেষ্টায়ই বা উৎপলার সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়!

শেষে বিদায়ের সময় আসিল। মঞ্জুলা প্রমিতসেনকে নমস্কার

অভিবাদন করিয়া উৎপলাকে প্রণাম করিল। উৎপলা তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তাহার ললাট চুম্বিত করিয়া বলিলেন;—"আবার কবে তোকে দেখিব? দুদিন তোকে না দেখিলে যে আমার চিত্ত অধীর হয়!"

শিবিকারোহণে গৃহাভিমুখে যাইতে যাইতে মঞ্জুলা ভাবিল; "সেই ঝড় বৃষ্টিময় সন্ধ্যাকালে নগর-প্রবেশের পথে কেন সাক্ষাৎ হইয়াছিল! কেনই বা আমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিয়াছিলাম! আর উৎপলা! দেব-কন্যা, দেবী তুমি! কেন মর্ত্ত্যে আসিয়াছিলে? আসিয়াছ ত মানুষী হও নাই কেন?—ঈর্ষা, হিংসা, সন্দেহ তোমার মনে স্থান পায় না! যদি পাইত, তবে—তবে বা—!"

সে রাত্রিতে স্বামীর পদ-সংবাহন করিতে করিতে উৎপলা বলিলেন;—"মঞ্জুলার বর খুঁজিবে না?"

প্রমিত একখানি অর্দ্ধ বিকশিত সঙ্কুচিত মুখের কথা অনন্যমনে ভাবিতেছিলেন, স্ত্রীর সাগ্রহ উক্তিতে চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন;—"খুঁজিব?—খুঁজিব বৈ কি!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিচার

কলিঙ্গ হইতে বিজয়ী রাজাধিরাজের রাজধানীতে প্রত্যাগমনের পর আজ রাজসভার প্রথম অধিবেশন। আজ কলিঙ্গরাজের বিচার হইবে। কেহ কেহ মনে করিতেছিল, পাটলীপুত্রের নিভৃত নির্জ্জন কারাগারে তাঁহার চিরজীবন কাটাইতে হইবে; কেহ কেহ মনে করিতেছিল, সুদূর উজ্জয়িনীর সুদৃঢ় দুর্গ-মধ্যে শৃঙ্খলিত হইয়া তাঁহার জীবনাবসান করিতে হইবে; কেহ কেহ বা মনে করিতেছিল, কলিঙ্গরাজের শূলদণ্ডের আদেশ হইবে। সমস্ত নগরবাসী বিজিত নরপতির অদৃষ্টফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল।

সুসজ্জিত, সুবৃহৎ সে রাজসভার বর্ণনার চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। বিভিন্ন রাজা, রাজপ্রতিনিধি, রাজন্যক, ধর্ম্মমহাপাত্র, মহাপাত্র, পাত্র, মিত্র, দণ্ডনায়ক—সভাসদ্‌গণ উপস্থিত হইয়াছেন। এমন সময় বেণু বীণা মুরজ মন্দিরার মধুর ধ্বনি রাজাধিরাজের আগমন সূচিত করিল, রাজাধিরাজ অশোকবর্দ্ধন সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঋত্বিক্‌, পুরোহিত, পরিব্রাজক, ব্রাহ্মণগণ দুই হস্ত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা রাজপ্রতিনিধি প্রভৃতি সভাসদ্‌গণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভিবাদন করিলেন। বিচিত্র চন্দ্রাতপতলে, মণিমুক্তাখচিত ছত্রের নিম্নে, স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসনে রাজাধিরাজ উপবিষ্ট হইলেন। অমনি শুভ্র উষ্ণীষধারী ভট্টগণ রাজসিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া সমস্বরে মঙ্গল গীতি আরম্ভ করিল।

[সাহানা—ঝাঁপতাল]

তুমি রাজ রাজেন্দ্র,
সকল গুণ-নিধান,
শত্রুকুল দর্পহারী।

অতুল মহিমা মণ্ডিত,
অতুল কীর্ত্তি রঞ্জিত,
গৌরব তব গাহিবে ভবে
যুগে যুগে নরনারী।

সুর-মানব-বাঞ্ছিত ভূপাল তুমি,
সতত দেবতাবৃন্দ আশিসে তোমা ;
আনন্দিত বসুন্ধরা শাসনে তোমার ;
দেব দ্বিজ ভক্ত তুমি,
পাষণ্ড দলনকারী।

ভট্টগণের সুরলয়-পরিশুদ্ধ উদাত্ত সঙ্গীত পারিষদগণের চিত্ত উচ্ছ্বসিত করিল। অনেকের চক্ষু আনন্দে বিস্ফারিত অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু রাজাধিরাজের স্থির গম্ভীর মুখচ্ছবিতে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। অনেকেই লক্ষ্য করিলেন, রাজধানীতে প্রত্যাগমনের দিন তাঁহার যে বিষণ্ণ গম্ভীর মূর্ত্তি, আজিও তাহাই রহিয়াছে। ললাটে সেই চিন্তা-রেখা, মুখমণ্ডল কেমন যেন নিষ্প্রভ মলিন—অন্যমনস্ক! আজ শুভদিনে, শুভ মুহূর্ত্তে এ রূপ কেন? কেহ বুঝিতে পারিল না।

ভট্টগণ সরিয়া গেলে মহাপাত্র সেখানে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সঙ্গেই বিজিত কলিঙ্গপতি, পশ্চাতে অসিচর্ম্মধারী এক জন মহাকায়

সম্ভ্রান্ত সামন্ত। সভাস্থ সমস্ত লোকের যুগপৎ দৃষ্টি তখন সেই হতমান, হৃতরাজ্য কলিঙ্গরাজের প্রতি ন্যস্ত হইল। সে মুখও স্থির গম্ভীর ; অদৃষ্ট-চক্রের এই শোচনীয় পরিবর্ত্তনেও যেন নির্ব্বিকার ! রাজাধিরাজের শরীর কম্পিত হইল। সকলে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন,—তিনি সিংহাসন ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন, মুহূর্ত্তকালের জন্য নত মস্তকে ভূমিতে দৃষ্টিপাত করিয়া মঞ্চ হইতে অবতরণ করিলেন, কলিঙ্গপতির দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার বন্দিত্বসূচক পার্শ্বস্থ সামন্ত-হস্ত হইতে দোদুল্যমান রৌপ্য শৃঙ্খল নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া পদদলিত করিলেন। বিস্মিত, বিহ্বল মহাপাত্র পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। রাজাধিরাজ তখন সেই দলিত শৃঙ্খল পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন ;—"মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে।"

বিস্মিত কলিঙ্গরাজ নিস্পন্দনেত্রে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। রাজাধিরাজ ঈষন্নমিত মস্তকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্ত গ্রহণ করিয়া সিংহাসনের দিকে চলিলেন। রাজাধিরাজের ইঙ্গিতে এই রাজমঞ্চে দ্বিতীয় এক সিংহাসন আনীত হইয়াছে। মঞ্চের নিকট উপস্থিত হইয়া কলিঙ্গরাজ বলিলেন ;—"আমি যে যুদ্ধে বিজিত বন্দী !"

"আপনি মহাযোদ্ধা, মহাবীর। নিয়তির প্রতিরোধ নাই, কিন্তু অশোকবর্দ্ধন বীরের সম্মান করিতে জানে।"

রাজাধিরাজ কলিঙ্গপতিকে লইয়া মঞ্চে আরোহণ করিলেন এবং বলিলেন ;—"মহারাজ, আপনি স্বাধীন ; আপনার রাজ্য, সৈন্য-সামন্ত, প্রজা—সমস্ত স্বাধীন। আজ হইতে আপনি আমার বন্ধু !"

রাজাধিরাজ তখন কলিঙ্গপতিকে আলিঙ্গন করিয়া দ্বিতীয় সিংহাসনে বসাইলেন এবং নিজেও বসিলেন।

রাজাধিরাজের এই অচিন্তিতপূর্ব্ব সুমহান্ ব্যবহারে রাজসভাস্থ সমস্ত

লোক ক্ষণকালের জন্য বিস্মিত, স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তখন সেই বিশাল সভাগৃহ উচ্চ জয়ধ্বনিতে কম্পিত হইয়া উঠিল। একই মুহূর্ত্তে দণ্ডায়মান রাজা, রাজপ্রতিনিধি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পাত্র-মিত্র, সৈন্য সামন্ত—সমস্ত লোকের

"জয়, রাজাধিরাজ মগধপতির জয়। জয় ত্রি-কলিঙ্গপতির জয়।" যুগপৎ উচ্চারিত এই জয়ধ্বনিতে দিক্-দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইল। বেণু-বীণা, মৃদঙ্গ-করতাল, ঝর্ঝর-মর্দ্দল-শব্দে সভা-গৃহ, চত্বর, রাজপুরী, দুর্গ—সমস্ত নগর শব্দায়মান হইয়া উঠিল।

সভাগৃহ কথঞ্চিৎ শান্ত-ভাব ধারণ করিলে, কলিঙ্গপতি সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার বক্তব্য শুনিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইলেন। তিনি মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিলেন;— "রাজচক্রবর্ত্তী মগধরাজের রাজসভায় বহু সম্ভ্রান্ত সভাসদ উপস্থিত আছেন, আপনারা আমার এক নিবেদন শুনুন। আমার সৈন্য-সেনাপতিগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু জয়-পরাজয় অদৃষ্টের অধীন। তাহারা পরাজিত, বিধ্বস্ত হইয়াছে, বন্দী আমি এখানে আনীত হইয়াছি। বিজিত দেহে আমার অধিকার নাই, কিন্তু চিত্ত আমার স্বাধীন ছিল, আজ আমার সেই অজিত, স্বাধীন চিত্ত পরাধীন হইল।"

বলিতে বলিতে কলিঙ্গপতির স্বর ক্ষীণ হইয়া আসিল, তাঁহার বীরোচিত সুগর্ব্বিত বলশালী দেহ কম্পিত, চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল! তখন রাজাধিরাজকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন;— "রাজাধিরাজ, যুদ্ধে আমার দেহ বন্দী করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ লোকাতীত চরিত্র-মহিমায় আপনি এই অজিতচিত্ত বশ করিয়াছেন।— কায়মনোবাক্যে আমি আপনার অধীন হইলাম।"

কলিঙ্গপতি অতিনমিত মস্তকে রাজাধিরাজের অভিবন্দনা করিলেন। রাজাধিরাজ দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রত্যভিবন্দনা করিয়া কহিলেন ;— “সভাসদগণ, আমারও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছেন যে—কেন আমি এত লোকক্ষয় করিয়া এত অর্থ ব্যয় করিয়া এত আয়োজন ও পরিশ্রমে বৃহৎ কলিঙ্গরাজ্য জয় করিয়া তাহা আমার পৈত্রিক সাম্রাজ্যভুক্ত করিলাম না, বিজিত কলিঙ্গরাজকেই তাহা প্রত্যর্পণ করিতেছি ; আর, কেনই বা আমি কলিঙ্গরাজের কোন শাস্তি-বিধান না করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিলাম, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আজ এই মহাসভায় সিংহাসনে বসাইয়াছি ! আশ্চর্য্য হইবার কথাই বটে। কিন্তু আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এইরূপ করাই আমি সর্ব্ব প্রকারে শ্রেয়ঃ এবং দেবগণের অনুমোদিত বলিয়া মনে করিয়াছি। দীর্ঘদিনব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহে শত সহস্র লোক বধ করিয়া, শত সহস্র নারীকে বিধবা, লক্ষ শিশুকে পিতৃহীন করিয়া, শত গ্রাম উচ্ছন্ন, সহস্র গৃহ ভস্মসাৎ করিয়া সহস্র লোককে বন্দী করিয়া, পররাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া আমি কি লাভ করিয়াছি ! আত্মপ্রসাদ ? তাহা ত নয় ! চিত্তের শান্তি ? তাহা ত নয় ! ধার্ম্মিক-সাধু-সজ্জনের আশীর্ব্বাদ ? তাহা ত নয় ! দেবতার প্রসন্নতা ? তাহাও ত নয় ! তবে কি ?—আমার নিজের বৃহৎ সাম্রাজ্যের সর্ব্ব প্রকার সুখ-সমৃদ্ধি-সাধন, প্রজার চিত্তরঞ্জন, দুঃখ দারিদ্র্য মোচন—এ সকল বিষয়ের চিন্তা এবং উপায় নির্দ্ধারণ ও প্রয়োগ বিধানই আমি উপযুক্ত মত করিয়া উঠিতে পারি না, তাহার উপর দূর সমুদ্রতটব্যাপী নূতন এই সুবৃহৎ রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ, সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধনের চিন্তা আমারই করিতে হইবে ?—কেন এই নূতন

গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প্রত্যবায়গ্রস্ত হইব? অহঙ্কার মদ-মাৎসর্য্য, আকাঙ্ক্ষা লোভ তৃষ্ণার বেগ বৃদ্ধি করিবে?

সভাসদগণ, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন; আজ হইতে আমি পর রাজ্যধনে, অন্যের ঐশ্বর্য্য-সম্পদে লোভ না করিয়া যাহাতে নিজ রাজ্যের শান্তি ও সুখ-সম্পদ-বৃদ্ধি করিতে পারি, কায়মনোবাক্যে তাহার চেষ্টা করিব। দেবতা অবশ্যই আমার সহায় হইবেন।"

রাজাধিরাজ এইরূপ নিজের বক্তব্য শেষ করিয়া আসন গ্রহণ করিলে সভার চারিদিক হইতে বিপুল জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইল, তিরস্করণীর অন্তরাল হইতে পুর-সুন্দরীগণের মঙ্গল শঙ্খ-রবে সভাগৃহ নিনাদিত হইয়া উঠিল। অমনি বৈতালিকগণ সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সদ্য রচিত গীতি সমস্বরে গাহিতে আরম্ভ করিল।—

ধন্য তুমি রাজ রাজাধিরাজ,
 ধন্য তব কীর্ত্তি বিশাল।
ভুবন ভরিয়া যশোগীতি তব
 গাহিবে মানব অনন্ত কাল।
বিজিতচিত্ত শত্রু তব
 মুগ্ধ মিত্র সিদ্ধ বিচারে।
শম দম দয়া ক্ষমা গুণে তব
 দুঃখ দারিদ্র্য চলি যাবে দূরে!
দেবতার প্রিয় তুমি প্রজাচিত্তরঞ্জন ভূপাল,
কাটিয়াছ মদ মোহ লোভ তৃষ্ণার জাল!

গীতান্তে সভাভঙ্গ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আহ্বান

পাটলীপুত্রের উপকণ্ঠভাগে লোক-বসতির অনতিদূরে এক বৃহৎ আম্রকানন। সেখানে তাল তেঁতুল, অশোক কাঞ্চনাদি বৃক্ষেরও অভাব ছিল না, কিন্তু আম্র বাহুল্য জন্যই তাহার নাম আম্রকানন।

তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে, জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। নিকটবর্ত্তী পল্লীর লোকজন সংসারের কাজকর্ম্ম সে দিনের মত শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতেছে। পথে লোকজনের গতায়াত অতি বিরল। এমন সময় নগর হইতে পাঁচ ছয়টী লোক সেই আম্রকাননের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা ভদ্রলোক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু বেশ ভূষার কোন পারিপাট্য নাই, নাগরিক সাধারণ ভদ্রলোক মাত্র।

নেতার ইঙ্গিতে তিন জন লোক নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে দাঁড়াইলেন, অপর দুই জনকে লইয়া তিনি কাননাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সম্মুখেই একটী পুকুর, ইষ্টকপ্রস্তরে বাঁধা তাহার ঘাট, কমলকুমুদের স্ফুট অস্ফুট পুষ্পে এবং পত্রে তাহার স্ফটিক স্বচ্ছ জল প্রায় আচ্ছাদিত। তীরে পুষ্পোদ্যান, যুঁই যাতি, মল্লিকা, মালতি, কৃষ্ণচূড়ার গাছ। ফুলের গন্ধে স্থানটী আমোদিত হইয়াছে। পুকুরের পাশ দিয়াই পথ; জ্যোৎস্নালোকিত সেই পথে তিন জনে নীরব বনভূমিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তিন জনের মধ্যে যিনি বয়ঃকনিষ্ঠ, তাঁহার সুগঠিত সুন্দর বলশালী দীর্ঘদেহ। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন ;—"মহারাজ——"

নেতা বাম হস্ত উত্তোলিত করিয়া যুবকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অপ্রতিভ যুবক এক পদ পশ্চাৎ সরিয়া মুখ নত করিয়া দাঁড়াইল। নেতা বলিলেন ;—"আমি ত নিষেধ করিয়াছি !"

"দাসের অপরাধ—"

"ক্ষমা করা গেল।—কি বলিতেছিলে?"

যুবক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

"বল।"

নতমুখেই যুবক মৃদু মৃদু বলিল ;—

"রাত্রিকাল, এই অরণ্যপথ ;—একখানি অস্ত্রও আমাদের সঙ্গে নাই।"

"আমি জানি, তুমি নিজের জন্য ভীত নও ; কলিঙ্গে তোমার পরিচয় পাইয়াছি। আমি অরক্ষিত, তাই তোমার আশঙ্কা? তুমি এখানে আজ নূতন আসিয়াছ, তুমি জান না—অরক্ষিত নিরস্ত্র আমি অনেকবার রাত্রিকালে এখানে আসিয়াছি, এখানে আশঙ্কার কোন হেতু নাই।"

নিকটেই কয়েকখানি শিবিকা প্রতীক্ষা করিতেছিল, বাহক এবং রক্ষীর দল বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। রাজাধিরাজ বলিলেন ;—"দেখিতেছ না পুরস্ত্রীরাও এখানে নিঃশঙ্কে আসিয়া থাকেন !"

যুবক নতশিরে রাজাধিরাজকে অভিনন্দিত করিল। অপেক্ষাকৃত বয়োধিক অনুচর বলিলেন ;—"রাজাধিরাজের এমনি শাসন, এমনি প্রতাপ !"

"রাজসভার কথা বলিতেছি না, কিন্তু তপোবনে অতিশয়োক্তি সুশোভন হয় না !"

রাজাধিরাজের মুখে হাসি দেখা দিল, লজ্জায় পারিষদের মুখ সঙ্কুচিত হইল।

তখন তিন জনে ধীরে ধীরে সেই পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কিছু দূর যাইতেই আত্মীয় বান্ধব রক্ষী পরিবৃত কয়েকটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। স্ত্রীলোক দেখিয়া তাঁহারা পথ ছাড়িয়া দিয়া এক পার্শ্ব দিয়া চলিলেন। ক্রমে আরও স্ত্রীলোক পুরুষ বনভূমি হইতে বাহির হইতে লাগিল।

পরিশেষে তাঁহারা কাননের মধ্যভাগে অঙ্গনবৎ অতিক্ষুদ্র এক প্রান্তরের নিকট উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে আম, জাম, তাল তিন্তিরির গাছ, মধ্যভাগে শ্যামদূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত বিস্তৃত ভূমি। চন্দ্রালোকে সমস্ত স্থান উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই অঙ্গনের এক প্রান্তে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া মুণ্ডিতশির, শীর্ণদেহ, দীর্ঘকায় এক স্থবির, তাঁহার পশ্চাতে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে উপবিষ্ট ভিক্ষু, শ্রাবক, উপাসকের দল, তৎপশ্চাতে আবৃতমস্তক ভিক্ষুণী, উপাসিকা নারী-মণ্ডলী, সম্মুখে তখনও অনেক দর্শক, নগরবাসী সেই দূর্ব্বাসনে বসিয়া স্থবিরের উপদেশ শুনিতেছিলেন।

স্থবির গম্ভীর পরিষ্কার স্বরে পবিত্র ত্রিরত্ন, পঞ্চভাবনা, পঞ্চপাপ, পঞ্চব্যসন, অষ্টসম্পত্তি, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যা শেষ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং ললিত গম্ভীর স্বরে

"বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি,
ধম্মং সরণং গচ্ছামি,
সংঘং সরণং গচ্ছামি।"

এই ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জানু পাতিয়া বসিলেন এবং ভূমিতে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিলেন। উপস্থিত ভিক্ষু শ্রাবক উপাসক সকলে মিলিত স্বরে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেইরূপ প্রণাম করিলেন। দর্শকগণের মধ্যেও অনেকে তাহার অনুসরণ করিলেন।

"ধর্ম্ম ও জগতের সর্ব্বদা শ্রীবৃদ্ধি হউক, দেবগণ ধর্ম্ম ও জগৎ সর্ব্বদা

রক্ষা করন, সকলে স্ব স্ব পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গের সহিত শারীরিক মানসিক সুখী ও দুঃখহীন হউক।”

স্থবির তখন প্রশান্তচিত্তে মুদ্রিতনেত্রে এই আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। দর্শক, উপাসক, উপাসিকা, শ্রাবক, ভিক্ষু, ভিক্ষুণী অনেকেই তখন সে স্থান হইতে কেহ কেহ বা আরামের কুটীর-গুলির দিকে, কেহ কেহ বা কাননের বাহিরের দিকে প্রস্থান আরম্ভ করিলেন। সমিতি ভঙ্গ হইল।

রাজাধিরাজের সাধারণ নাগরিকের বেশ, কেহ যে তাঁহাকে চিনিতে পারিল, তাহা বুঝা গেল না। কিন্তু স্থবির উপগুপ্তদেব চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিবা মাত্রই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। এ বেশে সঙ্ঘারামে রাজাধিরাজের আগমন এই প্রথম নহে। ভিক্ষুর ইঙ্গিতে একজন শ্রাবক একখানি কুশাসন আনিল, কিন্তু রাজাধিরাজ তাহাতে না বসিয়া ভিক্ষুদেবকে প্রণাম করিয়া সেই শ্যামল তৃণাসনেই তৃপ্তচিত্তে উপবেশন করিলেন।

“কল্যাণ হউক।” বলিয়া ভিক্ষু আশীর্ব্বাদ করিলে রাজাধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন ;—“আরামের সর্ব্বত্র কুশল ?”

“ভগবান তথাগতের কৃপায় এবং আপনার সদয় নিয়োগে সর্ব্বত্রই মঙ্গল।”

এইরূপ কিঞ্চিৎ কথাবার্ত্তার পর রাজাধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন ;— “এখন আমার প্রতি কি আদেশ হয় ? কলিঙ্গরাজ সম্বন্ধে উপদেশ প্রতিপালনের চেষ্টা করিয়াছি।”

“কি করিয়াছেন ?”

রাজাধিরাজ তখন সভার কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে ভিক্ষুদেবকে পরিজ্ঞাত করিলেন।

"তিনি কবে স্বদেশে যাত্রা করিবেন ?"

"বলিতে পারি না ; বোধ হয় তিনি দেশে ফিরিবেন না।"

"কেন ?"

"আমার অপরাধ লইবেন না ; আপনার সঙ্গে কি তাঁহার দেখা ছিল ?"

"কলিঙ্গেও ছিল, এখানেও হইয়াছে।"

"তিনি স্বরাজ্যে ফিরিবেন না ; রাজ্যসম্পদে তাঁহার স্পৃহা নাই। তাঁহার পুত্র সন্তানও কেহ নাই।"

"কে চালাইবে সেই বৃহৎ রাজ্য ?"

"আমাকেই সে বিধান করিতে হইবে।"

"বিজয়ী কে ?—তিনি, না আপনি ?"

রাজাধিরাজ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন ;—"তিনি।"

"সহস্র যোদ্ধাকে জয় করিয়া, লক্ষ জীব-হত্যা করিয়া নহে, নিজেকে জয় করিয়া !

যো সহস্‌সং সহস্‌সেন সঙ্গামে মানুসে জিনে।
একঞ্চ জেয্যমত্তানং সবে সঙ্গামজুত্তমো ॥

"যদি কেহ যুদ্ধে সহস্রগুণ সহস্র ব্যক্তিকে জয় করে, এবং অপর কেহ কেবল আপনাকে জয় করে, তবে শেষোক্তব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা।"

"তাহাতে আমার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।—আমার উপায় কি হইবে ?"

"আপনিও পথ ধরিয়াছেন, আপনিও জয়ী হইবেন।"

"আমি ! আমার তৃষ্ণা বাড়িবে না ? আমার কি সুকৃতি আছে ?"

"অবশ্যই আছে।—তবে,

নৎথি রাগসমো অগ্‌গি নৎথি দোসসমো গহো !
নৎথি মোহসমং জালং নৎথি তণ্‌হাসমা নদী ॥

আসক্তির ন্যায় অগ্নি নাই, বিদ্বেষের ন্যায় হিংস্র জন্তু নাই, মোহের ন্যায় জাল নাই, তৃষ্ণার সমান নদী নাই।

কিন্তু আপনিও মোহ-জাল কাটিতে পারিবেন, তৃষ্ণা দূর করিতে পারিবেন, অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, বিদ্বেষ থাকিবে না !"

রাজাধিরাজের শরীর শিহরিয়া উঠিল। "আমি পারিব ?"

"কেন পারিবেন না ? ঐকান্তিক যত্ন, কায়মনোবাক্যে চেষ্টা, আর সুকৃতির ফল অবশ্য ফলিবে।"

রাজাধিরাজের দেহ বিকম্পিত হইয়া উঠিল। "আমি পারিব ?"

"প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা কর। নৈরঞ্জনার পবিত্র তীরে, বোধিদ্রুমমূলে যোগাসনে বসিয়া ভগবান বোধিসত্ব বলিয়াছেন—

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥'

এই আসনে আমার শরীর শুষ্কতা প্রাপ্ত হউক, আমার ত্বক্, অস্থি, মাংস এই স্থানে বিলীন হউক, কিন্তু বহুকল্প দুর্লভ বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া আমার দেহ এই আসন হইতে বিচলিত হইবে না !"

বলিতে বলিতে ভিক্ষুদেবের চক্ষু জ্যোতিষ্মান, তাঁহার মুখমণ্ডল এক অলৌকিক সৌরলাবণ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রাজাধিরাজের হৃদয় বিকম্পিত, চক্ষু বিস্ফারিত এবং সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ভিক্ষু বলিতে লাগিলেন ;—"লোক-রোমাঞ্চকর এই মহা প্রতিজ্ঞার কথা

স্মরণ করিয়া যুগে যুগে মানুষের চিত্ত বলীয়ান হইবে, মানুষ দুষ্কর সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, দুরারোহ গিরিশৃঙ্গ উল্লঙ্ঘন করিবে, ধন মান ঐশ্বর্য্য, দুঃখ দৈন্য অভাব, তৃষ্ণা মোহ বেদনা ভুলিয়া যাইবে, অকূল সমুদ্র পার হইয়া পরমপদ—নির্ব্বাণ লাভ করিবে।—মহারাজ,

'পরিজিণ্ণমিদং রূপং রোগ নিড্ডং পভঙ্গুণং।
ভিজ্জতি পূতি সন্দেহো মরণন্তং হি জীবিতং॥

এই শরীর জীর্ণ, রোগপূর্ণ ও ভঙ্গুর; পূতিসমষ্টি স্বরূপ এই দেহ ভগ্ন হইয়া থাকে। জীবন মরণে অবসান হয়।—অতএব বিলম্ব করিও না।

অভিথরেথ কল্যাণে পাপা চিত্তং নিবারয়ে।
দণ্ডং হি করোতো পুঞ্ঞং পাপস্মিং রমত মনো॥

পুণ্যলাভ করিবার জন্য সত্বর ধাবমান হও, পাপ হইতে মনকে নিবৃত্ত কর; আলস্যের সহিত পুণ্যকর্ম্ম করিলে, মন পাপে রত হইয়া থাকে।"

রাজাধিরাজের হৃদয় ভিক্ষুর উদ্দীপনা কথায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, রক্তস্রোত তাঁহার শিরায় শিরায় প্রখর বেগে ছুটিতে লাগিল, কম্পিত দেহে এক অপূর্ব্ব মহতী শক্তি সঞ্চারিত হইল।

ভিক্ষু বলিতে লাগিলেন;—"মহারাজ, উদ্বুদ্ধ হও; ভগবান সর্ব্বার্থসিদ্ধের আহ্বান, শুধু তুমি জয়ী হইলে হইবে না!—তোমার বিশাল সাম্রাজ্যে—পৃথিবীময় তাঁহার মোক্ষবাণী প্রচার করিতে হইবে। নিখিল মানবকুল বুদ্ধের শরণ লইবে, ধর্ম্মের শরণ লইবে, সত্যের শরণ লইবে। দেশ-দেশান্তে, দূর দূরান্তরে, নগ-নদী, দুস্তর সিন্ধুপারে, সমস্ত বিশ্বময় মহামঙ্গল-বার্ত্তা প্রচার করিতে হইবে!"

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী মৌর্য্যকুলচূড়া রাজাধিরাজ অশোকবর্দ্ধন তখন থরকম্পিতকলেবরে ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইলেন, গ্রহচন্দ্রনক্ষত্রখচিত নীলাকাশের দিকে ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া সেই দীন দরিদ্র ভিক্ষুর পদমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

রাত্রি সার্দ্ধপ্রহর অতীত হইলে গম্ভীরমূর্ত্তি রাজাধিরাজ সংঘারাম হইতে বাহির হইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে পার্শ্বদদিগকে বলিলেন ;—"দেখ, তোমরা আপ্ত বিশ্বস্ত বন্ধু, সংসারে ভয় করিবার, লজ্জিত হইবার অথবা গোপন করিবার কিছু আমার নাই ; তথাপি তোমরা আজ যাহা দেখিলে বা শুনিলে, মাসান্তকাল পর্য্যন্ত কেহ তাহা প্রকাশ করিও না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হাসি ও কান্না

সংযুক্তা স্বামীকে বলিলেন ;—"এ ত তোমার সেই পুরাতন সন্দেহ !"

"পুরাতনই বটে, কিন্তু অকারণ নহে। ব্যবহার দেখিয়া মনের অবস্থা বুঝা কঠিন নহে। সোমদত্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম, প্রমিত রক্ষা পাইল, উৎপলার অজ্ঞাত বিপদ দূর হইল। পরে রাজ্ঞী যখন অমত প্রকাশ করিলেন, উৎপলা উৎফুল্ল হইল, কিন্তু প্রমিতের চিত্ত হাসিতে যাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল !"

"তোমার এ প্রহেলিকা কে বুঝিবে ?"

"প্রহেলিকাই বটে। যে হাসিয়া উৎফুল্ল হইতেছে, তার কান্নাই উচিত ; যার কান্না পাইতেছে, সে হাসে না কেন ?—সে যে মজিয়াছে।"

"মিছা কথা !"

"দেবতা করুন, মিছাই হউক। কিন্তু অবস্থা অত্যন্ত সন্দেহজনক, সত্যই বা হয় !"

"কি করিয়া বুঝিলে ?"

"মঞ্জুলাকে উদ্ধার করিয়া ফিরিবার পর হইতে, আমি লক্ষ্য করিয়াছি, প্রমিতের চিত্তে যেন শান্তি নাই, চক্ষে সে সরল দৃষ্টি নাই, মুখে সে উৎসাহ নাই, আনন্দ নাই ! নিতান্ত আবশ্যক না হইলে সে মঞ্জুলার নাম করে না, সেই উদ্ধার বৃত্তান্তটাই ভাল করিয়া আমাকে বলিতে পারে নাই।"

"তাই তোমার বিশ্বাস হইয়াছে, তিনি মজিয়াছেন ?—লোকে যাহাকে ভালবাসে, তাহার নাম ত কারণে অকারণে সর্ব্বদা মনে করে, উচ্চারণ করে !"

"এ ত আর আমি নই যে, দিনরাত 'সাঁজ্' 'সাঁজ্' করিয়া বেড়াইব !"

সংযুক্তা স্মিত প্রভাসিত চক্ষু কুঞ্চিত করিলেন, দন্তে রক্তাধর নিপীড়িত করিয়া বলিলেন ;—"তোমার অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হইবে !"

হাসিমুখে অসঙ্গ বলিলেন ;—"অত অহঙ্কার ভাল নয় !—তা যাক্। এ ত ভালবাসা নয়, এ যে রূপের মোহ, উৎকট লোভ ;—উৎপলার সর্ব্বনাশ !"

"কার সাধ্য সাধ্বীর সর্ব্বনাশ করে ?—আর এক কথা, তোমার বিশ্বাস, প্রমিতসেন মহাশয় মজিয়াছেন, কিন্তু মঞ্জুলার চিত্ত যদি বিচলিত না হয়, তবে কিসের ভয় ?"

"স্ত্রীলোকের চিত্ত !"

সংযুক্তা স্ফুটনোন্মুখ পদ্মকোরকবৎ আপনার সুকুমার মুষ্টি উচু করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন ;—"সাবধান !"

অসঙ্গ হাসিয়া বলিলেন ;—"সকলের চিত্তই কি একরূপ ?—মঞ্জুলাও ত কেমন যেন বিচলিত হইয়াছে। মঞ্জুলার সে পূর্ব্বস্বভাব নাই। আমোদ রহস্য, উৎসাহ উদ্যম, গীত বাদ্যে রুচি—কোন বিষয়ে তাহার সে স্ফূর্ত্তি আর নাই। কেন, এরূপ হইল ?"

"বয়সে গাম্ভীর্য্য আনিয়াছে।"

"অসম্ভব নয়, কিন্তু আরও কিছু হইয়াছে। অপহৃতা মঞ্জুলা গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সে দিন শতমুখে প্রমিতের গুণকীর্ত্তন করিতেছিল, কিন্তু তাহার পর হইতে প্রমিতের নাম করিতে তাহার মুখ বাধ-বাধ হয়। তোমাকে বলি নাই, কিন্তু এখন নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছি, মঞ্জুলাও মজিয়াছে !"

"উৎপলা ছোট বহিন বলিয়া মঞ্জুলার জন্য প্রাণ দেয়, আর সেই মঞ্জুলা উৎপলার যথাসর্ব্বস্বধনে লোভ করে !"

"নারী-চরিত্র !"

"পুরুষের দেবচরিত্রও ত দেখিলাম !"

"শুধু এই পর্য্যন্ত হইলেও আশঙ্কা করিতাম না, কেন না প্রমিত আত্মবশের চেষ্টা করিতেছে। আজ ধর্ম্মপাল মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তাঁহার আলাপে বুঝিলাম, তাঁহারও যেন সেই ইচ্ছা, প্রমিতের সঙ্গে মঞ্জুলার বিবাহ হয় !"

"বটে ?"

"তিনি বলিলেন ;—অপহৃতাকে কে আর গ্রহণ করিবে ? কোথায় আর তাহার বর জুটিবে ? প্রমিত তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে, তাহাকে জানে, রাজকোপ হইতে মঞ্জুলাই এক দিন প্রমিতকে রক্ষা করিয়াছিল ; প্রমিত যদি মঞ্জুলাকে বিবাহ করে, তবে সকল দিক রক্ষা হয়। তাহারা যে পরস্পরের অনুরক্ত, তাহাও তিনি জানেন।"

"উৎপলার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।"

"শেষ না দেখিলে বলিতে পারি না। এ বিবাহ যে রাজ্ঞীর অমত হইবে না, ধর্ম্মপাল মহাশয় তাহাও বলিলেন।"

"রাজরাণীদিগের কথা স্বতন্ত্র, শত সপত্নীও তাঁহাদের সহিয়া যায়, কিন্তু একটীতেই যে উৎপলা পুড়িয়া মরিবে ! ছোট বহিন বলিয়া 'উৎপলা' মঞ্জুলাকে স্নেহ করে, কিন্তু ছোট সতীন্ যে——"

"এখন উপায় ?"

"ধর্ম্মপাল মহাশয়ের কথা কি প্রমিতসেন মহাশয়কে জানাইয়াছ ?"

"এখনো জানাই নাই, জানাইতে হইবে।"

"জানাইতে হয়, জানাইও। একখানি শিবিকা এখনি আনাইয়া দাও, খোকা এবং আমার সঙ্গে কে কে যাইবে ?"

"তোমরা কোথায় যাইবে ?"

"উৎপলার কাছে।"

"কেন ?"

"কেন ?—অবোধ অন্ধ অভাগিনীকে একবার সাবধান করিব।—এমন স্বার্থপর নির্লজ্জ লোভী তোমরা, যে, অমন সোণার প্রতিমা, সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী উৎপলার সর্ব্বনাশ করিতেও তোমাদের মনে দুঃখ হয় না !"

"কার সর্ব্বনাশ কে করে ? মানুষ আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারে, দোষ দেয় পরের, দৈবের ! কুক্ষণে সেই কালসন্ধ্যায় ইহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ! অমন যে পত্নীপ্রাণ ধীর প্রমিত, সেও মজিল ; স্বাধীনা মঞ্জুলাও চিত্ত হারাইল ; আর, উৎপলা অন্ধ—যথার্থই অন্ধ, উৎপলা দেখিয়াও দেখিল না, একটুকু সাবধান হইল না, খাল কাটিয়া ঘরে কুম্ভীর আনিতেছে ; অতি বিশ্বাসে নিজের সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছে !"

"একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। আঁচলের মাণিক পথে ঘাটে ফেলিয়া রাখিতে নাই ; চোর-দস্যু দৈত্য-দানবী কোন দিন কাহার দৃষ্টিতে পড়ে, তাহার ঠিক নাই। পেটিকার মধ্যেই পুরিয়া রাখা উচিত।"

"উৎপলা ত এত কাল পেটিকার মধ্যেই রাখিয়াছিল। অনুমতি ব্যতীত এক পা চলিবার ক্ষমতা প্রমিতের ছিল না !"

"তবে এই যে কমলপুর আর কুমুদনিবাসে এত যাতায়াত, এত ঘনিষ্ঠতা, কেমন করিয়া হইল ?"

"অদৃষ্টলিপি ! যক্ষের ধন আবার পেটিকার মধ্যেই ক্ষয় হয়, নতুবা চোর-দস্যুর ভোগে আসে !"

"সাবধানের মার নাই।"

"অতি সাবধানের পরিণাম মন্দ। খাঁচার পাখী সর্ব্বদা উড়ু উড়ু করে!"

সংযুক্তা হাসিয়া বলিলেন;—"তুমি ত মুক্ত বিহঙ্গ!"

"তাই ত এত বশীভূত!"

"যেরূপ দিন কাল, এক মুহূর্ত্তের বিশ্বাস নাই। প্রমিতসেন মহাশয় ত অত বশীভূত ছিলেন! প্রলোভনের সম্মুখে পড় নাই, তাই এত গর্ব্ব!"

"কেন, মঞ্জুলার সঙ্গে কি আমার দেখা শুনা পরিচয় ছিল না—নাই?"

"ছিল, কিন্তু তোমার চক্ষে সে ত কাল কুৎসিত!"

"পরমা সুন্দরী!"

"বটে? তবে তার চক্ষে তুমি, হয় ত একটা কিম্ভূত কিমাকার—মানুষ!"

"অসম্ভব নহে।—তোমার চক্ষে?"

সংযুক্তা এত নিকটে ঘেঁসিয়া আসিয়া মুখ উঁচু করিয়া হর্ষ-বিস্ফারিত নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন যে, অসঙ্গ লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, অকস্মাৎ স্ত্রীর স্ফুরদধর পরিচুম্বিত করিয়া বলিলেন;—"পরম সুন্দর, না?"

অসঙ্গ আর স্ত্রীর উত্তরের প্রতীক্ষা করিলেন না, সে ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইলেন; বলিয়া গেলেন;—"যাই, শিবিকা সংগ্রহ করি গিয়া।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সতর্কীকরণ

অপরাহ্ণে সংযুক্তা কুমুদনিবাসের অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন।

"সাঁজু যে!"

উৎপলা দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সংযুক্তা উৎপলার পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলেন।

"কত কাল পরে আজ—"উৎপলার কথা শেষ হইল না। দাসীর ক্রোড়ে সংযুক্তার শিশুপুত্র; উৎপলা প্রথমে তাহাকে দেখিতে পান নাই। এই আনন্দময় আলিঙ্গন ব্যাপার এবং মাতা ও উৎপলার উৎফুল্ল মুখ দেখিয়া সে অব্যক্ত হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। কথা আর উৎপলা শেষ করিতে পারিলেন না; দাসীর ক্রোড় হইতে তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া লইলেন। শিশু উৎপলার উজ্জ্বল লাবণ্যময় মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া স্মিতমুখে তাঁহার বক্ষে ঝুঁকিয়া পড়িল। দুই হাতে উৎপলার গলদেশ চাপিয়া ধরিয়া সেই আরক্ত মসৃণ নিটোল গণ্ডে আপনার কোমল গণ্ড সংলগ্ন করিল।

সহজ জ্ঞানে শিশুরা আত্মপর চিনিয়া লয়, রূপের মাধুর্য্যেও বা মুগ্ধ হয়!

শিশুর মধুর স্পর্শে উৎপলার শরীর শিহরিয়া উঠিল;—"এমন সৌভাগ্য কি আমার হইবে!"

সংযুক্তার মাতৃহৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি সমুখে বলিলেন;—"দিদি, খোকা তোমাকে কত ভালবাসে, ও ত যার তার কোলে যায় না, তোমার বুকে কেমন ঝাঁপিয়া পড়ি!"

দিদি তখন খোকার কচিমুখ শতবার চুম্বন করিতেছিলেন। তাহার পর খোকার রূপ-গুণ, বিদ্যা-বুদ্ধি, অত্যাচার দুষ্টামির বহু কথা উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল।

সংযুক্তা যে গুরুতর অভিপ্রায়ে সে দিন কুমুদনিবাসে আসিয়াছেন, কেমন করিয়া সে কথা তুলিবেন, ভাবিতেছিলেন। শেষে দাসীর ক্রোড়ে খোকাকে দিয়া ঘর বাড়ী ঘুরিয়া দেখাইবার জন্য তাহাদিগকে সেখান হইতে বিদায় দিলেন। দুই জনে তখন অন্যান্য কথা আরম্ভ করিলেন।

উৎপলা বলিলেন ;—"রাজাধিরাজের নূতন কোন কথা শুনিয়াছিস্?'

"নূতন কি কথা?"

"তুই আর কেমন করিয়া শুনিবি, তোর অবসরই বা কি? খোকা আর খোকার বাবাকে লইয়াই ত তোর দিন যায়!"

তখন দুই জনে হাসিয়া আকুল হইলেন।

"কি নূতন কথা দিদি?"

"এই যে কলিঙ্গ হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে রাজাধিরাজের নূতন ভাব—তাঁহার সে উৎসাহ উদ্যম, সে আমোদ-প্রমোদ নাকি আর নাই!"

"তাহা ত শুনিয়াছি। অত অর্থ, অত লোকক্ষয় করিয়া কলিঙ্গ জয় করিয়াছেন, সে রাজ্য নাকি ছাড়িয়া দিতেছেন?"

"ছাড়িয়াই ত দিয়াছিলেন। লোকে মনে করিয়াছিল, কলিঙ্গরাজের কত কঠোর দণ্ডই বা হয়। কিন্তু রাজাধিরাজ বিচারের দিন কলিঙ্গ-রাজকে আলিঙ্গন করিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইযাছেন। তাঁহার রাজ্যপাট তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গে মিত্রতা করিয়াছেন!"

"তাও শুনিয়াছি। তিনি নাকি রাজ্যপাট আর লইবেন না?"

"রাজ্যপাট, ধন-সম্পদে তাঁহার আর স্পৃহা নাই।"

"স্পৃহা নাই, তাহাও শুনিয়াছি ; কেন ?"

"সে এক অদ্ভুত কথা। তাঁহার অমাত্য সৈন্য-সামন্ত—সমস্ত কলিঙ্গবন্দী মুক্তি পাইযাছে, তাহারা শীঘ্রই দেশে ফিরিবে। তোমালি নগব সে দেশের নূতন রাজধানী হইবে, রাজাধিরাজের প্রতিনিধি সেখানে থাকিয়া রাজকার্য্যের ব্যবস্থা করিবেন।"

"আর কলিঙ্গরাজ ?"

"প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিবেন, শীঘ্রই গিরিব্রজে যাত্রা করিবেন। সেখানে ভিক্ষুদেব উপগুপ্ত তাঁহাকে দীক্ষা দিবেন।"

"উপগুপ্ত ঠাকুর ?"

"হাঁ। তাঁহার উপদেশেই নাকি কলিঙ্গপতির চিত্তে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইযাছে।"

"তিনি বৌদ্ধ হইবেন ? কি আশ্চর্য্য !"

"আশ্চর্য্য হইবার আরও কথা আছে।"

সংযুক্তা জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

"রাজাধিরাজের মতিগতিও যেন কেমন কেমন বোধ হইতেছে। বাজকার্য্যে আলস্য ঔদাস্য নাই, কিন্তু তাঁহার মুখের সে উজ্জ্বল কান্তি, চিত্তের সে স্ফূর্ত্তি আর নাই। কেমন যেন বিমর্ষ-বিবেগ ভাব !"

"তাহাও কতক কতক শুনিয়াছি ; কারণ কিছু জানিতে পারিয়াছ ?"

"কলিঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে রাজাধিরাজের এ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। ভিক্ষু উপগুপ্ত দেবের সঙ্গে নাকি সেখানে তাঁহার সাক্ষাৎ ও কথা হইয়াছিল।"

সংযুক্তা বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

"রাজধানীতে ফিরিবার পরেও রাজাধিরাজ অনেকবার ভিক্ষু দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন।"

"কৈ তাহা ত শুনি নাই !"

"গোপনে সাক্ষাৎ করিয়াছেন।"

"কাহার নিকট তুমি এত কথা শুনিলে ?"

"অনেকেই নাকি জানে। মঞ্জুলা আমাকে বলিয়াছে।"

"মঞ্জুলা !"

"হাঁ। এক দিন সন্ধ্যার পর সংঘারাম হইতে ফিরিবার সময় মঞ্জুলা রাজাধিরাজকে সেখানে যাইতে দেখিয়াছে। তখন তাঁহার রাজবেশ ছিল না, সাধারণ নাগরিকের বেশ।"

"দেখিতেছি, এই ভিক্ষু দেশের সর্ব্বনাশ করিবে।"

"সর্ব্বনাশ ?"

"নহে ত কি ? কলিঙ্গরাজ বৌদ্ধ হইলে আমাদের কি ক্ষতি ? কিন্তু রাজাধিরাজ যদি বৌদ্ধ মত গ্রহণ করেন, তবে দেশের ধর্ম্মলোপ আরম্ভ হইবে।"

"দেবতা ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন ; সনাতন ধর্ম্মের বিনাশ নাই।"

"প্রমিতসেন মহাশয় এ সকল কথা জানেন ?"

উৎপলা হাসিলেন, বলিলেন ;-- "আমি জানি, আর তিনি জানেন না !"

"তা বটে। তিনি কোথায় ?"

"কমলপুর গিয়াছেন।"

"কমলপুর !"

"মঞ্জুলার বাড়ীতে।"

"তোমাকে বলিয়া গিয়াছেন ?"

"আমিই ত পাঠাইয়াছি !"

সংযুক্তার গা শিহরিয়া উঠিল। সংযুক্তা বলিলেন ;—"তুমিই তাঁহাকে পাঠাইয়াছ ?"

"হাঁ। অলোকা ঠাকুরাণী—মঞ্জুলার মাতা—আজ ক'দিন পীড়িত, তাঁহাকে দেখিয়া আসিবার জন্য পাঠাইয়াছি।"

সংযুক্তা উঠিলেন, বলিলেন;—"চল, দিদি, ছাদে যাই, সেখানে সুন্দর বাতাস!"

উৎপলাও উঠিলেন, বলিলেন;—"খোকাকে আনাইব?"

"না, আসিয়া উৎপাত করিবে। অনেক দিন পরে আসিয়াছি, দুদণ্ড নিরীবিলি আলাপ করি গিয়া।"

"উৎপলার ইঙ্গিতে দাসী ছাদের উপর পরিষ্কার শয্যা পাতিয়া দিল। বাতাস করিবার পাখা, পাণের ডিবা রাখিয়া দিল। তখন দুই জনে সেই শয্যায় গিয়া বসিলেন। সংযুক্তা বলিলেন;—

"দিদি, দেশের কথা রাজ রাজড়ার কথায় আর কাজ নাই। নিজেদের কথা বল্। মঞ্জুলা—মঞ্জুলা কেমন মানুষ?"

"মঞ্জুলাকে কি দেখিস্ নাই?"

"না।"

"তার কথা ত শুনিয়াছিস্।"

"শুনিয়াছি।"

"কার কাছে শুনিয়াছিস্?"

"আর কার কাছে শুনিব?" (হাসিয়া) "বাড়ীতেই শুনিয়াছি।"

"কি শুনিয়াছিস্?"

"সে নাকি বড় সুকণ্ঠী, বড়ই নাকি সুন্দরী!"

"পরমা সুন্দরী। অমন রূপ ত আমাদের চোখে আর পড়ে নাই!"

"কেন?—মুকুরে কি নিজের মুখ কোন দিন দেখিস্ নাই?"

"দেখিয়াছি। তোর মত না হইতে পারে, কিন্তু মঞ্জুলা আমার চেয়ে অনেক সুন্দরী।"

"আমার কথায় কাজ নাই, হংসের মধ্যে বকের কথা কেন ?—তোর চেয়ে সুন্দরী কে বলিল ?"

উৎপলা হাসিয়া বলিলেন ;—"তিনিই বলিয়াছেন।"

সংযুক্তা মনে মনে কহিলেন ;—"চোখের মাথা খাইয়াছেন !"

উৎপলা বলিলেন ;—"কি ভাবিতেছিস্ ?'

"মঞ্জুলা কি কোন তন্ত্র মন্ত্র জানে ?"

"কি বলিতেছিস্ ?"

"দিদি, তুই কি অন্ধ ?"

"কেন রে ?"

"তোর চোখের উপর কত কি হইতেছে, তুই কিছুই দেখিতে পাইতেছিস না !—কোন আশঙ্কা, কোন সন্দেহ তোর মনে স্থান পাইতেছে না !"

"তুই বলিতেছিস্ কি ?"

"তোর মাথা, আর আমার মুণ্ডু !—আঁচলের মাণিক খুলিয়া লইতেছে যে, তুই তার রূপের প্রশংসা করিতেছিস্ ?"

উৎপলা হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন ;—"মঞ্জুলাকে তুই দেখিস্ নাই, তাহাকে চিনিস্ না। সে চোর নয়, আমাদের পরম সুহৃদ্ ! রাজাধিরাজের কোপ হইতে অযাচিতভাবে কে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল ? সে দিন সেই দূরান্তরে অবিশ্রান্ত শুশ্রূষা করিয়া কে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে ?"

"রাজার কোপ হইতে রক্ষা করিয়াছে ?—শুশ্রূষা করিয়াছে ?—তোর উপকার করে নাই ; স্বার্থের জন্য কে কি না করে ?—সে যে মজিয়াছে !"

"ক্ষেপিয়াছিস্ ?"

"অন্য স্ত্রীলোক হইলে, এক মুহূর্ত্তেই সংযুক্তার উক্তি বুঝিত। অন্ধ তুমি!—কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না, কোন সন্দেহ করিতেছ না! পৃথিবী স্বর্গরাজ্য নয়, দিদি; নারী মাত্রই উৎপলা নয়!"

"তোর কথা শুনিয়া হাসি পায়। মঞ্জুলা তেমন মেয়ে নয়।"—হাসিয়া—"আর, যদি সে মজিয়াই থাকে, তাহাতে আমার কি? সেই ত পুড়িয়া মরিবে!"

"তোমাকেও যে পুড়িয়া মারিবে!"

"আমার কি করিবে?"

"তোমার—তোমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবে।"

উৎপলা হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন;—"সে সাধ্য যে কাহারও নাই, আমার সর্ব্বস্ব যে বক্ষাকবচে সুরক্ষিত!"

"রক্ষাকবচ—কি?"

"তা তোর কাছে বলিতে পারি।"

উৎপলা তখন স্বামীর সঙ্গে রহস্য প্রসঙ্গে যে রক্ষাকবচের কথা হইয়াছিল, হাসিতে হাসিতে তাহা বলিলেন। শুনিয়া সংযুক্তা বলিলেন;—"সেই বিশ্বাসে বসিয়া আছিস্? শুনিস্ নাই—ঘসিতে ঘসিতে পাথরও ক্ষয় পায়, বিন্দু বিন্দু জলে পাষাণেও ছিদ্র হয়? রক্ষাকবচেব মহাত্ম্য যে কমিতেছে!"

"কে তোকে এ সংবাদ দিল?"

"যে-ই দিক্ না কেন, তুই একটু সতর্ক হ। কোন্ দিন যেন শুনিতে পাই, মঞ্জুলা কুমুদনিবাসের অর্দ্ধভাগিনী হইয়াছে!"

সংযুক্তা চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু উৎপলার মুখে কোন বিকারলক্ষণ দেখিতে পাইলেন না, অন্তর্ব্বিপ্লবের কোন ইঙ্গিত পাইলেন না।

স্মিতমুখে উৎপলা জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"তাহাতেই বা কি ?—সাঁজু, স্বামীকে ভালবাসিস্ ?"

সংযুক্তা উচ্ছ্বসিত চিত্তে কথা কহিতেছিলেন, অকস্মাৎ উৎপলার এই অতর্কিত প্রশ্নে থতমত খাইলেন। উৎপলা বলিলেন ;—"বাসিস্ ?"

"তোর এ অদ্ভুত প্রশ্ন, দিদি ; স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসিবে না ?"

"স্বামীর সুখের জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিবে ?"

"অবশ্য করিবে—প্রাণ দিবে।"

"দ্বিতীয়া স্ত্রী ঘরে আনিয়া যদি স্বামী সুখী হন, পতিব্রতা তাহাতে বাধা দিবে ?"

"দিদি, তোর মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে ! তাঁর সুখ হইবে মনে করিয়া আত্মবলি দিবি ? পাগল তুই—এ তে তাঁর সুখ হইবে ? এ কি ভালবাসা ?—এ যে রূপের মোহ—দিদি রাগ করিস্ না—এ যে দারুণ লোভ, লালসার উত্তেজনা ! দুদিনে যে তিনি ভ্রম বুঝিতে পারিবেন ; তখন যে হাহাকার করিবেন ! তুই ত পুড়িয়া মরিবি, আর সে অভাগিনী ?—সুখের সংসার ছারখার হইতে দেখিয়া সেও অনুতাপে বিষ খাইয়া মরিবে !"

উৎপলা ক্ষণকালের জন্য চক্ষু নিমীলিত করিয়া ভাবিলেন ;—স্বামী-দেবতা ! তুমি পরের হইবে ?—না ; পারিবে কি ? আর, হে স্বর্গের দেবতা ! কি অপরাধে আমাকে এ দণ্ড দিবে ? অপরাধিনীর সহস্র দোষ, ক্ষমা করিও।

উৎপলাকে নীরব নিমীলিত চক্ষু দেখিয়া সংযুক্তা মনে করিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে। তখন উৎপলার আরও নিকটে ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিলেন ;—"দিদি, নিজেকে রক্ষা কর্ ; আর, যাঁহার জন্য প্রাণ দিতে পারিস্, প্রাণাধিক সেই স্বামীকে রক্ষা কর্। এখনো সময় আছে। তুই

লক্ষ্য করিস্ নাই, কিন্তু তিনি আত্মবশের চেষ্টা করিতেছেন; তুই উদাসীন থাকিস্ না। তোর পুণ্যে আর দেবতার আশীর্ব্বাদে তিনি এ বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন।"

উৎপলা নীরবে সংযুক্তাকে বক্ষের কাছে টানিয়া আনিলেন, অতি-স্নেহে তাঁহার ললাট চুম্বন করিয়া মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন;—"সাঁজু, অকৃত্রিম সুহৃদ্, ভগিনী তুই; তাই অমঙ্গলের আশঙ্কায় আমাকে সাবধান করিলি। দেবতা আশীর্ব্বাদ করুন, আমার স্বামীর যেন কোন অকল্যাণ না হয়!"

উৎপলাকে সতর্ক করিবার জন্য সংযুক্তা আসিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীর প্রতি উৎপলার অসীম বিশ্বাস, অটল নির্ভর দেখিয়া সংযুক্তার চিত্ত ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত, দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি তখন দুই হাতে উৎপলার পদধূলি লইয়া নিজের মস্তকে দিলেন; বলিলেন;—"সাধ্বী সাবিত্রী তুই, দিদি; তোর অমঙ্গল কেহ করিতে পারিবে না। আশীর্ব্বাদ কর, ঈশ্বর স্মরণ করিয়া স্বামীর পদে চিত্ত রাখিয়া, আমিও যেন তোর মত অটল বিশ্বাসে জীবন কাটাইতে পারি।"

সে দিন সংযুক্তা বিদায় হইয়া গেলে উৎপলা একাকিনী নিজের শয়ন-কক্ষে পালঙ্কে শয়ন করিয়া ব্যথিতচিত্তে মনে মনে কহিলেন;—"তিনি বিচলিত হইবেন! দাসীকে পায়ে ঠেলিবেন?—না। তিনি যে আমার প্রাণের স্বামী, নিশিদিন আমার হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছেন! তাঁহাকে অবিশ্বাস?—স্বর্গে ঈশ্বর আছেন, তিনি রক্ষা করিবেন।"

শয্যা পরিত্যাগ করিয়া পরিধেয়ের অঞ্চল গলায় দিয়া অশ্রুভর-নমিত চক্ষে উৎপলা তখন ভূমিতে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিয়া ইষ্টদেবতার চরণো-দ্দেশে প্রণাম করিলেন।

সপ্তম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দীক্ষা

সংঘারাম হইতে নগরে রাজপুরীতে আসিতে কমলপুর পল্লীর মধ্য দিয়া যে রাজপথ, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সরল এবং প্রশস্ত। বেলা তখন প্রহরাধিক হইয়াছে। মুণ্ডিত শির, সৌম্য মূর্ত্তি, পীতবাস পরিহিত, ভিক্ষা-পাত্র মাত্র সম্বল বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু তখন সেই পথ দিয়া রাজপুরী অভিমুখে যাইতেছিলেন। পল্লীর নরনারীগণ, দলে দলে ভিক্ষু, শ্রমণ, স্থবিরগণকে নগরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল। ভিক্ষুরা দলবদ্ধ হইয়া ত কোন দিন নগরে প্রবেশ করেন না। একা একা ভিক্ষা-পাত্র হস্তে কোন কোন দিন ইঁহারা ভিক্ষার্থী হইয়া গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইয়া থাকেন। অনেক সশ্রদ্ধ গৃহস্থ সাগ্রহে ভক্তিতে প্রণাম করিয়া যথাসাধ্য খাদ্য ইহাদের ভিক্ষাপাত্রে প্রদান করিয়া আনন্দ লাভ করে। বাক্যে ইঁহারা কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করেন না। যাহার অভিরুচি হয়, ভিক্ষা দেয়; যাহার ইচ্ছা না হয়, সে দেয় না। নীরবে নির্ব্বিকার চিত্তে ইঁহারা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হইলে আরামে প্রতিগমন করেন। কিন্তু আজ এইরূপ বহুসংখ্যক ভিক্ষুকে দলে দলে নগরে আগমন করিতে দেখিয়া নগরবাসীরা বিস্মিত হইল। আজ এ কি ব্যাপার! বালক বৃদ্ধ যুবক রাজপথের পার্শ্বে আসিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে দাঁড়াইল, কেহ কেহ দূর হইতে নত মস্তকে ইঁহাদিগকে প্রণাম করিল। গৃহদ্বার গবাক্ষপথ পুরসুন্দরীগণের কৌতূহলোদ্দীপ্ত মুখমণ্ডলে শোভমান হইল।

এক জন ভিক্ষু অতি ধীরে একাকী আসিতেছিলেন। তাঁহার সৌম্য শান্ত দৃষ্টি ভূমিতল-বিন্যস্ত হইল। সময় সময় সে দৃষ্টি দূর-প্রসারিত হইলেও তিনি যে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাহা বোধ হইতেছিল না। এমন সময় কতকগুলি সশাবক ছাগ মেষ লইয়া এক জন অজাজীব সেই পথে অগ্রসর হইল। সবল দুর্ব্বল রুগ্ন দুগ্ধপোষ্য বিচার না করিয়া যষ্টিতাড়নায় সকলগুলিকে সমবেগে তাড়িত করিয়া অজাজীব নগরাভিমুখে যাইতেছিল। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উপস্থিত হইয়াছে, সে সহিষ্ণুতা হারাইয়াছে।

একটী ছাগ-শাবক আর চলিতে পারিতেছিল না, বারংবার দলের পশ্চাতে পড়িতেছিল। তাহার মাতা বারংবার প্রহারিত হইয়াও স্বাভাবিক স্নেহবশে থামিয়া থামিয়া শাবকের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। একবার শাবকটী খঞ্জপদে কোন মতে অগ্রসর হইয়া মাতৃস্তন্যের আশায় গ্রীবা বাড়াইল। অজাজীব ক্রোধে অধীর হইয়া নিদারুণ প্রহারে মাতাকে সেখান হইতে বিতাড়িত করিল, শাবকটী ভূমিতলে পড়িয়া করুণ, ক্লিষ্ট, ক্ষীণ রব করিতে লাগিল।

ভিক্ষু দাঁড়াইয়া এই নৃশংস ব্যাপার দেখিতেছিলেন। জীবে দয়া যাঁহার জীবনের ব্রত, ছাগশিশুর এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় করুণায় উচ্ছ্বসিত, চক্ষু অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া ছাগ-শিশুটীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। মূক প্রাণীও স্নেহ করুণা বুঝিতে পারে। ক্রমে ক্ষীণতর আর্ত্তরব করিয়া ছাগশিশু ভিক্ষুর স্নেহময় ক্রোড়ে শান্ত, নীরব হইল। অজাজীব ভিক্ষুর নিকটে আসিয়া বলিল ;—"ঠাকুর, শাবকটী তুমি নিবে ?"

বিস্মিত ভিক্ষু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"তুমি দিবে ?"

"হাঁ, তোমাকে দিলাম ; ওটীতে আমার প্রয়োজন নাই।"

অজাজীব তখন ভিক্ষুকে নমস্কার করিয়া অন্যান্য ছাগ মেষ লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তখন আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। মাতা শাবক পরিত্যাগ করিয়া অধিক দূর গেল না, মুখ ফিরাইয়া ডাকিতে লাগিল; ভিক্ষুর ক্রোড়ে শাবককে দেখিতে পাইয়া দৌড়িয়া ভিক্ষুর নিকট ফিরিয়া আসিল। ছাগ-ব্যবসায়ী অতি বিরক্ত হইয়া যষ্টি দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। ভিক্ষু কিছু বলিলেন না, কিন্তু এমন সৌম্য সকরুণ দৃষ্টিতে সেই ছাগ-বিক্রেতার মুখের দিকে চাহিলেন যে, সে উত্তোলিত যষ্টি অবনত করিল এবং ক্ষণকাল নিশ্চেষ্ট নীরব থাকিয়া বলিল;—"ঠাকুর, শাবক তোমাকে দিয়াছি; এটাকেও তুমি নাও। আমার নিষ্ঠুর জীবিকা, আমাকে অভিশাপ দিও না।"

ভিক্ষু বামহস্তে ছাগশিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে ভীত অজাজীবের মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন;—"'ভবতু সব্বং মঙ্গলং, রখ্‌কন্তু সব্ব দেবতা!'

তোমার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হউক, সকল দেবতা তোমাকে রক্ষা করুন।"

স্বভাব-নির্দ্দয় অজাজীবের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। বিহ্বলের ন্যায় ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া অজাজীব ভিক্ষুর পদমূলে পড়িয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

তখন ছাগকুল অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। ভিক্ষু বলিলেন;— "যাও, তোমার মঙ্গল হইবে।"

"ঠাকুর, কবে আবার তোমার চরণ দর্শন করিব?"

"আম্রকাননে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।"

ভিক্ষুকে পুনরায় প্রণাম করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে অজাজীব ছাগ-যূথের অনুসরণ করিল।

ছাগ-শিশু ক্রোড়ে লইয়া ভিক্ষু তখন কিছু দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগিলেন। উদ্‌গ্রীব ছাগ-মাতা তাঁহার পিছু পিছু চলিল। কিছু-দূর যাইতেই সুদৃশ্য বৃহৎ এক বাটী। ক্ষণেকমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া ভিক্ষু সেই বাটীর প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন শিবিকা সজ্জিত করিয়া দাসদাসী বাহকগণ প্রস্তুত। সেই মুহূর্ত্তেই মঞ্জুলা সেখানে উপস্থিত হইল; এবং ছাগশিশু ক্রোড়ে নিজ গৃহদ্বারে সমাগত ভিক্ষুদেবকে দেখিয়া অতি বিস্মিত হইল। মুক্তাজালপরিমণ্ডিত কবরীযুক্ত মস্তক ভূমিতে বিলুণ্ঠিত করিয়া মঞ্জুলা তাঁহাকে প্রণাম করিল। ভিক্ষু বলিলেন;—"মা, আমার এক প্রার্থনা আছে!"

নতমস্তকে যুক্তকরে বিস্মিতা মঞ্জুলা বলিল;—"কি আদেশে দাসীকে কৃতার্থ করিবেন?"

"আজ মহা শুভ দিন, কিন্তু আমি এই ছাগ-শিশুর কি ব্যবস্থা করিব?"

"কোথায় পাইলেন এই সুন্দর ছাগ-শিশু?"

"এক অজাজীবের নিকট পাইয়াছি। এই ইহার মাতাও সঙ্গে আসিয়াছে। মা, তুমি রাখিবে? তুমি নিবে?"

"আমাকে দিবেন!"

"তুমি এ দুটীকে পালন করিবে?"

"পরম যত্নে পালন করিব।"

"কখনও ঘাতক হস্তে দিবে না?"

"কখনই দিব না।"

ভিক্ষু তখন অতি সাবধানে ধীরে ধীরে ক্রোড় হইতে সেই ছাগ-শিশুকে ভূমিতে মঞ্জুলার সম্মুখে নামাইয়া দিলেন। মহার্ঘ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা মঞ্জুলা সাগ্রহে সানন্দচিত্তে সেটীকে দুই হাতে বক্ষে তুলিয়া লইল। ভিক্ষু বলিলেন;—"মা, তোমার মঙ্গল হউক।"

নমিতমস্তকে মঞ্জুলা বলিল ;—“আপনি দেবতা, আপনার আশীর্ব্বাদে অবশ্যই হইবে।”

ভিক্ষু তখন দুই হস্ত উত্তোলিত করিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে আশীর্ব্বচন করিলেন ,—

“সব্ব বুদ্ধানুভাবেন,
সব্ব ধম্মানুভাবেন,
সব্ব সংঘানুভাবেন,
সদা সোত্থী ভবন্তু তে !”

মঞ্জুলার হৃদয় উচ্ছ্বসিত পুলকিত, গাত্র রোমাঞ্চিত, চক্ষু গদ্গদ-অশ্রুভর-পরিনম্র হইয়া উঠিল ; সর্ব্বাঙ্গ থর থর বিকম্পিত হইয়া উঠিল। তাহার মৃদু ইঙ্গিতে চঞ্চলা তাহার বক্ষ হইতে সেই ছাগ-শিশু অপসৃত করিল। অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে মঞ্জুলা চাহিয়া দেখিল, ভিক্ষুর ঊর্দ্ধদৃষ্টি নয়নদ্বয় অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় ; তাঁহার প্রসন্ন মুখমণ্ডল হইতে কি যেন এক অলৌকিক জ্যোতি বিকীরিত হইতেছে। অরুণোদয়ে আকাশ-কোণে যেমন মৃদু আলোক-রেখা স্ফুরিত হয়, মঞ্জুলার নিভৃত অন্ধকার হৃদয়-কক্ষে সেইরূপ এক অপূর্ব্ব জ্যোতি-রেখার আবির্ভাব হইল ! কম্পিত কলেবরে জানু পাতিয়া বসিয়া মঞ্জুলা ভিক্ষুর চরণ সম্মুখে প্রণিপাত করিল।

ভিক্ষু বলিলেন ;—“উঠ, মা ; আজ মহা শুভদিন, রাজপুরীতে আজ মহা ব্যাপার। তুমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ, বিলম্ব করিও না। আমি চলিলাম।”

ভিক্ষু চলিয়া গেলেও মঞ্জুলা ক্ষণকাল প্রায় সেই অবস্থায় বসিয়া রহিল। অবোধ চঞ্চলা বলিল ;—“আর বিলম্ব কেন করিতেছ ?—মহারাজ্ঞী ত তোমাকে আরও পূর্ব্বে উপস্থিত হইতে বলিয়াছিলেন !”

চক্ষু মুছিতে মুছিতে মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল। সে চক্ষুর দৃষ্টিতে তখন চিত্তের এক স্থির সঙ্কল্প সূচিত হইল।

এ দিকে নগরময় তখন প্রচার হইয়াছে, রাজাধিরাজ আজ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, আজ তাঁহার দীক্ষা। নগরবাসীর চিত্ত বিস্ময়-বিক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে।

ভগবান তথাগতের মহাপরিনির্ব্বাণ লাভের পর হইতে রাজাধিরাজ অশোকের সময় পর্য্যন্ত ভারতে বৌদ্ধমত বিশেষ প্রাবল্যলাভ করে নাই। বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম্ম তখন পর্য্যন্তও সনাতন ধর্ম্মের শাখা বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইতেছিল। সাধারণ লোকে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, আজীবকে বিশেষ ভেদ জ্ঞান করিত না। ভৈরবী, ভিক্ষুণী, সন্ন্যাসিনী প্রায় সমভাবেই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। রাজদ্বারেও বিশেষ কোন প্রার্থক্য প্রদর্শিত হইত না। কিন্তু ক্রমে লোকের এই সমদর্শিতা ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইল। বৌদ্ধগণের যজ্ঞীয় ক্রিয়াকাণ্ড বিবর্জ্জন এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনাস্থা দেখিয়া বেদাচার অবলম্বী ব্রাহ্মণগণ শঙ্কিত হইলেন। ক্রমে নানারূপ মতদ্বৈধ, আচারভেদ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণসমাজে বেদবিরুদ্ধধর্ম্মীরা পাষণ্ড বা নাস্তিক বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগেরও অসম্ভব দলপুষ্টি আরম্ভ হইল।

প্রাচীন ও নবীন সম্প্রদায় মধ্যে এই বিষম সংঘর্ষ সময়ে মগধপতি রাজাধিরাজ অশোকবর্দ্ধন পিতৃপিতামহকুলের চিরানুষ্ঠিত সনাতন আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই নব প্রচারিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। সে দিন রাজচক্রবর্ত্তী দরিদ্র ভিক্ষুর নিকট যুক্তকরে

"অহং ভন্তে তিসরণেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি,
অনুগ্‌হং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।"

বলিয়া নতশিরে দণ্ডায়মান হইলেন। সুবিশাল সসাগরা সাম্রাজ্যের

শাসন সংরক্ষণ ভার যাঁহার হস্তে, উপাধ্যায় ভিক্ষু বহু বিবেচনার পর তাঁহাকে প্রথমে শুধু গৃহী-উপাসক শ্রেণীভুক্ত করিলেন। মহারাজ্ঞী কারুবাকী উপধ্যায়া ভিক্ষুণী গৌতমীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু নবীন উপাসক সার্দ্ধ দ্বিবর্ষ মধ্যেই ভিক্ষু-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী রাজাধিরাজ ত্রিমাত্রবসন, ভিক্ষা-পাত্র, কটিবন্ধ প্রভৃতি যৎসামান্য "অষ্ট সম্পত্তিতে" পরিতুষ্ট হইয়া রাজপুরীতেই ভিক্ষুজীবন আরম্ভ করিলেন। শেষে সেই উদ্বুদ্ধ চিত্তের ঐকান্তিক আগ্রহে দেশে-বিদেশে এই নবীন ধর্ম্ম প্রচারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রাণ-প্রিয় পুত্র-কন্যা—মহীন্দ্র এবং সংঘমিত্রা নবীন বয়সে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী-ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রচার জন্য সুদূর সিংহলে যাত্রা করিলেন। মগধসাম্রাজ্যের সমস্ত স্থান, যোন, গান্ধার, কাম্বোজ, অন্ধ্র, কাশ্মীর, কেরল, চোল, পাণ্ড্য, সুবর্ণভূমি, ভারতমহাসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জ, মিসর, সিরিয়া, সাইরিণ, মাসিডোনিয়া প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম প্রচারার্থে ভিক্ষুগণ প্রেরিত হইলেন।

অদম্য উৎসাহে অতুল্য সহিষ্ণুতা লইয়া মহাজ্ঞানী মহাস্থবির অদ্ভুত-কর্ম্মা প্রচারকগণ ভগবান তথাগতের মহাপরিনির্ব্বাণ-বার্ত্তা-প্রচার এবং নির্ব্বাণকামী নরনারীগণকে মায়ামোহতৃষ্ণামুক্ত প্রশস্ত-পন্থা-প্রদর্শন জন্য নিকটে দূরে, বহুদূরে—দুস্তর নদনদী সিন্ধুপারে গমন করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের অক্রোধ বিনয় বিদ্যা, দম সত্য ধৃতি ক্ষমা প্রভৃতি লোকদুর্লভ গুণগ্রাম দেখিয়া মুগ্ধ নরনারী ইহাদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে লাগিল। কালে কোন কোন স্থানে খৃষ্ট ভক্তেরা পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া ইঁহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও দেবতাত্মাশ্রেণীভুক্ত করিয়া তাঁহাদের পুণ্যচরিত্রস্মারক বার্ষিক পূজা এবং উৎসবের বিধি প্রচলিত করিলেন।

কালে সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, আসাম, মালয়, কাম্বোডিয়া ভারত-

মহাসাগরস্থিত বহু দ্বীপ, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান—পশ্চিমে এবং উত্তরে হিন্দুকুশ এবং ককেসীয় পর্ব্বতমালার অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত—সমস্ত এসিয়া ভূখণ্ড এই নবীন ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

সে সকল অদ্ভুতকর্ম্মকাহিনী, অতীত গৌরবগাথা ইতিহাসে জ্বলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া ভারতবাসীর চিত্ত যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত, পুলকিত, গৌরবোৎফুল্ল হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পবিত্রা ও পতিতা

রাজাধিরাজের নবধর্ম্ম পরিগ্রহণের পর তিন চারি মাস অতীত হইয়াছে। মঞ্জুলার মাতা অলোকা ঠাকুরাণী পীড়িত হইবার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সেই পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। পীড়িতার তত্ত্বাবধান জন্য উৎপলা মধ্যে মধ্যে কমলপুর গিয়াছেন, কিন্তু সেই মৃত্যুদিন উৎপলা নিকটে ছিলেন না; প্রমিতসেন উপস্থিত ছিলেন। রোগিণীর সেবা শুশ্রূষা এবং উদ্বিগ্না মঞ্জুলার সংসারের বিধিব্যবস্থা জন্য প্রমিতসেন প্রায় প্রতিদিন সেখানে গিয়াছেন। মাধবী ত সে কয় দিন কমলপুরেই নিযুক্তা ছিল।

অলোকা ঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর দিন উৎপলা কমলপুর যাইয়া মঞ্জুলাকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আত্মীয় আশ্রয়হীনা, সদ্যমাতৃবিয়োগবিধুরা, বিহ্বলা মঞ্জুলা ভূমিতে পড়িয়া, উৎপলার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়াছে। উৎপলা তাঁহাকে তুলিয়া বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার চক্ষুর জলে নিজের চক্ষু-জল মিশাইয়াছেন। বন্ধুবৎসলা স্নেহময়ী উৎপলার আর্দ্রচিত্তে সে দিন আর সংযুক্তার সতর্ক-উক্তি স্থান পায় নাই। অতি স্নেহে, অতি আদরে উৎপলা বলিলেন;—"মঞ্জু, দিদি আমার, এ বাটীতে একাকিনী তুমি থাকিতে পারিবে না, আজ তুমি আমার গৃহে যাইবে। সেখানে দুই ভগিনী একত্র থাকিব।"

গলদশ্রুমুখী মঞ্জুলা উৎপলার মুখের দিকে চাহিল। সেই অসহ্য শোক-দুঃখের দিনে তাহার মনে কি ভাবের উদয় হইল, জানি না।

মঞ্জুলা বলিল ;—"দিদি, আমার যে কেহ নাই, সংসারে যে আমার স্থান নাই !"

"তোমার স্থান নাই ?—আমরা যে আছি। প্রাণাধিকা ভগ্নী তুমি, আমার গৃহই তোমার গৃহ হইবে।"

"সে আর কত দিন ?"

হঠাৎ উৎপলার মনে হইল, কথা যেন কেমন গূঢ় অর্থযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তখন স্নেহে মঞ্জুলার ললাট চুম্বন করিয়া উৎপলা বলিলেন ;—"প্রজাপতির শুভ নির্ব্বন্ধ প্রতীক্ষায় যত দিন তোমার প্রয়োজন হয়।"

"না, দিদি, আমার মন্দ অদৃষ্ট, কোথায় যাইব ? এই গৃহেই আমায় বাস করিতে হইবে।"

সন্ধ্যার সময় পাটলী হইতে মঞ্জুলার সেই দূরসম্পর্কীয়া মাসী সেখানে উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী কারুবাকী অসহায়া মঞ্জুলার রক্ষণাবেক্ষণ জন্য পাটলী হইতে তাঁহাকে আনাইতে পাঠাইয়াছিলেন। মঞ্জুলা তাহা জানিত।

মঞ্জুলাকে নিজগৃহে আনিবার প্রস্তাব যে উৎপলা করিয়াছিলেন, সে দিন রাত্রিতে উৎপলা স্বামীকে তাহা জানাইলেন। প্রমিত মনে করিলেন, দৈব কি এমনি করিয়া মানুষের চেষ্টা বিফল করে! তিনি বলিলেন ;—"মঞ্জুলা কি বলিল ?"

"মঞ্জুলা স্বীকার হইল না। মহারাজ্ঞী তাহার আত্মীয়-অভিভাবক-শূন্য অবস্থা স্মরণ করিয়া পাটলী হইতে তাহার মাতার এক দূর আত্মীয়াকে আনাইয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে মঞ্জুলা কমলপুরেই থাকিবে।"

প্রমিতের কম্পমান চিত্ত স্থির হইল। তিনি বলিলেন ;—"তাহার ত কোন অভাব নাই, কেন সে পরের গৃহে আসিবে ?"

পরের গৃহ! উৎপলার মনে হইল, সংযুক্তার বিষম ভ্রম, কেন সে এমন ভুল করিল?—স্বামী ত আমারই!

দিন যাইতে লাগিল। এক দিন মঞ্জুলা একাকিনী শয্যায় শুইয়া নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিতেছিল। চঞ্চলা কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল;—"একটী স্ত্রীলোক তোমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন।"

"স্ত্রীলোক? কে?—তুই চিনিস্?"

"না।"

"কিরূপ মানুষ?"

"ভদ্রঘরের ঝি বৌ বলিয়া বোধ হইল।"

"আমার সঙ্গে দেখা করিবেন?"

"হাঁ।"

"এখানে লইয়া আয়।"

চঞ্চলা চলিয়া গেলে মঞ্জুলা শয্যা হইতে উঠিল। আমার কাছে কি প্রয়োজন? ভদ্রঘরের মেয়ে! মঞ্জুলা নিজ হস্তে ঝাড়িয়া মুছিয়া শয্যা পরিচ্ছন্ন করিল। চঞ্চলা একটী স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া সে কক্ষে প্রবেশ করিল। নবাগতার বয়স পঁচিশের ন্যূন নহে, সুন্দরী, ভদ্রোচিত সাধারণ বেশ-ভূষা; সধবা কি বিধবা মঞ্জুলা সহসা বুঝিতে পারিল না; তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে নামিয়া দুই হাতে সেই পরিষ্কৃত শয্যা নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিল। নবাগতা রমণী মস্তক নত করিয়া মঞ্জুলাকে অভিবাদন করিলেন, কিন্তু শয্যায় বসিলেন না, কক্ষের দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মানা চঞ্চলার দিকে চাহিলেন। মঞ্জুলা বুঝিতে পারিল, অন্য কার্য্য ব্যপদেশে চঞ্চলাকে দূরে পাঠাইল। তখন বয়োজ্যেষ্ঠাকে সাদর অভিবাদন করিয়া পুনরায় শয্যা দেখাইয়া দিয়া বলিল;—"আপনি বসুন।"

নবাগতা বসিলেন না। তাঁহার লাবণ্যময় মুখ সেই অবিগত যৌবনেই যেন মলিনাভ হইয়াছে, আয়ত আরক্ত চক্ষু শুষ্ক, সুদীর্ঘ কেশপাশ রুক্ষ, অযত্নবদ্ধ। হস্তে বলয় ভিন্ন অঙ্গে আর কোন অলঙ্কার নাই। মঞ্জুলা বিস্মিত হইল, কে ইনি? কোন দিন কি ইঁহাকে দেখিয়াছি?—না, মনে পড়ে না। যিনিই হউন না কেন, তাহার গৃহে অভ্যাগতা, বয়োজ্যেষ্ঠা; ভদ্রবংশজা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মঞ্জুলা পুনরায় বলিল;—"আপনি বসুন।"

নবাগতা সেইখানে সেই ভূমিতেই বসিয়া পড়িলেন। মঞ্জুলা আরও বিস্মিত হইল। বলিল;—"আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার গৃহে আসিয়াছেন, এই অনাবৃত ভূমিতলে বসিয়া আমাকে কেন অপরাধিনী করিতেছেন?"

"আমি অনুগ্রহ করিয়া আসি নাই, আপনার দয়া, অনুগ্রহ-ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।"

শুধু রূপে নয়, বাক্যালাপেও প্রমাণ, রমণী সৎবংশজাতা; শিক্ষিতা, তাহাতেও সন্দেহ নাই। মঞ্জুলাও রমণীর অতি নিকটে ভূমিতলেই বসিল, মৃদু মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল;—"আপনার কি প্রয়োজন?"

রমণী সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া অবধি মঞ্জুলার অলোকসামান্য লাবণ্যময় রূপ, নবীন বয়স, মিষ্ট কথা আর তাহার মধুর ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদতুল্য তাহার গৃহ, ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক গৃহের মূল্যবান সাজ-সজ্জা, দাস-দাসী, পরিচারক-পরিচারিকা—এ সকল ত তাঁহার অনুসন্ধায়ী চক্ষু গৃহে প্রবেশমাত্রই দেখিয়াছে। মঞ্জুলা যে গীতবাদ্যদক্ষা, বিদুষী, তাহাও রমণী শুনিয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া রমণী মনে মনে স্বীকার করিলেন—যাহা শুনিয়াছিলাম, দেখিলাম, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক! মানুষ কেন প্রলুব্ধ হইবে না?

রমণী বলিলেন ;—"বলিতেই আসিয়াছি ; আপনার অনুগ্রহ-ভিক্ষা পাইব সে আশাও করিয়া আসিয়াছি।"

"অনুগ্রহ ভিক্ষা বলিবেন না ; আমি যথাসাধ্য আপনার কথা রাখিব।"

রমণীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন ;—"ভয় হয়, বলিয়া আপনাকে বা ব্যথিত করি !"

"আপনি কোন আশঙ্কা করিবেন না।"

রমণী ক্ষণকাল মঞ্জুলার অকপট উদার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু বলিলেন ;—"সোমদত্ত—"

সহসা মঞ্জুলার হৃদয়ে যেন সুতীক্ষ্ণ সূচীবিদ্ধ হইল, অতর্কিতে তাহার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। রমণী তাহা লক্ষ্য করিলেন, বলিলেন ;—"আপনার কষ্ট হইতেছে। আমি আর বলিব না।"

মুহূর্ত্তমধ্যে চিত্তবিকার শমিত করিয়া মঞ্জুলা বলিল ;—"আপনি বলুন, কোন সঙ্কোচ করিবেন না।"

"সোমদত্ত অনেক দিন যাবৎ কারাবদ্ধ আছেন।"

"আমি তাহা শুনিয়াছি।"

"তাঁহার——"

রমণী থামিলেন, তাঁহার কণ্ঠ বাধ-বাধ হইল। মঞ্জুলা বলিল ;— "একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব ?"

"কি কথা ?"

"আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি যাঁহার কথা বলিতেছিলেন, তিনি আপনার কে ?"

ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া রমণী বলিলেন ;—"জিজ্ঞাসা করিবেন না, পাপিষ্ঠা আমি, কি উত্তর দিব !"

রমণী দক্ষিণ হস্তে নিজের চক্ষু মুখ আবরিত করিলেন, কিন্তু দরবিগলিত অশ্রুবিন্দু তাঁহার গণ্ড অভিষিক্ত করিতে লাগিল। মঞ্জুলা বুঝিতে পারিল ; তাহার চিত্ত করুণার্দ্র হইল। আপনার কোমল হস্তে রমণীর হাত অপসারিত করিয়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে মঞ্জুলা তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া দিল, বলিল ;—"আপনার যাহা প্রয়োজন, শুধু তাহাই বলুন।"

"না, সকলই বলিব। শুনিয়াছি, পুণ্যবতীর কাছে দোষ অকপটে স্বীকার করিলে পাপিনীর চিত্তেও শান্তি আসে।—কুল-মান, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়া,—অন্ধ আমি মিষ্ট কথায় বাধ্য হইয়া ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম। আজ পাঁচ বছর আমি তাঁহার গৃহে বাস করিতেছি, সুখে কি দুঃখে, বলিয়া কি লাভ ? ধর্ম্ম ছাড়িয়া কি কাহারও কোন কালে সুখ হইয়াছে ?"

রমণী আবার থামিলেন ; তাঁহার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া গেল, অশ্রুধারে মুখ ভাসিয়া গেল। অনুতপ্ত চিত্তের এই মর্ম্মবিদারী অভিব্যক্তি দেখিয়া বিস্মিতা মঞ্জুলা অবাক্ হইয়া রহিল। রমণী বলিতে লাগিলেন ;—"পাপিষ্ঠা আমি, গলিতকুষ্ঠগ্রস্তবৎ অস্পৃশ্যা আমি, পাপ মুখ দেখাইতে আসিয়াছি ! কিন্তু আমার এক প্রার্থনা—"

"আপনি বলুন।"

"তিনি আজ কারাগারে ; শুনিতেছি, শীঘ্রই তাঁহার শূলদণ্ড হইবে ?"

"রাজাধিরাজ দণ্ডদাতা—"

রমণী অকস্মাৎ দুই হাতে মঞ্জুলার পা জড়াইয়া ধরিলেন। মঞ্জুলা ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার হাত ধরিয়া পা সরাইয়া লইল, ভীতস্বরে বলিল ;—"আপনি এ কি করিতেছেন ; আপনি বয়োজ্যেষ্ঠা, সর্ব্বপ্রকারে আমার মান্যা। আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি।"

ঘৃণ্য অস্পৃশ্য বলিয়া গৃহ হইতে বিতাড়িত হইবেন—আশঙ্কা লইয়া রমণী আসিয়াছিলেন, মঞ্জুলার এই মধুর ব্যবহারে তিনি চমৎকৃত, মুগ্ধ হইলেন। তখন অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলিলেন ;—"তবে আমার প্রার্থনা ?"

"আপনি এখনো তাহার কিছু বলেন নাই !"

"আমি শুনিয়াছি, মহারাজ্ঞী আপনার অভিভাবিকা, রাজাধিরাজ আপনাকে স্নেহ করেন ?"

মঞ্জুলা মস্তক নত করিয়া নীরবে স্বীকার করিল।

"আপনি যদি ক্ষমাগুণে অপমান ভুলিয়া, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া, দয়া করিয়া তাঁহাদের কাছে কিছু বলেন; তবে অপরাধীর প্রাণ—"

"ক্রোধ ?—তাহা ত কোন্ দিন চলিয়া গিয়াছে, অপমান ভুলিয়া গিয়াছি ; কিন্তু রাজ্ঞী কি এই সামান্য বালিকার কথা শুনিবেন ? রাজাধিরাজ কি—"

"নগরে প্রচার, রাজাধিরাজ—রাজ্ঞী কন্যা-স্নেহে সকলই করিতে পারেন। অতি গুরু অপরাধ, সর্ব্বস্বান্ত করুন, নির্ব্বাসিত করুন—যুক্তকরে, সজলনেত্রে রমণী বলিতে লাগিলেন—"শুধু প্রাণটী রক্ষা করুন।"

"সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কিরূপে তাঁহার চলিবে ?"

"বিদেশে ভিক্ষা করিয়াও চলিবে। আর যদি কোন দিন সুমতি হয়—মহাপাপীও দেবতার সুদৃষ্টি লাভ করে !—অতুল ঐশ্বর্য্য-পতিও ত 'অষ্ট সম্পত্তিতে' পরিতুষ্ট থাকেন।"

মঞ্জুলার চক্ষু বিস্ফারিত হইল, এই পতিতাও ভগবান তথাগতের বার্ত্তা শুনিয়াছে ! মঞ্জুলা মৃদু করুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল ;—"আপনার কি গতি হইবে !"

"অগতির যিনি গতি, পতিতের যিনি বন্ধু, পাপিষ্ঠার গতি তিনি করিবেন।"

মঞ্জুলার চিত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ইনিই কি তিনি? এক দিন রাত্রিকালে সংঘারাম হইতে প্রত্যাগমন সময় অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা একটী রমণীকে মঞ্জুলা দেখিয়াছিল। পরিচয় ছিল না, আলাপ ছিল না। পথি-মধ্যে মুহূর্ত্ত মাত্রের দেখা। আরও বা এক দিন রাত্রিকালে সংঘারাম সংলগ্ন অঙ্গন ভূমিতে উপাসিকা নারী মণ্ডলীর অতি নিকটে আসীনা সেই রমণীকেই যেন মঞ্জুলা জ্যোৎস্নালোকে পুনরায় দেখিয়াছিল। এবং আজ কেমন করিয়া যেন গৃহাগতা এই রমণীর কথা-প্রসঙ্গে মুখের ক্ষীণ বিষণ্ণ লাবণ্যে চক্ষুর করুণ শান্ত দৃষ্টিতে, তাহার মনে হইল, ইনিই বা তিনি; ভিক্ষুদেবের সেই চিত্ত-উচ্ছ্বাসকর উপদেশ শ্রবণাকাঙ্ক্ষিণী শত রমণীর মধ্যে একজন!

মঞ্জুলা ক্ষণকালের জন্য নিস্পন্দনেত্রে রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রমণী তখন পুনরায় বলিলেন;—"আমার প্রার্থনা?"

"আমি মহারাজ্ঞীকে বলিব, যতদূর আমার সাধ্য, করিব। আপনি নিরাশ হইবেন না। রাজাধিরাজ দণ্ডদাতা, কিন্তু তিনি ক্ষমা-কর্ত্তাও বটেন।"

রমণী গদ্গদ চিত্তে বলিলেন;—"আপনি আমার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন, দেবতা আপনার মঙ্গল করিবেন। দোষীকে যে ক্ষমা করে, দেবতা তাহার কল্যাণ করেন। আপনি হিংসা, ক্রোধ, অপমান জয় করিয়াছেন, আপনি মহাপুণ্যবতী।"

রমণী মস্তক নমিত করিয়া মঞ্জুলাকে নমস্কার করিবার সূচনা করি-লেন, মঞ্জুলা ব্যস্ত সমস্তে বারণ করিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিল, বলিল; "আমাকে আর অপরাধিনী করিবেন না। আপনার সঙ্গে কবে আবার সাক্ষাৎ হইবে?"

"সাক্ষাৎ!—সংসারে আমার কার্য্য শেষ হইল। আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিবেন না। দুঃখ, তৃষ্ণা, বেদনার যে অবধি নাই! আর মায়া বাড়াইবেন না"

"একটা মাত্র কথা। ভিক্ষুদেব—"

রমণী অতি বিস্মিত হইলেন, বলিলেন :—"আপনি দেখিয়াছেন?"

"বোধ হয় এক দিন কি দু'দিন মাত্র, কিন্তু তখন আপনাকে চিনিতাম না।"

"—ভিক্ষুদেব আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।"

মঞ্জুলা বিস্ফারিত নেত্রে রমণীর দিকে চাহিল।

রমণী দাঁড়াইলেন, মঞ্জুলা তাঁহার পদে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিল! শশব্যস্তে রমণী তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন, বলিলেন,—"এ কি?"

"আপনি আমার বহুমান্যা।"

"আমি মহাপাপিষ্ঠা আপনার অস্পৃশ্যা।"

মঞ্জুলা মস্তক নত করিয়া রমণীর পদ স্পর্শ করিল।

তখন পরস্পরের আলিঙ্গনবদ্ধা পবিত্রশীলা ও পতিতা অথচ এক মহদুদ্দেশ্যে প্রণোদিতা রমণী যুগল অবিরল অশ্রুধারায় পরস্পরের বক্ষ পরিপ্লাবিত করিল!

রমণীকে বিদায় দিয়া মঞ্জুলা সে দিন শয়ন-কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া একাকিনী বহুক্ষণ শয্যায় পড়িয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সঙ্কল্প-জ্ঞাপন

শয্যায় শুইয়া মঞ্জুলা ভাবিতেছিল।

ভাবিতেছিল, সংসারে লোকের রুচি কি বিচিত্র! এক জনের যে অপ্রিয়, অপরের সে অতি প্রিয়! যাহাকে দেখিলে, যাহার নাম স্মরণ-মাত্র এক জনের চিত্তে ঘৃণার উদ্রেক হয়, অঙ্গ শিহরিয়া উঠে, অপরে তাহার জন্য কাঁদে। বিস্মরণ কি দুরূহ, আর কি দুশ্ছেদ্য এই মায়ার বন্ধন! তৃষ্ণার তৃপ্তি নাই, বেদনারও বিরাম নাই। তাই কি ভিক্ষু-দেব বলিয়াছেন?—প্রিয় কিংবা অপ্রিয় বস্তুর সহিত সঙ্গত হইবে না; প্রিয় বস্তুর অদর্শন অথবা অপ্রিয় বস্তুর দর্শন, উভয়ই ত দুঃখজনক। দুঃখ-ময় সংসার!

এই যে আজ ক দিন দেখিতে পাই নাই—(মঞ্জুলার চক্ষে জল আসিল)—চিত্তে এত বেদনা কেন? আমার ত কেহই নহেন, তবে আমার কান্না পায় কেন? পরের, পুণ্যময়ী উৎপলার! সেই অকপট সুহৃদের নিজস্বে আমার আকাঙ্ক্ষা! এ আকাঙ্ক্ষা ত পূর্ণ হইবার নহে, তবে কেন চিত্তের এ উদ্বেগ! এই যে মন্দভাগিনী আসিয়াছিল, এও কামনা ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, ক্রমে বাসনা বেদনার অতীত হইবে, কালে স্থবিরা পরম অর্হৎপদ লাভ করিবে। আর আমি অভাগিনী এই পাপ কামনা—পাপ কামনা? (মঞ্জুলার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল)—লোভ ত পাপ!—অন্যের, সুহৃৎবৎসলা উৎপলার সর্ব্বনাশ কামনা হৃদয়ে পুষিব! দৈবজ্ঞ ত বলিয়াছেন, গৃহ-সংসার আমার

অদৃষ্টে নাই! (চক্ষুর জলে মঞ্জুলার গণ্ড ভাসিয়া গেল)--তবে আর কেন?

তখন ধীরে ধীরে মঞ্জুলার মনে পড়িল সেই দূর পাহাড়ের উপর নির্জ্জন কুটীরে সেই মধুর সম্বোধন, সেই মন-প্রাণ-উন্মাদক উচ্ছ্বাসময় বাক্য—"তুমি যে অমূল্য রত্ন, জগতে অতুল্য দেবলোকে দুর্লভ!" তিনি কি—? চঞ্চলা ত এক দিন বলিয়াছিল, যদি আমি ইচ্ছা করি,—! হরি হরি! লোকে ইচ্ছা করিলেই কি অসম্ভব সম্ভব হয়?

তিনি কি কিছু জানিতে পারিয়াছেন? বুঝিয়াছেন? তখন মঞ্জুলার মনে পড়িল প্রমিতের নিকট নামাঙ্কিত অঙ্গুরি প্রেরণের কথা। সে অঙ্গুরি ত ফিরাইয়া দিয়াছিলেন! কি মনে করিয়াছিলেন? বিপন্নার পরিচয়-চিহ্ন, না লজ্জাহীনার চিত্ত-বিকারের নিদর্শন গূঢ় আমন্ত্রণ! তাই কি? মঞ্জুলার মুখ রক্তাভ, শেষে পরিপাণ্ডু হইয়া উঠিল! চকিতা ভীতা মঞ্জুলা শুইয়াছিল, উঠিয়া বসিল।—না! অমন মানুষের মনে কি ওরূপ নীচ সন্দেহ আসিতে পারে? তিনি ত সংবাদ পাইয়াই ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, বিপন্নাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন। আসিয়া আমার অবস্থা দেখিয়াছিলেন!

আমি যে—, আমার চিত্ত যে—, তিনি তাহা কিছুই জানেন না। (মঞ্জুলার চিত্ত অনেকটা স্থির হইল) জানেন না, সে ত অভাগিনীর পরম সৌভাগ্য! মঞ্জুলা শয্যা ছাড়িয়া কক্ষ-মধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

তবে আর কেন? আর কিসের বন্ধন? কে আর বাঁধিয়া রাখিবে? ভিক্ষুদেব আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, "সদা সোত্থী ভবন্তু তে!"—আমার স্বস্তি, মঙ্গল হইবে! মঞ্জুলা পদচারণা করিতে করিতে থামিল। তাহার আয়ত চক্ষু অসম্ভব দীপ্তিময়, মুখ অলৌকিক লাবণ্যে প্রভাসিত হইয়া উঠিল। মঞ্জুলা ভূমিতে জানু পাতিয়া বসিল, ঊর্দ্ধনেত্রে যুক্তকরে মনে

মনে কহিল—"হে জলস্থল আকাশের দেবতা, দুর্ব্বলের বল, দীনের বন্ধু, আমার চিত্তে বল দাও, আমি যেন মন স্থির রাখিতে পারি।"

ভূমিতে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া মঞ্জুলা ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিল।

চঞ্চলা আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল। ইতিপূর্ব্বে সে আরও দুই তিন বার ওরূপ করিয়াছে, কিন্তু মঞ্জুলার সাড়া পায় নাই। চঞ্চলা বিস্মিত হইয়াছিল, কিন্তু মঞ্জুলাকে ডাকিতে সাহস পায় নাই।

এবার কক্ষমধ্য হইতে মঞ্জুলা বলিল,—"কে, চঞ্চল?"

"হাঁ। বেলা যে যায়! রাজবাটীতে যাইবে না? বাহকেরা অনেক ক্ষণ প্রস্তুত হইয়াছে।"

"যাব বৈ কি।"

মঞ্জুলা দ্বার খুলিয়া দিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া চঞ্চলা বলিল;—"ওটি কে আসিয়াছিল?"

"নাম জানি না, সোমদত্তের বাড়ী হইতে আসিয়াছিল।"

চঞ্চলা আরও বিস্মিত হইল, বলিল;—"তোমার কাছে কেন?"

"সোমদত্তের প্রাণ রক্ষার জন্য।"

"তোমার কাছে! তুমি কেমন করিয়া রক্ষা করিবে?"

"আমি রাজ্ঞীকে অনুরোধ করিব।"

"স্বীকার করিয়াছ?"

"হাঁ।"

"অমন লোকের জন্য রাজ্ঞীকে অনুরোধ!"

"তাহার শূলদণ্ড হইলেই বা আমার কি লাভ?"

"তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

"দেবতা তাহার বিচার করিবেন।"

"বটে !—ওটী সোমদত্তের কে ?"

"আর এক সময় বলিব, এখন রাজবাটী যাওয়ার আয়োজন কর্।"

কিছুকাল পরে মঞ্জুলা চঞ্চলাকে লইয়া রক্ষিবর্গসহ রাজবাটী চলিয়া গেল।

তখন বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে। রাজ্ঞী কারুবাকী নিজের কক্ষেই ছিলেন। মঞ্জুলাকে দেখিয়া স্নেহে নিকটে ডাকিলেন। প্রণাম করিয়া মঞ্জুলা নিকটে দাঁড়াইল।

"মঞ্জু, অনেক দিন পরে আসিয়াছ, ভাল আছ ?"

রাজ্ঞী পালঙ্কে বসিয়াছিলেন, মঞ্জুলাকেও পালঙ্কে বসিতে বলিলেন। মঞ্জুলা তাঁহাকে পুনরায় প্রণাম করিয়া তাঁহার পাদমূলে ভূমিতে বসিল।

"না, এখানে বস।"

রাজ্ঞী অতি স্নেহে হাতে ধরিয়া মাতৃহীনাকে নিজের পার্শ্বে সেই পালঙ্কেই বসাইলেন। বলিলেন ;—"তোমাকে আজ ডাকাইয়াছি কেন জান ?"

"না মা ; লীলা ত তা কিছু বলেন নাই।"

রাজ্ঞী কিছুকাল মঞ্জুলার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। এ সুন্দর মুখের আজ এ কি ভাব ! স্ফুরদুজ্জ্বল আয়ত চক্ষু এত স্থির গম্ভীর কেন ? নবোদ্ভিন্ন যৌবন-শ্রী এমন মলিনাভ কেন ? শোক-সন্তাপ কি এই পরিবর্ত্তন আনিয়াছে ? শুধু কি তাই ? রাজ্ঞী মনে মনে ভাবিলেন—অনেক বিলম্ব হইয়াছে, আর নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"পাটলী হইতে যে আত্মীয়াটী আসিয়াছিলেন ; তিনি তোমার কাছে আছেন ?"

"আছেন।"

"কত দিন থাকিবেন ?"

"বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের ঘর-সংসার আছে, সে সকলও তাঁহারই দেখিতে হয়।"

"তা বটে। কুমুদনিবাসের—উৎপলা তোমার তত্ত্ব করেন?"

রাজ্ঞী "কুমুদনিবাস" বলিতেই মঞ্জুলা চকিত চক্ষু নত করিল। কার কথা? প্রশ্ন শেষ হইলে মঞ্জুলা বলিল;—"প্রায় প্রতিদিনই তিনি আমার তত্ত্ব করেন।"

"তিনি তোমাকে ভালবাসেন?"

"ছোট ভগ্নী বলিয়া অতি স্নেহ করেন।"

"গৃহে তুমি আত্মীয়াশূন্যা একাকিনী, তাই তিনি তোমাকে কুমুদ-নিবাসে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন?"

কেন যেন মঞ্জুলার ভীত চিত্ত আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

"হাঁ।" মঞ্জুলা অতি মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ"।

"রাজাধিরাজ সে প্রস্তাবে কেন সম্মতি দেন নাই, জান?"

"না মা; আমি কেমন করিয়া জানিব!—আর আমিই বা সেখানে কেন যাইব?"

"রাজাধিরাজও তাহাই মনে করিয়া সে প্রস্তাবে অসম্মত হইয়াছিলেন।"

রাজ্ঞী কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। শেষে মনে করিলেন, মঞ্জুলা ত আর কচি বালিকা নহে, তাহার কথা তাহার নিকটেই বলিতে হইবে। তিনি বলিলেন;—"মঞ্জু, পূর্ব্বেও তোমাকে এক দিন বলিয়াছিলাম—তুমি আর বালিকা নও, ভিক্ষুণীও নও; সংসারে আছ, সংসারী হও।—আজও তাহাই বলিতেছি।"

মঞ্জুলা মুখ নত করিয়া রহিল, তাহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। ভিক্ষুণী নও, সংসারী হও!

রাজ্ঞী বলিতে লাগিলেন ;—"এখন একাকিনী গৃহে থাকা তোমার অসম্ভব। আর, সহস্র ভালবাসিলে, স্নেহ করিলেও নিঃসম্পর্কীয় পরগৃহ বাস তোমার সঙ্গত নহে। সেই জন্যই কুমুদনিবাসে তোমার যাওয়া রাজাধিরাজের অভিমত নহে। তবে, প্রমিত সেন যদি—যদি তাঁহার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়, রাজাধিরাজ এবং আমার আশীর্ব্বাদভাগিনী হইয়া তুমি তাঁহার গৃহিণী হইবে। ধর্ম্মপাল মহাশয় এই শুভ প্রস্তাব লইয়া আজ প্রমিত সেনের নিকট গিয়াছেন।"

সহসা মঞ্জুলা রাজ্ঞীর পদমূলে লুটাইয়া পড়িল। রাজ্ঞী তাহার শিথিলবদ্ধ কোমল কেশরাশিতে হাত দিয়া বলিলেন ;—"মঞ্জু, অনেক দিন হইতে আমাদের ইচ্ছা, অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী পরমরূপগুণবতী তুমি, তোমার সঙ্গে প্রমিত সেনের বিবাহ হয়। প্রমিত সেন ধনী মানী রূপবান গুণবান পুরুষ, রাজাধিরাজের স্নেহ এবং অনুগ্রহভাজন।"

অশ্রুসিক্ত মুখে মঞ্জুলা পালঙ্ক ছাড়িয়া ভূমিতে নামিয়া দাঁড়াইল এবং অঞ্চলে চক্ষু-মুখ মুছিয়া যুক্তকরে বলিল ;—"মা, দাসীর এক নিবেদন আছে।"

রাজ্ঞী বিস্মিত হইলেন, বলিলেন ;—"কি, মা ?"

"আজ আমি একটী অনুমতি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি, মা।"

"অনুমতি ? কিসের অনুমতি, মঞ্জু ?"

মঞ্জুলা মন স্থির করিয়াছিল, প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল ; তথাপি মুখ নত করিয়া বলিল ;—"ঘর-সংসারে আমার ইচ্ছা নাই।"

"ঘর-সংসারে ইচ্ছা নাই।—কি বলিতেছ ?"

"আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি, বুঝিতে পারিয়াছি,—সংসার দুঃখময় ; ইহাতে জড়িত হইবার ইচ্ছা আমার নাই।"

রাজ্ঞী মহা বিস্মিত হইলেন, তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল।

বালিকা বলে কি ! অথবা আমরা কি এতই ভুল করিয়াছিলাম, লীলাও এত ভুল বুঝিল ?—মঞ্জুলা প্রমিত সেনকে ভালবাসে !—কৈ ?

মঞ্জুলার মুখ ফুটিয়াছিল, সে বলিতে লাগিল ;—"মানুষের কামনার বিরাম নাই, তৃষ্ণার তৃপ্তি নাই ! পরের মনে পীড়া দিয়াও মানুষ অনেক সময় আত্মসুখের চেষ্টা করে,পরকে দুঃখ দেয়, নিজেও দুঃখ পায় !"

সে দিনের বালিকার মুখে এই সকল গভীর জ্ঞানের কথা শুনিয়া রাজ্ঞী অবাক হইয়া রহিলেন।

রূপ-গুণ, ধন-মান, ঐশ্বর্য্য-সম্পদ বিসর্জ্জন দিয়া, স্নেহ-প্রীতি, রাগ-দ্বেষ—সংসারের সকল বন্ধন, মায়ার জাল ছিন্ন করিয়া নবীন যৌবনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে, মঞ্জুলা যে সঙ্কল্প করিয়াছে, কেমন করিয়া সে কথা রাজ্ঞীকে জানাইবে, জানাইয়া তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিবে, ভাবিয়া মঞ্জুলা ভীত হইয়াছিল। কিন্তু প্রসঙ্গ ক্রমে কথা যখন একবার উঠিয়াছে, মঞ্জুলা মনের উচ্ছ্বাস আর শমিত করিতে পারিল না। বাঁধ ভাঙ্গা বড় কঠিন, কিন্তু একবার যদি ভাঙ্গিতে পারে, জলস্রোত তখন প্রবল বেগে বহিতে থাকে।

মঞ্জুলা মহারাজ্ঞীর পদযুগল ধারণ করিয়া বলিল ;—"মা আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব, আপনি অনুমতি করুন।"

বিস্মিতা রাজ্ঞী দুই হস্ত মঞ্জুলার স্কন্ধে স্থাপন করিয়া ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শিশিরসিক্ত ফুল্লারবিন্দবৎ মঞ্জুলার দিব্য লাবণ্যময় মুখে অশ্রু-চিহ্ন তখনও বিলুপ্ত হয় নাই, কিন্তু তাহার আয়ত আরক্ত চক্ষে স্থির সঙ্কল্প সূচিত হইতেছিল।

রাজ্ঞীর চক্ষু ভরিয়া জল আসিল ; তিনি বলিলেন ;—"কে তোকে এমন উপদেশ দিল ? কাহার কথায় তুই এমন দুষ্কর সঙ্কল্পে মন দিয়াছিস্ ?"

"মা আপনি অনুমতি দিন, আশীর্ব্বাদ করুন, আমি কায়মনপ্রাণে সঙ্কল্প রক্ষা করিব। ভিক্ষুদেব আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

"সব্ব বুদ্ধানুভাবেন,
সব্ব ধম্মানুভাবেন,
সব্ব সংঘানুভাবেন
সদা সোত্থি ভবন্তু তে!'

"ভগবান তথাগত আমাকে কৃপা করিবেন।"

বলিতে বলিতে মঞ্জুলার মুখমণ্ডল কেমন যেন এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মানুষ যখন একাগ্রচিত্তে কোন সুমহান্ কার্য্যে কায়মনপ্রাণ নিয়োগ করিবার সঙ্কল্প করে, তখন তাহার মুখ হইতে এমনি দিব্য জ্যোতি বিকীরিত হইয়া থাকে।

চক্ষুর জলে রাজ্ঞীর গণ্ড ভাসিয়া যাইতেছিল। কিন্তু মঞ্জুলার মুখের সেই অপূর্ব্ব শ্রী দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। বালিকা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে! এই নবীন বয়সে সকল সুখ—সকল আশা পরিত্যাগ করিয়া সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে! আর, আমরা শত সংগ্রামক্ষত জীবনের সন্ধ্যা ভাগেও তৃষ্ণা কামনার বন্ধনে আরও জড়িত হইতেছি! কবে সে দিন আসিবে—আসিবে কি?—যখন আমরাও এই বালিকার পথ অনুসরণ করিয়া বাসনা ও বেদনার অতীত হইতে পারিব?

চক্ষু মুছিয়া মৃদু মধুর স্বরে রাজ্ঞী বলিলেন,—"বড় কঠিন ব্রত, মঞ্জু!"

"আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, মা।"

"আমি! আমি কে? সংসার বিজয়ে সঙ্কল্প করিয়াছিস্ স্বয়ং ভিক্ষুদেব তোকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন!"—রাজ্ঞী মঞ্জুলার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন;—"দেবতাগণ সকল বিপদ হইতে তোকে রক্ষা করিবেন, ভগবান সিদ্ধার্থের কৃপায় তোর সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে।"

মঞ্জুলা রাজ্ঞীর পদমূলে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিল। রাজ্ঞীও পালঙ্ক হইতে নামিয়া মঞ্জুলাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার ললাট চুম্বন করিলেন, বলিলেন;—"কবে ?"

"ভিক্ষুদেব বলিয়াছেন, আগামী পূর্ণিমা না কি বড় পুণ্যতিথি, ভিক্ষুণী দেবী গোতমী স্বীকার হইয়াছেন !"

"রাজাধিরাজকে জানাইবি না ?"

"আপনি তাঁহাকে জানাইবেন।"

ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া রাজ্ঞী বলিলেন;—"সংসার ছাড়িয়া চলিলি কোন প্রার্থনা, কোন ইচ্ছা, কোন কথা—কিছুই কি তোর বলিবার নাই ?"

সোমদত্তের কথা মঞ্জুলার মনে পড়িল। এই ত সময়! মঞ্জুলার মুখ যেন কেমন আরক্ত হইয়া উঠিল। রাজ্ঞী বুঝিতে পারিলেন, তাহার অবশ্যই কিছু বলিবার আছে।

"কি কথা, মঞ্জু ?—বল।"

মঞ্জুলা ইতস্ততঃ করিল। শেষে মৃদু মৃদু বলিল;—"যিনি পাটলী হইতে সে দিন আমাকে—"

"কাহার কথা বলিতেছ ? সোমদত্তের কথা ?"

"হাঁ, মা।"

রাজ্ঞী বিস্মিত হইলেন, বলিলেন;—"কি ?"

"শুনিতেছি, তাঁহার নাকি শূল দণ্ড হইবে।"

"রাজাধিরাজ বিচার করিয়া উচিত দণ্ড দিবেন !"

"মা, আমার এই শেষ প্রার্থনা !—তাঁহার প্রাণদণ্ড করিবেন না।"

"অমন ঘোর অপরাধীর উপযুক্ত দণ্ড হইবে না ? দোষীকে দণ্ডিত করা ত রাজধর্ম্ম !"

"প্রগল্‌ভা বালিকার অপরাধ লইবেন না।—ক্ষমা করাও ত, মা, রাজধর্ম্ম!"

মুগ্ধা রাজ্ঞী ক্ষণকাল মঞ্জুলার মুখের দিকে চাহিয়া শেষে বলিলেন;— "তাহাই হইবে।—আর কিছুই বলিবার, চাহিবার নাই?"

"না, মা।"

সে দিন মঞ্জুলাকে বিদায় দিয়া রাজ্ঞী কারুবাকী শয্যায় পড়িয়া বহু ক্ষণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রক্ষা-কবচের জয়

এ দিকে সেই অপরাহ্ণেই ধর্ম্মপাল মহাশয় কুমুদনিবাসে প্রমিতসেনের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। শুনিয়া প্রমিতের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। ধর্ম্মপাল তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি বলিলেন;—"রূপে-গুণে, ধনে-ঐশ্বর্য্যে, চরিত্র-ব্যবহারে মঞ্জুলার তুলনা নাই। অভিভাবিকা মহারাজ্ঞীর একান্ত ইচ্ছা। আর, রাজাধিরাজ স্বয়ং বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন।"

প্রমিত নত চক্ষে নীরব হইয়া রহিলেন। ধর্ম্মপাল বলিলেন;—"তাঁহাদের বিশ্বাস, তোমরা পরস্পরের অনুরাগী।"

প্রমিতের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ধর্ম্মপালের দিকে চাহিতে তাঁহার সাহস হইল না।

ধর্ম্মপাল কুমুদনিবাসে অধিক বিলম্ব করিলেন না; তিনি ভাবিলেন—রূপগুণ ধন-ঐশ্বর্য্যে—সর্ব্ব বিষয়ে মঞ্জুলা আকাঙ্ক্ষণীয়া, তাহার উপর রাজাধিরাজ ও রাজ্ঞীর অভিমত এবং ইচ্ছা! তিনি কিঞ্চিৎ পরিহাসের আভাস দিয়া বলিলেন;—"মুখ নত করিয়া থাকিলে চলিবে না। আমি এখন চলিলাম। কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে উত্তর চাই, তুমি নিজে যাইও।"

ধর্ম্মপাল মহাশয় উঠিলেন। প্রমিতসেন বহির্দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। ধর্ম্মপাল বলিলেন;—"তুমি সৌভাগ্যবান;—ধনী, মানী, রূপবান, রাজানুগৃহীত বহু লোকের

অভীপ্সিত রত্ন রাজ্ঞী ও রাজাধিরাজ হাতে তুলিয়া তোমাকে দিতেছেন !”

অতি নমিত মস্তকে প্রমিত ধর্ম্মপাল মহাশয়কে প্রণাম করিলেন।

ধর্ম্মপাল মহাশয়কে বিদায় দিয়া প্রমিতসেন পুনরায় নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; ভৃত্য বাদলকে ডাকিয়া কাহাকেও সে কক্ষে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সেই কক্ষে শয়ন করিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রমিতসেন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া রাজপথে বাহির হইলেন। অন্য দিন ভ্রমণার্থ বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে প্রমিত অন্তঃপুরে উৎপলার নিকট বলিয়া যাইতেন, বেশ-ভূষার পরিবর্ত্তন সেইখানেই করিতেন, কিন্তু আজ আর তাহা করিলেন না। বহির্ব্বাটীতে সেই কক্ষে যে সামান্য বেশ-ভূষার সামগ্রী ছিল, তাহাই লইলেন ; চিন্তিত বিশুষ্ক মুখে প্রমিত একাকী, রাজপথে বাহির হইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথে পরিচিত লোকের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা হইল। অভিবাদিত প্রমিত অন্যমনস্কে সামান্যরূপ প্রত্যভিবাদন করিয়া গন্তব্য পথে চলিতে লাগিলেন। কেহ মনে করিল, আজ এ ভাব কেন ? কেহ মনে করিল—তাই ত, সেই যে আহত হইবার পর হইতে প্রমিতসেনের স্বভাব যেন কেমন বিকৃত হইয়াছে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সে হাস্য-কৌতুক নাই, কোন স্ফূর্ত্তিভাব নাই, সর্ব্বদাই কেমন যেন অন্যমনস্ক ! মস্তিষ্কের বিকৃতি ?

প্রমিতসেন চলিতে লাগিলেন, নগর ছাড়িয়া নগরোপকণ্ঠে—গঙ্গাতটে উপস্থিত হইলেন। রাত্রি হইয়াছে। শুক্লপক্ষ, গঙ্গার বীচিভঙ্গে চন্দ্রবিম্ব শতধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছিল। কূলে দাঁড়াইয়া প্রমিত তাহা দেখিতে লাগিলেন। চোখের দেখা মাত্র, সে দৃষ্টিতে মন সংযোগ

ছিল না। ক্রমে গঙ্গা শীকরসিক্ত বায়ু-স্রোতে তাঁহার তপ্ত মস্তিষ্কও যেন অপেক্ষাকৃত শীতল ও প্রকৃতিস্থ হইল। প্রমিত ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন। শেষে আকাশের দিকে চাহিলেন। সেই গ্রহচন্দ্র-নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। প্রমিত দুই হাতে চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন।

আজই ঠিক করিতে হইবে! ভীরু, পাপিষ্ঠ, কাপুরুষ আমি—ইতস্ততঃ করিতেছি!

প্রমিত গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া, পাটলী ছাড়াইয়া নগর-প্রবেশ পথে ফিরিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চিত্তের আবেগ অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে; মুখের চিন্তা-রুক্ষ-ভাব দূর হইয়াছে, কোমলত্ব ফিরিয়া আসিয়াছে; পদবিক্ষেপ অনেকটা স্থির নিয়মিত হইয়াছে। খানিক দূর চলিয়া হঠাৎ প্রমিতসেন থামিলেন।

এই ত সে স্থান! এই বৃক্ষমূলেই ত প্রথম সাক্ষাৎ! তখন বিদ্যুৎ-স্ফুরণালোক-দৃষ্ট আকুল-কুন্তল-জাল-পরিবৃত মনোমুগ্ধকর একখানি মুখের প্রতিকৃতি প্রমিতের মানসপটে সমুদিত হইল। তাহার পর, বহু দূর হইতে, অতি নিকট হইতে, রাত্রিতে আলোকিত কক্ষে দিবায় পূর্ণালোকে সে মুখ—মার্জ্জিত অলঙ্কৃত, স্মিত প্রভাসিত সে মুখ ত প্রমিত বহু বহুবার দেখিয়াছেন; কিন্তু সেই অস্পষ্টালোক-দৃষ্ট বিপদ-ক্লিষ্ট কমনীয় মুখ প্রমিত আর ভুলিতে পারেন নাই। ফুল্ল জ্যোৎস্না, মৃদু বহমান সুরভি বায়ু, দিক্ দেশাগত মত্ত কোকিল-ধ্বনি স্বপ্নরাজ্যে স্থিতবৎ সেই ক্ষীণ মুখচ্ছবিকে আজ স্পষ্ট প্রকটিত করিয়া তুলিল। প্রমিত সেই বৃক্ষমূলে কিছুকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনেক দিন হইতেই ত প্রমিত চিত্ত-বশ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, আজিও পারিয়া উঠেন নাই। চিত্ত-বশ অপেক্ষা বিস্মরণ ত আরও কঠিন। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম,

লোকাচার—সকলেই ত বলে, ভুলিয়া যাও, কিন্তু ভুলিয়া যাওয়া বড় কঠিন।

সজল চক্ষু, বিকল হৃদয়ে প্রমিত সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় নগরাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন। নগর হইতে পাটলী, পাটলী হইতে নগরে, আজি এই স্ফুট জ্যোৎস্নালোকে কত লোকে যাতায়াত করিতেছিল, কে কাহাকে লক্ষ্য করে?

অবশেষে প্রমিত নিজ-গৃহে পৌঁছিলেন।

গৃহে তখন সকলেই চিন্তিত। বেলা অপরাহ্ণে যে ধর্ম্মপাল মহাশয় আসিয়াছিলেন, কথা-বার্ত্তার পর তিনি চলিয়া গেলে প্রমিত সেন যে বহুক্ষণ বহির্ব্বাটীতেই শয়ন করিয়াছিলেন, তৎপর সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি যে সামান্য বেশে রাজপথে বাহির হইয়াছিলেন, ভৃত্যেরা তাহা উৎপলাকে জানাইয়াছিল। উৎপলা চিন্তিত হইলেন। এত বিলম্ব হইবে, তথাপি কিছু বলিয়া যান নাই কেন? কিন্তু যখন রাত্রি হইল, রাত্রি প্রহরাধিক অতীত হইল, তখন উৎপলার চিন্তা অতি বৃদ্ধি পাইল। মঞ্জুলার উদ্ধার ব্যাপার সেই দূর স্থান হইতে আহত স্বামীর ফিরিয়া আসা অবধি তাঁহার জন্য উৎপলার চিত্তে কেমন যেন একটা আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছে। উৎপলা অতিশয় চিন্তিত হইয়াছেন, কিন্তু অধীর হইয়া একটা গণ্ডগোল উপস্থিত করেন নাই।

প্রমিত অন্তঃপুরে পৌঁছিলে হাসিমুখে উৎপলা জিজ্ঞাসা করিলেন;—"আজ এত বিলম্ব কেন? রাত্রি হইয়াছে কোথায় গিয়াছিলে?"

চন্দ্রমা মেঘাচ্ছন্ন হইলে ক্ষণেকের জন্য মলিনাভ হয়। রক্ষাকুবটের মহিমা বিলুপ্ত হয় নাই, গ্রহ-বৈগুণ্যে অচির কালের জন্য ক্ষীণপ্রভ হইয়াছে মাত্র। উৎপলার চির প্রিয় পবিত্র উৎফুল্ল মুখ দেখিয়া প্রমিতের

বিচলিত চিত্ত অনেকটা স্থির হইল। তিনি বলিলেন ;—"বেড়াইতে বেড়াইতে অনেকদূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম।"

"হাত পা ধুইয়া এখন আহার করিবে, চল।"

ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়েই বা—জ্ঞানকৃত অপরাধ ত মানুষকে ভীরু করিয়া ফেলে!—ধীরে ধীরে প্রমিত উৎপলার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া সমীপস্থ দীপালোকে উদ্ভাসিত তাঁহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, শেষে স্ত্রীর ললাটদেশ মৃদু চুম্বিত করিলেন। পুলকিতাঙ্গী উৎপলা মনে মনে বলিলেন ;—"আমার! আমারই!—কি বিষম ভুলই সংযুক্তা করিয়াছে!"

প্রমিত বলিলেন,—"উৎপল, আহারে আজ আমার ইচ্ছা হইতেছে না, শরীর বড়ই দুর্ব্বল।"

উৎপলা দুই হাতে ধরিয়া স্বামীর মস্তক নত করিলেন, আপনার নবনীত কোমল মসৃণ গণ্ডে স্বামীর গণ্ড সংলগ্ন করিয়া বলিলেন ;—"কৈ?—তোমার ত কোন অসুখ করে নাই! হাঁটিয়া হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়াছ, আহার করিলেই সুস্থ হইবে।"

সে রাত্রিতে প্রমিতের সুনিদ্রা হইল না।

সংসারে কাজ-কর্ম্ম সাধিতে উৎপলার বিলম্ব হইল। এ দিকে শয্যায় শুইয়া প্রমিত ভাবিতে লাগিলেন। আজই ঠিক করিতে হইবে!—মঞ্জুলা কুমুদনিবাসে আসিবে না—কোথায়, কোথায় যাইবে! মঞ্জুলা অপরের গৃহিণী হইবে? অপরের গৃহে যাইবে? সোমদত্তের মত অন্য কেহ আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে? মনে করিতে প্রমিতের দেহ শিহরিয়া উঠিল। সে ত আমার কেহ নহে!—তবে আমার এ উদ্বেগ কেন? সেই দূর পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র কক্ষে রুগ্ন শয্যায় মঞ্জুলার শ্লথ কবরী-ভ্রষ্ট দু'চার গাছি মাত্র কেশের স্পর্শই কি মধুর! অমৃতলেপবৎ

স্নিগ্ধ! সেই মঞ্জুলা অন্যের গৃহিণী হইবে? সেই অনাঘ্রাত দেবোপভোগ্য কুসুমমাল্য কোন্ অগুণগ্রাহী মূর্খের কণ্ঠে পড়িবে? রাজ্ঞীর ইচ্ছা, রাজাধিরাজও অনুকূল! মঞ্জুলা? ধর্ম্মপাল বলিয়াছেন, মঞ্জুলাও—!

আর উৎপলা? স্নেহ-মমতাময়ী উৎপলা। পাষণ্ড আমি, উৎপলাকে ভুলিয়া যাইতেছি।—তখন স্রোত বহিয়া উৎপলার কথা, কত মধুর স্মৃতি প্রমিতের মনে উদয় হইতে লাগিল।—কিশোরী, যুবতী, সখী, পত্নী, গৃহিণী—প্রাণের অধিক যে উৎপলা, নিশিদিন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যিনি হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছেন, চিত্তের স্তরে স্তরে যে চির প্রিয়-মূর্ত্তি অঙ্কিত, তাহা মুছিয়া ফেলিতে চাই! অসম্ভব পাপিষ্ঠ আমি, মঞ্জুলার কি দোষ? আমিই ত নরাধম! মঞ্জুলা রূপসী? তাহার অপেক্ষা শত গুণে ত উৎপলা রূপবতী! মঞ্জুলা সুকণ্ঠী? উৎপলার মুখের একটী মাত্র কথা যে কত মধুর। মঞ্জুলা গুণবতী? উৎপলার কাছে দাঁড়াইতে পারে! তবে এ পাপ মতি কেমন করিয়া উৎপলার অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হইল!

নির্ম্মেঘ আকাশে চন্দ্রোদয়ে যেমন তারকার জ্যোতি ক্ষীণাভ হইয়া পড়ে, মোহমুক্ত প্রমিতের হৃদয়াকাশে উৎপলার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তেমনি করিয়া মঞ্জুলার সুন্দর মুখচ্ছবিকে ম্লান করিয়া ফেলিল।

রক্ষা কবচের শক্তি উজ্জীবিত হইয়াছে।

"উৎপল! উৎপল!"—উৎপলা তখনও শয্যায় আসেন নাই। শেষে প্রমিত ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কক্ষে আলো জ্বলিতেছিল। শেষ রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গে প্রমিত চাহিয়া দেখিলেন, উৎপলা শয্যার পাদদেশে ঘুমাইয়া রহিয়াছেন। অনেক রাত্রিতে উৎপলা শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্বামীকে নিদ্রিত দেখিয়া

তাঁহাকে আর জাগান নাই। স্বামীর ভাল নিদ্রা হইতেছিল না, কেমন যেন তন্দ্রাবেশে তিনি শয্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। সাধ্বী স্বামীর পদপার্শ্বে বসিয়া মৃদু মৃদু তাঁহার পা টিপিয়া দিতেছিলেন, শেষে অলসাঙ্গী সেই পদতলেই ঘুমাইয়া পড়েন। প্রমিত ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। স্নেহ প্রীতিময় সেই সুন্দর মুখ! প্রমিত মুখ বাড়াইলেন, কিন্তু তখনই থামিয়া গেলেন। অপরাধী তিনি, দোষ স্বীকার না করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া আজ সে পবিত্র মুখ চুম্বনে তাঁহার সাহস হইল না। নিজের চিত্ত বিকার স্মরণ করিয়া তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। দুই এক বিন্দু অশ্রু বুঝি বা উৎপলার গণ্ডেও পতিত হইল। উৎপলাও জাগিলেন, স্বামীকে অমন করিযা বসিয়া অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া তিনি চমকিত হইলেন, উঠিয়া বসিয়া বলিলেন;—"ও কি! তুমি কাঁদিতেছ?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মুখ নত করিয়া প্রমিত বলিলেন;—"উৎপল, আমি মহাপাপিষ্ঠ।"

"তুমি!"—উৎপলার মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল—"কেন দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছ?"

"না।"

"তবে কি হইয়াছে?—কারও যথাসর্ব্বস্ব চুরি করিয়াছ?"

"চুরি করি নাই, নিজের সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছিলাম।"

"হারাও নাই ত?"

"বলিতে পারি না।"

স্বামীর বিষণ্ণ কাতর মুখ দেখিয়া উৎপলা পরিহাস পরিত্যাগ করিলেন। ব্যস্তভাবে বলিলেন;—"কি হইয়াছে আমাকে বল।"

"বলিব? শুনিলে আমাকে অশ্রদ্ধা, ঘৃণা করিবে না?"

স্বামীর স্কন্ধে হস্ত-স্থাপন করিয়া উৎপলা বলিলেন ;—“তোমাকে ঘৃণা !”

“আজ বিকালে ধর্ম্মপাল মহাশয় আসিয়াছিলেন, শুনিয়াছ ?”

“হাঁ, কেন আসিয়াছিলেন ?”

“মঞ্জুলার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতে।”

“বল কি ! কোথায় ? কবে ? কার সঙ্গে ?”

উৎসাহে স্ফুরিতাঙ্গী উৎপলা বাহুপেষণে স্বামীর স্কন্ধ নিপীড়িত করিলেন।

ধীরে ধীরে প্রমিত নিজের স্কন্ধ হইতে উৎপলার হাত নামাইয়া বক্ষলগ্ন করিয়া বলিলেন ;—“আমার সঙ্গে !”

উৎপলা নির্ণিমেষে চাহিয়া রহিলেন। প্রমিত বলিলেন,—“স্থির হইয়া শোন। আমাকে ঘৃণা করিলে আমার উচিত দণ্ড হইবে।”

অতি চরিত্রহীন না হইলে কোন স্বামী স্বাধ্বী স্ত্রীর কাছে নিজের পাপকাহিনী সহজে বিবৃত করিতে পারেন না। কিন্তু যে স্বামী অকপট চিত্তে প্রায়শ্চিত্ত ইচ্ছা করেন, তিনি কোন কথা গোপন করেন না।

প্রমিত তখন ধীরে ধীরে সকল কথা বলিতে লাগিলেন। সেই কমলপুরে মঞ্জুলাকে দেখিয়া মনের প্রথম চাঞ্চল্য, ক্রমে লোভ, চিত্তবিকারের কথা বলিলেন। সোমদত্তের সঙ্গে মঞ্জুলার বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত হইলে নিজের অধীর অসংযত ভাব, পাটলী হইতে মঞ্জুলার অপহরণের পর সেই দূর পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র কক্ষে প্রলোভনের প্রবল আক্রমণ—সকল কথা যত দূর সম্ভব প্রমিত বলিলেন।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উৎপলা জিজ্ঞাসা করিলেন ;—“মঞ্জুলাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কেন আমাকে বল নাই ?”

“তোমাকে !”

"আমি কি তোমার ইচ্ছা, তোমার সুখের প্রতিবন্ধক হইতাম ?—বরণ করিয়া তাহাকে গৃহে আনিতাম।"

"দেবী তুমি, তোমার কাছে কিছুই অসম্ভব নহে! কিন্তু সুখ? দুর্ব্বল-চিত্ত আমি, লোভে মুগ্ধ হইয়াছিলাম—উন্মত্ত হইয়াছিলাম। নতুবা জন্ম জন্মান্তরের অর্জ্জিত বহু পুণ্যের ফলে তোমার মত পত্নী, সখী, লক্ষ্মীলাভ করিয়া তাহাকে ভুলিতে বসিয়াছিলাম!"

"ভুলিতে পার নাই ?"—উৎপলার মুখ স্মিতময় হইয়া উঠিল।

"আমার সুকৃতির প্রবল ফল। আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছি;—রক্ষাকবচ আমাকে রক্ষা করিয়াছে।"

অপরাধী প্রমিত ক্ষমাপ্রার্থী কাতর দৃষ্টিতে উৎপলার স্ফুরদারক্ত উজ্জ্বল চক্ষুর দিকে চাহিলেন। উচ্ছ্বসিত গাত্রে উৎপলা স্বামীর দেহ-লগ্ন হইয়া আপনার কোমল গণ্ডে স্বামীর অধর স্পর্শ করিলেন। প্রমিত সে অনুকূল প্রসন্ন ইঙ্গিত সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন।

তাহার পর উভয়ে আরও অনেক কথা হইল। রাত্রি প্রভাতেই প্রমিত ধর্ম্মপাল মহাশয়কে অবস্থা জানাইবেন। পরম সুহৃদ মঞ্জুলার উপযুক্ত বরানুসন্ধান কায়মনপ্রাণে করিতে হইবে। স্নেহময়ী ছোট ভগ্নী মঞ্জুলা চিরকাল উৎপলার গৃহে আদৃত, আমন্ত্রিত হইবে।—অনেক কথা।

তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিল, দয়েল, শ্যামা শিস্ দিল। স্বামী-স্ত্রী শয্যা ত্যাগ করিয়া গবাক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। পূর্ব্ব দিক অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। প্রভাতের শীতল বায়ু ঝুর ঝুর করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, কুমুদসরোবরের নির্ম্মল জল কমল কুমুদ কহ্লার সেই প্রভাত বায়ুভরে মৃদু নৃত্য আরম্ভ করিল।

প্রমিত দুই হাতে উৎপলার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন;—"আমি স্বর্গ হইতে নরকে পড়িয়াছিলাম উৎপল, তোমার পুণ্যে রক্ষা পাইয়াছি!"

"আমার পুণ্য ?—তোমার চিত্তের বলে দেবতার আশীর্ব্বাদে তুমি রক্ষা পাইয়াছ !"

"দেবতার আশীর্ব্বাদে বটে ; কিন্তু আমি জানি, তোমার পুণ্যের ফলে সে আশীর্ব্বাদ আমার লাভ হইয়াছে।"

"তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব !—আমি ভাগ্যবতী !"

প্রমিত স্ত্রীর পবিত্র সীমন্তদেশ চুম্বিত করিলেন।

উৎপলা স্বামীর বক্ষে ক্ষণকাল মস্তক রাখিয়া বলিলেন ;—"তুমি নিশিদিন আমার হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছ, তুমি আর কারও নও, তুমি আমার। একটী কথা তোমাকে বলি নাই, আজ—আজ বলিব। পৌষী পূর্ণিমায় গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলাম। সেখানে এক দৈবজ্ঞ আমার হাত পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, সংসারে আমি—আমি ধন-ধান্য, পতি-পুত্রে চির সুখী হইব ! দৈবজ্ঞের কথা কি মিথ্যা হয় ?"

প্রমিতের চক্ষু উল্লসিত হইয়া উঠিল ; তিনি বলিলেন ;—"ধন ধান্যে পতি—?"

লজ্জায় উৎপলা স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইলেন। অনেক সাধ্য-সাধনা সকৌতুক সুমধুর শত অনুনয়ে স্বামীর কানে কানে শেষে যেন কি বলিলেন। তখন উভয়ের মধ্যে একটা আনন্দের ঘটা পড়িয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সংবাদ বিনিময়

প্রমিতসেন অসঙ্গকে ডাকাইলেন। অসঙ্গসেন আসিলে নির্জ্জনে তাঁহাকে বলিলেন ;—"এক দিন তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলাম, কেন যে সে দিন কমলপুর যাইয়াও মঞ্জুলার সঙ্গে দেখা করি নাই, তাহা এক দিন বলিব।"

কথাটা অসঙ্গের মনে পড়িল, তিনি কিছু চিন্তাযুক্ত হইলেন ; বলিলেন ;—"বলিবার সময় কি হইয়াছে ?"

"হাঁ।"

"কেন দেখা কর নাই ?"

"শুধু সে দিন বলিয়া নহে। মঞ্জুলার সঙ্গে আর দেখা শুনা বেশি না হয়, তখন তাহাই আমার ইচ্ছা ছিল।"

"অমন উপকারী সুহৃদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করাই ভাল মনে করিয়াছিলে ?"

"হাঁ।"

"আশ্চর্য্যের বিষয় বটে ! কেন ?—মঞ্জুলা অতি রূপবতী বলিয়া ?"

"মঞ্জুলা পরম রূপবতী তা বলিয়া নহে ; আমি পাপিষ্ঠ বলিয়া !"

ক্ষণকাল প্রমিতের দিকে চাহিয়া অসঙ্গ বলিলেন ;—"সে দিন আমিও মনের কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম !"

"হাঁ, মনে পড়ে। কেন ?"

"তোমার ভাব গতিক দেখিয়া মনে হইয়াছিল, রূপের মোহ যে মুনিঋষির তপঃক্ষয় করিয়া থাকে, তাহা মিথ্যা নহে !"

"মুনি ঋষির কি হয়, কেন হয়, বলিতে পারি না! কিন্তু মানুষ যে অধঃপাতে যায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

অধঃপাতে যায়! অসঙ্গের চিত্তে ভরসা হইল। তিনি বলিলেন;—"আজ এ ভূমিকা কেন?—কি বলিবে?"

"মানুষ বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিলে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবকে জানায়, তাই আজ তোমাকে বলিতেছি।"

প্রমিত তখন নিজের চিত্ত-চাঞ্চল্য, আকাঙ্ক্ষা, লোভ, চিত্তবিকারের কথা আনুপূর্ব্বিক অসঙ্গসেনকে বলিলেন।

বিস্মিত অসঙ্গ বলিলেন;—"তার পর?"

"আরও আছে। গত কল্য ধর্ম্মপাল মহাশয় আমার নিকট আসিয়াছিলেন। রাজ্ঞী এবং রাজাধিরাজের অভিমত জানাইয়া আমার সঙ্গে তিনি মঞ্জুলার বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থিত করিয়াছেন।"

"বটে! তুমি কি উত্তর দিয়াছ?"

"উত্তর এখনো দি নাই,আজ দিব। সেই জন্যই তোমাকে ডাকিয়াছি।"

বিস্মিত স্বরে অসঙ্গ বলিলেন;—"উত্তর লইয়া আমাকে যাইতে হইবে! কি বলিব?"

"তুমি আশঙ্কা করিও না। অতুল্য গুণবতী, অপূর্ব্ব রূপবতী, লক্ষ্মী স্ত্রী আমার গৃহে! দেবতার বরে আমার ত কোন অভাব নাই।"

"তাহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছিলে?"

"অন্ধ হইয়াছিলাম, দেবতার আশীর্ব্বাদে চক্ষু ফিরিয়া পাইয়াছি। আমাকে ঘৃণা করিও না।"

গদগদকণ্ঠে অসঙ্গ বলিলেন;—"রক্ত-মাংসের মানুষ, প্রলোভনে পড়া বিচিত্র নয়। কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যকল্পে দেবতার আশীর্ব্বাদে অনেকে বিপদ কাটাইয়া উঠে। তুমি উঠিয়াছ, তুমি পুণ্যবান্।"

অসঙ্গ প্রমিতের পদস্পর্শ করিলেন। প্রমিত দ্রুতহস্তে অসঙ্গের হাত ধরিয়া ফেলিলেন। প্রমিতের আশঙ্কা দূর হইল—সুহৃদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ত ক্ষুণ্ণ হয় নাই!

তখন উভয়ে আরও কিছু কথা-বার্ত্তার পর যেভাবে ধর্ম্মপাল মহাশয়ের প্রস্তাবের উত্তর দিতে হইবে তাহার উপদেশ লইয়া অসঙ্গসেন প্রস্থান করিলেন।

অসঙ্গসেন ধর্ম্মপাল মহাশয়ের গৃহে পৌছিলেন। ধর্ম্মপাল মহাশয়ের নিকট তিনি সুপরিচিত। প্রণাম, স্নেহাশীর্ব্বাদ এবং কুশলপ্রশ্ন রীতিমত শেষ হইলে ধর্ম্মপাল জিজ্ঞাসা করিলেন;—"কোথায় যাইতেছ?"

"আপনার নিকটেই আসিয়াছি।"

"কেন?—বিশেষ কোন কাজ আছে?"

ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া অসঙ্গ বলিলেন;—"আপনি কাল কুমুদ-নিবাসে গিয়াছিলেন?"

"হাঁ। তুমি কি প্রমিতের নিকট হইতে কোন সংবাদ লইয়া আসিয়াছ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"প্রমিতের নিকট একটা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া আমি এখন বড় লজ্জায় পড়িয়াছি!"

"সে কি! কেন?"

"পরে বলিতেছি।—প্রমিত তোমাকে কি বলিয়া দিয়াছে?"

"তিনি আপনার চরণে শত প্রণাম জানাইয়াছেন। আর—আর—"

অসঙ্গের মুখ বাধ-বাধ হইয়া উঠিল। ধর্ম্মপাল বলিলেন;—"বল।"

অসঙ্গ তখন নতমস্তকে ধীরে ধীরে প্রমিতের বক্তব্য ধর্ম্মপাল মহাশয়কে জানাইলেন, শেষে বলিলেন;—"তিনি সস্ত্রীক; দ্বিতীয় দার-

পরিগ্রহে তাঁহার ইচ্ছা নাই। আপনি তাঁহাকে স্নেহ করেন, আপনার চরণে তাঁহার নিবেদন—তাঁহার অপরাধ লইবেন না।”

“বটে! প্রমিত মন স্থির করিয়াছে?”

“আপনি অসন্তুষ্ট হইলে তাঁহার আর উপায় নাই।”

ধর্ম্মপাল মহাশয়ের মুখে স্মিত প্রকটিত হইয়া উঠিল, তিনি আবেগের সহিত বলিলেন;—“অসঙ্গ, বাঁচিলাম!”

অসঙ্গ অবাক্ হইয়া রহিলেন। ধর্ম্মপাল মহাশয় তখন বলিলেন;—“কাল কুমুদনিবাস হইতে ফিরিয়া আসিলে সন্ধ্যার পর রাজান্তঃপুর হইতে সৌবিদ আসিয়া আমাকে জানাইয়া গিয়াছে, মঞ্জুলার বিবাহের জন্য আর চেষ্টা করিতে হইবে না। মঞ্জুলা বিবাহ ঘর সংসার করিবে না। রাজ্ঞী, রাজাধিরাজের অনুমতি পাইয়াছে, আগামী পৌর্ণমাসীতে মঞ্জুলা এই নবীন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে—সংসার, গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে!”

“বিপুল ধনশালিনী, অপূর্ব্ব রূপসী, অতুল্য গুণবতী, অমন কলাকুশলা মঞ্জুলা এই নবীন বয়সে সংসার পরিত্যাগ করিবে!”

“হাঁ। এই নবীন ধর্ম্ম দেশ মাতাইয়া তুলিতেছে।—রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, যুবক-বৃদ্ধ, পতিতা-পবিত্রা, কুরূপা-রূপসী—সকলেই বুদ্ধের শরণ লইতেছে, ধর্ম্মের—সঙ্ঘের শরণ লইতেছে!”

“ভগবান সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করুন!”

“অবশ্যই করিবেন; পৃথিবী রসাতলে যাইবে না।”

“তবে, প্রমিতসেনের প্রতি আপনি অসন্তুষ্ট হন নাই?”

“অসন্তুষ্ট!—অসঙ্গ, দুকুল রক্ষা পাইয়াছে। পরম সৌভাগ্যবতী লক্ষ্মী তাহার গৃহিণী; ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন, তাহারা চিরসুখী, চির-জীবী হউক!”

সেই দিনই সংবাদ রাজান্তঃপুরে এবং কুমুদনিবাসে পৌঁছিল। রাজ্ঞী ও রাজাধিরাজ কি বলিলেন, অথবা প্রমিতসেন এবং উৎপলার মনে কি ভাবের উদয় হইল, তাঁহাদের মধ্যে কি কথা-বার্ত্তা হইল, আমরা তাহার উল্লেখ করিব না।

স্বামীর নিকট সংবাদ শুনিয়া সংযুক্তা বলিলেন ;—"তুমিই ত বলিয়াছিলে, প্রমিতসেন মহাশয় মজিয়াছেন।"

"ভাব দেখিয়াই বলিয়াছিলাম। আজ ত প্রমিতের নিজমুখেই শুনিলাম।"

"তবে আর প্রস্তাবে অস্বীকার কেন?"

"মনের বিকার দূর হইয়াছে, জ্ঞানোদয় হইয়াছে।"

"অমন ভাল লোক তিনি, তাঁর চিত্ত বিচলিত হইয়াছিল?"

"প্রবল প্রলোভন!"

"তা ঠিক। মঞ্জুলাই এ অনর্থের মূল!"

"কি দোষ তার?"

"নিজে মজিয়াছিল, ইহাঁকেও মজাইয়াছিল।"

"কেমন করিয়া?"

"রূপে।"

"অপরাধ কার? রূপের? না—রূপ দেখিয়া যে মজে, তার? মণি-রত্ন দেখিয়া লোক যদি হাত বাড়ায়, দোষ মণি-রত্নের? না—যে হাত বাড়ায়, তার?"

"সে বোধ হয় কোন তন্ত্র-মন্ত্র যাদু মায়াও জানে।"

"বটে!"—অসঙ্গ হাসিলেন,—"আর, পুরুষের কি রূপ নাই?—তুমিই ত বলিতেছ, মঞ্জুলাও মজিয়াছিল!"

"যদি মজিয়াই ছিল, গলায় দড়ি দিয়া মরিল না কেন?"

"অমন রূপবতী লক্ষ্মী স্ত্রী গৃহে থাকিতেও প্রবীণ বয়সে প্রমিত বিচলিত হইয়াছিল, আর সংসারে অনভিজ্ঞা বালিকা মঞ্জুলার চিত্ত যদি চঞ্চলই হইয়াছিল, স্বীকার করা যায়, কার অপরাধ গুরুতর ?"

"তোমরা পুরুষ, তোমরা কি কোন দিন অপরাধী পুরুষকে ক্ষমা কর ?"

"আর স্ত্রীলোক ? তা'রা ত সন্দেহমাত্রই স্ত্রীলোককে দড়ি কলসী দেখাইয়া দেয় !"

সংযুক্তা হাসিলেন, বলিলেন ;—"স্ত্রীলোকের চিত্ত চঞ্চল হইবে কেন ?"

"কেন হয়, দেবতা জানেন। সকল স্ত্রীলোকের চিত্ত কি সমান ?—মঞ্জুলা গলায় দড়ি দিয়া মরে নাই, তাহা ত সহজ সামান্য লোকের—কাপুরুষের কাজ। কিন্তু চিত্ত সংযত করিয়া মায়া-মোহের-বন্ধন কাটিয়া, সকল সুখ, সকল কামনা বিসর্জ্জন দিয়া, নবীন বয়সে অতুল্য রূপগুণ ধন-সম্পদশালিনী মঞ্জুলা গৃহ-সংসার ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে !"

উচ্ছ্বসিত চিত্তে বিস্ফারিতনেত্রে সংযুক্তা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অসঙ্গ বলিতে লাগিলেন ;—"কয় জন পারে ? এমন মহা সঙ্কল্পে—এ দুস্তর মহাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে এ সংসারে ক' জন সক্ষম হয় ? স্ত্রীলোক, পুরুষ—সাধু সজ্জন—ক' জনের এ সাহস আছে ?"

বলিতে বলিতে অসঙ্গের স্বর ক্ষীণ হইয়া আসিল, তাঁহার চক্ষু অশ্রু-পূর্ণ হইয়া উঠিল। সংযুক্তারও চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। অসঙ্গ বলিতে লাগিলেন ;—"প্রমিত আত্ম-রক্ষা করিতে পারিয়াছেন ; তাঁহার পৌরুষ আছে, তিনি পুণ্যবান। কিন্তু মঞ্জুলা যে আত্ম-ত্যাগ করিয়াছে ! তাহার লোকাতীত শক্তি, সে যে দেবী !"

স্বামী-স্ত্রী ক্ষণকাল সজলনেত্রে পরস্পরের মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। শেষে গদ্গদকণ্ঠে সংযুক্তা বলিলেন ;—"একটীবার আমি মঞ্জুলাকে আর দেখিতে পাইব না ?"

"আগামী পূর্ণিমায় মঞ্জুলা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে, দিন নাই। তথাপি একবার তোমাকে দেখাইতে চেষ্টা করিব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিদায়।

ধর্ম্মপাল মহাশয়ের প্রস্তাবে প্রমিতসেন যে উত্তর দিয়াছিলেন, মঞ্জুলা তাহা লীলার নিকট শুনিল। তুমি আমি হইলে এ সংবাদে আমাদের অভিমান ক্ষুণ্ণ হইত, কিন্তু মঞ্জুলার চিত্ত স্বচ্ছন্দ, উদ্বেগশূন্য হইল।

মানুষ যখন ইহলোক ছাড়িয়া যায়, তখন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিজের জন্য যতদূর আকুল হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক আকুল হয়, যাহাদিগকে রাখিয়া যায়, তাহাদের জন্য। পুত্র-কন্যা, স্বামী অথবা স্ত্রী, আত্মীয়-বন্ধুর দশা কি হইবে, তাই ভাবিয়াই সাধারণ নর-নারী ব্যাকুল হয়। নিজের জন্য ক'জন কাঁদে? পরের জন্যই ত লোক অশ্রু বিসর্জ্জন করে। হৃদয়বান সাধু স্বর্গদ্বারে পৌছিয়াও বা মর্ত্ত্যের দিকে সজল দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন! তবে, শুনিয়াছি, মায়ামোহের অতীত, বিশ্বজিৎ পরমহংসেরা নিয়মিত সময়ে নির্ব্বিকার চিত্তে মহাপ্রস্থান করেন। কিন্তু তাঁহাদের জীবন-মরণ সকলই ত স্বতন্ত্র অলৌকিক।

মঞ্জুলার মরণকালও উপস্থিত হয় নাই, পরমহংসত্বও সে প্রাপ্ত হয় নাই। সে দিনের বালিকা সে; নবপ্রফুল্ল, লাবণ্যময় তাহার দেহে স্ফুরদুষ্ণ রক্তস্রোত খরবেগে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। ভোগের, সুখের শত আকাঙ্ক্ষা ত এমনি সময় লোকের চিত্ত উদ্বেল করিতে আরম্ভ করে। এমন সময় আত্মত্যাগ বড় কঠিন, বড় কঠিন! তথাপি মঞ্জুলা মন বাঁধিয়াছে। কিন্তু একটী চিন্তা তাহার চিত্ত ব্যথিত করিতেছিল।

এক দিন মঞ্জুলা মনে করিয়াছিল, নিজের অনুরক্ত চিত্তে প্রমিতের

প্রসন্নমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার মনে হইয়াছিল, প্রমিতও বা বুঝি—আকৃষ্ট হইয়াছেন। ক্রমে তাহার বিশ্বাসই হইয়াছিল—প্রমিত তাহাকে আকাঙ্ক্ষা করেন। নিজের সুখের আশা, ভোগের কামনা মঞ্জুলা ছাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু একটী অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার গুপ্ত বেদনা প্রমিতের হৃদয়ে থাকিয়া যাইবে, তাই ভাবিয়া মঞ্জুলার চিত্ত ব্যথিত হইতেছিল। আজ লীলার মুখে সংবাদ শুনিয়া তাহার চিত্ত উদ্বেগশূন্য হইয়াছে। স্বচ্ছন্দচিত্তে চিরসুখে বাঁচিয়া থাকুন উপকারী সুহৃদ, আর স্নেহময়ী, পুণ্যবতী উৎপলা!

আজ শুক্লা ত্রয়োদশী। মঞ্জুলা পূর্ব্বাহ্লে কুমুদনিবাসে সংবাদ পাঠাইয়াছিল, উৎপলাকে প্রণাম করিতে আসিবে। অপরাহ্নে মঞ্জুলা আসিয়াছে।

এই ক'দিনেই মঞ্জুলা আর সে মঞ্জুলা নাই।

সাজ সজ্জার কোন পারিপাট্য নাই, স্বর্ণ মণিরত্ন অলঙ্কার মঞ্জুলা পরিত্যাগ করিয়াছে, কেশপাশ মুক্তাজালে পরিমণ্ডিত কবরীবদ্ধ নহে, মেঘের মত কৃষ্ণ সে কোমল কেশরাশি বেণীবদ্ধও হয় নাই; অচিরেই যে মঞ্জুলা তাহা চিরবিসর্জ্জন দিবে! কি কাজ আর তাহার সাজ-সজ্জায়? কি প্রয়োজন আর অঙ্গ সংস্কারে? দুদিনেই ত তাহার গৃহবাসের পরিসমাপ্তি হইবে!

সামান্যবেশে নিরাভরণা মঞ্জুলা বিদায় লইতে আসিয়াছে। উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া উৎপলা তাহাকে আপনার শয়ন কক্ষে আনিয়া বসাইয়াছেন। উভয়ে অনেক কথা হইয়াছে।

জলভরা চক্ষে উৎপলা জিজ্ঞাসা করিলেন;—"মঞ্জুলা, তুই সন্ন্যাসিনী হইবি!"

"দেবতা প্রসন্ন হউন, তুমি আশীর্ব্বাদ কর।"

"ধনৈশ্বর্য্য গৃহসংসার ছাড়িয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবি!"

"ভিক্ষুণীরা ত তাহাই করেন।"

"সকল সুখ, সকল আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া দিবি? সকলেই ত এ সংসারে সুখের আকাঙ্ক্ষা করে!"

"ক'জন সুখী হয়! ক'জনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, দিদি?"

"সকলের অদৃষ্ট, কর্ম্ম-ফল সমান নয়। কিন্তু তোর ত কোন অভাব নাই, ধনমান রূপগুণ—দেবতা তোকে সকলই দিয়াছেন! তুই কেন এই নবীন বয়সে নিরাশ হইবি?"

মঞ্জুলা হাসিল, মধুর স্বরে কহিল;—"আশায় আশায় বেদনা ভোগ অপেক্ষা আশা—আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করাই ত ভাল।"

উৎপলার মনে সন্দেহ হইল মঞ্জুলা অবশ্যই কোন দুষ্প্রাপ্য বস্তুর আশায় নিরাশ হইয়াছে! তাহার আকাঙ্ক্ষা কি পূর্ণ হইবার নহে?—পূর্ণ করা যায় না? সংযুক্তার কথা তাহার মনে পড়িল। মঞ্জুলা কি সত্য সত্যই—! আর আমি কি এতই স্বার্থপর? আশা-ভঙ্গে অভাগিনী সংসার ছাড়িতেছে, সন্ন্যাসিনী হইতেছে, আর আমি "আমার! আমার!" বলিয়া গণ্ডি দিয়া রাখিব? মানুষ ত পরের জন্য প্রাণ দেয়, আমি কি—? উৎপলা গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন;—"বালিকা তুই, কে তোকে এমন নির্ঘাত উপদেশ দিল? সৃষ্টিকাল হইতেই ত মানুষ আকাঙ্ক্ষার বশ!"

"আকাঙ্ক্ষার বশ বলিয়াই ত সৃষ্টিকাল হইতেই মানুষ দুঃখী! জন্মে জন্মে আকাঙ্ক্ষা করে, প্রতিজন্মেই নিরাশ হয়!"

উৎপলা ক্ষণকাল অবাক হইয়া রহিলেন। কতদূর চলিয়া গিয়াছে মঞ্জুলা! ফিরানো যাইবে কি তাহাকে?

"মঞ্জু, বহিন্ আমার, আমাকে বলিবি?"

"কি, দিদি ?"

"বলিবি ?—আমাকে অবিশ্বাস করিবি না ?"

উৎপলা মঞ্জুলার হাত ধরিলেন। মঞ্জুলা বলিলেন ;—"তোমাকে অবিশ্বাস !"

"কাহাকেও ভাল বাসিয়াছিলি ?—ভাল বাসিস্ ?"

মঞ্জুলা সৌম্য প্রশান্ত হাসি হাসিল, বলিল ;—"তুমি ভালবাস ?"

এ কিরূপ প্রশ্ন ! উৎপলা বলিলেন ; —"বাসি বৈ কি !"

"কাহাকে ?—স্বামীকে ?"

উৎপলা হাসিলেন। মঞ্জুলার চক্ষু অকস্মাৎ দীপ্তোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতে লাগিল। মঞ্জুলা বলিল ;— "তুমি ত ভালবাসিতে শিখিয়াছ !"

"শিখিয়াছি ! সে কি ?"

"যে দিন প্রথম দেখা সেই দিন ভালবাসিয়াছিলে ?"

"তখন ত আমি বালিকা। তুই পাগল ! বালিকা কি ভালবাসিতে জানে ?"

"তবে, তার পরে শিখিয়াছ ! শাস্ত্রে বলে, স্বামীকে ভক্তি করিবে, ভালবাসিবে, তাই অভ্যাস করিয়াছ। গুরুজনেরা বলেন, বন্ধুবান্ধবেরা বলেন, সমাজ বলে, স্বামীকে ভালবাসিতে হয়—তাই ক্রমে বাসিয়াছ ; ঘরে ঘরে দেখিয়াছ, স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, ভালবাসা স্ত্রীর কর্ত্তব্য, তাই ভালবাসিয়াছ ! কচি লতাকে মানুষ গাছ ধরাইয়া দেয় ; লতা বাড়ে আর গাছকে জড়াইয়া ধরে !"

"কি দোষ তাহাতে !"

"দোষ নাই, কিন্তু সে ত পাতানো, শিখানো ভালবাসা !"

বিস্ময়ে উৎপলা অবাক হইয়া রহিলেন। স্বামীকে ভালবাসা—

শিখানো ভালবাসা! যত্ন চেষ্টা অভ্যাসের ফল!—যে আনন্দে প্রতি রক্তবিন্দুর উল্লাস, যে উল্লাসে রমণী আত্মহারা হয়, তাহা কৃত্রিম। শেষে উৎপলা বলিলেন;—"তুই বলিস্ কি?"

"বিন্দু বিন্দু করিয়া—আজ এইটুকু, কাল অতটুকু করিয়া ভালবাসার উৎপত্তি প্রসার হয় না।"

"কেমন করিয়া হয়?"

"এক দিনে, এক মুহূর্ত্তে চিত্ত কম্পিত, বিকসিত, উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, পরিপ্লাবিত হইয়া যায়; ভাবিবার চিন্তিবার অবসর থাকে না, অভ্যাস উপদেশের অপেক্ষা করে না!"

উৎপলার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল,—সে কি প্রেম? না—রূপোন্মাদ?—লালসার উচ্ছ্বাস? মঞ্জুলা বলিতে লাগিল;—"তাহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধিও বুঝি নাই। দানে সুখ, প্রতিদানে আনন্দ, উপেক্ষা-অনাদরে অটল অক্ষুণ্ণ!"

বিস্মিত স্তম্ভিত উৎপলা বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। অনভিজ্ঞা বালিকা!—কোথায় শুনিল—শিখিল ভালবাসার এই বিস্ময়কর নবীন ব্যাখ্যা? অভাগিনী নিশ্চয়ই মজিয়াছিল। শেষে উৎপলা বলিলেন;—"কাহাকেও তুই এমনি করিয়া ভালবাসিয়াছিলি?—বাসিস্?"

মঞ্জুলা অবিচলিতনেত্রে চাহিয়া রহিল। উৎপলা বলিলেন;—"মঞ্জু, বহিন্, আমার কাছে বল্। আমি কায়মনোবাক্যে তোর আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করিব।"

"আমার আকাঙ্ক্ষা?—আমি ত সকল আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া দিয়াছি!"

"কেন ছাড়িবি?—আমি যে তোর জন্য প্রাণ দিতে পারি!"

"তুমি যে দেবী! নরলোকের অতীত যে তোমার মহত্ত্ব! কেন তুমি মানুষী হইলে না? তাহা হইলে বা——।"

মঞ্জুলার স্বর ক্ষীণ হইয়া আসিল। মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া মঞ্জুলা পুনরায় বলিতে লাগিল ;—"সন্দেহ-অবিশ্বাস, হিংসা-দ্বেষ, গর্ব্ব-অহঙ্কার তোমার চিত্তে স্থান পায় না। তোমার যে শত্রু নাই। অকল্যাণ, অমঙ্গলের ছায়াও যে তোমার অঞ্চল কোণ স্পর্শ করিতে পারে না ! তুমি দেবী ; আশীর্ব্বাদ কর, আমি যে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা যেন পূর্ণ হয় !"

চক্ষুর জলে উৎপলার গণ্ড ভাসিয়া যাইতেছিল, গদগদকণ্ঠে তিনি বলিলেন ;—"গৃহ সংসার তুই আর করিবি না ?"

"না, দিদি। মহাভিক্ষু উপগুপ্তদেব দুই হাত তুলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। গৃহসংসার আকাঙ্ক্ষা কামনা—সমস্ত আমি ভগবান্ সম্যক্ সম্বুদ্ধের চরণে সমর্পণ করিয়াছি।"

যুক্তকরে, নতমস্তকে, মুদ্রিতনেত্রে, নীরবে মঞ্জুলা ইষ্টদেবোদ্দেশে প্রণাম করিল।

অনিমেষনেত্রে রোমাঞ্চিত কলেবরে উৎপলা চাহিয়া রহিলেন। মঞ্জুলার সৌম্য প্রশান্ত মুখের অলৌকিক, দিব্য লাবণ্য দেখিয়া তাহার চিত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।

গৃহস্থা যুবতীর দুই রূপ। কোন কোন যুবতী স্মিতবিকশিত মধুর কমনীয় লাবণ্যে স্পৃহণীয়, আয়ত চক্ষুর মৃদু স্ফুরণে সূচিত অন্তর্নিহিত ভাবলীলা সম্পদে লোকচিত্তহারী। সখীত্ব এবং পত্নীত্বে এই রহস্যময় রূপের প্রাধান্য। যুবতীর আর এক রূপ আছে, তাহাও চিত্তমুগ্ধকর। সেরূপ স্নেহোজ্জ্বল, সৌম্য প্রশান্ত, পবিত্র মধুর, মহত্ত্বে মণ্ডিত দৃষ্টিমাত্রে লোকচিত্ত-উন্নয়নকারী ; মাতৃত্বে এবং দেবীত্বে এই রূপের বিকাশ। বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে এই সখীত্ব এবং পত্নীত্ব কালে মাতৃত্বে এবং দেবীত্বে পরিণত হয়।

মঞ্জুলা পরিচারিকা চঞ্চলাকে ডাকিল। কক্ষে প্রবেশ করিয়া চঞ্চলা

একটী ক্ষুদ্র পেটিকা এবং চন্দন-গন্ধচূর্ণ-প্রক্ষেপে সুরভিত বহুমূল্য বস্ত্রাবৃত কি যেন আর একটী দ্রব্য মঞ্জুলার কাছে রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

পেটিকা খুলিয়া সপ্তবিংশতি মুক্তা গ্রথিত সেই অপূর্ব্ব নক্ষত্রমালা মঞ্জুলা বাহির করিল এবং বলিল :—"দিদি, এই হার এক দিন তুমি আমাকে দিয়াছিলে। আমার নিষেধ না শুনিয়া আমার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছিলে। মণিমুক্তা অলঙ্কারে আমার আর কি প্রয়োজন? সেই এক দিন ভিন্ন আমি এ হার আর ব্যবহার করি নাই। তোমার কণ্ঠের হার, দিদি, তুমি পর।"

মঞ্জুলা উৎপলার কণ্ঠে নক্ষত্রমালা পরাইয়া দিল এবং নতজানু হইয়া মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া উৎপলার পদে প্রণাম করিল। উৎপলার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

মঞ্জুলা তখন বস্ত্রের আবরণ মুক্ত করিয়া ভাঁজকরা একখানি ওড়নি বাহির করিল। বিস্মিতা উৎপলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি এখানি?"

"ওড়নি।"

"ওড়নি কেন?"

সেই প্রথম সাক্ষাৎ দিন নগর-প্রবেশ-পথে বৃষ্টি দুর্য্যোগময় সন্ধ্যাকালে প্রমিতসেন যে ভাবে নিজের ওড়নি দিয়া বিপন্না মঞ্জুলার লজ্জা রক্ষা করিয়াছিলেন, সঙ্ক্ষেপে মঞ্জুলা তাহা বিবৃত করিয়া বলিল ;—"তার পর, আমার আমন্ত্রণে যে দিন তিনি আমার গৃহে প্রথম পদার্পণ করেন, সে দিন আমি এখানি ফিরিয়া দিতে চাহিয়াছিলাম ; কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীকার হন নাই। আমি ব্যবহার করিয়াছিলাম, তিনি তাহা আর ব্যবহার করিবেন না। সেই হইতে ইহা আমার গৃহেই ছিল। আমি গৃহ ছাড়িয়া যাইতেছি, সে ওড়নি আর কাহাকে দিয়া যাইব! তুমি রাখ, দিদি।"

সেই সুরভি শুভ্র কৌশেয় ওড়নি মঞ্জুলা অতি যত্নে দুই হাতে তুলিয়া

লইয়া উৎপলার ক্রোড়ে দিল। রুদ্ধকণ্ঠে উৎপলা বলিলেন ;—"তোর সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবে না! এ জীবনে আর তোকে দেখিব না?"

"তাহার সম্ভাবনা আর কি আছে?—দেবতা জানেন। দিদি, এখন আমি বিদায় হই?"

"তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যাইবি না? দণ্ডেকের মধ্যেই তিনি গৃহে ফিরিবেন।"

ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া ঈষৎ কম্পিত স্বরে মঞ্জুলা বলিল ;—"মনে করিয়াছিলাম, একবার প্রণাম করিয়া যাইব। শত অপরাধ করিয়াছি, একবার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া যাইব।—কিন্তু আজ আর তাহা হইল না। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সংঘারামে যাইতে হইবে। তাঁহাকে আমার শত প্রণাম জানাইও, আমার সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিতে বলিও। দিদি এখন—"

উৎপলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মঞ্জুলাও দাঁড়াইল, বলিল ;—"আর তোমার চরণে আমি শত অপরাধী ; অবোধ বালিকা আমি, আমার শত দোষ, সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিও, দিদি!"

"অবোধ বালিকা? অপরাধী তুই!—তুই যে মর্ত্ত্যলোক জয় করিয়া স্বর্গদ্বারে পৌঁছিয়াছিস্!"

পরিধানের বস্ত্রাঞ্চল গলায় দিয়া, ভূমিতে পড়িয়া মঞ্জুলা উৎপলার পদে বারবার প্রণাম করিল।

দুই হাতে উৎপলা মঞ্জুলাকে ধরিয়া তুলিলেন, শ্লথবদ্ধ তাহার বিস্রস্ত কেশরাশি মৃদুহস্তে সরাইয়া ক্ষণকাল সেই সুন্দর মুখের দিকে অনিমেষে চাহিয়া রহিলেন। শেষে আলিঙ্গনবদ্ধ মঞ্জুলার ললাট-দেশ বার বার চুম্বিত করিলেন।

কমলদলে শিশিরবিন্দুর ন্যায় মঞ্জুলার আরক্ত গণ্ডে সদ্যপতিত উৎপলার অশ্রুবিন্দু অপূর্ব্ব এক করুণশ্রী ধারণ করিল।

তার পর উৎপলা মঞ্জুলার হাত ধরিয়া বহির্দ্বার পর্য্যন্ত গেলেন। সেখানে মঞ্জুলাকে শেষ বিদায় দিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার শিবিকা দেখা গেল, ততক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন; শেষে জল-ভরা চক্ষে উৎপলা গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সংসার দুঃখময়। আশায় নৈরাশ্য, আকাঙ্ক্ষায় বেদনা, স্নেহে উপেক্ষা—অনাদর, অবিশ্বাস, সন্দেহ—মানুষের জীবন ত চির-উদ্বেগময়! কিন্তু কোন কোন পুণ্যবতী গৃহিণীর অবিচলিত ধৈর্য্য, অটল বিশ্বাস এবং অক্ষয় প্রেম-সম্পদে এই দুঃখময় সংসারেও কোন কোন গৃহে সুখ-শান্তি বিরাজ করে।

সমাপ্ত.

কয়েকটী স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনার সময়

গৌতম বুদ্ধের জন্ম	...	...	৫৫৭	খৃষ্ট	পূর্ব্বাব্দ
— বৈরাগ্য ও গৃহত্যাগ		...	৫২৭	"	"
— বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি	...	...	৫২০	"	"
— মহাপরিনির্ব্বাণ	...	...	৪৭৭	"	"
চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনাধিরোহণ		...	৩২১	"	"
বিন্দুসারের ঐ	...	...	২৯৭	"	"
অশোকবর্দ্ধনের ঐ	...	...	২৭২	"	"
— অভিষেক	...	...	২৬৯	"	"
— কলিঙ্গ-বিজয়	...	...	২৬১	"	"
— বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষা	...	...	২৬১	"	"
— ভিক্ষুব্রত গ্রহণ	...	...	২৫৯	"	"
— মৃত্যু	...	...	২৩১	"	"